Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাম-প্রেমী ঠাকুর

শ্রীশ্রী সীতারাম দাস ওঙ্কারনাথ

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

শ্রীঃ

নামপ্রেমী ঠাকুর শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

(পরিবর্দ্ধিত ও পরিমার্জ্জিত সংস্করণ)

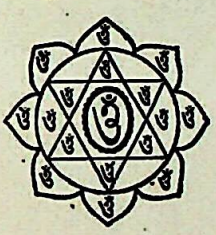

পুরঞ্জয় রায় বন্দ্যোপাধ্যায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

॥ বৈশাখ, ১৩৭০ ॥

প্রকাশক :
শ্রীরাসগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীসত্যধর্ম্ম প্রচার সঙ্ঘ
১১৪ এ, শরৎ বসু রোড
কলিকাতা ২৯

মুদ্রাকর :
শ্রীরামগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়
সার্ভিস প্রিণ্টার্স
৫৫।৬৪ কালীচরণ ঘোষ রোড
কলিকাতা—৫০

মূল্য ৪৲ টাকা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

॥ উৎসর্গ ॥

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দ্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

দেব!

আপনার মহান্ জীবনের জীবনী লিপিবদ্ধ করবার স্পর্দ্ধা এ মূর্খের ছিল না। কেন জানি না, সেদিন 'শান্তিরামের' প্রস্তাবে আপনি বললেন, —গুরু 'অণোরণীয়ান্ মহতোমহীয়ান্'; তাকে কত ছোট করবি, কত বড় করবি!

এই স্পষ্ট ইঙ্গিত আদেশেরই নামান্তর। সবলে সকল দ্বিধা সরিয়ে দিলুম!

এখন গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা সারি। আপনার পূজার ফুল আপনি গ্রহণ করুন। ইতি—

আপনার স্নেহধন্য—'কৃপানন্দ'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবিস্মরণীয়

'দেবযান' সম্পাদক স্নেহাস্পদ শ্রীবিমলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় সমগ্র পাণ্ডুলিপিটি দেখে দিয়েছেন।

ঠাকুরের স্নেহভাজন শিষ্য অ্যাডভোকেট শ্রীরাধাকান্ত মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীতারাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য, ডি. লিট., অধ্যাপক শ্রীসদানন্দ চক্রবর্ত্তী, এম. এ, অধ্যাপক শ্রীপ্রমোদরঞ্জন গুপ্ত, এম. এস-সি, শ্রীললিতমোহন রায় চৌধুরী প্রত্যেকেই প্রথমাবধি আমায় যথেষ্ট উৎসাহ দান করে এসেছেন।

বিনীত—লেখক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

পূর্ব্বেই লিখেছি শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবজীবনকে সম্মুখে রেখে এ লেখায় হাত দিয়েছিলাম। ফলে ঘটনাবহুল জীবনের সামান্যতম অংশ এতে সন্নিবেশিত হয়েছে।

সূর্য্য প্রতিদিন তাঁর কক্ষপথে নিয়মিতভাবে আবর্ত্তিত হচ্ছেন। এই আবর্ত্তনের ফলেই ঘটে যাচ্ছে ধরণীর বুকে বহু ঘটনা। ফুল ফুটছে, নদী বইছে, জলদাকাশে মেঘের সঞ্চার দেখে মত্ত ময়ূরী গিরিশিখরে নৃত্য করছে।

সেই সঙ্গেই মানুষের জীবন নাট্যেও ঘটে যাচ্ছে কত অভিনয়। রাজ্য সাম্রাজ্যের উত্থান পতন ঘটছে। ঘটছে আবিষ্কারের রোমাঞ্চক ঘটনাবলী! সূর্য্য কিন্তু এক, শাশ্বত, স্ব-মহিমায় ভাস্বর! নিজ বিন্দুতে স্থির! তাঁকে প্রকাশ করবার ভাষা নেই, তাই তাঁকে বলা হয়েছে স্বয়ম্প্রকাশ!

এই ইঙ্গিতটুকুই আমি দিতে চেয়েছিলাম শ্রীশ্রীঠাকুরের চরিত-কথায়! লেখা কতটুকু সার্থক হয়েছে তা' আমি জানি না! জানবার প্রয়োজনও নেই, কারণ লেখক হিসাবে আমি এ লেখায় হাত দিই নি।

ইতিমধ্যে দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আরও বহু ঘটনা ঘটে গেছে, কিন্তু আমি তার সবিশেষ উল্লেখ করিনি। সবিতৃদেব আলোক বিকীরণ করে চলেছেন, দান করে চলেছেন নতুন প্রাণ, প্রাণের অধিদেবতা-রূপে!

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথও চলেছেন নতুন জীবন দান করতে করতে। আলোক বিকীরণ করতে করতে!

প্রথম সংস্করণে ঘটনার ভুল ভ্রান্তি এ সংস্করণে শ্রীশ্রীঠাকুর নিজেই সংশোধন করে দিয়েছেন। ফলে গ্রন্থখানি অধিকতর প্রামাণিক হলো।

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাল্যবন্ধু সু-সাহিত্যিক শ্রীচরণদাস ঘোষ মহাশয় একটি নতুন আলেখ্য এঁকেছেন বন্ধুকে বন্ধুর পর্য্যায়ে সাম্‌নে রেখে। এ লেখাটি একটি নূতন অধ্যায়ে সংযোজিত হলো। কোন মন্তব্য করা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা, তবে কৃতজ্ঞতা জানাবার অধিকার আমার আছে।

বিনীত—লেখক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভূমিকা

কলিহত জীবের পরম কল্যাণের জন্য শ্রীভগবান্ মায়ামানুষবিগ্রহ ধারণ করিয়া হুগলী জেলার অন্তঃপাতী ডুমুরদহ গ্রামে ভাগীরথীর আসন্ন তটভূমিতে শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ নামে আবির্ভূত হইয়াছেন—ইহাতে আমাদের সন্দেহের লেশমাত্র নাই। নানারূপ অসংখ্যাত প্রাত্যহিক ঘটনা আমাদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও সুপ্রমাণিত করিয়াছে যে, ইনি লীলামানুষ-বিগ্রহধারী শ্রীভগবান্। যিনি শ্রীশ্রীসীতারামের সহিত ক্ষণিক পরিচয়েরও সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহার হৃদয়ে সীতারামের প্রভাব অল্পবিস্তর পতিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথের সহিত আমরা দীর্ঘকাল হইতে সুপরিচিত। কিন্তু ইঁহার সম্পূর্ণ পরিচয় জানার উৎকণ্ঠা থাকিলে-ও তাহা জানিবার কোনও সুগম উপায় ছিল না। আমাদের অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় এবং অত্যন্ত আনন্দের কথা, পরম শ্রদ্ধেয় বাগ্মিপ্রবর সুলেখক শ্রীযুক্ত পুরঞ্জয় রায় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীশ্রীসীতারামদাসের জীবনী সম্পূর্ণ-ভাবে লোকচক্ষুর গোচরীভূত করিয়াছেন। এই জীবনীতে সীতারামের সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য অতি ক্ষুদ্র কথা-ও বাদ পড়ে নাই। যেরূপ পরিস্থিতিতে ও যেরূপ পরিবেশের মধ্যে সীতারাম আবির্ভূত হইয়াছেন, তাহা লেখক এই জীবনীতে অতি সুস্পষ্টভাবে প্রতিপাদন করিয়াছেন। এই লেখকের লেখায় তাঁহার সত্যানুসন্ধিৎসা ও সত্যনিষ্ঠা পদে পদে পরিস্ফুট হইয়াছে। লেখক যাঁহার জীবনী লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাকে অকারণ গৌরবমণ্ডিত করিবার প্রয়াস লেখকমাত্রের-ই হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু এই জীবনী-লেখকের এইরূপ প্রয়াসের লেশমাত্র নাই। যাহা যথার্থ সত্য এবং সর্ব্বজনের অনুভব-সিদ্ধ, তাহাই মাত্র এই জীবনীতে স্থান পাইয়াছে। ইঁহার লেখার একটা বিশেষ গুণ এই যে, যথার্থ সত্যমাত্র লিখিত হইলে-ও লেখাতে একটি যথেষ্ট পরিমাণে আবেশ আছে। এই জীবনী পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে কেহ-ই সমাপ্ত না করিয়া মধ্যে বিশ্রান্ত হইতে পারিবেন না। অতি-মানব পুরুষের জীবনচরিত্র লেখা অতি দুরূহ ব্যাপার—বিশেষতঃ লৌকিক-বুদ্ধি-সম্পন্ন লোকের পক্ষে। এবং এইজাতীয় চরিত্র যথাযথভাবে লোকসমাজে বহু প্রচারিত হইলে সাধারণ লোকের-ও অসাধারণ কল্যাণ হইবে। কিন্তু পরম কল্যাণকর অতিমানুষের জীবনী-লেখার মত যোগ্য লোক বর্ত্তমান সময়ে অতি সুদুর্লভ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই জীবনী শ্রবণ করিয়া আমার সুদৃঢ় ধারণা হইয়াছে যে, শ্রীশ্রীসীতা-রামদাস ওঙ্কারনাথের জীবনী-লেখায় লেখক সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। এই লেখাতে কোনও আড়ম্বর নাই, অকারণ সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির প্রয়াস নাই, সত্য-গোপনের প্রচেষ্টা নাই, প্রত্যক্ষ বস্তুকে পরোক্ষ করিবার যত্ন নাই, দোষত্রুটি আচ্ছাদন করিবার উদ্যম নাই, সম্পূর্ণভাবে শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথের প্রকৃত জীবনী এই গ্রন্থে সঙ্কলিত হইয়াছে। অথচ ইহা এত সুস্পষ্ট এবং চিত্তাকর্ষক হইয়াছে যে, মনে হয় তুলিকার সাহায্যে চিত্রকর যেন চিত্র নির্ম্মাণ করিয়া সকলকে সীতারামদাসের চরিত্র প্রত্যক্ষ করাইয়াছেন। এই জীবনী-পাঠে অনুকূল, প্রতিকূল ও উদাসীন ত্রিবিধ পাঠক-ই বিশেষ উপকৃত হইবেন। অশ্রদ্ধালুর হৃদয়ে শ্রদ্ধার সঞ্চার করিবে, শ্রদ্ধালুর চিত্তে শ্রদ্ধা দৃঢ়তর হইবে, দৃঢ়শ্রদ্ধ পুরুষ তাঁহার ইষ্টলাভে সমর্থ হইবেন।

যেরূপ দুরূহ বিষয়ের প্রতিপাদনে গ্রন্থকার লেখনী ধারণ করিয়াছেন, ইহ সাধারণ লেখকের পক্ষে অত্যন্ত অসম্ভাবিত হইলেও, এই জীবনী-লেখক তাঁহার লেখ্যবস্তুর সম্পূর্ণ প্রতিপাদনে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন—ইহাতে আমার সংশয়ের লেশও নাই। মহাপুরুষের চরিত্র জনসাধারণের বোধের যোগ্য না হইলে-ও লেখক যেভাবে এই মহাপুরুষের চরিত্র সমগ্রভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে লেখক-ও যে অতি উচ্চকোটির লোক ইহা তাঁহার লেখা পাঠ করিলে-ই অনায়াসে সকলেই বুঝিতে পারিবেন।

বর্ত্তমান সময়ে আমরা যে-সমস্ত সাধারণ জীবন-চরিত পাঠ করিতে অভ্যস্ত, এই চরিত্র সেই সমস্ত চরিত হইতে অত্যন্ত বিলক্ষণ। ইহার প্রত্যেকটি চরিত-ই অ-সাধারণ গূঢ়ভাবযুক্ত। এই অতি নিভৃত বস্তুকেও লেখক যেভাবে লোক-লোচনের গোচরীকৃত করিয়াছেন, তাহাতে লেখক নিজে ধন্য হইয়াছেন। তাঁহার এই জীবনী-লেখা সম্পূর্ণরূপে সার্থক হইয়াছে। লেখকের সহিত আমার ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠ পরিচয় না থাকিলেও তাঁহার লেখার দ্বারা তাঁহার হৃদয়ের অতি উচ্চভাবের ও তাঁহার হৃদয়ের গাম্ভীর্য্যের সু-স্পষ্ট পরিচয় পাইয়া আমি অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। এই জাতীয় গ্রন্থ যত অধিক জনসমাজে প্রচলিত হয়, তত-ই জনসমাজের কল্যাণ। পরিশেষে শ্রীশ্রীভগবৎচরণে বিনীত প্রার্থনা জানাইতেছি যে, এই জীবনী-লেখক শ্রীযুক্ত পুরঞ্জয়বাবু তাঁহার সাধনোচিত সিদ্ধি ভগবৎকৃপায় অবিলম্বে লাভ করুন।

কলিকাতা
২৪শে মাঘ, ১৩৬১

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ
(মহামহোপাধ্যায়)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীঠাকুর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরমপুরুষ !

ইনি এক নিষ্ক্রিয় উদাসীন !

ইনি শান্ত, ইনি নির্ব্বাত !

এঁর নেই অন্তর-বাহির, নেই দূর-নিকট ভেদ !

ইনি অবিকারী, ত্রিকালে অবাধিত ! ইনি নিত্য ! ইনি অমৃত !

ইনি সগুণ ! ইনি নির্গুণ !

ইনিই হিরণ্যগর্ভ ! ইনিই প্রতিহৃদয়ে বাসকারী বাসুদেব !

ইনিই ব্রহ্ম ! ইনিই পরমাত্মা !

ইনি জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান,—এই ত্রিপুটির অতীত !

ইনি দ্বৈত ও অদ্বৈত ভাবের সমন্বয় !

সূর্য্য ভ্রমণ করেন না, এ সত্য সুবিজ্ঞাত। কিন্তু সূর্য্যের উদয় ও অস্ত এইরূপই ব্যবহার। ভগবান্ বলছেন, 'আমার প্রকৃত স্বরূপ অব্যয় ও অজ' ; তৎসত্ত্বেও আবার বলছেন, 'আমি সমস্ত জগৎ উৎপন্ন করিয়া থাকি।' এইরূপই ব্যবহার !

'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন' ; এ জগতে নানাত্ব কিছুই নেই—যা কিছু আছে, সবের মূলে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। স্পষ্ট এই প্রতীতি। তাই বলা হয়েছে 'মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি'—এ জগতে যে নানাত্ব দেখে, সে জন্ম-মরণের ফেরে পড়ে যায়। জ্ঞানিজন বলেন,—অপ্রবুদ্ধ অর্থাৎ কেবল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষকারী লোকের নিকট পরমেশ্বর ব্যক্ত ও সগুণ দৃষ্ট হলেও পরমেশ্বরের প্রকৃত ও শ্রেষ্ঠ স্বরূপ যে নির্গুণ, তা জ্ঞান-দৃষ্টিতে দেখাতেই জ্ঞানের চরম সীমা !

আত্মজ্ঞান হলেই ত শেষ হয়ে গেল ! সেই ত মোক্ষাবস্থা ! মোক্ষ ত আত্মারই মূল শুদ্ধাবস্থা ! এ অবস্থা আনন্দময় কোষেরও ঊর্দ্ধে ! ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্।

পরমপুরুষের দুই বিভূতি।

পুরুষ ও প্রকৃতি।

পুরুষ সমষ্টিরূপেই ব্রহ্ম, আর ব্যষ্টিরূপেই জীবাত্মা !

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা।

ইনিই মা, ইনিই মহামায়া! ইনিই মূল আধার! তাই মূলাধারে ইনিই আছেন!

মা'র স্নেহাশ্রয় না পেলে—মা না জাগলে অবিদ্যা যায় না।

সৃষ্টি-রহস্যের মূলে এই পুরুষ-প্রকৃতিরই লীলা!

ব্রহ্মও সত্য, জগৎও সত্য!

ভক্তের নিকট ভগবান্ তাই অ-দৃষ্ট নন, দৃষ্ট!

অরূপ হলেও রূপের মাঝে তাঁর স্বরূপের প্রকাশ!

সমগ্র ঐশ্বর্য্য, ধর্ম্ম, যশঃ, সম্পদ্, জ্ঞান, বৈরাগ্য এই ছয় বিষয়কেই 'ভগ' বলে।

ভগবান্ ষড়ৈশ্বর্য্যশালী!

ঐশ্বর্য্য শব্দ অর্থ এখানে যোগৈশ্বর্য্য!

সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী হয়েও তিনি নির্লিপ্ত! তিনি পূর্ণ।

মানুষ অপূর্ণ।

পূর্ণের সাধনাই মানুষের সাধনা!

এ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে হলে তাঁর কৃপা চাই!

'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুধা শ্রুতেন'।

তাঁর কৃপা ভিন্ন কিছু হবার জো নেই!

মানুষের মন! বিচিত্র তার ব্যবহার!

মনোজয় না হলে, মনের মরণ না সারলে কেমন করে দর্শন হবে? হবে দয়িতের সঙ্গে মিলন?

প্রকৃতির বিকার হল স্থূল সূক্ষ্ম!

স্থূলে সেন্দ্রিয় পঞ্চতন্মাত্র।

সূক্ষ্মে মন, বুদ্ধি।

বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা।

মন মানেই সঙ্কল্প বিকল্প—চিন্তা আর ভ্রান্তি!

বুদ্ধির লোকে মন স্থির হলে তবেই তাঁর স্পর্শ পাওয়া সম্ভব!

এই হল মনোজয়!

এই মন ব্যভিচারী! নিত্য নূতন রসের সন্ধানে সে উন্মাদ!

পরমরসিক ভিন্ন শ্রেষ্ঠ রস পরিবেষণে আর কে সক্ষম!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাই ভক্ত বলেন, তোমার কৃপা ভিন্ন কোন কিছু হবার উপায় নেই। তুমি দান করো সেই অমৃত, সেই শ্রেষ্ঠ রস—যাতে মন আর অন্য রসের সন্ধানে না ছোটে! তার ছোটাছুটির ইতি করে দাও, প্রিয়তম!

মায়া-সাগর হতে উত্তীর্ণ হবার ক্ষুদ্র জীবের সাধ্য কোথায়?

ভগবান্ নিজেই বলছেন,—মম মায়া দুরত্যয়া।

তবে কি উপায় নেই?

চক্রধারীর কালচক্র সুদর্শন-চক্রের অবিরাম ঘূর্ণনে নিত্য গতাগতি কি শেষ কথা?

ভগবান্ বলছেন,—মাভৈঃ, আমার আশ্রয় নাও। মায়ামেতাং তরন্তি তে।

'যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্॥' গীতা ১২শ অঃ॥

'সম্পূর্ণরূপে নিজেকে সমর্পণ কর। তোমার ভাবনা আমায় দাও। আমি তোমায় মৃত্যু হতে উদ্ধার করবো। তোমায় অমৃতের অধিকারী করবো।'

আমাদের মত অকিঞ্চনের জন্যেই ইনি আসেন। যুগে যুগে আসেন।

ইনি কৃপাময়। আমাদের কৃপা করতে, আমাদের পাপের ভার হরণ করতে ইনিই হরি হয়ে আসেন, তাইত মানুষ তার সমগ্র দেহমন উজাড় করে দেয় তাঁর পদপ্রান্তে।

মানুষ জানে তাঁর শরণেই বিষয় বিষ হয়ে ওঠে। সে অমৃত পান করবার অধিকারী হয়। তখন নামীর নামই হয়ে ওঠে একান্ত সম্বল। তাঁর মহৎ বাণী মনের মন্দিরে নিয়ত ধ্বনিত হয়—

'বিষয়ান্ ধ্যায়তশ্চিত্তং বিষয়েষু বিষজ্জতে।
মামনুস্মরতশ্চিত্তং ময্যেব প্রবিলীয়তে॥'

আনন্দময় কোষের দ্বার খুলে যায় তাঁরই নীরব স্পর্শে!

বুদ্ধির লোকপ্রহসা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। সৎ-অসতের সীমারেখা স্পষ্ট দেখা দেয়। শুদ্ধসত্ত্বময় হয় দেহমন।

ইনি আসেন। যুগে যুগে আসেন। আমাদের মাঝে আমাদের মত হয়ে যিনি অ-ধর তিনি ধরার ধূলায় ধরা দেন!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইনি অতীতে এসেছেন। বর্ত্তমানে আসছেন। ভবিষ্যতেও আসবেন।

অন্ধকার! সূচীভেদ্য অন্ধকারের মধ্য দিয়ে যখন পথচলা হয় অসম্ভব, পদে পদে যখন পদস্খলন হয় স্বাভাবিক—কণ্টকক্ষতচরণে ঝরে পড়ে যখন গাঢ় শোণিত—তখন তিনি আসেন।

তিনি আসেন স্নিগ্ধ আলোক রূপে—সিত চন্দন রূপে—আসেন পরম সান্ত্বনার রূপে।

লোভে, মোহে, হিংসায় স্ফীত দানবের অত্যাচারে ধরার ভার যখন দুঃসহ হয়ে ওঠে—আকাশ যখন পীড়িত প্রাণীর ব্যথায় আকুল কণ্ঠে আর্ত্তনাদ করে ওঠে—বিষয়-বিষ-জর্জ্জর অন্তরলোক যখন অন্তরীক্ষের পানে শেষ আশা নিয়ে মুক্তির আকুতি জানায়—তখন তিনি আসেন। তখন তিনি আসেন আশা আর আনন্দের প্রতীকরূপে।

পরমপুরুষের আবির্ভাব তাই যুগে যুগে।

তাঁর আশ্বাসবাণী অমৃতমন্ত্রে ঘোষিত হয় আশাহত জীবের শেষ আশ্রয়রূপে—'সম্ভবামি যুগে যুগে'।

ধ্যানমগ্ন সাধকের সহসা ধ্যানভঙ্গ হয়।

সহসা প্রকৃতি পুলকিতা হয়ে ওঠেন অনাস্বাদিত আনন্দের শিহরণে।

দ্যুলোকে ভূলোকে ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে তাঁরই অমৃতবাণী—পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।'...

দুষ্কৃতের দল মহামায়ার মায়ায় লোভে, মোহে, অহঙ্কারে স্ফীত হয়ে ভাবে, শক্তিকে তারা স্ববলে কুক্ষিগত করেছে! যন্ত্রটা যন্ত্রী হয়ে উঠেছে! ভাবে—মা-টি নেই, তাই মাটিকে কে গ্রাহ্য করে?

ওদিকে ঈশান কোণে ঈশানীর ভয়াল অট্টহাসি বেজে ওঠে!

সর্ব্বনাশা বিষের বাঁশী বেজে চলে মোহনবাঁশীর সুরে, আসন্ন সর্ব্বনাশের অগ্রদূত হয়ে। তামসী ত্রিযামার লঘু পদধ্বনি ভেসে আসে নিঃশব্দ নিয়তির নিষ্ঠুর আলিঙ্গন বাড়িয়ে!

অন্যদিকে সুরু হয়ে গেছে নান্দীপাঠ।

হোতার দল পূর্ণাহুতি নিয়ে বসে আছেন তাঁর প্রকাশের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে!

কিন্তু গোপনচারী যে প্রায়ই আসেন অতি গোপনে!

কোথায়, কখন, কি ভাবে তাঁর আবির্ভাব হয়, সব সময় সাধুজনরাও তা জানতে পারেন না। কংস-কারাগারে যে দিন হোলো তাঁর আবির্ভাব, সেদিন মর্ত্ত্যের ক'জন মানুষ তা জানতে পেরেছিল?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে দিন জানলো, সেদিনই বা ক'জন তাঁকে চিনতে পেরেছিল ?

মাত্র যে ক'জন তাঁকে চিনতে পেরেছিল, তাদের মধ্যেও ক'জনই বা তাঁকে গ্রহণ করতে পেরেছিল ?

তাঁর আবির্ভাবের প্রভাব কিন্তু তাই বলে ব্যর্থ হলো না, হতে পারে না !

তাঁর কৃপার স্রোত বইলো অবাধ স্রোতে !

সে স্রোতে ভাসলো জ্ঞানী অজ্ঞানী, শত্রু মিত্র। কেউ বঞ্চিত হোলো না।

তাঁর পাঞ্চজন্য বাজে যে সকলের জন্যেই !

ওই শঙ্খের শব্দে ভুবন ভরে যায়। হৃদয় হারিয়ে যায়।

যমুনা-পুলিনের পাগল-করা বাঁশী আর কুরুক্ষেত্রের পাঞ্চজন্য শঙ্খ যে অবিনশ্বরের আহ্বান—অনিত্য থেকে নিত্যের রাজ্যে অগ্রসর হবার আহ্বান।

তাই তাঁর পাঞ্চজন্য সকলের জন্যেই। তাঁর যে অধরে ন্যস্ত বেণু, সেই অধরেই যে পাঞ্চজন্যের বজ্র-নির্ঘোষ !

তিনি যে এসেছেন। তাঁর পাবন-মন্ত্র যে স্বেচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, সব অন্তরকে পরিপূরিত করে তুলেছে, একে অস্বীকার করা যে অসম্ভব ! তবে তাঁকে অনুভব ত একভাবে হয় না। এর অধিকারী-ভেদ আছে। তাঁকে চেনা, তাঁকে আস্বাদন করার আনন্দ অনির্ব্বচনীয়।

ভাবের রাজ্যে ভাষার ভরাডুবি হয় প্রায়ই। প্রকাশ মাত্র তার ভঙ্গীতে ! ভক্তির অধিকারী হয়ে ভক্তেরা তাই লাজ মান ভয় ত্যাগ করে আস্বাদনে মাতোয়ারা হয়ে থাকেন। দর্শন তাঁদের নামেতে ও নামীতে।

উপহাস আর অপমান তাই অগ্রাহ্য হয়ে যায় অনাদরকে বরণ করে।

যে আনন্দের তুলনা নেই, তাকে তৌল করতে তাই তাঁরা নারাজ।

আনন্দে উদ্বাহু হয়ে নৃত্য করতে করতে তাঁরা অখণ্ড বিশ্বাসের সঙ্গে বলেন,—তিনি আসেন। যুগে যুগে আসেন। এ যুগেও আসেন। প্রত্যক্ষ হয়েই আসেন।

তিনি আসেন রাম-রূপে, কৃষ্ণ-রূপে। আসেন শঙ্কর-রূপে, রামানুজ-রূপে, আসেন শ্রীচৈতন্য-রূপে, রামকৃষ্ণ-রূপে।

কলিহত জীবের জন্য এবার তিনি আসছেন ব্যবধানকে আরও স্বল্প করেই।

আশার আলো প্রকাশ পাচ্ছে, প্রকাশ পাচ্ছে দুর্যোগময়ী অমানিশার অঞ্চলপ্রান্তে—উষার উদয়াচলে।

এ শুধু নিত্য দিবসের নবোদয় নয়, এ হোলো যুগ-চক্রবালে তাঁর উদার অভ্যুদয় !

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঠাকুরটি আসেন লীলাবিগ্রহ-রূপে।

পটভূমিকা প্রস্তুত থাকে পূর্ব্ব হতেই।

হয় স্থান-কাল-পাত্রের অনুকূল সমন্বয়।

এ সমন্বয় হয় মর্ত্ত্যের মুকুটমণি ভারতবর্ষেই। ভারত 'দেবনির্ম্মিত'! তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে। ভারত ব্রহ্মর্ষিদেশ—এষ ব্রহ্মর্ষিদেশো বৈ।

স্বর্গ ত ইন্দ্রিয়ের সুখভোগের স্থান।

ইন্দ্রিয়াতীতের দর্শন ও স্পর্শন সেখানে দুর্লভ।

তাঁর লীলাকমল ফোটে তাই মাটির বুকে—ভারতের কোলেই।

অরূপ সাগর হতে উঠে আসেন তিনি রূপের ভরা পাল তুলে।

রাম-রূপে এলেন তিনি সরযূর কূল আলো করে।

এলেন তিনি অযোধ্যার রাজপ্রাসাদে দ্যুতিময় হেমপ্রকোষ্ঠে।

তিনি এলেন প্রেমকে পরমশ্রীমণ্ডিত করে।

পরম সুন্দরের প্রকাশে সেদিন প্রাণের সে কী উল্লাস!

লোকশিক্ষা। একাধারে প্রজা ও পত্নীপ্রেম মূর্ত্ত হয়ে উঠলো পৌরুষ ও পার্থিব জীবনকে নতুন আলোকে আলোকিত করে। কর্ত্তব্য ও করুণা, মৈত্রী ও মুদিতা মুদ্রিত হয়ে রইলো সর্ব্বযুগের সব মানুষের চিত্তপটে। পতি বনাম নরপতি। আপাতদৃষ্টিতে বিরোধ জাগলেও উভয়েই মহান্, উভয়েই স্বমহিমায় ভাস্বর! উভয়ের সমন্বয় হোলো সাধারণ ধারণার বহু ঊর্দ্ধে!

উদ্গীত হোলো নব উদ্গীথ।

রাম-রাজ্যের মহিমা ঘোষিত হোলো ত্রিকাল ব্যেপে!

তারপর যুগশেষে আর এক যুগান্তর।

যমুনার কূলে বেজে উঠলো কালার সর্ব্বনাশা বাঁশী।

পরমপুরুষ পূর্ণ হয়ে ধরা দিলেন কৃষ্ণরূপে।

কালোরূপের কত না ব্যাখ্যা!

পাগল-করা রূপ! একবার সে রূপের সান্নিধ্যে এলে নাকি সম্মোহিত না হয়ে থাকা যায় না।

বন্দীশালায় যাঁর আবির্ভাব, জগৎকে বন্দী করলেন তিনি অহৈতুকী প্রেমবন্ধনী দিয়ে।

যমুনার কূল!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওই কূলে আকুল হয়ে কত-না কুলবধূ অকূলে তাদের কুল খোয়ালো!
গোকুলের নরনারীর, পশুপক্ষীর নয়নজলে ধরা ভাসলো।
প্রেমের এমন প্লাবন বুঝি আর কখনও বইতে দেখা যায় নি।
যমুনা উজান বইলো।
হৃদয়-যমুনাও উজান বয়ে চললো তার জীবনের উৎসমূলে।
পার্থ-সারথি হয়ে যিনি পাঞ্চজন্য বাজান কুরুক্ষেত্রে, তাঁরই হাতের মোহন বাঁশী যে এমন করে মর্ম্মমাঝে হানা দেয়, এ যেন অবিশ্বাস্য!
বিশ্বাস অবিশ্বাস দুই ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায় ব্রজের লীলা-মাধুরী-স্রোতে।
সর্ব্ব ইন্দ্রিয় স্তব্ধ হয়ে আসে তাঁর লঘু পদধ্বনি শোনবার আশায়।
নীপতরুমূলে, তমালতলে, যমুনাপুলিনে চলে তাঁর নিত্য অভিসার। লীলার আর অন্ত নেই—ব্রজলীলা, রাসলীলা, দোললীলা!

তারপর কত যুগ কেটে গেলো।
এবার জাহ্নবী-কূলে!
জাহ্নবীর জলে জলক্রীড়া সেরে ফেরেন তিনি বিস্মিত নয়নগুলিকে অগ্রাহ্য করে।
কীর্ত্তনভোলা গোরা রায়!
তাঁর কমকণ্ঠের মধুশ্রাবি নাম-কীর্ত্তনে নদীয়ার পথে পথে সেদিন সে কী উন্মাদনা!
ভাগীরথী-কূল বেয়ে উদ্বাহু গোরারায় উন্মত্ত হয়ে ছুটে চলেছেন আচণ্ডালে প্রেম বিলিয়ে।
দু'চোখ বেয়ে ঝরে পড়ছে পবিত্র প্রেমাশ্রু!
সেই প্রেমাশ্রু-বন্যায় ভেসে চলেছে কত গ্রাম কত নগর—ভেসে চলেছে জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সর্ব্বস্তরের কত না নরনারী!

আবার দেখা দিল যুগান্তর।
আর এক পাগল পেয়ে ভাগীরথীর কূলে সাড়া জাগলো।
পরমপুরুষ পরমহংসদেব!
সাধনার সিদ্ধপীঠ জ্বলে উঠলো নতুন আলো।
পতিতপাবনী সুরধুনীর সুরে সেদিন কী পুলক-বন্যা!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কত পাপীর পাপ অঙ্গে নিয়ে নিজেকে তিনি ক্লিন্ন মনে করছিলেন।

পরমহংসদেবের পুণ্য দেহের স্পর্শ পেয়ে যেন তাঁর সর্ব্ব গ্লানি ধৌত হয়ে গেল।

ওই পাগলের পানে চেয়ে লোক বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় হতবাক্ হয়ে গেল।

ওরা বলতে লাগলো ইনি যুগাবতার।

তাঁর বিদ্যুৎ-স্পর্শ পেয়ে প্রাণ-প্রদীপে জ্বললো সে কী তীব্র অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ!

সে স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়লো দেশে দেশে দিশি দিশি।

ক্রন্দসী তার ক্রন্দন থামিয়ে উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগলো তাঁর অমৃতবাণী।

গঙ্গা-হৃদি বঙ্গভূমি।

হৃদয়-গঙ্গা মন্থন করেই গঙ্গার কূলে কূলে গড়ে উঠেছে বাংলা দেশের কত গ্রাম, কত জনপদ।

এদের সংস্কৃতি, এদের ঐতিহ্য ছড়িয়ে পড়েছে দেশে দেশান্তরে কালের কবলমুক্ত হয়ে।

যে ঋণ অপরিশোধ্য, তার প্রতি তাই কৃতজ্ঞতার অবধি নেই এদের।

মায়ের দানকে ওরা স্বীকার করেছে সকল সংস্কার দিয়ে, সকল সংস্কার মুক্ত হয়ে!

মায়ের ভুবন-ভোলানো রূপে ভরপুর হয়ে আছে ওদের চিত্তলোক।

তাই রস পরিবেষণে রসিক সমাজে ওদের আসন স্থায়ী হয়ে আছে।

ওদের কল্পনা ও অনুভূতি এক হয়ে আছে সেখানে।

নিষ্পলক নেত্রে ওরা দেখে ওপরে আকাশের মাঝে আকাশ-গঙ্গা আর নীচে মর্ত্তের মাঝে এই মা-গঙ্গা।

এ যেন প্রকৃতিদেবীর একই সীমন্ত-রেখার দুই প্রান্ত।

জন্মাবধি এই মা-গঙ্গার কোলেই দুরন্ত ছেলেমেয়েদের কী দাপাদাপি! ওরা দস্যু নয়—দস্যি ছেলে।

স্নেহে সজল মা আমার সর্ব্বদা, তাই সর্ব্বকলুষহরা মা-গঙ্গা সর্ব্বগ্লানি ধৌত করে স্নেহ দিয়েই দু'বাহু বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরেন ওদের।

সহ্য করেন তিনি শত দৌরাত্ম্য। দান করেন শান্তি ও সান্ত্বনা।

মা'র পানে চেয়ে চেয়ে সব দুরন্তপনা যেন দুদিনে কোথায় মিলিয়ে যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাদ্রের ভরা গঙ্গা থেকে সুরু করে শীতের শীর্ণা গঙ্গা অবধি ঋতুতে ঋতুতে অপরূপা হয়ে ধরা দেন তিনি, তাঁর সন্তানদের অক্ষি-তারকায়।

বর্ষায় ঢেউএর তালে তালে তাল মিলিয়ে, তীরে তীরে লঘু পদসঞ্চারে হাসতে হাসতে ছুটে আসে কাশবনের শ্বেতকন্যারা! বলাকার দল দূর শূন্যে মাল্য রচনা ক'রে ছুটে চলে তাদের চঞ্চল চরণের ছন্দিত-নৃত্য দেখতে দেখতে। ভরা পালে ভেসে চলে কত-না তরণী, স্নানরতা তরুণীদের অপাঙ্গ-দৃষ্টি মেখে।

ঘাটে ঘাটে তরুণ-তরুণী আর প্রবীণ-প্রবীণার ভীড়।

মা'র স্নিগ্ধ ক্রোড়ে বসে শোনে তারা উন্মুক্ত ধরণীর উন্মত্ত আহ্বান। এ আহ্বান দুর্নিবার, দুরতিক্রম্য। ঘরে গুরু-গঞ্জনা, শত লাঞ্ছনা, গৃহকোণের যত আবর্জ্জনা নিমেষে ধৌত হয়ে যায় এখানে এসে। সরস গানে গল্পে গমগম করে ওঠে মেয়েদের ঘাট। ছড়া নিয়ে ছড়াছড়ি। গ্রাম্য ভাষায় যাকে বলে 'শোলোক'।

সাহিত্যের সূতিকাগৃহ।

ওদের বংশে আসে তাই জন্ম-সাহিত্যিক, জন্ম-সাধক, জন্ম-কবি।

ওদের রসিকতায় রস উথলে পড়ে।

বয়সের বাধা অতিক্রম করে ছন্দ ঝরে পড়ে ওদের বাক্যে ও ব্যঞ্জনায়।

ওরা সুর ধরতে-না-ধরতেই ওদের সুরে দোয়েল কোয়েল দোয়ার দিয়ে ওঠে।

ওদের কিশোরী কন্যাদলের নৃত্যছন্দকে অনুকরণ ক'রে শালিক-চন্নার দল নাচের প্রথম পাঠ নেয়।

ওদের গঞ্জনাও ছন্দোহীনা নয়।

ওদের কান্নাও তাই একটি বিশেষ সুরে ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে।

ছন্দে আর সুরে ভরে আছে এখানকার আকাশ বাতাস—ভরে আছে দিন রাত—ভরে আছে সকাল সন্ধ্যা—ভরে আছে এখানকার ধূলিকণার অণু-পরমাণু! সব কিছু ভরে আছে একেবারে নীরন্ধ্র হয়ে। জীবন-প্রাতে তাই বার ব্রত—দীপ্ত মধ্যাহ্নে নিধুবাবু আর দাশুরায়—অপরাহ্নে চণ্ডীদাস আর রামপ্রসাদ!

গঙ্গার পশ্চিম কূল বারাণসী সমতুল।
এ প্রবাদের প্রতিবাদ ওঠে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুলনা না তুললেও তাই মাধুর্য্য ম্লান হয় না।

শিক্ষায় ও সংস্কৃতিতে, ত্যাগে ও তিতিক্ষায়, সম্ভ্রমে আর সৌরভে এ কুল সত্যই তুলনাহীন।

গঙ্গার পশ্চিমপাড়ের এমনই এক প্রাচীন ক্ষুদ্র পল্লী।

ওর জন্মের ইতিহাস জানা নেই। যতটুকু জানা যায়, সেখানে মোগল যুগের প্রভাব।

প্রায় সত্তর বৎসর পূর্ব্বেকার কথা।

তখনও এ পল্লীর রূপের মাধুর্য্য ম্লান হয় নি। প্রান্ত যৌবনে পদার্পণ করলেও জরার জীর্ণতা তখনও তার অঙ্গে কালের কুটিল রেখা টানবার সুযোগ পায় নি—যৌবনের জোয়ার সবে সরবার উপক্রম করলেও তার স্থি যৌবনের জলুস যায় নি। তবু এ কথা অনস্বীকার্য্য যে, তখন তার গরব ভাঙ্গনের মুখে। তাই ক্ষণে ক্ষণে পিছন পানে সে তখন তাকিয়ে দেখে স্মৃতির সৌরভকে সস্নেহে স্মরণ করে।

বলা বাহুল্য, গঙ্গাকুলের অনেক পল্লীর মতই এ পল্লী তখনও দাঁড়িয়ে আভিজাত্য আর খ্যাতি-অখ্যাতির দুকুল জড়িয়ে। তখনও তার জীর্ণ দেব-দেউল হতে ভেসে আসে সান্ধ্য শঙ্খঘণ্টার ধ্বনি। ভেসে আসে আরতি ও আরাধনার ঐক্যতান।

তখনও তার সমগ্র তনুদেহ ঘিরে এক স্নিগ্ধ শ্যামশ্রী। সূর্য্যোদয় হতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত ক্ষণে ক্ষণে সে হয়ে ওঠে অপরূপা! জাহ্নবী-জলে নিত্য শুচিস্নাত হয়ে এলোকেশী তার দীর্ঘ কেশপাশ এলিয়ে বিনম্রনয়নে এসে দাঁড়ায় প্রকৃতির মুক্ত অঙ্গনতলে! প্রাতে ব্যাকুল-করা বকুলগন্ধের ঘ্রাণ নিয়ে, মজা পুকুরের পাড় দিয়ে, আম-কাঁঠালের বাগান পেরিয়ে, ভাঙ্গা বাঁধাঘাট বয়ে সে সবিতৃদেবের প্রথম প্রকাশের সঙ্গে স্নান সেরে নেয়। অলস মধ্যাহ্নে পাপিয়ার গান শুনতে শুনতে কখন সন্ধ্যা এসে উঁকি মারে, তার খেয়াল থাকে না। হঠাৎ চমকে ফিরে তাকিয়ে দেখে, গোধূলি লগ্নে রাখাল বালক ফিরছে তার ধেনুদল নিয়ে বেণু বাজাতে বাজাতে। সুমুখেই তাল-নারকেলের ঊর্দ্ধমুখীনতা দৃষ্টিকে অবরুদ্ধ করে দাঁড়ায়। একে একে জ্বলে ওঠে ওপরে সন্ধ্যাতারা, আর নীচে বালিকা-বধূর হাতে সন্ধ্যাদীপ!

নেমে আসে একটি শান্ত সুষমা—এক কল্যাণের পেলব স্পর্শ!

ভাগীরথী-তটে পুণ্যতীর্থ ত্রিবেণী। ত্রিবেণী বাঙ্গালার হুগলী জেলায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই ত্রিবেণীর তিন ক্রোশের মধ্যেই ডুমুরদহ।

এই সেই পল্লীশ্রী! স্নেহে-প্রেমে, সম্পদে সোহাগে, কল্যাণে করুণায়, অপরূপা! ভাষার অতীত তীরে ভাবময়ী দেবী! ওর স্বপ্নালস দৃষ্টিতে অনুরাগের গাঢ়তা! ও দৃষ্টি হতে ক্ষরিত হয় যেন কত মধু! ও দৃষ্টি বহন ক'রে আনে যেন কত বিচিত্র বার্ত্তা!

বাস্তব আর কল্পনা মিলে স্বপ্ন যেন আর শেষ হতে চায় না—আজও অন্তত হয়ে যায় নি। একটা দিব্য-লোকের অমৃত-ক্ষরণ! সেখানে হয়ে ওঠে সব মধুময়—জল, স্থল, অন্তরীক্ষ—সব!

সাধু সীতারামদাসের জন্মভূমি। তাঁর প্রকাশের এই হোলো পটভূমিকা। অবশ্য সূতিকাগৃহ আরও কিছু দূরে—মাতুলালয় ক্যাওটায়। ক্যাওটা সাহাগঞ্জের সন্নিকটে গঙ্গাতীরস্থ গণ্ডগ্রাম।

সেকালে শতকরা সাতানব্বইটি সূতিকাগার রচিত হোতো মাতুলালয়েই।

গভীর উদ্বেগ, ঔৎসুক্য, আশা আর আনন্দের দ্বন্দ্ব নিয়ে প্রসূতি তখন প্রসবের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে মায়ের স্নিগ্ধ কোল কামনা করত।

মায়ের উদ্বেগও বড় কম ছিল না! সঙ্কটকে সামনে রেখে নিত্য প্রার্থনা চলত—'ভালয় ভালয় দুজনকে দু'ঠাঁই করে দাও, ঠাকুর!'

বর্ত্তমান সভ্যতা-নাগিনীর তথাকথিত স্বাধীন জয়যাত্রা তখনও সুরু হয় নি। প্রসূতি-সদনের হৃদয়হীন সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা তখনও অজ্ঞাত। একমাত্র হৃদয়ের দেওয়া-নেওয়াই তখন সম্বল—সম্বল করুণাময় ভগবানের আশীর্ব্বাদ! তখন ভবিষ্যৎকে বরণ করত একটি নিবিড় নির্ভরতা—একটি কোমল কল্যাণ স্পর্শ! সব অমঙ্গলকে দূরে সরিয়ে দিয়ে রচিত হোতো একটি মধুর মাঙ্গল্য।

সাধারণ মধ্যবিত্তের সংসার।

আড়ম্বর না থাকলেও আনন্দ ছিল সে সংসারে।

সীতারামের পূর্ব্বে আরও তিনটি শিশু এসেছে মা'র কোল আলো করে।

এ শিশুটিকেও বরণ করা হোলো সাদরে শুভ-শঙ্খধ্বনি দিয়ে।

ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার সঙ্কেত জাগলো! কিন্তু সে সঙ্কেত তখন সাধারণ ত দূরের কথা, নিকটতমরাও ধারণায় ধরতে পারেন নি। বন্দী শিশু-ভগবান্ সন্ধি করেছেন তখন এক নাতিপরিসর সূতিকাগৃহে (দালানে)!

তাই সেই যুগসন্ধি-ক্ষণে, যখন শূন্যে—মহাশূন্যের বুকে একটা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিগন্তব্যাপী আনন্দের হিল্লোল বয়ে গেলো, তখন মর্ত্ত্যের মৃত্তিকায় মাত্র কয়েকটি প্রাণীকে কেন্দ্র করে জাগলো এক উচ্ছল কলোচ্ছ্বাস !

সাধারণ রীতিতে যতটুকু প্রকাশ পাওয়া সম্ভব, তার অভাব হলো না এতটুকু। কিন্তু এই প্রকাশ ভবিষ্যৎ প্রকাশের কতটুকু অংশ ?

দু'মাস অন্তে ডুমুরদহে ফিরে এলেন প্রসূতি নব-প্রসূতকে পরম স্নেহে আবৃত করে। যেখানে দু'পা চলতেই চোখে পড়ে দেব-দেউল, যেখানে ধূলিকণার সঙ্গে মিশে আছে অধ্যাত্মের আভাস, যেখানে বাতাস বয় একটি বিশেষ স্পর্শ স্মরণ করিয়ে—সেখানে আসা চাই তাঁর যে অচিরে !

ব্যাকুলতা বুঝি ছিলো অন্তরের অন্তস্তলে। মাটির মমতা আর প্রাণের প্রথম আবেগ তাই বুঝি ছিল ঐকান্তিক সুরের নিবিড় ঐক্যে বাঁধা !

সীতারামের আবির্ভাব কাল হোলো ১২৯৮ সালের ৬ই ফাল্গুন, কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথি—বুধবার। যে সময় এই দেবশিশুর আবির্ভাব ঘটলো, সে সময় গ্রহগুলি এমন স্থানে এসে এঁর ভবিষ্যৎ ভাগ্যকে পরমোল্লাসে নিরীক্ষণ করছিলেন যে তা সত্যিই মর্ত্ত্যমানবের মনে ঈর্ষা জাগবার মত।

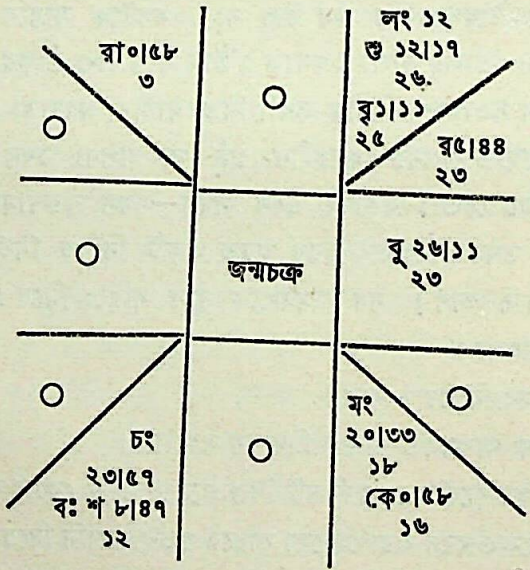

মীন লগ্ন

বৃহস্পতি শুক্র জন্মলগ্নে একত্র অবস্থান করছেন ! শুক্র তুঙ্গস্থ, বৃহস্পতি স্বক্ষেত্রে। সর্ব্বারিষ্ট রোধ করে রাহু তৃতীয়ে তুঙ্গী। শনি যদিও বক্রী, তবু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সপ্তমে চন্দ্রের সঙ্গে সহ-অবস্থান করে বৃহস্পতি শুক্রকে সামনা-সামনি নিরীক্ষণ করছেন। বুধ একাদশে। মঙ্গল নবমে ধর্ম্মস্থানে স্বক্ষেত্রে।

জ্যোতিষীদের মতে এই যে গ্রহসন্নিবেশ—এ সন্নিবেশ সুদুর্লভ! ধর্ম্ম-জগতে জাতকের প্রভাব হবে পূর্ণ। জীবনে আসবে আধ্যাত্মিক আলোক নতুন বাণী বহন করে। স্নেহে, প্রেমে, ঔদার্য্যে, কারুণ্যে ইনি দান করবেন অদ্বিতীয় দাক্ষিণ্য। ত্যাগে, তপস্যায় আর তিতিক্ষায় এঁর চরিত্র-মাধুর্য্য লোকশিক্ষায় হয়ে থাকবে আদর্শ ও অবিনশ্বর।

এ হোলো ভবিষ্যতের ইঙ্গিত, যা ধরা হোলো জ্যোতিষিক অঙ্কপাতে।

সেদিন এত কথা অজ্ঞাতই ছিল।

সবাই জানলো গ্রামের হরি ডাক্তারের একটি ছেলে হয়েছে।

ছেলে দেখতে এসে সবাই মন্তব্য করলো, খাসা সুন্দর ফুটফুটে ছেলে।

এ মন্তব্যে তখন বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল না। সাধারণ শিষ্টাচার।

পরম সুন্দরের যখন প্রকাশ হয়, তখন তার সৌন্দর্য্যের কতটুকু ধরা পড়ে সাধারণের দৃষ্টিতে! মুদিত কমলের মাধুর্য্য কি স্ফুটিত কমলের সঙ্গে তুলনীয় হয়? কিন্তু ও পক্ষের প্রথম প্রকাশে কি কোনো বাণীই বহন করলো না! সবই রইল রহস্যে ঢাকা! প্রথম ধূলায় যেদিন তিনি অঙ্গে অঙ্গে অনুভব করলেন মাটির স্নেহ—অনুভব করলেন জীবনের জাগরণ, সেদিনের সংবাদ কি সত্যিই গোপন রইলো?

উত্তরকালে একদিন সীতারাম বলেছিলেন একটি কথা। তখন তিনি অনিকেতঃ। শুষ্ক পত্রের মত ভেসে বেড়াচ্ছেন তিনি ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে, গ্রাম হতে গ্রামান্তরে, নগর হতে নগরান্তরে।

রামাশ্রমের তুলসী-কাননে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি।

অস্তায়মান সূর্য্যের শেষরশ্মি ছড়িয়ে পড়েছে তখন আকাশে, গঙ্গায়, তুলসীকাননে আর সীতারামের সর্ব্বাঙ্গে। প্রশান্ত দৃষ্টি মেলে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি পতিতপাবনী জাহ্নবীজলের পানে স্থিরস্নিগ্ধভাবে। সহসা বলে উঠলেন,

—দ্যাখ্‌রে! কত দেশ, কত তীর্থ ঘুরলাম, তবু এই রামাশ্রমে এসে দাঁড়িয়ে যে দৃশ্য দেখি, তার বুঝি তুলনা হয় না! এমন করে বুঝি আর কোথাও প্রাণ ভরে না।

একি সাময়িক উচ্ছ্বাস, না অন্তরের অন্তর্গূঢ় আনন্দ-বার্ত্তা! কে জানে!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শোনা যায়, মহাপুরুষদেরও নাকি জন্মভূমির প্রতি একটা অনৈসর্গিক যোগ শেষ পর্য্যন্ত থেকে যায়।

হরি ডাক্তার।

গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ওই নামের সঙ্গে পরিচিত। হরি ডাক্তারের হাত-যশ সহরের বড় ডাক্তারকেও হার মানিয়ে দেয়। হরি ডাক্তার তাই শুধু ডাক্তার বা চিকিৎসক নন, গ্রামের অন্তরঙ্গ বন্ধু।

পুরো নাম তাঁর প্রাণহরি চট্টোপাধ্যায়। সাদাসিধে, সরল অনাড়ম্বর মানুষ।

হরি ডাক্তারের নিজের বাড়ী নেই—ব্রজনাথের বাড়ী।

অতীত শতাব্দীর প্রান্ত হতে কয়েকটা শব্দ ভেসে আসে এই ব্রজনাথকে কেন্দ্র করে।

প্রচলিত প্রবাদ, ইনি নাকি দোগাছিয়া-চৌধুরীদের কুল-বিগ্রহ। কবে, কখন, কেমন করে ইনি দীনবন্ধুর দ্বারে নিজেকে নিয়ে এসেছিলেন, তার ইতিহাস অজ্ঞাত। দিবারাত্র দীনবন্ধুর দেবসেবায় তুষ্ট হয়ে ইনি এমনই বাঁধা পড়ে গিয়েছিলেন যে, মাঝে মাঝে দেখা যেত দুটি অপূর্ব্ব কিশোর-কিশোরী দেবগৃহে প্রবেশ করছেন একটু ব্যস্তভাবেই। হয়ত দেরী হয়ে গেছে—হয়ত···

সেই দীনবন্ধু মুখুজ্যে তাঁর কন্যাকে পাত্রস্থ করলেন পরমকুলীন কবিরাজ পার্ব্বতী চাটুজ্যের পুত্র ঈশানচন্দ্রের হাতে। চাটুজ্যে-মশাই এ বিয়ে জানতে পারেন নি প্রথমে। হয়ত কিছু গোপনতার প্রয়োজন ছিল। ঈশানচন্দ্রের পুত্রই হলেন এই প্রাণহরি বা 'হরি ডাক্তার'।

হরি ডাক্তার ছিলেন সে দিনের এক সুপ্ত প্রতিভা!

যে কাজে হাত দিতেন তিনি, তার পরিণতি না টেনে নিবৃত্ত হতে পারতেন না। তাই সাক্ষী দিতে গিয়ে একদিন মোক্তারের সঙ্গে তর্কের মুখে প্রতিজ্ঞা করে বসলেন, মোক্তারী তিনি পাশ করবেনই।

পাশ তিনি করলেন, যদিও মোক্তারী ব্যবসা তিনি করলেন না। চরিত্রের দৃঢ়তা ছিল অসামান্য। সে চরিত্র কোমলে কঠিনে মধুর। তাঁর চরিত্র-মাধুর্য্যে মুগ্ধ হয়ে সকলেই তাঁকে ভক্তি করতো, ভালবাসতো। গ্রামের জমিদাররাও তাঁর বৈঠকখানায় বসে আলাপ জমাতেন। একজন ত তাঁর সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধই স্থাপন করে ফেললেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বর্গীয় হরিমোহন মুখোপাধ্যায়। এঁর প্রথমা কন্যা সরযূবালা দেবীর সঙ্গে প্রথম পুত্র বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পরিণয় হয়। এই পরিণয়ের ফল শ্রীবিমলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।

আসলে কিন্তু মানুষটি ছিলেন ভাবুক, লেখক। অনেক প্রশংসনীয় পালা-গান লিখেছিলেন তিনি।

এই ভাবুকতা সংক্রমিত হোলো তাঁর বংশে।

তিনি নিজেই যে বহু গান ও পালা রচনা করেছিলেন তা নয়, তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র বঙ্কিমচন্দ্রও সাহিত্যিক সমাজে সুষ্ঠু ও স্থায়ী আসন গ্রহণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তিনি 'প্রবাহিণী'র নিয়মিত লেখক ছিলেন।

উত্তরজীবনে সীতারামের জীবনে যে সকল অপূর্ব্ব যোগাযোগ হয়েছে, তার মধ্যে তাঁর লেখনীশক্তি উল্লেখযোগ্য। সরল সহজ অনাড়ম্বর অথচ গভীর ভারপূর্ণ লেখায় হয়ত তাঁর জীবনে পিতার অলক্ষ্য প্রভাব রয়ে গেছে।

আজ যদিও তাঁর লেখাগুলি প্রায় সবই কালের কবলে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে, তবু বৃদ্ধ রজনীর কণ্ঠে কখনো কখনো অনুপ্রাসবহুল সে-দিনের শ্রুতিমধুর গানের দু'একটা কলি ভেসে আসে। অবশ্য সীতারাম যত্নের সঙ্গে কোন কোন গান রক্ষা করে রেখেছেন।

ক্যাওটায় মাতুলকুলও ধর্ম্মে উজ্জ্বল।

মাতামহ নবীনচন্দ্র, প্রমাতামহ প্রাণকৃষ্ণ, মাতুল সিদ্ধেশ্বর সকলেই সৎ ও ধার্ম্মিক লোক ছিলেন। প্রমাতামহ প্রাণকৃষ্ণ ছিলেন সেকালের এক অদ্বিতীয় জ্যোতিষী। ঠাকুর বলেন, তাঁর মেজদিদিমা কোন বৈষ্ণব সাধুর কৃপা পেয়েছিলেন। তাঁর ধর্ম্মভাব সমস্ত সংসারে সংক্রমিত হয়েছিল। একেই বলে মণিকাঞ্চন-যোগ!

বাল্যকালের কথায় সীতারাম বলছেন,

—মামার বাড়ীতে খুব কীর্ত্তন হোতো। নগরে নাম বের হলে নেচে নেচে কীর্ত্তনের সঙ্গে নাম করতুম।

নাচের ভঙ্গিটিও বড় মধুর! সীতারাম বলছেন,

'ওই বাজলো হরিনামের ডঙ্কা—ধো, ধো, ধো···বলে উলঙ্গ হয়েই ছুটতুম।'

মা বলেন,

—'আমি যখন বাল্যো বছর বয়সে এ সংসারে আসি, তখন সীতারাম চার বছরের শিশু। বর্ণ গৌর। সুন্দর, চোখ-জোড়ানো ছেলে! অনেকেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলত, এ ছেলে দেখতে ডাক্তারবাবুর মতই হবে। অল্প বয়সে উপর্য্যুপরি নিউমনিয়া ও ব্রঙ্কাইটিস রোগে ভুগে স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যায়। চুঁচ্‌ড়োয় পড়তে গিয়েই বোধ হয় সেই বুকের সাঁই-সাঁই-রোগ দেখা দেয়।' সীতারাম বলেন, ১৩১৬ সালে নিউমনিয়া হয়। তারপর থেকে ক্রমে (সাঁই সাঁই) সুরু হয়। ১৩২২ সালে প্রকাশ হয়।

'ছেলেবেলায় স্বভাব ছিল শান্ত। কিন্তু এক এক সময় হঠাৎ এক অঘটন ঘটিয়ে বসতো। আমি বাপের বাড়ী যাবো, আমায় কিছুতেই যেতে দেবে না। যখন দেখলো তার আবদারে কেউ কান দিলো না, তখন কোন উপায় খুঁজে না পেয়ে খড়ের গাদায় আগুন ধরিয়ে দিলো!'

'আর একদিন জালার মধ্যে মিষ্টির সন্ধান পেয়ে সারাদিন টুকটাক চালাতে চালাতে সারা হাঁড়িটাই শেষ করে ফেলেছিল।'

জগত্তারিণী।

সাধারণতঃ 'মিন্তার মা' বলে খ্যাতা এই মহিলা এ সংসারের সঙ্গে কবে, কখন যে এক হয়ে মিশে গিয়েছিলেন, তা বলা শক্ত। স্বজাতি নয়—স্বর্ণকারের মেয়ে। মিন্তা, তাঁর মেয়ে—সীতারামের সমবয়সী।

মিন্তার মা'র গতিবিধি এ সংসারে অবারিত। এ বাড়ীর অবিচ্ছেদ্য অংশ হোলো তাঁর ক্ষুদ্র সংসারটি। সে সংসারে অবশ্য পোষ্যের সংখ্যা খুবই কম। এই মিন্তার মা'র প্রভাব ছেলেরা সহজেই স্বীকার করে নিয়েছিল। ফলে তাঁর শাসন ও স্নেহ দুই-ই বর্ষিত হোতো সহজ বারিধারার মত।

হরিপদ একমাত্র ছেলে। সে বড় ভাই বঙ্কিমের সমবয়সী। মিন্তা বেড়ে ওঠে সীতারামের সঙ্গে একই মায়ের দুধ খেয়ে। মিন্তার মা'কে তাই ঠাকুরের 'দুধ-মা' বল্‌লে বেশী বলা হবে না।

ধীরে ধীরে দিন এগিয়ে চলে। শিশুও বড় হয় কালের তালে পা ফেলে।

যথাসময়ে নামকরণ হলো আর পাঁচজন ছেলের মতই—প্রবোধ।

প্রবোধ মিন্তার মা'কে ডাকে—ও-বালীল দিদি।

কেউ বোঝে না শিশুর বৈশিষ্ট্য কোথায়!

মাঝে মাঝে তার দীর্ঘ আয়ত দৃষ্টির পানে তাকিয়ে পিতা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

তাঁর মনে কি ভেসে ওঠে ওই শিশুর জন্ম-কুণ্ডলীর কথা?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পিতা ও অগ্রজ সহ শ্রীশ্রীঠাকুর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংসার চলে সহজ সচ্ছল গতিতে।

অভাব তখনও অন্নের মধ্যে মধ্যে আশ্রয় খোঁজে না।

একদিনের ঘটনা কেবল একটা অস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়ে গেল। কিন্তু সে ইঙ্গিত তখন কোনো গুরুত্ব দিল না তখনকার অন্য মানুষগুলির মনে।

সীতারামের বয়স তখন ছ'সাত বৎসর মাত্র। সবাই একসঙ্গে শুয়ে। সবাই অর্থাৎ বাবা, মা আর তাঁর দিদি।

সহসা বালক চীৎকার করে উঠলো,

—দেখ, দেখ বাবা! দক্ষিণ দিকে বড় জানালার কাছে শিব দাঁড়িয়ে!

—শিব দাঁড়িয়ে! কৈ শিব কৈরে, বেটা!

—ওই যে পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছেন—

পিতা প্রশ্ন করলেন, কৈ?

—ঐ যে!

—শিব কি রকম বল দেখি?

—সাদা রং, পরনে বাঘছাল, মাথায় জটা, তিনটে চোখ, বাঁহাতে ত্রিশূল, ডান হাতে ডমরু!

—কৈ রে?···(অন্তর্দ্ধান)

পরমগুরুর প্রথম প্রকাশ!

স্পষ্ট দেখছে বালক তার সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি দিয়ে। এত স্পষ্ট, এত প্রত্যক্ষ যে বালকের বর্ণনায় এতটুকু ভুল হবার সম্ভাবনা নেই। নির্ব্বাক বিস্ময়ে পিতা সমস্তই শুনলেন—দ্বিতীয় প্রশ্ন আর করলেন না। একটু বড় হবার সঙ্গেই সুরু হোলো ঠাকুর-ঠাকুর খেলা।

ভবিষ্যৎ জীবনে তিনি সত্যিকার ঠাকুর হয়ে অগণিত শিষ্য-ভক্তের আরাধ্য ধন হবেন, জীবনের প্রথম পাতায় তাঁর খেলা সুরু হোলো ঠাকুর-ঠাকুর খেলা!

সেই অতি অল্প বয়সেই তাঁকে মাঝে মাঝে এক-একটা ভাব আচ্ছন্ন করে রাখতো। তার হিসাব বাইরের কারও জানবার উপায় ছিল না। একদিন স্বপ্নে দেখলেন, বন্দিনী সীতা চেড়ী-পরিবেষ্টিতা হয়ে অশোক-কাননে অশ্রুপাত করছেন।

এ দৃশ্য তাঁকে এমনই অভিভূত করে ফেললো যে, কয়েকদিন তিনি দুঃখের সাগরে ডুবে রইলেন। এ দুঃখের অংশ নিতে কোন সঙ্গী নেই—সাথী নেই!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিন এগিয়ে চলে···

যথাসময়ে বিদ্যারম্ভ হোলো।

সাধারণ পাঁচজনের মতই পাঁচজনের সঙ্গে তাঁরও ব্যাণ্ডেল চার্চ্চ স্কুলে যাতায়াত সুরু হোলো (১৩০৫)। এই সময়কার সহপাঠী প্রসিদ্ধ আইনজীবী শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। পরবর্ত্তী কালের বন্ধু হ'লেন সুসাহিত্যিক শ্রীচরণদাস ঘোষ।

অন্নগ্রহণ করেই অনেকে, বিশেষতঃ বাঙ্গালাদেশের অনেকে গণ্যমান্য হয়েছেন। তবু ভাতে আর প্রতিভাতে প্রভেদ আছে। এই প্রভেদটুকু যতদিন না ধরা পড়ে, ততদিন আশা করবার মত সেখানে আলো দেখা দেয় না।

ইংরেজী স্কুলে প্রবেশ করে তাঁর পাঠ এগিয়ে চললেও আশানুরূপ হোলো না। বাংলা ভাষায় ভালই জ্ঞান ছিল, কিন্তু ইংরেজী ব্যাকরণের বেড়াজালে পড়ে তিনি হাঁফিয়ে উঠলেন।

পাঠের কথায় সীতারাম বলছেন,

—'আমার পড়া অভ্যাস চিরদিন। যা-তা পড়তাম। বাবা বলতেন,—বেটা, নেকড়াকানী পড়ে।' অত্যধিক পড়ার জন্য বলেছিলেন, —এত করে পড়ছিস! শেষে কানা হতে হবে।

অতি অল্পবয়স হতেই পরিহাসপটুতায় বিশেষত্ব দেখা দিয়েছিল। গ্রামের বনমালী মুখুজ্জেমশায়ের বাড়ী ভোজ-বিভ্রাট হলে এই কবিতাটি লেখেন—

সেদিন একসঙ্গে অনেক লোকের
হয়েছিল কু-প্রভাত—
মস্ত বড় একটা বিয়ে
সবে পেট ভরে আসবো খেয়ে
দেবে কলা বোম্ ভোলা
কেউ পেলেনা চাট্‌তে পাত—
সেদিন একসঙ্গে অনেক লোকের
হয়েছিল কু-প্রভাত!

পিতার সংকল্প ছিল শুদ্ধ। তিনি স্থির করে রেখেছিলেন, এ ছেলেটিকে তিনি সংস্কৃত শিক্ষা দিয়ে মানুষ করে তুলবেন।

বড় বঙ্কিম। ও ইংরেজী শিক্ষিত হোক—বর্ত্তমানের বৈচিত্র্যবহুল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবনের সংস্পর্শে আসুক। কিন্তু প্রবোধ হবে পণ্ডিত। ও ব্রজনাথের বাড়ীর ঐতিহ্য রেখে চলবে। এ ঐতিহ্য দেবসেবা আর অতিথি-অভ্যাগতের সেবার গরিমা দিয়ে মণ্ডিত।

তাই তেরশো দশ সালে তিনি কলাপের পাঠ নিতে প্রথম উঠলেন যাদবচন্দ্রের টোলে। যাদবচন্দ্র স্মৃতিরত্ন তখন অধ্যাপনা করেন বালীতে।

গুরুগৃহে পাঠ ত আরম্ভ হোলো, কিন্তু স্থান তখনও স্থির হয় নি। তাই ঘটনাস্রোতে ভাসতে ভাসতে শেষে তিনি যোগেশ্বর দাশরথি স্মৃতিভূষণ মহাশয়ের কাছে আশ্রয় লাভ করেন। এই আশ্রয়লাভের ঘটনাটি ঠাকুর নিজে লিখে রেখেছেন।

সীতারাম বলছেন, (১৩১৫। বৈশাখ)

"হাতে সেতার, দ্বিধাবিভক্ত কেশ সম্মুখে লম্বমান, প্রতিভা-উজ্জ্বল ললাট।

অপূর্ব্ব মুখের সৌন্দর্য্য! প্রাণ চিরদিনের জন্য চরণে লুটিয়ে পড়লো। (প্রণাম) ঠাকুর। (এখানে ঠাকুর অর্থে স্মৃতিভূষণ মহাশয়) কোথা থেকে আসছেন? আসুন! আসুন!

আমি। (সীতারাম) ডুমুরদহ।

ঠা। বসুন।

(সঙ্গে তারক মোদক)

তারকের মামার বাড়ী ডুমুরদহে নয়?

তারক। আজ্ঞে হ্যাঁ। তবে আমি এখন আসি। ওবেলা আসবো।

(প্রস্থান)

ঠা। আপনার নাম কি?

আ। শ্রী.....।

ঠা। আমার কাছে কি প্রয়োজন?

আ। শুনলাম আপনি টোল করছেন—যদি আমাকে আশ্রয় দেন।

ঠা। পরে সে কথা হবে। হাত পা ধুয়ে জল খাবেন আসুন।

(বাড়ীর ভিতর বড় ঘরে)

আ। এ সন্দেশ দোবরা নয়?

ঠা। না। জিজ্ঞাসা করা খুব দরকার।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(টোলঘর)

আ। আপনি কতদিন হুগলীর টোল ছেড়েছেন ?

ঠা। আপনি হুগলী টোলের কথা কি করে জানলেন ?

আ। আমিও ত সেখানে পড়তাম।

ঠা। আরে, তুমি সেই প্রবোধ ! ও মা ! আমাদের হুগলী টোলের প্রবোধ এসেছে। তুমি বড় হয়ে গেছ, তোমায় চিনতে পারিনি। আচ্ছা ভাই, তুমি আমায় এক মাসের সময় দাও, পরে তোমায় ঠিক করে বলবো। যে অপূর্ব্ব প্রসাদ পেলুম, তার আর তুলনা নেই !"

যদিও ১৬ই আষাঢ় (১৩১৫) সীতারাম দিন স্থির করে আসেন, তবু কয়েকটি ঘটনায় ক্রমাগত দিন পেছিয়ে যায়। এমন কি, এখানে আশ্রয় নেবার আগে বাগড়ীর তুলসী ভট্টচার্য্যি মশায়ের টোলে কিছুদিন পাঠাভ্যাস করেন। শেষে ১৩১৬ সালের ১৩ই বোশেখ তারিখে দিন পাকাপাকিভাবে স্থির হয়। সে সময় সহপাঠী হন প্রবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়। সুশীলদা আসেন অনেক পরে।

অদৃশ্য দিগ্‌দর্শনের কাঁটা তাঁকে দেখিয়ে দিল তাঁর ধ্রুবনক্ষত্র।

একাধারে নির্লোভ, শান্ত, উদার এই পণ্ডিত মানুষটির স্নেহ তাঁকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করলো। এক অজ্ঞাত আকর্ষণে উভয়ে ধীরে ধীরে নিকট হতে নিকটতর, নিকটতম হয়ে গেলে—শেষে একদিন দীক্ষাদ্বারা পরস্পরের আত্মিক বিনিময় সাধন হোলো। এখনও কিন্তু গুরুশিষ্যের সম্পর্ক শুধু বিদ্যার ক্ষেত্রে, আধ্যাত্মিক রাজ্যের ভাব-বিনিময়ে তখনও বিলম্ব আছে।

কিশোরকুমার গুরুগৃহ-বাস সুরু করলেন প্রাচীন যুগের আদর্শকে সম্মুখে রেখেই। সেখানে রয়েছে সংযম, রয়েছে ঐকান্তিক নিষ্ঠা, আর রয়েছে অপরিমেয় শ্রদ্ধা বা গুরুভক্তি। স্কন্ধে ঝুলি, নগ্ন পদ, দীর্ঘ চিকুর-শোভিত মস্তক, আয়ত নয়ন—এই অপূর্ব্ব কিশোর যখন চলতেন গ্রাম্য পথ বেয়ে, শস্যক্ষেতের আল বেয়ে, তখন মনে হোত বর্ত্তমানের ব্যতিক্রম এই কিশোর বুঝি পথ ভুলে মাটির বুকে ছিটকে পড়েছে ! ওর দৃষ্টিতে কই ব্যবহারিক জগতের জিজ্ঞাসা ? ও যেন ভাবলোকের পথভোলা পথিক !

তবু ব্যবহার ছিল খাসা। বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে হাস্য-পরিহাসে, গুরু-জনের সঙ্গে বিনম্র ব্যবহারে এতটুকু ত্রুটি দেখা দিত না। কিন্তু পরিহাসটুকু হলেও কোথাও সে পরিহাসপ্রিয়তায় এতটুকু গ্লানি ও কুশ্রীতার কঠিন স্পর্শ থাকতো না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতির অধিকারী যাঁরা, তাঁরা প্রায় সকলেই উচ্চাঙ্গের পরিহাস-প্রিয়। সেই পরিহাস-প্রবাহ প্লাবিত করে নিয়ে যায় পারিপার্শ্বিক ক্লিন্নতাকে এক অনাস্বাদিত আনন্দের রাজ্যে!

সীতারামের আনন্দ-সঙ্গ যাঁরা উত্তরকালে লাভ করে ধন্য হয়েছেন তাঁরা জানেন, তাঁর এই বাক্যচ্ছটা কত মাধুর্য্য দিয়ে মণ্ডিত।

সঙ্গী-মহলেও তাই তাঁর সমাদর অল্প ছিল না, যদিও অন্তরঙ্গ বলতে যা বোঝায়, সেই অন্তরঙ্গ তাঁর কেউ ছিল না—থাকা সম্ভব ছিল না।

মৃত্যুঞ্জয়, কুনাই, ফকির এরা হ'লো বাল্যসঙ্গী।

যৌবনের প্রারম্ভে পরিচয় হোলো বিজ্ঞানের সঙ্গে। সে পরিচয় অল্প দিনেই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল।

ইতিপূর্ব্বেই দুটি ঘটনা ঘটে যায়।

তন্মধ্যে একটি হোলো মা মাল্যবতীর মৃত্যু। মৃত্যু! সকলের মধ্য হতে সহসা একজনের সরে যাওয়া! সেই একজন আবার যদি হয় জীবনের শ্রেষ্ঠ আনন্দ—শ্রেষ্ঠ আশ্রয় মা!

পঞ্চমবর্ষীয় শিশু। সে কি জানে মৃত্যুর কি রূপ! মায়ের মৃত্যুর যে অপরিমেয় ক্ষয়-ক্ষতি, তার পরিধি পরিমাপ করবার মত মন তখনও গড়ে ওঠে নি; তবু মায়ের নিত্য-স্নেহে পুষ্ট অন্তরে বিচ্ছেদের বেদনা গভীর রেখাপাত না করে পারে না। তাই ত মাতৃহারা সাধারণ শিশুদের মনের বেদনা এক এক সময় মহা অনিষ্টসাধন করে ফেলে। কেউ হয় জন্ম-অভিমানী—যে অভিমান কোথাও আশ্রয় না পেয়ে অন্তরের মাঝে গুম্‌রে গুম্‌রে নিজেকে ক্ষত বিক্ষত করে তোলে, কেউ বা তার তীব্রতা সহ্য করতে না পেরে অকাল-মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নেয়।

কিন্তু এই শিশু ভোলানাথের বাহ্য আচারে এর কোন লক্ষণই দেখা গেল না। সেই ঠাকুর-ঠাকুর খেলায় মগ্ন শিশু সাধক! কে আস্‌ছে, কে যাচ্ছে, তার সঙ্গে যেন তার কোন সম্পর্ক নেই! সাধারণের সঙ্গে এই সর্ব্বপ্রথম ব্যতিক্রম দেখা দিল।

মা গেলেন, রেখে গেলেন আর একটি শিশুকন্যা—ব্রজ।

চিকিৎসা ব্যবসা করতে করতে শিশুপালন চলে না। তাই পিতা আবার দারপরিগ্রহ করলেন। এই মা এলেন মা-যশোদা হয়ে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(সীতারাম বলেন, বাবার বিমাতা ঠাকুমা ছিলেন। তিনি খুব যত্ন করতেন, মাকে বেটাখাকীও বলতেন।)

সেই যে পঞ্চমবর্ষীয় শিশুকে অকৃত্রিম স্নেহে সে দিন তিনি বুকে তুলে নিয়েছিলেন, সে স্নেহে আজও ভাঁটা পড়লো না! পরে তাঁর নিজের দুটি সন্তান সংসারে এসেছে, চলে গেছে, কিন্তু 'পেবো'র সঙ্গে কারও তুলনা হয় না। যারা জানে না, তারা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারবে না যে, এ মা তাঁর গর্ভধারিণী মা নন! আজও সীতারাম মায়ের কাছে শিশু! শৈশবসুলভ আদর-আবদারের আজও অভাব হয় না।

মা আর ছেলে।

একটি অনবদ্য স্বর্গীয় স্বর্ণসূত্র।

জীবনের বহু পরীক্ষায় একের পর আর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন সীতারাম্। সেই পরীক্ষায় হয়তো তখন মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে সত্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় চলেছে। এদিকে তাঁর মা তখন অজ্ঞাত আশঙ্কায় বিনিদ্র রজনী কাটিয়েছেন। শেষে থাকতে না পেরে ছুটে গেছেন ছেলের পাশে। বলেছেন,—থাক্ তোর সাধনা, পেবো! আমি সব সইতে পারবো, বাবা! কিন্তু তোকে হারানো সইতে পারবো না। তোকে না দেখে আর ক'দিন থাকবো!

হাসিমুখে এই সজল স্নেহের সম্মান দিয়েছেন সীতারাম।

অথচ সীতারামের রক্তের মধ্য দিয়ে যে জীবন-স্রোত বয়ে চলেছে, সেখানে কান পাতলে শোনা যাবে একটিমাত্র শব্দ—সে শব্দ সাধনা!

হোলো ভালো!

এক মা জন্ম দিয়ে চলে গেলেন, এক মা দুধ দিয়ে মায়ের দাবী নিয়ে এগিয়ে এলেন—আর এক মা সমগ্র জীবনব্যাপী সাধনায় ছায়ার মত তাঁর সর্ব্বকল্যাণের কল্যাণময়ী জননী হয়ে তাঁকে ঘিরে রইলেন!

আর একটি ঘটনা হোলো উপনয়ন (১৩১১)।

হিন্দু ব্রাহ্মণ-সন্তানের উপনয়ন ত একটা সাধারণ সংস্কার।

সাময়িক ব্রহ্মচর্য্যপালন—কয়েকটা একাদশী বারব্রতের মধ্য দিয়ে একটা বৎসর কাটিয়ে দেওয়া। এই হোলো প্রচলিত প্রথা। এখন আবার আরও সংক্ষিপ্ত সংস্করণ গ্রহণ করা হচ্ছে। এ নিয়ে বেশী আলোচনা অনাবশ্যক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু উপনয়নের সঙ্গে হয় নব-জন্ম। ব্রাহ্মণ-কুমার হয় দ্বিজ। এই হল শাস্ত্রার্থ।

শাস্ত্রকে যিনি আজীবন শ্রেষ্ঠ সম্মান দিয়ে এসেছেন, তাঁর পক্ষে তাই গতানুগতিক পন্থা অনুকরণ সম্ভব হোলো না।

কঠিন আচার ও নিয়ম-নিষ্ঠার সঙ্গে নিত্য চললো ত্রিসন্ধ্যা জপ, তপ, স্বাধ্যায় ইত্যাদি। সীতারাম অধ্যাত্মজীবনে সিদ্ধ হবার বহু পূর্ব্বেই—বোধ হয় এই উপনয়নের পর হতেই—উপবাস-সিদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন।

উপবাসের ওপর তাঁর কি অফুরান অনুরাগ!

অন্তরের সঙ্গে যেখানে যৌগিক মিলন, সেখানে বুঝি উপবাসও সরস হয়ে ওঠে!

তাই তপঃক্লিষ্ট এই কিশোর ব্রহ্মচারীটির মধুর হাসিটি দেখা যেত চির-অমলিন। অপূর্ব্ব তাঁর হাসি। ও হাসি যেন শুদ্ধ আত্মার অমর প্রকাশ! রোগে, শোকে, সম্পদে, দারিদ্র্যে এমন একটানা অপূর্ব্ব হাসি হাসতে পারে ক'জন? যত গুরুতর সমস্যাই আকাশকে ভারাক্রান্ত করে তুলুক, জীবন-তরণী যত বড় ঝড়ের সামনে পড়েই টলমল করে উঠুক, সীতারাম সকল দুর্দ্দৈবের দুরন্তপনার পানে চেয়ে হেসে জবাব দেবেন। সে হাসি কখন মৃদু, কখনও উচ্ছল।

ওষ্ঠপুট দুটি ধীরে ধীরে সরে যাবে, দেখা দেবে সামনের দুটি দাঁত—চোখের তারায় কৌতুকের কম ইঙ্গিত, আর কপোল-তলে ফুটে উঠবে রহস্যময় একটি রেখা! কখনও বা শিশুর মত উচ্চহাস্যে ফেটে পড়বেন তিনি সব শুভ্রতাকে উজাড় করে দিয়ে।

ব্রহ্মচারী সীতারাম।

গুরুগৃহে বাস করেন, গুরুসেবা করেন। নিত্যপাঠ, পূজারতি, সব কিছু চলে নিয়মিতভাবে। গুরুদেবের অনেক যজমান। যাজনক্রিয়ার সাহায্য করেন তিনি ছাত্রহিসাবেই। যজমান বিস্মিত হয়ে যান এই অপূর্ব্ব কিশোরের ভক্তি ও নিষ্ঠা দেখে।

সীতারাম বলছেন,

'যজমানের কাজ শিখতে সুরু করি। 'শিখিরায়' প্রতিপদাদি কল্পারম্ভ। প্রবোধকে ও আমাকে চণ্ডী শিখিয়ে দিলেন। উভয়ে পাঠ করতে যাই। ছ'আনি-পাড়া, সিকিপাড়া, কাটপাড়ায় চণ্ডীপাঠ করা হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূজায় ছ'আনি-পাড়ায় আমাকে যেন পূজক করেন। তন্ত্রধারক স্বয়ং ভগবান্! (স্মৃতিভূষণ মহাশয়)'

অবশ্য গুরুদেবও নির্লোভ পরহিতব্রতী উচ্চ সাধক, তবু যজমান প্রার্থনা করে তাঁর সঙ্গে এই তরুণ ছাত্রটিকে।

পাণ্ডিত্যের খ্যাতি তখনও বহুদূরে—পবিত্রতার প্রচার কিন্তু নেমে এল অচিরে।

মনে মনে সবাই মেনে নিল ছেলেটিকে সাধু ছেলে বলে।

কিশোর-কণ্ঠের সেই বিশুদ্ধ উচ্চারণ—যে উচ্চারণ অন্তর থেকে এগিয়ে আসে কণ্ঠ দিয়ে, আর চক্ষু-তারকায় তরঙ্গায়িত হয়ে ওঠে ভাব-সরসতা—সে উচ্চারণ চারণ-কবির গীতিছন্দের মতই শ্রোতার কর্ণে স্থায়ী মধু-বর্ষণ করতে থাকে!

বিশেষতঃ চণ্ডীপাঠ।

সংস্কৃত শ্লোকের সুললিত ছন্দ ও তার সমধুর আকর্ষণ হয়ত অনেকেই অনুভব করেছেন, কিন্তু সীতারামের কণ্ঠে যাঁরা চণ্ডীপাঠ শোনবার সৌভাগ্য লাভ করেন নি, তাঁরা কল্পনাতেও সে মাধুর্য্য মনের মণিকোঠায় আঁকতে পারবেন না।

দিন এগিয়ে চলে। ধীর মন্থর গতিতে তাঁর অধ্যয়নও এগিয়ে চলে।

অধ্যয়নে অনুরাগ বা স্পৃহার এতটুকু অভাব না থাকলেও আশানুরূপ অগ্রসর হওয়া অসম্ভব হয়ে ওঠে অস্বাস্থ্যের আক্রমণে।

১৩১৮ সাল পর্য্যন্ত অর্থাৎ বিশ বৎসর বয়স অবধি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখা দিল না। ঐ সালে তিনি প্রথম মুগ্ধবোধের আদ্য-পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

আবার বাধা দেখা দিল।

পিতার মৃত্যু এগিয়ে এল সাধকোচিতভাবেই।

লোক-কল্যাণে উৎসর্গীকৃত-প্রাণ, আনন্দময় এই পুরুষটিকে গ্রামের লোক প্রথম লক্ষ্য করলো একজন অধ্যাত্ম-জগতের আদর্শ পুরুষ বলে।

প্রতিটি মুহূর্ত্তে এগিয়ে আসছে মৃত্যুর কৃষ্ণ যবনিকা তুলতে তুলতে। আসে-পাশে কঠিন স্তব্ধতা। গ্রামের দরদী বন্ধু আজ শেষ বিদায় নিচ্ছেন প্রিয়জনদের কাছ থেকে!

বাড়ীর সকলে শোকাতুর, তবু এই সন্ধিক্ষণে বাবাই সহ্য করছেন আসন্ন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইঙ্গিতকে কঠিন নীরবতার মধ্য দিয়ে। সহসা সাধক তাঁর অন্যতম সঙ্গী ও বন্ধু রজনীবাবুকে ডেকে অতি নিম্নস্বরে চাপা গলায় বললেন,—নাড়ী চলে গেল, নাভিশ্বাস দেখা দিয়েছে, বেশী দেরি নেই। আমি আগে চললুম···তোমরা পর পর এসো।[১] 'গাও ত গাও ত আকুলু! সেই গানটা একবার গাও ত!'

গান! মৃত্যুপথ-যাত্রী গান শুনতে চায়!

সহধর্ম্মিণী এগিয়ে এলেন সামনে। চিনতে পারলেন। বললেন,—তোমার জন্যে কিছু রেখে যেতে পারলাম না। রেখে যাবার মত আমার কিছু নেই। আছে মাত্র দুটি রত্ন। এই রত্নদুটি তোমায় দিয়ে গেলাম। সপত্নী-পুত্র ক'টা আবার রত্ন হয়! যদি বা হয়, সে রত্ন নিয়ে সোহাগ করবার মত সৎমাই বা ক'টা সংসারে জন্মায়![২]

এক্ষেত্রে কিন্তু এতটুকু অত্যুক্তি ছিল না। এ যে কী রত্ন, উত্তরকালই এর উত্তর দিয়েছিল।

স্নেহময় পিতা সব বন্ধন ছিন্ন করে চলে গেলেন তাঁর নিজের নির্দ্দিষ্ট সময়ে—ঠিক রাত্রি দশটায় (১৩১৮)।

তরুণ হৃদয়ে একটা আঘাত লাগলো।

স্বল্পভাষী সীতারাম শুধু একটা কথা বলেন,—বাবা কখনও তিরস্কার করেন নি।

কত গভীর বেদনা ও ভালোবাসা ওই দুটি কথার অন্তরালে অবস্থান করছে!

বাইরে কোনও চাঞ্চল্য প্রকাশ পেলো না, কিন্তু অন্তরে জেগে উঠলো প্রশ্ন।

ঘুম ভাঙ্গানো প্রথম প্রশ্ন! কেন এই ধরণীর বুকে ফুটে উঠ্‌লুম! পূর্ব্বজন্ম পরজন্ম আছে কি?

মনের মধ্যে চললো উত্তর-প্রত্যুত্তর।

কর্ম্মফল দিয়ে বিচার চলে ইহকাল-পরকালের আসা যাওয়া।

শান্ত হয় না মন। মানসিক দ্বন্দ্ব এক সময় চরমে পৌঁছায়।

সীতারাম মুক্তির আগ্রহে সহসা ভেঙ্গে পড়েন। বলেন,

—আর কতদিন বেঁধে রাখবে, ঠাকুর! আমার বাঁধন খুলে দাও—সংসার হতে মুক্তি দাও — মোচন কর এই বন্ধন, ঠাকুর!

১।২। (সীতারাম বলেন, একথাটি মৃত্যুর দিন নয়, পূর্ব্বেই বলেছিলেন)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিনিদ্র রজনীতে প্রকৃতির মুক্ত অঙ্গনতলে এসে দাঁড়ান সীতারাম।

এত কথা সংসারের জানবার নয়। সংসার জানতেও চায় না।

সকলেই ভাবে, কৈ লেখাপড়ার ধার ত এখনও বেশ দেখা গেল না।

এদিকে যে জ্ঞানের পিপাসা জেগেছে, সে জ্ঞানের পথ ত কোন দিন টোলের পথে পা বাড়ায় নি! যাঁকে জানলে সব জানা হয়, জগতের সব প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে যায়, তাঁকে পুঁথির ঘরে অক্ষরের মালায় আসন-পিঁড়ি করে বসে থাকতে হয় না। তিনি যে স্বয়ম্প্রকাশ!

তিনিই ত বিদ্যারূপে প্রতিভাত হন। সব অন্ধকার সহসা অন্তর্হিত হয়ে যায়। মূর্খ রত্নাকর একদিনে কবি বাল্মীকি হয়ে যান।

বাকী সবই ত অবিদ্যা।

সীতারাম বলেন,—জ্ঞান তপস্যার প্রাণ। পশুপক্ষীর মত শাস্ত্র আবৃত্তি করলে, শত জন্মেও জ্ঞানলাভ করতে পরবে না। উপাসনা কর, জ্ঞানের বিকাশ হবে; সাধনা কর, বিশ্বস্রষ্টার শক্তি তোমায় আলিঙ্গন করবে! জ্ঞান, জ্ঞানই চরম লক্ষ্য।

এই যে খেলা সুরু হোলো সে দিন, তার পানে কেউ লক্ষ্যই করলো না।

কেনই বা করবে! এইসব শ্রেণীর অতিমানবীয় চিন্তার অংশভাগী হবার মানুষ প্রায়ই সংসারে সব সময় আসে না! এঁরা জন্ম-নিঃসঙ্গ, উদাসীন।

তাই লেখাপড়া কেন ভালো অগ্রসর হচ্ছে না, তাই নিয়ে অভিভাবকেরা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। দাদা বঙ্কিমচন্দ্র ত লগ্ন ভুল আছে বলেই স্থির করে ফেললেন।

শরীর ভালো যাচ্ছিল না। বোধ হয় এই কারণেই পুরী যাওয়া হোলো।

পুরীতে গোপালদাস জ্যোতিষীর নাম তখন জগৎজোড়া।

তাঁর কছে সীতারামকে নিয়ে গিয়ে তাঁর গুরুদেব বললেন,

—দেখুন ত একবার ছেলেটিকে! জন্মলগ্ন মীন। সেখানে বসে রয়েছেন বৃহস্পতি শুক্র। এ ছেলে ত বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত হবে। এতখানি বয়স হোল, তবু কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না কেন?

জোতিষী প্রশ্ন করলেন,

—একটা বড় নদীর তীরে এর বাড়ী?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—হ্যাঁ!

আরও কয়েকটা লক্ষণ জিজ্ঞাসা করে সন্তুষ্ট হয়ে উত্তর করলেন,

—হোগা।

হোগা ত হোগা, আর কব হোগা!

যাই হোক, তবু খানিকটা সংশয় সরে গেলো।

এ সম্পর্কে সীতারাম নিজে লিখেছেন :—

১৩২৩ সালের বোধ হয় পৌষ মাস। গুরুদেব আমি পুরীধাম যাই। একদিন গুরুদেব গোপালদাস জ্যোতিষীর কাছে নিয়ে গেলেন। আমি বললাম, আমার লগ্ন সম্বন্ধে সংশয় আছে। তিনি বলেন, লক্ষণের দ্বারা মিল করবো। জাতচক্র মুখস্থই ছিল, বললাম। তিনি মীন লগ্ন করে বল্‌তে লাগ্‌লেন :

'এক বড় নদীর কিনারে বাড়ী। বাড়ীর দক্ষিণ দিক খোলা। বাড়ীর দক্ষিণ দিকে এক বড় নদীর ধারে মামার বাড়ী। মামার বাড়ীতে জন্ম। মা মারা গেছেন। বাবা মারা গেছেন। এক বৎসর হ'ল বুকের ভিতর লড়বড় করে।'

সীতারাম — সারবে?

গোপালদাস — হাঁ, সারবে।

সীতারাব — দাদার বুকের অসুখ সারবে?

গোপালদাস — না। মীন লগ্নই ঠিক্।

সীতারাম — মীন লগ্ন হ'লে তো লেখাপড়া খুব হওয়া উচিত?

গোপালদাস — হোগা।

সীতারাম — আর কবে হবে!

তার পর তিনি ভবিষ্যৎ বলেন। খুব লোক জন যাবে ইত্যাদি। কোন দেবীর বা মহাপুরুষের কৃপালাভ এই ভাবের কথা হয়।

শিক্ষাগুরু দীক্ষা দান করে এবার দীক্ষাগুরু হলেন।

তেরশো উনিশ সালে ত্রিবেণীতে তাঁর দীক্ষা হল। (২৯ শে পৌষ, মকর সংক্রান্তি)

সীতারাম বলেন,—

দিগম্বই এর কুসুমকামিনী গুরুদেবকে বাড়ী দেন। ত্রিবেণীতে সেই বাড়ীতে দীক্ষা হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সীতারাম লিখেছেন,—আমার জীবনের একটা বাঞ্ছিত প্রার্থিত দিন। ...আজ আমার নূতন জীবন, ভগবান্ দয়া করে আমায় দীক্ষা দিয়েছেন।

সীতারাম বলছেন,

—"ভগবান্ দীক্ষা দেন। বলেন, আবয়োস্তুল্য ফলদো ভবতু।

(গুরুচরণে পতিত হয়ে)

ত্বৎপ্রসাদাদহং দেব কৃতকৃত্যোঽস্মি সর্ব্বতঃ।
মায়ামৃত্যুমহাপাশাদ্ বিমুক্তোঽস্মি শিবোঽস্মি চ।

ঠাকুর। উত্তিষ্ঠ বৎস মুক্তোঽসি সম্যগাচারবান্ ভব।
কীর্ত্তি-শ্রী-কান্তি-পুত্রায়ুর্ব্বলারোগ্যং সদাস্তু তে।

ঠাকুরকে দীক্ষাদান করে তাঁর গুরুদেব বলেছিলেন,—তুমি শাস্ত্রজ্ঞ, তুমি শাস্ত্রপথে চলবে। ইচ্ছা করলে জ্ঞানপথেও যেতে পার। তোমার উপর কোন বিধিনিষেধ রইলো না।"

যাই হোক, সে সময় পিতার মৃত্যুর একবৎসর পরে সপিণ্ডকরণান্তে ও রোগের যন্ত্রণার মধ্যেই এই দীক্ষার কাল নির্ণীত হয়েছিল।

এই বৎসরই তিনি মুগ্ধবোধ মধ্য-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

১৩১৭ সালে নিউমনিয়া হয়। (১৩১৬)

বুকের ভেতর সাঁই সাঁই আর সারে না! (১৩২২)

দীক্ষার পূর্ব্বেই গুরুর কাছে বদ্ধ পদ্মাসনে বসবার কৌশল শিক্ষা করেন, যোগের প্রথম পাঠ নেন।

সীতারাম বলেন,—নিত্য সন্ধ্যার সময় গায়ে ঢাকা দিয়ে বদ্ধ পদ্মাসন অভ্যাস করতাম।

রোগকে শোককে যিনি আদর করে আহ্বান করেছিলেন সাধনপথের সঙ্গীরূপে, তিনি কি সহজে তাঁর প্রেম পরিত্যাগ করতে পারেন! তাই চেষ্টা চললেও চরিত্রে ওরা বাসা বেঁধে বসে পড়লো।

একদিকে চললো অধ্যয়ন ও গুরুগৃহ বাস, অন্যদিকে চললো সাধনা।

গুরুসেবা! সে সেবায় তামাক সাজা থেকে জমি পরিদর্শন পর্য্যন্ত কিছুই বাদ যেতো না।

লক্ষ্য স্থির ছিল। প্রথম জীবনেই তাই প্রতিজ্ঞা হোলো—চাইতে হয়ত চরম, পেতে হয়ত পরম। এর মধ্যে আর কোন আপোষ নেই।

একটি মাত্র চাওয়া। সে চাওয়ায় ভুল হয় নি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবন-প্রভাতে প্রথম অরুণোদয়ে একটিমাত্র চাওয়া আর সারা জীবনব্যাপী সাধনার পশ্চাতে দ্বিতীয় পাওয়ার অপেক্ষা না করা, আর ক'জনের জীবনে সম্ভব হয়েছে বলা শক্ত।

মাঝপথের সব কিছু তাই তুচ্ছ হয়ে গেল।

তুচ্ছ হয়ে গেল রোগ, শোক, দুঃখ-দারিদ্র্য—তুচ্ছ হয়ে গেল পুরস্কার-তিরস্কার—তুচ্ছ হয়ে গেল মান-অপমান।

ধন, জন, মান, যশ, স্বাস্থ্য, সম্পদ্ তাই রইলো চিরদিনই উপেক্ষিত, অবহেলিত।

এই যে সংগ্রাম চললো একটি দেহকে কেন্দ্র করে, তার তুলনা নেই। দেহের দাবী এগিয়ে আসছে স্বাস্থ্যের প্রলোভন দেখিয়ে, সংসারের স্নেহ এগিয়ে আসছে তার মোহনীয় রূপ নিয়ে, বিদ্যার দাবী এগিয়ে এসে চাইছে বিদ্বান্ বলে পরিচিত হবার জন্যে।

একটা যন্ত্রের মত স্বয়ংক্রিয় হয়ে এগিয়ে চলেছেন সীতারাম। লক্ষ্য এক, ভগবান্। বিবেক আর বৈরাগ্যে অন্তর সর্ব্বদা সুন্দর হয়ে ভরে আছে।

পাঠাভ্যাস তাঁর কর্ত্তব্যের অঙ্গ, তাই কর্ত্তব্যে ত্রুটি হয় না।

কিন্তু কই সে বিদ্যা—অধ্যাত্মবিদ্যা!

পিপাসাতুর কণ্ঠ চাইছে অধ্যাত্ম-বারি। কেমন করে শান্ত হবে সে মুগ্ধবোধ আর কাব্যের রসাঞ্জলি পান করে!

সাধ্যমত তবু ব্যবহারিক জগতের সঙ্গে সমানে তাল রেখে চলেছেন সীতারাম।

অধ্যবসায়ের অভাব নেই এতটুকু!

তেরশো চব্বিশ···তেরশো ছাব্বিশ, তেরশো সাতাশ—এল, গেল···

বেদান্তের আদ্য, সাংখ্যের মধ্য, উপনিষদের আদ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন তিনি।

উপাধি পরীক্ষা আর দেওয়া হয় না। বলেন,—কি হবে 'ল্যাজ' নিয়ে।

শেষে গুরুর আদেশে উপাধি গ্রহণ করতে হোলো।

তেরোশো একত্রিশে একই সঙ্গে পুরাণতীর্থ ও পুরাণরত্ন উপাধি লাভ করলেন। তেরশো পঁয়ত্রিশে উপনিষদের মধ্য পাশ করেন। বহু পরীক্ষা দিয়েছেন সীতারাম। কখনো কৃতকার্য্য হয়েছেন, কখনো হননি। তার দীর্ঘ তালিকার প্রয়োজন নেই। তবু এই যে বিদ্যাভ্যাস, এখানেও তাঁর একটা বিশেষ প্রচেষ্টা দেখা যায় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাংখ্যের মধ্য-পরীক্ষা দিতে এসেছেন। প্রশ্নপত্র নিয়ে ছাত্রদল কত আলোচনা করছে, সীতারাম কিন্তু নির্ব্বিকার। তিনি জানেন, এ বৎসর পাশ করা যাবে না। গুরুদেব বলেছেন, তাই এসেছেন পরীক্ষা-কক্ষে।

এই অদ্ভুত ছাত্রটিকে দেখে অপর ছাত্রেরা পরিহাস করে বলে,—ইনি একজন 'সাংখ্যের পুরুষ'! একেবারে বিকারহীন, নিষ্ক্রিয়!

সে দিনের পরিহাস কি পরিণামের ইঙ্গিত বহন করে এনেছিল!

আসল কথা, এই সব প্রচলিত প্রথানুযায়ী বিদ্যার সাধনায় তাঁর অন্তর সায় দেয়নি। তবু এর প্রয়োজন ছিল। উত্তরকালে পরমবিদ্যা যিনি লাভ করলেন, তিনি তখন এই অধীত বিদ্যার সাহায্যে সাধারণকে তা পরিবেষণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন সুষ্ঠু ভাবেই।

অবশ্য উত্তরকালে সাধনার সূক্ষ্ম অনুভূতির সঙ্গে বিরাট শাস্ত্র-সমুদ্রের অতলতলে অবগাহন করে তিনি যে মণি-মাণিক্য কুড়িয়েছেন, তার তুলনায় এই প্রাথমিক জ্ঞানের তুলনা চলতে পারে না। তবু এর প্রয়োজনকেও অস্বীকার করা অসম্ভব।

শাস্ত্রকে সঙ্গী করেছিলেন তিনি প্রতিটি পরীক্ষার সঙ্গে মিলিয়ে নিতেই।

তখন তাঁর চাই অপরোক্ষ জ্ঞান। চাই অনুভূতি।

এই হল তখন তাঁর দিবারাত্রের চিন্তা।

এ চিন্তা নীরন্ধ্র।

এই নীরন্ধ্র চিন্তার ফলেই তিনি বলেছেন,—দিবানিশি শ্রীভগবান্‌কে নিয়ে থাকতে পারলেই সুখ অবিচ্ছিন্নভাবে চিরদিন থাকবে।

এই-যে সুখের লক্ষ্য ও সন্ধানে নিরলস সাধনা, এর মধ্যে দেহ, গেহ, ধন-জনের অবসর কোথায়?

এই সময় যতই তিনি অধ্যাত্মপথের পানে দ্রুত এগিয়ে যেতে চেয়েছেন, সংসারও যেন তখন তাঁকে ততই শত বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করেছে।

মন বলছে: মিথ্যার আবরণ ভেঙ্গে ফেল, সব সংশয় দূর করে দাও।

সংসার বলছে: ওরে ভীরু! কর্ত্তব্যের পথ থেকে পিছিয়ে যাবি আত্মসুখের সন্ধানে!

অনেক দিনের কথা···

কিশোরকুমার ব্রহ্মচারী সীতারাম তখন গুরু-আশ্রমে পূজা-পাঠ আর গুরুসেবায় অধ্যাত্মপথে এগিয়ে চলেছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একটি পাঁচ বছরের মেয়ে। কোলে তার ছোট বোন। নিত্য এসে সে এই কিশোর ব্রহ্মচারীর পাঠ শোনে। কী বোঝে ও! কিসের আকর্ষণ! এ বয়সে ধৈর্য্য ধরে অপরের পাঠাভ্যাস শোনবার মত মন ত বড় একটা দেখা যায় না। তবু সে আসে। নিত্যই আসে। এই সিদু! সবাই ডাকে 'সিদু'। ভবিষ্যতের 'কমলা'!

ধীরে ধীরে সিদু বড় হয়ে ওঠে। পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয়, দশ, এগারো···

সিদু কবে না-জানি কেমন করে ভালবাসা শিখলো। ভালবাসার পাত্রটি এই কিশোর।

মনের গহনতলে এ গভীরতা এগারো বছরে কেমন করে এগিয়ে আসে, এ বড় আশ্চর্য্য!

তেরশো বাইশ সাল।

বিয়ে স্থির হয়ে গেল। পাত্রী, দিগসুইয়ের ঠাকুরচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কন্যা ঐ কমলা।

এক পক্ষে অভিভাবক স্বয়ং গুরুদেব, কারণ গুরুদেবেরই সম্পর্কিত ভগ্নী মেয়েটি—আর অপর পক্ষে অভিভাবক বড় ভাই বঙ্কিমচন্দ্র।

কথাটা অনেকদিন হতেই কানাকানি হতে হতে এখন পাকাপাকিতে এসে পৌঁছল।

প্রতিবাদ চলে না, কারণ প্রতিপক্ষ বলতে কেউই নেই।

তবু বিনম্র অসম্মতি জানানো হোলো।

কোন পক্ষই গুরুত্ব দিলেন না তাঁর কথায়।

দিনস্থির হয়ে গেল।

নিয়তির মত নিষ্ঠুর বিধিলিপি এবার এগিয়ে এলো তার পরিণতি টানতে।

মানসিক উদ্বেগ চরমে উঠলো।

নাঃ, এভাবে নিজেকে আহুতি দেওয়া অসম্ভব।

তাই সুরু হোলো তাঁর যাত্রা নিঃশব্দে, অলক্ষ্যে!

পালাতে হবে। সংসার হতে দূরে, বহুদূরে—আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব হতে দূরে, সব সম্পর্ক অস্বীকার করে পালাতে হবে।

কিন্তু সবাই যেন সুমুখে এগিয়ে আসছে। গাড়ীতে উঠেও নিষ্কৃতি নেই। গাঁয়ের নারাণ মোদক পাশের গাড়ীতে উঠলো যেন! যাক্, দেখতে পায়নি। এগিয়ে চললো যাত্রাপথ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নবদ্বীপ। বেশ জায়গা! হাজার হাজার লোকের মধ্যে কে কাকে চেনে! রাধারমণ-সেবাশ্রমে সে রাত্রি আশ্রয় নিলেন সীতারাম।

কুলদা মল্লিক তাঁকে আবিষ্কার করলেন। বললেন,—ভালো হয়েছে। এস আমাদের দলে।

সীতারাম সম্মত হলেন না।

—তবে লেখো আমাদের কাগজে।

সীতারাম বললেন—না।

শেষে মল্লিক মশায় ধরে বসলেন,—তবে অবতার হও।

—কী মুস্কিল! অবতার হব কি!

—সে ভাবনা তোমার নেই। তুমি রাজী হও। সব ব্যবস্থার ভার আমার।

নাঃ, কোথাও নিষ্কৃতি নেই!

আবার ছুট!

এবার কাটোয়া।

হাতে একটি পয়সা নেই। আহার-বাসস্থানের স্থিরতা নেই। তবু ছোটার বিরাম নেই।

এবার দেখা সতীর্থ নরেনদার সঙ্গে।

নরেনদা এখন গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী।

নরেনদার পাণ্ডিত্য, বক্তৃতা-শক্তি তখন যথেষ্ট মার্জ্জিত। একটু অসাধারণ বললেও অত্যুক্তি হয় না।

নরেনদা সব শুনলেন। বললেন,

—বেশ তুমি কি করতে চাও বল?

—পালাতে চাই।

—ভালো কথা। আমি পুরী যাচ্ছি, আমার সঙ্গে চলো।

খুশী হয়ে চললেন সীতারাম সতীর্থ নরেনদার সঙ্গে।

পুরীতে পৌঁছেই নারেনদা দিগস্থইই-এ গুরুদেবকে পত্র দিলেন: 'প্রবোধ পুরীতে আমার সঙ্গে আছে। তার বৈরাগ্যকে বিবেকে পরিণত করিয়ে শীঘ্রই রওনা হচ্ছি।'

বাড়ীতে সবাই নিশ্চিন্ত হলেন। বিয়ের ব্যবস্থা যথারীতি চলতে লাগলো।

পুরীতে পৌঁছেও নরেনদা দু'একদিন কোন প্রশ্নই তুললেন না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুজনেই দুজনের নির্দ্দিষ্ট ধ্যান-ধারণায় নিবিষ্ট রইলেন।

নরেনদা মাঝে মাঝে পদচারণ করেন, আর কি-সব স্বগতোক্তি করেন। বোধ হয় বক্তৃতা অভ্যাস করেন।

একদিন কথায় কথায় নরেনদা তাঁর সতীর্থকে বললেন,

—একবার চিন্তা কর ত, প্রবোধ! তুমি যখন নিঃশব্দে সরে পড়লে এবং যখন তা সংসারে জানাজানি হয়ে পড়লো, তখন তা তাঁদের মনের ওপর কি প্রতিক্রিয়া করলো!

—চিন্তা আমি করবো না। তুমি সন্ন্যাসী মানুষ, অধ্যাত্ম-চিন্তার মাঝে তোমার এসব চিন্তা কেন?

—না, চিন্তা তোমায় করতেই হবে। যখন তোমার ভাবী শ্বশুর-বাড়ীতে এ সংবাদ পৌঁছল, তখন তাঁদেরই বা মানসিক উদ্বেগ কোথায় গিয়ে দাঁড়ালো?

—না, ও-সব চিন্তা দূরে থাক, নরেনদা!

—না, না। দূরে রাখলে চলবে না ভাই! তোমার দাদা কথা দিয়েছেন। সে কথায় ও-পক্ষ কতটা নির্ভর করে আছেন! সেই কথার খেলাপ হতে বসেছে। তাঁর উঁচু মাথা হেঁট হতে বসেছে। ওদিকে একটি নিরপরাধা মেয়ে এমন একটা বিশ্রী পরিস্থিতির মাঝে পড়ে কী মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করছে, তোমাকে চিন্তা করতে হবে, ভাই!

সীতারাম চুপ করে গেলেন, হয়ত ভাবলেন—নরেনদা ত সন্ন্যাসী মানুষ, তিনি এত ভাবতে গেলেন কেন?

অলক্ষ্যে বিধাতাপুরুষ বিজ্ঞের হাসি হেসে একটু আরামের পাশমোড়া ফিরে নিলেন।

নরেনদা তাঁর সতীর্থকে নিয়ে যথাসময়েই প্রত্যাবর্ত্তন করলেন।

এ সম্পর্কে সীতারাম নিজে লিখেছেন :—

> বিয়ে করবো না বলে পলায়ন করি। একাদশী তিথি। তেলাণ্ডু মগরা ষ্টেশনে না গিয়ে একেবারে ত্রিবেণী যাই। কাটোয়ার টিকিট করি। সঙ্গে একখানি চাদর, একটি টাকা ও ছোট একখানি গীতা। কাটোয়া রাধারমণ-সেবাশ্রমে নরেনদার সঙ্গে দেখা হয়। ইনিও যাদব ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ছাত্র, সতীর্থ। খুব বুদ্ধিমান্। আমরা একসঙ্গে ব্যাকরণের আদ্য-পরীক্ষা পাশ করি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৩১৯ সালে বর্দ্ধমানে ব্যাকরণের মধ্য-পরীক্ষা দিতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়। তিনি কাব্যের মধ্য-পরীক্ষা দিতে এসেছেন। প্রাণ বৈরাগ্যে পূর্ণ। সংসার ত্যাগ করতে প্রস্তুত! আমিও বলি আমি সংসার ত্যাগ করবো। আমার হয় না। পরে শুনি তিনি চলে গেছেন।

সেদিন আমাকে দেখে উৎফুল্ল হয়ে বললেন,—প্রবোধ যে! কবে সংসারত্যাগ করেছ?

—আজই।

নরেনদা—আমার সংসারত্যাগের কথা জানো?

—হাঁ।

—সঙ্গে কি আছে?

—কিছুই নেই।

—আমার বড় কম্বল আছে। তাতে দু'জনে শোবো।

তাঁকে পেয়ে কূল পেলুম।

পরে সেখানে কুলদাপ্রসাদ মল্লিক মহাশয়ের সঙ্গে পরিচয় হোলো। তিনি বল্লেন,

—আমরা দর্শনের টোল করছি, পড়।

—পড়বার জন্য সংসার ত্যাগ করিনি।

—তবে আমার কাগজের সম্পাদক হও।

—না।

—তবে অবতার হও।

—অবতার কি করে হবো?

—সে তোমাকে ভাবতে হবে না আমরা তোমাকে অবতার বলে প্রচার করবো।

—না, আমি অবতার হ'তে চাই না।

মল্লিক মহাশয় নিরস্ত হ'ন। অনন্তর সেখানে চুঁচুড়ার ডাক্তার প্রসাদ মল্লিকের পুত্র দাদার সহপাঠী উপস্থিত হ'ন। তিনি আমাকে দেখে বলেন,

—তুমি বঙ্কিমের ভাই নও?

ধরা পড়ে যাই। পাছে দাদাকে খবর দেন, এই ভয়ে গঙ্গা পার হয়ে জুড়নপুর কালীবাড়ীতে তিন দিন থাকি। সেখান থেকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নবদ্বীপ এসে নরেনদার সঙ্গে মিলিত হয়ে পুরী যাত্রা করি। নারান মোদক (ডুমুরদহ) এই সময় খামারগাছিতে পাশের গাড়ীতে ওঠে। আমরা হাওড়া আসি। নরেনদা বোধ হয় কোলাঘাটের টিকিট করেন। খড়্গপুরে চেকার নামিয়ে দেয়। সেখানে রাত্রিবাস করে মধ্যাহ্নে এক সীতারাম মন্দিরে রুটি অন্ন প্রভৃতি প্রসাদ পাই। আবার দু'একটা ষ্টেশনের টিকিট করে গাড়ী চড়ে পুরী এসে শঙ্কর মঠে আশ্রয় লই। সেখানে নরেনদা অন্যান্য কথা বলেন। সেখান থেকেই নরেনদা দিগসুই-এ গুরুদেবকে পত্র দেন—'প্রবোধের বৈরাগ্যকে বিবেকে পরিণত করে নিয়ে যাচ্ছি।' তারপর ডুমুরদহে আসি। নরেনদা রাজেনবাবুর বৈঠকখানায় ২॥০ ঘণ্টা ব্যাপী বক্তৃতা করেন। তাঁর বক্তৃতার প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল,—যুবকগণের সংসারত্যাগ না করে কর্ত্তব্য বিবাহ করা। মাছ খাওয়া উচিত। উত্তম-আশ্রমের ব্রহ্মচারীরা আসেন। আমরা সেখানে যাই।

পূজ্যপাদ উত্তমানন্দ স্বামী তাঁকে তাঁর লেখা গীতার পাণ্ডুলিপি দেখান। বোধ হয় মাছ খাওয়ার কথা ওঠে, নরেনদা যেন বলেন—অধিকারী-বিশেষের কথা।

দিগসুই-এ নিয়ে যান। দু'একদিন সেখানে থেকে ডুমুরদহ আসেন। দাদার সঙ্গে খুব ভাব হয়। পরে চলে যান। দাদাকে পত্র দেন, তাঁর 'বিজ্ঞানপাদ' নাম হয়েছে। কতদিন পরে শুনি তিনি দেহত্যাগ করেছেন।

সীতারাম এসে দেখলেন সব আয়োজন সম্পূর্ণ। মধ্যের ক'টা দিনের ঘটনা যেন ঘটেই নি। সকলেই শান্ত, নিরুদ্বিগ্ন।

জ্যেষ্ঠের চরণে প্রণাম করতেই তিনিও শান্তভাবে তাঁকে গ্রহণ করলেন।

বিয়ে হয়ে গেল।

তবু আনন্দের কণাও অনুভব করতে পারলেন না সীতারাম।

সীতারাম বলছেন :—'হৃদয়ের ব্যথা, আমার জীবন ত গেছে! কাসি সারে না। আমার সঙ্গে আর একটা জীবন নষ্ট হবে? বিয়ের দিন সবাই আনন্দ করছে, আর আমার বুকে আগুন জলছে!'

ইতিমধ্যে কত বিয়েতে পৌরোহিত্য করেছেন তিনি। আজ কিন্তু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিজের বিয়েতে নিজেকে কী অসহায় বোধ করছেন সীতারাম! একি বন্ধনের বেদনা, না আর কিছু!

আলো সরে যাচ্ছে। নেমে আসছে অন্ধকার। চোখে চিন্তার জমাট অন্ধকার।

একই পাল্কিতে চলেছে বর আর বধূ।

চিন্তার গ্রন্থি মোচন করবার জন্যেই যেন সহসা হালকাভাবে বলে উঠলেন সীতারাম,

—বিয়ে না হলে কি হোতো?

—বিয়ে করতুম না।

—হিন্দুর ঘরে তা ত বলা চলে না?

—মরে যেতুম আমি।

—আমি যদি মরে যাই?

—তুমি মরবে না। মা সিদ্ধেশ্বরীকে মানবো। পূজো দেওয়া হবে।…তুমি মরবে না।

এগারো বছরের মেয়ে কমলা।

কোথায় পেলো সে এমন পরম বিশ্বাস! এ ত শেখা কথা নয়, এ যে সত্যি কথা! এ ত মুখের কথা নয়, এ যে বুকের কথা! তাই প্রতিটি শব্দের সঙ্গে ঝরে পড়ছে অখণ্ড কল্যাণ-বুদ্ধি!

এ শব্দ রচিত হয় না, হয় উৎসারিত!

সতী-কণ্ঠের প্রথম বরাভয়!

বর্ণাশ্রমী, সত্যাশ্রয়ী সীতারাম পেলেন সত্যের ইঙ্গিত। মনে মনে বললেন,

—তোমার ইচ্ছাকে অসম্মান করবো না, ভগবান্! কিন্তু যেন লক্ষ্যভ্রষ্ট না হই। পথ চলতে সুরু করে চলাটাই যেন শেষ না হয়। লক্ষ্য-লাভ করতে গিয়ে উপলক্ষকে যেন আঁকড়ে না ধরি।

বৌএর কথায় মা বলেন,

"—বৌমার মত মেয়ে চোখে পড়ে না! (বলতে বলতে গলা ভারী হয়ে এলো) বিয়ের সময় পেবোধ যখন পালিয়ে গেল, চারিদিকে তখন সে কি অবস্থা! ছেলের ভাবনা ভাবছি, ওদিকে মেয়ের বাড়িতেও দুর্ভাবনার অন্ত নেই! অন্য বিয়ের কথা উঠলে ওইটুকু মেয়ে বলে বসলো,

—বিয়ে আমার হয়ে গেছে। হিঁদুর মেয়ের আবার দু'বার বিয়ে হয় নাকি?"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varaṇasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীমাতা কমলাদেবী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঘটনা যতদূর জানা যায়, তাতে এই পলায়নের পর একদিন সিদ্ধুর মা সিদ্ধুকে স্পষ্টই জিজ্ঞেস করেছিলেন,—'হাঁ সিদ্ধু! সে তো চলে গেল। অন্য জায়গায় বিয়ের ব্যবস্থা করবো কি?'

সিদ্ধু—'মা! যদি বিয়ে দিস্ তা' হলে কুটাইএর কাকার সঙ্গেই দিস্, তা না হলে দিস্ না।'

সেদিন বিয়ের আগে এ-কথা প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না, তাই সিদ্ধুর মাও একথা প্রকাশ করতে পারেন নি। পরে বলেছিলেন।

ঘরে এল বর-বধূ।

বরণ করলেন মা কল্যাণী বধূকে, শুভ শঙ্খধ্বনির সম্বর্দ্ধনা জানিয়ে।

সারা সংসারে আনন্দের বান বইলো। প্রবোধ সংসারী হোলো। সবাই খুশী।

সুরু হোলো সংসার নিয়ে খেলা!

খেলা ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে একে?

শুধু কর্ত্তব্যের দেনা শোধ যেখানে, সেখানে মনের মত্ততা জাগাবার অবসর কোথায়? অথচ বেগবান্ দুটি হৃদয়ের এই প্রথম মিলনে তাই ত স্বাভাবিক।

স্বামী তিনি, তাই স্ত্রীর প্রতি কর্ত্তব্যে অবহেলা করলেন না; কিন্তু ঊর্দ্ধলোকের যাত্রী যিনি, তিনি কেমন করে মাটির মায়ায় নিজেকে নিঃশেষ করে দেবেন!

এই অদ্ভুত মানুষটির খ্যাপাটে স্বভাব বাড়ীর সবাই জানতেন, তাই তাঁরা তাকে তখন সেটা স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণ করেছিলেন। সাধ্বী স্ত্রীও একটি দিনের জন্যেও না স্বামীর পরে, না সংসারের পরে, একটা ক্ষুদ্রতম অভিযোগও রেখে গিয়েছিলেন। দেখা গেছে, সারাদিনের গুরু পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে আঁচল পেতে গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়েছেন তিনি—সন্তানেরাও গভীর ঘুমে অচেতন—জ্ঞান-তপস্বী স্বামী কিন্তু তখন চারিদিকে পুস্তকরাজি ছড়িয়ে জ্ঞানের তপস্যায় নিযুক্ত। রাত্রি এগিয়ে চলেছে গভীর হতে গভীরতর নৈঃশব্দ্যের মধ্যে—নিঃসীম আকাশের কৌতূহলী চাঁদ হয়ত তখন উঁকি দিয়ে একবার কৌতুক করবার অবসর খুঁজছে···

কিন্তু হায়, অভিযোগ না রাখলেও প্রচ্ছন্ন অভিমান কি ছিল না?

দেবতা-স্বামীকে সর্ব্বস্ব উজাড় করে দিয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া সুখী হয়েছিলেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু সন্ন্যাসী স্বামীর সহধর্ম্মিণী হবার সাধ্য হয়ত তাঁর ছিল না। তাই, বিষ্ণুপ্রিয়ার সকরুণ ক্রন্দনে ক্রন্দসীর কপোল-তল আজও করুণ হয়ে আছে।

তেমনই এই দেবতা-স্বামী সাধ্বী কমলার ক্ষুদ্র হৃদয়কে পূর্ণ করে রাখলেও, হয়ত তার ক্ষুদ্র হৃদয় এই বিশাল হৃদয়ের পরিমাপ করতে সক্ষম হয়নি—হয়ত সাময়িক বিফলতা দেখা দিয়েছিল। সীতারাম তাঁকে তাঁর জীবিতকালে ত্যাগ করেন নি—এখানে এইটুকু সান্ত্বনা থাকলেও এর সত্য মূল্য সঠিক প্রকাশ পায় না। একটু বিশদ আলোচনায় তাঁরই পত্রের একাংশ এখানে উপহার দেওয়া হোলো :

দাদা! (দাশরথি স্মৃতিভূষণ মহাশয়) আমি ভক্তিহীন। সেইজন্য আমি আপনার শ্রীচরণে আবদার করে বলছি। আপনি যে গঙ্গার ধারে ঘরখানিতে স্বস্ত্যেন শান্তি করেছেন সেই ঘরে রাত্রিতে থাকে, সকালে নেয়ে এসে আবার জপ করতে যায়, আবার এসে পূজো করে ভাত খেয়ে যায়। আরতির আগে বাড়ী এসে আরতি করে আবার জপ করতে যায়। আবার এসে খেয়ে শুতে যায়।···শুনলাম, নিজে গঙ্গার ধারেই শঙ্করকে পড়াবে।

আমার গতি কি হবে? আমার মন বড়ই খারাপ। সংসার সব ফাঁকা ফাঁকা ঠেকছে, মন হুহু করছে। দাদা! জীবনে কান্নাই কি আমার পুঁজি! আমার কিছুই ভাল লাগছে না।···

দাদা! আবার বলছে—সংসার ও ভগবান্ একসঙ্গে দুটো হয় না—একটা ছাড়তে হবে।···

আপনি কতবার রক্ষা করেছেন এবার করতে হবে।···

আপনার শ্রীচরণের সেবিকা—
সিদু।

তাই মনে হয়, অভিমান যদি নাই ছিল, তবে সর্ব্বকল্যাণময়ী দেবী সহসা কেন নিঃশব্দে সরে গেলেন কারও পরে একটি অভিযোগ না রেখে!

যে জীবন তখন সম্ভাবনায় পূর্ণ, সে জীবন কেন অকালে কালের আহ্বানে সাড়া দিল? জীবনের কত আশা! মা তিনি—তখন এসেছে জানকী, এসেছে রঘুনাথ, এসেছে রাধানাথ। এদের ঘিরে কি স্বপ্ন দেখেননি তিনি একটা পরিপূর্ণ স্নেহের পরিণতি!

তবু চলে গেলেন তিনি, এই দেবতা-স্বামীকে জগৎ-কল্যাণে উৎসর্গ করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে ত্যাগ নীরব, যার বিজয়-দুন্দুভি দশ দিকে ঘোষণা করে জানানো হয় না—তার মূল্য, তার মাধুর্য্য কি কম! তাকে উপলব্ধি করবার অন্তর যদি না থাকে, তবে থাক সে অবান্তর হয়েই! প্রকাশের চেয়ে অপ্রকাশের মাধুর্য্যে ভরে থাক তা—যা গভীর, যা শান্ত তারই মাঝে!

আজ হাজার মানুষ পাগল হয়ে ছুটে এসে পড়েছে এই পাগল-করা মানুষটির পদপ্রান্তে। স্নেহ আর সান্ত্বনায়—প্রেম ও পরিচয়ের গাঢ় আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরছেন সীতারাম প্রতিটি হৃদয়কে! সেখানে উচ্চ নেই, নীচ নেই, ধনী নেই, দরিদ্র নেই, পণ্ডিত নেই, মূর্খ নেই—পাপী নেই, পুণ্যবান্ নেই। এ দৃশ্য অপূর্ব্ব! এ দৃশ্য অলক্ষ্য থেকে তিনি কি আজ লক্ষ্য করছেন! সেখানে কি সব শূন্যতার অবসান হচ্ছে! তিনি কি দেখছেন—যা তিনি স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করে এসেছিলেন, আজ তা সহস্রগুণ হয়ে তাঁরই কাছে ফিরে আসছে!

তবু অপর দিকে কী উদাসীন, নিস্পৃহ আর নির্ম্মম এই সীতারাম!

প্রেম আর ভক্তি নিয়ে সহস্র হৃদয় তাঁকে ঘিরে ধরতে এগিয়ে আসে, তিনি এগিয়ে চলেন সব উপেক্ষা করে—যেমন মুক্তপক্ষ বিহঙ্গম উড়ে চলে দূর শূন্যের পথে উপেক্ষা ক'রে মাটির আহ্বান!

সেখানে কে তার সাথী হবে—কে হবে সঙ্গী?

নিঃসঙ্গ সীতারামের সেখানে তাই সাধারণ কোন মানুষ সঙ্গী হতে পারে না—সেই মুক্ত-লোকে, সেই আনন্দ-লোকে, সেই আলোক-লোকে তিনি একা! তিনি পূর্ণ!

সাধারণের জন্য আছে সান্ত্বনা—আছে আশীর্ব্বাদ, আছে বরাভয়। তাই দুঃখী মানুষের দল ভিড় জমায় তাঁর চারপাশে—জানায় তাদের বেদনা, তাদের আকুতি।

অবশ্য শ্রী-মায়ের অন্তর্দ্ধানের ঘটনা আরও অনেক পরে।

সংসারে সংসারী তিনি সেজেছিলেন, কিন্তু সংসার তাঁকে সং সাজাতে পারেনি। গার্হস্থ্যাশ্রমে আদর্শের দিক দিয়ে তা এত চমৎকার যে, তার পরিচয় পেলে চমকে ওঠাই স্বাভাবিক। একটা সংসার-তরী চলেছে হেলে-দুলে সুখ-দুঃখের ছেঁড়া পাল তুলে, যার হাল ধরে কেউ নেই। হালে হয়ত আছেন সীতারামের ভাষায় 'ব্রজনাথ'—কিন্তু তিনি ত সাধারণ চর্ম্মচক্ষের ধরাছোঁয়ার বাইরে!

শুধু প্রেম আর পবিত্রতার দু'খানি দাঁড় বেয়ে চলেছে সে তরী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিনরাত। সেখানে চলাটাই যেন শেষ কথা। কোথায় তার কূল, কোথায় তার কিনারা, তা যেন লক্ষ্যেই আসে না।

বন্ধু বিজ্ঞানানন্দ একদিন বলেছিলেন,—ভাখ প্রবোধদা! লোকে সাধু দেখতে আসে, এবার এখানে সংসারী দেখতে আসবে।

সত্যিই তো, সংসারে বসে এমন সত্যনিষ্ঠা—পরমের পায়ে এমন করে সর্ব্বস্ব-সমর্পণ, সহজ চোখে দেখতে পাওয়ার সৌভাগ্য ক'জনের হয়!

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, তেরশো বাইশে তাঁর বিয়ে হয়।

তেরশো তেইশে তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে যে গভীর ভাব প্রকাশ পেয়েছে—সে লেখায় অন্তরের যে আকূতি প্রকাশ পেয়েছে, প্রকাশ পেয়েছে যে ঐকান্তিক আগ্রহ—তার তুলনা হয় না। 'তৃষ্ণা', 'প্রেমপত্র', 'কি বুঝি তা বুঝি না' প্রভৃতি প্রবন্ধ এই সময়েই লেখা হয়। সাধক-জীবনের অগ্রগতি অব্যাহত হলেও, কত সংশয় এবং তার নিরসন—কত সমস্যা এবং তার সহজ সরল সমাধান এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে পাওয়া যায়। যাঁরা পথিক, যাঁদের যাত্রা সুরু হয়েছে সত্যানুসন্ধানে, তাঁদের কাছে এগুলি অমূল্য! এগুলি আলোক-বর্ত্তিকার কাজ করবে।

তেরশো চব্বিশের লেখা 'দুঃখ', 'প্রাণের প্রার্থনা' আরও গভীর, আরও প্রাণস্পর্শী। এই যে লেখা, এ লেখায় ফুটে উঠেছে তাঁর অন্তরের আলো। এতে নেই ভাষার আড়ম্বর, নেই অলঙ্কারের আতিশয্য। তবু কী স্বচ্ছ আর সুন্দর এই লেখাগুলি! অবশ্য এই সময়েই ঘটে একটা বিশেষ ঘটনা, যে ঘটনায় তাঁর জীবন-নাট্যের একটা নতুন অঙ্ক দেখা দেয়। এর পর যে সব দৃশ্য দেখা দেয়, তা ঐ অঙ্কেরই অন্তর্ভূক্ত।

তেরশো চব্বিশ সালের ২৩শে পৌষ। সময় রাত্রি বারোটা। স্থান চুঁচড়োর বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠী।

সকলে শুয়ে পড়েছেন···প্রথম ঘুমে সবাই অচেতন।

সেই গভীর নিশীথে চলেছে তখন তাঁর ধ্যান-ধারণা। অনেকক্ষণ হয়ে গেল। সীতারাম আসন ত্যাগ করে শুধু চোখ বুঁজে ধ্যান করছেন। এমন সময় সহসা হৃদয়ে শিবমূর্ত্তির আবির্ভাব হোলো। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, একেবারে প্রত্যক্ষ!

পরীক্ষার মুখে দাঁড়িয়ে সীতারাম! নির্ভীক, নিষ্কম্প তাঁর স্বর।

—কে আপনি?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—আমি তোর গুরু! বাল্যে একবার তোর কাছে এসেছিলুম। তখন চিনতে পারিস্ নি। আবার এসেছি।

—গুরু আপনি! সত্যিই গুরু আমার! তবে আমায় ইষ্ট-দর্শন করান। পঞ্চমুখে তখন আরম্ভ হোলো ইষ্টমন্ত্র-জপ।

আবার দেখলেন, তাঁর স্কন্ধ হতে একটি নারীমূর্ত্তি নেমে এলেন। আবার প্রশ্ন করলেন সীতারাম।

—আপনি কে?

—আমি তোর মা!

হৃদয়-মধ্যস্থ ছোট্ট সীতারামকে কোলে নিয়ে মা-ও ইষ্টমন্ত্র জপ করতে বসলেন। মা'র জপ চলতে লাগলো, আর পরমগুরুও পঞ্চমুখে ইষ্টমন্ত্র শোনাতে লাগলেন। বেজে উঠলো সেই সঙ্গে তাঁর করধৃত ডমরু 'ডিমি ডিমি' শব্দে!

ইষ্টমন্ত্র সমানে শুনছেন সীতারাম! ক্রমে মন্ত্র গেল। 'রাম রাম'। তা গেল। 'ওম্ ওম্'। তা গেল। 'ও ও'। তা গেল। ওকি! ভেতর থেকে শোনা যাচ্ছে সর্প-গর্জ্জন! চক্ষু খুলে গিয়ে ভ্রূ-মধ্যে সংলগ্ন হয়ে গেল। ত্রাটকের সাধনা না করেও 'ত্রাটক' হয়ে গেল!

সেই ভ্রূ-মধ্যে আবির্ভাব হোলো এক গোলাকার জ্যোতিঃ!

রাত্রি চলে গেল কোথা দিয়ে কেমন করে, জানতেও পারলেন না সীতারাম।

সম্বিৎ ফিরে এল ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে। শোনা গেল কলের কর্কশ বাঁশি।

পাখীরা ডেকে উঠলো ভোরের ভোরাই গেয়ে। বললো,

—জাগো, জাগো সীতারাম! সংসার জেগে উঠছে। সাড়া দাও সংসারের ডাকে···

সে সময় এই বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠীতে অবস্থানেরও একটা কারণ ছিল।

এই সময় তাঁর মনে ধারণা জন্মায় যে, বেদান্ত-জ্ঞান লাভ হলে মানুষের সব দুঃখের অবসান হয়।

সঙ্কল্প ওঠবার সঙ্গে সঙ্গেই নকুলেশ্বর-বাসী বিপিনবিহারী বেদান্ত-ভূষণের কাছে তিনি পত্রে প্রার্থনা জানান। উত্তর না পেয়ে চুঁচড়োর বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠীতে গিয়ে তখন 'বেদান্তসার' আরম্ভ করেন। বেদান্তসার পড়তে গিয়েই তিনি বেদান্তের সার দর্শন করলেন।

ক্ষুধার নিবৃত্তি হোলো, কিন্তু সুধার ভাণ্ড স্থায়ী হোলো না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ফিরে এলেন গুরুগৃহে।

চোখ-মুখের অবস্থা দেখে গুরু গভীরের আলো দেখতে পেলেন।

সারা মুখখানি ঘিরে নৃত্য করছে ব্রহ্মজ্যোতিঃ। সে জ্যোতিঃ সত্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ে সমুজ্জ্বল!

এই প্রবাহ বইতে থাকে সমানে।

কিন্তু স্বাভাবিকতার সঙ্গে তাল রাখাও এ সময় শক্ত হয়ে উঠলো। একটা চাপা গুঞ্জন উঠলো, প্রবোধের মাথাটা গোলমাল হয়ে গেছে।

সীতারাম বলেছেন,

"চুঁচড়োর অধ্যাপক সীতানাথ সাংখ্যতীর্থ মহাশয় সিমলাগড়ের জয়বাবুকে বলেন যে, প্রবোধ পাগল হয়ে গেছে। জয়বাবু ঠাকুরকে লেখেন—প্রবোধ ভট্টাচার্য্য মহাশয় নাকি পাগল হয়ে গেছেন!

আমি যখন পূজো করতে যাই, তখন ঠাকুর আমার হাতে জয়বাবুকে একখানি পত্র দেন,—প্রবোধ কেমন পাগল হয়েছে দেখবেন।

পূজান্তে আমি যখন দিগসুই যাই, তখন জয়বাবু আমার হাতে ঠাকুরকে একখানি পত্র দেন। তাতে লেখা ছিল,

—প্রবোধ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পাগলামি দেখলাম। মা'র চরণে প্রার্থনা করি—আপনারা গুরু-শিষ্য দু'জনেই পাগল হয়ে যান!"

সংশয় এসে একদিন সীতারামকেও আক্রমণ করল। গুরুদেবের কাছে গিয়ে নিবেদন করলেন সীতারাম।

—আমার মাথাটা কি খারাপ হয়েছে?

—কে বললে? সাবধানে কাজ চালাও।

অসংশয়িত-কণ্ঠে পূর্ণ দৃঢ়তার সঙ্গে গুরুদেব জানিয়ে দিলেন, পথ ভুল হয়নি। ঊর্দ্ধলোকে যাত্রা একবার সুরু হলে বুঝি তার গতিবেগ ক্রমশঃই বেড়ে যায়। তাই স্বরূপহারা জীব, আপন স্বরূপে স্থিতিলাভ না করা পর্য্যন্ত স্থির হতে পারে না।

সরস্বতী-পূজার সময় সহসা জন্মান্তরীণ স্মৃতি জেগে উঠলো। এক মাতৃভক্ত সিদ্ধ-সাধক।

এখানেই এর শেষ হলো না। এগিয়ে চললে সীতারাম।

কোথা হতে এল বিদ্যুৎস্পর্শ! আলোকের রাজ্যে উৎক্ষিপ্ত হয়ে পড়লেন সীতারাম।

পূর্ণ! পূর্ণ! পূর্ণ!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোথাও এতটুকু সংশয়, অভাব, গ্লানি নেই!

মুক্ত! মুক্ত-পক্ষী মনের আনন্দে উড়ে চলেছে মহাশূন্যের বুকে সব পারিপার্শ্বিকতাকে তুচ্ছ করে।

হৃদয়-সাগর মন্থন করে অহরহ উঠছে একটি শাশ্বত বাণী—'যদা যদা হি··· ।'

ভাবে ডগমগ হয়ে এই অপূর্ব্ব পাগল পূজায় বসে নিজেকেই নিজে পূজো করছেন!

উপাস্য-উপাসকে ভেদ নেই—জ্ঞেয়-জ্ঞাতায় পার্থক্য করবে কে?

জ্ঞেয়, জ্ঞাতা আর জ্ঞান ত্রিপুটি লয় পেয়ে গেছে! ধ্যাতা, ধ্যেয় আর ধ্যানের প্রভেদ ধরা এ অবস্থায় অসম্ভব!

ভাবের ঘোরে ডগমগ সীতারাম একসময় উঠলেন এসে গুরুগৃহে। গুরু প্রশ্ন করলেন,—কিম্?

শিষ্য,—আসুন।

সেখানে তখন মাত্র আর তিনজন দাঁড়িয়ে। গুরুদেব, গুরুপত্নী আর সাধ্বী কমলা।

যেন সাক্ষাৎ ব্রহ্মকে শরীরীরূপে দেখলেন তাঁরা!

প্রশ্ন করতে গিয়ে মূক হয়ে গেলেন গুরুদেব।

সহসা সুরু হোলো এক কম্পন। চারিটি দেহকে একই সঙ্গে যেন এক বৈদ্যুতিক শক্তি, অন্তর্নিহিত কোন আনন্দের তারে যাদুস্পর্শ দিল!

চারিটি দেহই দুলছে! অব্যক্ত তার আনন্দ! অনাস্বাদিত, অনির্ব্বচনীয় এ অনুভূতি! ভাষা নেই, শুধু একটা ভাবের ব্যঞ্জনা! সুরের অতীত লোকে এক অপূর্ব্ব মূর্চ্ছনা!

সেখানে প্রশ্ন নেই অথচ আছে একটা অস্পষ্ট উত্তর!

সে উত্তর উপলব্ধি করা যায়, কিন্তু তাকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলা যায় না।

এভাবে চলল খানিকক্ষণ! বিহ্বলতা কাটতে গেলো দু'চার দিন। সবাই এ ভাবকে স্থিরচিত্তে গ্রহণ করতে পারলেন না, বা সত্যিকথা বলতে কি, সহ্য করতে সমর্থ হলেন না।

শয্যার ক্রোড়ে শেষ না হলেও, সাময়িক আশ্রয় গ্রহণ করতে হোলো।

সীতারামের মাধ্যমে যে অনুভূতির স্পর্শ গুরু লাভ করলেন, তা তাঁকে গভীর ভাবে ভাবিত করে তুললো। যতই বিচার করতে লাগলেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ততই যেন তিনি বিষণ্ণ হয়ে পড়তে লাগলেন। ভাবলেন, এ তাঁর নিজস্ব সাধনার সিদ্ধফল নয়, এ অনুভূতি স্বতঃ-উৎসারিত নয়—তাই এর স্থায়িত্বও সাময়িক! বোধহয় সেই কারণেই ক্ষুব্ধ হলেন গুরু মনে মনে।

সীতারাম বলছেন,

"গোপালের দোল। ঠাকুর পূজা করছেন। আমি দাঁড়িয়ে আছি মনে হচ্ছে। ঠাকুর বললেন,

—নিজে সেধে না নিলে হয় না। (পরে)

তুমি মিথ্যাবাদী! মন্ত্রগ্রহণ-কালে সত্য ছিল,

'আবয়োস্তুল্যফলদো ভবতু'

—এই মন্ত্র দু'জনের তুল্যফলপ্রদ হোক।

অভিমান এলেও শিষ্যের এই অপ্রতিহত বেগবান্ ঊর্দ্ধগতির পানে তাকিয়ে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেলেন গুরু। এই বিস্ময়ের ঘোরে তাই তিনি লিখলেন,

গুরুর্ব্বা শিষ্যো বা ভবসি কতরো ন বিদিতং
অহং তে ত্বং মে বৈ প্রকৃতিসুলভাৎ তৎ সুবিদিতং।
গুরুশ্চেৎ শিষ্যোঽহং শরণমুপগতং পাহি (শাধি) কৃপয়া
শিষ্যশ্চেৎ 'কিমসি গঠিতস্তৎ কথয় মে'।

শিষ্য 'কিমপি-গঠিতস্তৎ-কথয়-মে' প্রবন্ধে এর উত্তর দিলেন। (পাগলের খেয়াল)

তবু বিস্ময়ের ঘোর কাটে না। বলেন,—তুমি আমায় মেস্‌মেরিজম করেছ!

শিষ্য,—আমিত জপ ছাড়া কিছু জানি না। কেমন করে মেস্‌মেরিজম করলাম!

গুরু কয়েকদিন আর শিষ্যকে প্রসাদ দিলেন না। সহধর্ম্মিণীকে জানিয়ে দিলেন, প্রবোধকে যেন কোন কাজ করবার আদেশ দেওয়া না হয়।

সাম্যের চরম অবস্থা! একদিন কুকুরের সঙ্গে একাসনে বসে আহার করলেন!

সীতারামের সুমুখ হতে তখন সব অন্ধকার সরে গেছে। তিনি তখন অভীঃ, তিনি নিঃশঙ্ক।

দুনিয়া তখন দীননেত্রে তাকিয়ে আছে এ ভাস্বর তপস্বীর পানে।

কী তেজ, কী দুঃসহ সাহসের সঙ্গে তখন চলেছে প্রতি পদক্ষেপ!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিজন সহ শ্রীশ্রীপরমগুরুদেব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধনী-দরিদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ, উচ্চ-নীচ সব তখন তাঁর কাছে সমান।

কা'কে খাতির করে কথা কইবেন ? সম্ভ্রম নেই, বিভ্রম নেই !

সীতারাম বলছেন,

—লজ্জা-সরম, ভয়-ঘৃণা কিছু নেই। হৃদয়ে কামনার গন্ধমাত্র নেই।··· যেদিকে চাই জ্যোতিঃ হয়ে যায়।

স্বামী উত্তমানন্দ দেবের তিরোভাব উপলক্ষে এক মহতী সভা আহূত হয়েছে (১৩২৫)।

সভাপতির আসনে বসে গ্রামের প্রবীণ জমিদার ক্ষেত্রনাথ রায়।

সে সভায় আছেন রাজেন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি বিশিষ্ট জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিগণ।

প্রধান অধ্যক্ষ ধ্রুবানন্দ গিরি মহারাজ ও মহিমানন্দ মহারাজজীও সে আসরে সমাসীন।

আহ্বান এল সীতারামের কাছে কিছু বলবার জন্যে।

উঠলেন সীতারাম। মুহূর্ত্তে সেই ভাবদেহ যেন সুমুখের সব-কিছু অগ্রাহ্য করে ভাব-ভাণ্ডার উজাড় করে ধরলো ! স্থান-কাল-পাত্র সব তুচ্ছ হয়ে গেল সেই ভাবস্রোতের মুখে।

তীক্ষ্ণ, তীব্র, নির্ম্মম সত্যের এক-একটা বাণ বাণীর আকারে বেরিয়ে আসতে লাগলো। যা-কিছু অন্যায়, অসত্য, মিথ্যাচার, কপটাচার, ভণ্ডামী, নোংরামি, তারই বিরুদ্ধে সেই শররাজি উৎক্ষিপ্ত হয়ে পড়তে লাগলো গাণ্ডীবীর গাণ্ডীব-মুক্ত তীক্ষ্ণ শায়কের মতই।

শঙ্কিত হয়ে উঠলেন জ্যেষ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্র। একি করে বসলো প্রবোধ ! তাঁরই গুরু-আশ্রমে দাঁড়িয়ে এমন করে নির্ম্মম কঠিন আঘাত হানলো ও ? তবু তিনিও ছিলেন সত্যাশ্রয়ী ! মাথা তাঁর নীচু হয়ে আসলেও মন তাঁর বিরূপ হয়ে উঠলো না। পরদিন যখন প্রবোধের ধিক্কারে সবাই পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিল, তখন জ্যেষ্ঠ মৃদু হেসে বলেছিলেন,—যা সবাই মনে-মনে বলছিল, ও তাই মুখে প্রকাশ করে বলেছে। ও কঠিন কথা বলেছে, কিন্তু অসত্য কিছু বলেনি !

সে সভার কথা যাঁদের স্মরণে আছে তাঁরা জানেন, সেদিন সভা কতটা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর আশ্রমে দাঁড়িয়ে তিনি ঘোষণা করলেন সন্ন্যাসীর আদর্শ, সন্ন্যাসের মহিমা। সেই সঙ্গে প্রতিবাদ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জানালেন বর্ত্তমান সন্ন্যাসের অপরূপ বিকৃত অনুষ্ঠানকে। বললেন,—কই সে সন্ন্যাসী, যিনি সর্ব্বস্ব আহুতি দিয়ে মুক্ত মনে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেছেন? সন্ন্যাসের আবরণে যেখানে ভোগলিপ্সা নানান ছদ্মবেশে ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে, সেখানে কই শান্তির অমৃতবিন্দু! যে নিজে শান্তিলাভ করতে পারে নি, যে নিজে ভোগকে জয় করতে পারে নি, সে কেমন করে অপরকে শান্তির পথ দেখাবে? কেমন করে অমৃত পথের পথিক করাবে! অন্ধের দল ভারী হলেই কি চক্ষুষ্মান হয়ে যাবে? সহ্য করতে পারছে না শ্রোতার দল এই স্পষ্ট ইঙ্গিত।

প্রতিবাদ বেরিয়ে এল এক প্রান্ত হতে ক্রোধের স্ফুলিঙ্গরূপে!

শান্ত অথচ গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠলেন মহারাজজী,

—সত্যকথা শোনবার যাদের ধৈর্য্যের অভাব, তারা কেন আসে সভায়! ইচ্ছে করলে সভা ত্যাগ করতে পারে তারা। যদি একটু নিন্দা সহ্য করতে না পারলে তা হলে কি ভজন সাধন করলে?

সভা শান্ত হয়ে গেল। বক্তৃতার স্রোত বয়ে চললো অবাধে।

বক্তা যেন বাহ্যজ্ঞান-শূন্য! সেই অনর্গল বাক্যস্রোত বেরিয়ে আসছে যেন গোমুখীর গৈরিকস্রাবের মত। একে রোধ করবার যেন তাঁর নিজেরও কোন স্বাতন্ত্র্য নেই। কে তুষ্ট হচ্ছে, কে রুষ্ট হচ্ছে তার হিসাব সেখানে নেই! ধীরে ধীরে বক্তৃতার সমাপ্তি ঘটলো।

সভাপতিমশাই তাঁর ভাষণে এ বক্তৃতার প্রতিবাদ জানালেন। মন্তব্য করলেন,—'তরুণ অপ্রকৃতিস্থ।'

সভা-অন্তে ধীর শান্তভাবেই বেরিয়ে এলেন সীতারাম। ধ্রুবানন্দ স্বামীজীকে সুমুখে দেখে প্রণামান্তে বললেন,—কেমন হয়েছে!

গাঢ় আলিঙ্গনে আলিঙ্গিত করে স্বামীজী একটু উচ্ছ্বাসের সঙ্গেই বলে উঠলেন,—বেশ হয়েছে! বলার প্রয়োজন হয়েছিল।

প্রথমেই তিনি বলেছিলেন—তুই বল। বলার কেউ নেই!

উপস্থিত জনমণ্ডলী বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে এ দৃশ্য দেখলেন, যদিও অনেকেই এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য্য বুঝতে পারলেন না।

স্বামীজী ছিলেন উচ্চস্তরের সাধক। তিনি এই তরুণের ভাবগত প্রেরণা উপলব্ধি করেছিলেন প্রথম থেকেই। তাই বোঝাপড়ার অভাব হয়নি সেদিন।

শ্রদ্ধা ও স্নেহের বিনিময় হয়েছিল প্রথম সাক্ষাতেই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সীতারাম বলেন, আশ্রমের ঠাকুরের 'ওরে শ্বশুর' ডাকের মাধুর্য্যে মন ভরে আছে।

অধ্যাত্ম-রাজ্যেও উভয়ের কিছুটা সংযোগ ছিল। এক একটা অনুভূতি ও উপলব্ধির পর তিনি স্বামীজীর কাছে ছুটে যেতেন তাঁর তৎকালীন অবস্থা বর্ণনা করতে। স্বামীজী আনন্দিত হতেন, উৎসাহ দিতেন তাঁকে তাঁর সমগ্র অন্তর দিয়ে। এই যে মিলনের স্বর্ণসূত্র, এখানে এতটুকু মেকী ছিল না। তাই সম্পর্কটা গড়ে উঠেছিল একেবারে অকৃত্রিম।

সংসার-জীবনে তাঁর এ অবস্থা কিছুটা অস্বস্তিকর হলেও বড়রকম ব্যতিক্রম কিছু দেখা যায়নি। সংসার তিনি ত্যাগ করেন নি। এক দিনে নয়, ধীরে ধীরে সংসারই তাঁকে সংসার হতে সরিয়ে দিল। এ যেন সাপের নির্ম্মোকত্যাগ। পুত্র-পরিবার, স্নেহ-পরিবেশ সবই সমান আছে, তবু সংসার জানলো ইনি সংসারের ঊর্দ্ধে। সংসারকে তিনি দূরে রাখলেন না সাধন-পথের বিঘ্ন বলে। বিদ্বেষ দিয়ে বিরাগ তিনি কুড়োলেন না। আঘাত এলো। তাকে তিনি হাসিমুখে ঈশ্বরের দান বলেই মাথা পেতে নিলেন। কল্যাণের পথ হতে পিছিয়ে এলেন না। নীলকণ্ঠের মত তিনি তার বিষটুকু পান করলেন, দান করলেন অমৃত। তাঁর সাধনা যে প্রেমের সাধনা! সে সাধনার প্রথম সোপানে তাই সংসারকে অপ্রেম দিলেন না, বরং বিশ্বপ্রেমের অংশ হিসাবে সেখানে নেমে এলো মধুর ব্যবহার।

সীতারামের অপর আদর্শ উল্লেখ করে উত্তর জীবনে বহু উপদেশ দান করেছেন, কিন্তু তাঁর নিজের জীবনই যে আদর্শ! 'আপনি আচরি ধর্ম্ম সবারে শিখায়।' তাই ধর্ম্মকে তিনি দু'বাহু দিয়ে ধরে দেখালেন—সেখানে পরিহার করবার কিছু নেই, পরিচয় নেবার অনেক আছে।

সংসার-ধর্ম্মে তাই নেমে এলো একটা স্নিগ্ধতা, একটা পেলবতা, যা শুধু প্রেম দিয়ে মণ্ডিত। পূজা-আরাধনা, যজন-যাজন-অধ্যয়ন নিয়মিতভাবে চললো। চললো সেই সঙ্গে সংসার-সংগ্রাম। পরাজয় তিনি মানলেন না, শত প্রতিকূল পরিবেশের আক্রমণে। সংসারের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন জ্যেষ্ঠভ্রাতা বঙ্কিম চলে গেলেন! চলে গেলেন পূজনীয়া ভ্রাতৃবধূ! (১৩২৫) নিজের শরীরের অসুস্থতা! তার ওপর নেমে এলো দারিদ্র্য তার সর্ব্বশক্তি নিয়ে!

তপস্বীর তপোবিঘ্নের জন্য বিধাতার রুদ্ররোষ যেন গর্জ্জে উঠলো।

সাধক চললেন তাঁর সাধনপথে স্মিতহাস্যে—ভ্রূকুটি-কুটিল প্রতি-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কুলতাকে উপেক্ষা করে। অভাব যত এগিয়ে আসছে, ততই আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠছেন সাধক। উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করে বলছেন,—এস এস রোগ! এস এস শোক! তোমরা আমায় পরিত্যাগ কোরো না। ওগো বন্ধু, তোমরা যে আমার স্মরণের সম্বল! তোমরা ত নিষ্করুণ নও, তোমরা যে আমার 'পরম'কে পাবার পাথেয়! তোমরা ত আমার শত্রু নও, তোমরা যে আমার পরম মিত্র। আমাকে তোমরা নিবিড় করে জড়িয়ে ধরো বন্ধু! এক ক্ষণের জন্যেও যেন স্মরণ ভুল না হয়। স্মরণ ভুলই ত মরণ! জীবনের যাত্রাপথে তাই তোমাদের দান তুলনাহীন।

রোগের মাঝে, শোকের মাঝে, অভাবের মাঝে তিনি শুধু দেখতে পান কল্যাণময়ের কল্যাণ-স্পর্শ। করুণৈকসম্বল সাধকের দৃষ্টিতে কোন অকল্যাণ চোখে পড়ে না, তাই সকলেই তাঁর ভাষায় 'ভালো'। যেখানে পরনিন্দা-পরচর্চ্চার সূত্রপাত, সেখান হতে সরে আসেন তিনি একটিমাত্র শব্দ উচ্চারণ করে—'রাম রাম বল।'

উদরের আবেদন তুচ্ছ করবার নয়, তবু উদারতার অভাব হয়না এক মুহূর্ত্তের জন্যও। পরণের পরিধান, গায়ের গাত্রবস্ত্র উধাও হয়ে যায় প্রার্থিতের প্রার্থনা পূরণ করতে। সে প্রার্থিত-জন সম্ভ্রান্ত কি দীনতম জন, তার দিকে দৃষ্টি থাকে না।

সংসারে অনটন এক এক দিন চরমে এসে দাঁড়ায়। শুষ্ক মুখগুলির পানে তাকিয়ে নীরবে বুঝি অজ্ঞাতসারেই প্রার্থনা জেগে ওঠে। এই অদ্ভুত পাগলের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলেছে যে সারাটি সংসার!

কোথা হতে কে পাঠিয়ে দেয় আহার্য্য বস্তু। কৃতজ্ঞতায় চোখে জল এসে পড়ে।

অভাবের কথায় মা বলেন,

—"সে কি দুঃখের সংসার! হাঁড়ি নিয়ে টানাটানি। সব দিন দু'বেলা দু'মুঠো জোটা দুর্ঘট হয়ে উঠেছে। অতগুলি লোককে কী খাওয়াবো, সে দুর্ভাবনার অন্ত নেই।

একদিনের কথা। কিছু নেই। ব্রজনাথকে ডাকছি। ওমা! হঠাৎ দেখি নিত্যানন্দপুরের বটু চাল পাঠিয়েছে। আনন্দ আর ধরে না। হেসে পেবোধকে বলি,—ছাখ্‌রে, আজ আমাদের উমাপদর সংসার! চাল জুটে গেছে।

আর একদিনের কথা। এমনি টানাটানি চলেছে। খুড়িমা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(সীতারামের বড়দি ভুঁদি) কেঁদে ফেল্লেন। বললেন,—ব্রজনাথ! আমরা উপবাসী থাকি দুঃখ নেই, কিন্তু তোমার খাবার কি হবে! তোমায় কি আমরা উপবাসী রাখবো?

কোথা থেকে এক সন্ন্যাসী ছুটে এসে পোঁটলা-বাঁধা আধসের চাল না রোয়াকে রেখে আবার দে ছুট! অবাক কাণ্ড! আবার কে যেন আট আনা পয়সাও দিয়ে গেল। গা'টা শিউরে ওঠে! খুড়িমা হেসে বললেন,—এক টাকা চাইলে তাও হয়ত আজ পেয়ে যেতুম।

এই ঘটনাকটি সীতারাম লিখেছেন :—

সর্ব্ববাধাপ্রশমনং ত্রৈলোক্যাখিলেশ্বরী!
এবমেব ত্বয়া কার্য্যামস্মদ্‌বৈরীবিনাশনম্॥

এই মন্ত্রে পুটিত করে পূজ্যপাদ রামদয়াল মজুমদার মহাশয়ের শতাবৃত্তি চণ্ডীপাঠ করতে আরম্ভ করেছি। চণ্ডীপাঠাদি করতে ৪।৫ ঘণ্টা লাগে। অন্য যজমানের কাজ করতে যেতে পারিনা। তজ্জন্য সংসারের খুব অভাব।

কথিত দিনটি বৈশাখ মাস। নৃসিংহ চতুর্দ্দশীর সকলের উপবাস। উপরে ঠাকুরঘরে চণ্ডীপাঠ করছি। মা মাঝের ঘরে শুয়ে আছেন। এমন সময় গোয়ালাদের একটি ছোট মেয়ে এসে মাকে বল্‌লে—"আঙা মা! আঙা মা! তোমাদের বাইরের ওয়াকে কে সাধু এয়েছেন দেখ!

মা তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে দেখলেন, গেরুয়া আলখাল্লা পরা সুন্দরকান্তি শ্বেতশ্মশ্রু, শ্বেতকেশবিশিষ্ট এক সাধু একটি একতারা নিয়ে তার সঙ্গে সুর মিলিয়ে গুন্ গুন্ করে গাচ্ছেন—রাম রাম রাম : যেন ভ্রমর-ধ্বনি করছে!

মা মনে করলেন নারদ মুনি এসেছেন! তাঁর সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠ্‌লো! তিনি তাঁকে সাদরে বাটীতে এনে পা ধুইয়ে দিলেন। সাধু বললেন,—ভাত খাব! ভাত রাঁধ, মুগের ডাল কর, ইত্যাদি।

মা পাক করে তাঁকে খাওয়ালেন। চণ্ডীপাঠান্তে নীচে এসে তাঁর সঙ্গে আলাপ হ'ল।

পরে জেনেছিলাম, তাঁর আশ্রম দেওঘর। নাম মেঘনাদ।

বৈকালে মা বললেন,—প্রসাদ দেবার জন্য সুজি করতে হবে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হারিকেনের তেল আন্‌তে হবে, দোকানদার ধার দিচ্ছে না, পয়সাও নেই! কি হবে?

সীতারাম—মুগ আছে সিদ্ধ কর।

মা—মুগসিদ্ধ কি প্রসাদ দেওয়া হবে রে?

সীতারাম—উপায় নেই! কি করা যাবে!

মা—তেলের কি হবে?

সীতারাম—যারা কীর্ত্তন শুনতে আসবে, তাদের হ্যারিকেন নিয়ে পাঠ করা হবে।

মা চুপ করে রইলেন! জানি না, মা কিভাবে হালুয়া ও হ্যারিকেনের তেলের জোগাড় করলেন!

সমস্ত রাত্রি জাগরণ করে পাঠ কীর্ত্তন চলবে, ভোরে ফুলদোল, পরদিন পূর্ণিমা, প্রাতে চব্বিশপ্রহরব্যাপী অখণ্ড তারকব্রহ্ম নাম-সঙ্কীর্ত্তন এবং রাত্রে সত্যনারায়নের সিন্নি হবে! কিন্তু একটি পয়সাও নেই!

সন্ধ্যার পর প্রথম পাঠ শেষ করে সীতারাম বাটীতে প্রবেশ করতেই মা বললেন,—ওরে, উমাপদর মত মা চাল পাঠিয়েছেন! সীতারাম দেখলে এক ধামা চাল! সীতারাম চাল কে পাঠিয়েছে ইত্যাদি প্রশ্ন না করে কাঁদতে লাগলো। মাতাও যোগ দিলেন! পরে তিনি বলেন—নিত্যানন্দপুরের বটু চাল এনেছে।

সমস্ত রাত্রি পর্য্যায়ক্রমে পাঠ নাম চললো। ভোরে ব্রজনাথের ফুলদোল হ'ল। মার মামীমা (নন্দরাণী) ফুলদোলে ঠাকুরকে ক'টাকা দিয়ে প্রণাম করলেন। সূর্য্যোদয়ের আগেই চব্বিশ-প্রহর আরম্ভ হ'ল। উত্তমাশ্রম থেকে তরকারী এল। লোকজন সেবার অসুবিধা হ'ল না। প্রণামীর টাকায় দুধ কলা প্রভৃতি এনে সন্ধ্যায় সত্যনারায়ণের সিন্নী হ'য়ে গেল।

চব্বিশপ্রহরে প্রায়ই বিজ্ঞান ও যুবকদের নিমন্ত্রণ করা হ'ত। সেবার চব্বিশপ্রহরে সাধু মেঘনাদকে নিমন্ত্রণ করা হ'ল। তিনি বললেন,—ওরে, তুই এই বনের ভিতর এত আনন্দ ভোগ করছিস্! তিনি বেশ নাম করতেন। তালিম সুর। তাঁর গান এখনও বোধ হয় নিত্যানন্দপুরের বটুর মনে আছে।

দিগসুইএ শঙ্করের টাইফয়েড। মা ও সীতারাম দেখতে যাচ্ছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীব্রজনাথ এবং পরিবারবর্গ সহ শ্রীশ্রীঠাকুর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঘরে উৎসর্গ চাল আছে, ভোগের চাল নাই। ভোগের কি হবে, দোকানে ধার দেয় না। মার একটু চিন্তিত ভাব দেখে দিদি বল্লেন—তোরা যা না। ওপরে কর্তা আছেন, তিনি ব্যবস্থা করবেন। (কর্তা ব্রজনাথ)

আমরা চলে গেলাম। দিদি নাইতে গেলেন, এমন সময় এক সাধু (মেঘনাদসাধুর বেশধারী) এসে বাঁড়ুজ্যে মশাইকে জিজ্ঞাসা করলেন, চাল কোথা থেকে এলো?

তিনি বললেন,—এক সাধু ব্রজনাথের ভোগ হবে বলে দিয়ে গেছেন।

দিদি অশ্রুসংবরণ করতে পারলেন না।

একদিন সেই মেঘনাদবাবা মাকে বলেন,—দেখ্‌রে! তোর ছেলের লীলা আমি এ দেহে সব দেখতে পাবো না। ছোট হয়ে এসে দেখবো।

অবশ্যই তিনি এসেছেন। এখনও ধরা দেন নি।

অপর দিনের কথা। ঘরে কিছু নাই। দিদি ব্রজনাথকে বললেন —ব্রজনাথ! গণ্ডা আষ্টেক পয়সা এনে দাও।

কে একজন আট আনা দিয়ে ব্রজনাথকে প্রণাম করে গেলেন। দিদি বল্লেন—আট আনা না চেয়ে এক টাকা চাইলেই হ'ত।

একদিন তিন চারটি গরু মাঠ থেকে আসে নি। দিদি চিন্তিত। পশুে গেলে পয়সা লাগবে, পয়সারও অভাব। কি হবে! বাবা ব্রজনাথ গরুটিকে এনে দাও!

খানিক পরে গুট্ গুট্ করে গরুগুলি এসে উপস্থিত হল।

দিদির ছিল অসীম বিশ্বাস, ভক্তি। বলতেন,—যখন খুব অভাব হয়, তখন মনে হয় ঠাকুর আবার কি নূতন খেলা দেখাবেন।

দিদি বাঁড়ুজ্যে মশাই প্রাণ দিয়ে ব্রজনাথের সেবা করতেন। বিমল ছোটো, থাকতাম দিগসুইএ। ব্রজনাথের সেবা, দেখা শোনা সবই বাঁড়ুজ্যে মশাই করতেন। জপ পূজা পাঠ নিয়ে থাকতেন। এমন সরল ধার্মিক প্রকৃতির লোক এ যুগে দেখা যায় না। প্রথমে জীবিকার জন্য ডাক্তারী করতেন, তারপর একটী পাঠশালা করেছিলেন। সীতারামের জীবনকে ভগবানের পথে যাবার সাহায্য মা, দিদি ও বাঁড়ুজ্যে মশাই যথেষ্ট করেছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাঁড়ুজ্জ্যে মশাইয়ের সশ্রদ্ধ ভালবাসার তুলনা নাই। সাধন-রাজ্যেও যথেষ্ট অগ্রসর হয়েছিলেন। শেষের দিকে তাঁর মাথার গোলমাল হয়। সীতারামের সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল, ঠিক মাথার গোলমাল কিনা।

টোলে উনিশ কুড়িটি ছাত্র। দু'বেলা দশ সের চাল লাগে। মা একদিন বললেন,—বাবা ব্রজনাথ! যদি আধমণ চাল দাও তো দুটো দিন নিশ্চিন্ত হই!

বোধ হয় সেই দিনই রত্নো পিসিমা এসে মাকে বল্লেন,—প্রবোধের মা! দাশু কলুকে বলে এসেছি, ব্রজনাথজীর বাড়ী আধমণ চাল দেবার কথা।

মা অশ্রুপূর্ণলোচনে নীরবে ব্রজনাথের কৃপার কথা ভাবতে লাগ্‌লেন।

গুরুদেব ছিলেন অনেকটা তাঁরই মত দৈহিক সাদৃশ্যসম্পন্ন। তেমনই দীর্ঘ আয়ত চক্ষু, দীর্ঘ কেশ, শান্ত সুষ্ঠু আচরণ। আবার দেখি, লোক-কল্যাণে উৎসর্গীকৃত একটি সুন্দর প্রাণ। গ্রামের প্রাণও তিনি। তাঁর পুণ্যপ্রভাবে অনেকগুলি প্রাণ সেদিন একত্র হয়ে 'সমিতি' গড়ে তুলেছিলেন। সেখানে নবীন প্রবীণের অপূর্ব্ব সমন্বয়!

ধর্ম্মহীন জীবন—সে ত পশুজীবন। চাই মনুষ্যত্ব—চাই দেবত্ব। নামের মধ্যে দিয়েই এই দেবত্বের জাগরণ, তাই নামপ্রেমী গুরুদেব নামে মাতোয়ারা হয়ে অনেকগুলি প্রাণকে মাতাল করে তুললেন। সমিতি গড়ে' নাম দিলেন—দিগসুই সাধন সমিতি। তাঁর অপূর্ব্ব বাণী সমিতির মূল-মন্ত্র হোলো :

জীবে প্রেম, দীনে দয়া, ভক্তি ভগবানে।
সকলের সার ধর্ম্ম রাখিও স্মরণে॥

তাঁর এ কাজে যিনি সর্ব্বপ্রথম সক্ষম বাহু নিয়ে এগিয়ে এলেন, তিনি হচ্ছেন তাঁরই অন্তরঙ্গ বন্ধু—দাশরথি বন্দ্যোপাধ্যায়। তরুণদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে এগিয়ে এলেন ডাঃ দীনবন্ধু ঘোষ ও শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায়।

কঠিন পীড়ার মধ্যে তিনি দর্শন করলেন নামের মহিমা। তাঁর আত্মা এক অপূর্ব্ব লোকে নীত হয়ে দেখলো কত সাধু-সন্ত, মহাজন। সব নূতন, সব নূতন। সকলের শরীর ক্ষীরের মত কোমল। সেখানে নীত হয়ে তাঁর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শরীরও সেইমত হোলো। মহতী সভা বসেছে। একজন শাস্ত্রপ্রমাণ-সহ বলতে সুরু করলেন। তাঁর প্রস্তাবের মর্ম্মার্থ হচ্ছে—অহিংস হওয়া। কলিহত জীবের উদ্ধারের জন্য একের পর আর বহু প্রস্তাব উঠতে লাগলো। শেষে তাঁকে অনুরোধ জানানো হোলো কিছু বলতে। তিনি উঠে বললেন,—'তারকব্রহ্ম' নামই কলির শ্রেষ্ঠোপায়। শাস্ত্রপ্রমাণ দিয়ে যখন তিনি উচ্চারণ করলেন :

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

তখন সকলেই 'হরি ওঁ হরি ওঁ' বলে তাঁকে সমর্থন করলেন। মৃত্যুর দ্বার হতে ফিরে জ্ঞান হলে তিনি এই অপূর্ব্ব বাণী সীতারামের কাছে প্রকাশ করলেন। তিনি বলতেন,—সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালের জন্য এই পাবন-মন্ত্র! এ নাম লোকের দ্বারে দ্বারে প্রচার করবো। আরব যাবো, তাতার যাবো! মুসলমানেরা পর্য্যন্ত এ নাম গ্রহণ করবে।

শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ তিনি অবগত ছিলেন, তাই তিনি মাত্র শাস্ত্রভারবাহী ছিলেন না, তিনি প্রকৃত সত্যদ্রষ্টা ছিলেন। সমস্ত সংকীর্ণতাকে পরিহার করতে পেরেছিলেন বলেই শুধু ঔদার্য্য দিয়ে নয়, পরন্তু বিধি ও বিধানকে সত্যর্থ দিয়ে মাধুর্য্যমণ্ডিত করতে পেরেছিলেন তিনি। তাইত দেখি, একাদশীর দিনে মায়ের মৃত্যুশয্যা-পার্শ্বে দাঁড়িয়ে তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন,—মা, তুমি জল খাও! আমি সমস্ত শাস্ত্র দেখেছি। এ অবস্থায় তোমার কোন পাপ হবে না, পাপের ভার আমার।

এই সত্যবাণী তাঁর কণ্ঠে ঝঙ্কৃত হবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই দারুণ তৃষ্ণা সহসা অন্তর্হিত হয়ে গেল। মা বল্লেন—'তেষ্টা কম পড়লো'! জল খেলেন না।

তাঁর সংসারও ছিল ভগবানের সংসার। সেখানেও গোপালজীর রাজ্য।

গুরু-শিষ্য একই ভাবের ভাবুক! একই পথের পথিক।

দু'টি দেহের অন্তরালে একই স্নিগ্ধ মনের পরশ।

দেহের সাদৃশ্যও স্বল্প নয়। যেন দুই ভাই। শিষ্যও ডাকেন 'দাদা' বলেই।

কুটাই, শঙ্কর। গুরু-কন্যা, গুরু-পুত্র। ওরা ডাকে 'কাকামণি' বলে। ওরা জানে ওঁরা সহোদর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাকামণির স্নেহ ওদের অমূল্য সম্পদ্। সে সম্পদ্ আজও অক্ষয় হয়েই আছে।

ধীরে ধীরে ওরা বড় হয়ে ওঠে। একদিন পরম বিস্ময়ে ওরা আবিষ্কার করে, ওদের কাকামণি 'কাশ্যপ'। দুই ভায়ের দুই গোত্রের গবেষণায় ওরা সিদ্ধান্তে আসতে না পেরে বিমর্ষ হয়ে পড়ে। যখন জ্ঞান হোলো, তখন হয়ত ওরা মনে মনে বলল,—এ জ্ঞান গোপন থাকলেই বোধ হয় মাধুর্য্য অক্ষুণ্ণ থাকতো। তাই বলে অবশ্য সত্যিই মাধুর্য্য এক ক্ষণের জন্যেওক্ষুণ্ণ হয়নি!

ঠাকুর লিখছেন,

> শঙ্কর একদিন বৌদিদিকে (গুরুপত্নী) বলে,—আচ্ছা মা! বাবার নাম দাশরথি মুখোপাধ্যায়, কাকামণির নাম প্রবোধ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কেন?

ছাত্রাবস্থাতেই সীতারামের লেখনী চলেছে অবিরাম। তার বিরাম আজও নেই। মুক্তার মত তাঁর হস্তাক্ষর। সেই মুক্তার প্রবাহ চলেছে অবিরাম স্রোতে। সে স্রোতে তিনি নিজে ভেসে সকলকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছেন নব নব ভাব-বন্যায়!

"বর্ষা-অন্তে কূলপ্লাবী আসে যে জোয়ার—
ভাদ্র-শেষে আসে একবার।"

তাঁর জোয়ারে কিন্তু জোর কমে না। তাঁর ভাবস্রোতে ভাঁটা দেখা দেয় না—অন্তত আজও দেখা দেয়নি। নব নব রসের উৎসধারায় স্নাত হয়ে টেনে আনেন তিনি সকলকে, সেই ধারায় স্নান করাতে। ধারাযন্ত্রের ধারার মত তাঁর লেখার স্রোত ঝরে পড়ে তাঁর লেখনীর অগ্রমুখে!

পৌরোহিত্য করতে ডাক পড়ে তাঁর। ডাক পড়ে আবার বিয়ের কবিতা লিখতেও। মনের 'তার' যাঁর বাঁধা উচ্চগ্রামে, তিনি কি কখনও গ্রাম্য-কবিতা লিখতে পারেন! বেরিয়ে আসে অপূর্ব্ব কবিতা। সামান্য নরনারীর মিলনকে উপলক্ষ করে তিনি জানিয়ে দেন তত্ত্বের তল্লাশ। আদিরস নয়, একেবারে আদি—রসের ছড়াছড়ি!

"তখনও নিদ্রিত বিশ্ব মানসে তাঁহার—
নিস্তরঙ্গ সিন্ধুসম শান্ত স্তব্ধ ধীর।
তখনও ছিলনা হেথা আলো কি আঁধার,
তখনও ফুটেনি হাস্য আস্যে প্রকৃতির॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাব্যের প্রকাশ এতে যথেষ্ট থাকলেও, এ শুধু কবিতা নয়। এ হোলো জীবন-যাত্রাপথের আসন্ন মুহূর্ত্তে আত্মানুসন্ধান—জীবনের অর্থ খুঁজতে গিয়ে পরমার্থের পানে বারেক দৃষ্টির পরশ বুলিয়ে নেওয়া। মহামায়ার মায়ার দ্বারে যেন চৈতন্যের ক্ষণিক স্পর্শ! এই হোলো তাঁর স্বভাব। স্ব-ভাবের অভাব জীবনে তাঁর কোনদিনই হয়নি। উপলক্ষকে তিনি কোনদিন লক্ষ্যের উর্দ্ধে আসন দেননি।

বহু চলচ্চিত্রের চিত্র তাঁর চোখের সামনে অভিনীত হয়ে গেছে। তাতে আসন তাঁর বিন্দুমাত্র টলেনি। অশন-বসনের আর আসা-যাওয়ার বালাই তাঁকে কোন সময়েই বিচলিত করতে পারেনি।

গ্রামে সাড়া জেগেছে: গ্রামের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি চাই।

শিক্ষিত তরুণ-দল এসে ভিড় জমিয়েছে জমিদার রাজেন্দ্রকুমারের চার পাশে। তিনি উদাত্ত কণ্ঠে তখন ঘোষণা করছেন,—চাই দেহে-মনে পূর্ণ মানুষ! মানুষ-গড়ার কাজে তখন তিনি মত্ত। তিনি তাকিয়ে দেখলেন এই তরুণটির পানে সস্নেহে। তাঁর সন্ধানী-দৃষ্টি আবিষ্কার করলো এক নতুন আলো। সেই আলোয় তিনি দেখলেন, মনুষ্যত্বের মণিদীপ অতিক্রম করে দেবত্বের দীপালী-উৎসবে নৃত্য করছে এই তরুণ! বিস্মিত-আনন্দে তিনি ডাক দিলেন: দেবতা!

এমন ডাক এর আগে আর কেউ দেয়নি। ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে এমন করে অপূর্ব্ব দরদ দিয়ে এর আগে আর কেউ সম্বর্দ্ধনা জানায়নি!

একটি মানুষ—পরিপূর্ণ মানুষের আবির্ভাবে ধরণী ধন্যা হন। একটি মানব—অতি-মানবের আবির্ভাবে পৃথিবী পূর্ণা হন!

ছাত্রাবস্থা চলেছে। চলেছে ধ্যান-ধারণা। পূজাপাঠ-সন্ধ্যা-বন্দনা চলেছে যথারীতি। দর্শন হয়েছে—জন্মান্তরের স্মৃতি দেখা নিয়েছে। পূর্ণতা-লাভ ঘটেছে।

তবু বিভ্রম এলো। অকপট সীতারাম। এতটুকু তাঁর গোপনতা নেই। সারা জীবনটা একটা বইএর খোলা পাতা। তিনি বলেছেন,—সংসারের ব্যবস্থা ক'রে দিগ্‌সুই যাই। সব হারিয়ে যায়! (১৩২৫)

গুরুদেব বললেন,—তাইত! তুমি স্থিতিলাভ করতে পারলে না! চেষ্টা কর চক্রাদিতে স্থিতিলাভ করবার। আশ্রয় নাও যোগিরাজের!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুরু ছিলেন নিজে একজন কর্ম্মী। তবু পাঠালেন তিনি শিষ্যকে যোগিরাজ গৌড়েন্দ্রজীর কাছে উপদেশ গ্রহণ করতে।

যোগিরাজ প্রশ্ন করলেন,—সংসার আছে?

বিনীতভাবে উত্তর দিলেন সীতারাম,—আজ্ঞে হ্যাঁ!

—'তবে ত হবে না! আমি উপদেশ করলে তোমার সংসার ছুটে যাবে। সমাধি আসবে।' তবু শেষ পর্য্যন্ত স্বীকার করলেন যোগিরাজ উপদেশ দিতে। বললেন,—'জলে মনস্থির কর।' জলে মনস্থির করতে গিয়ে প্রথম নাদের প্রকাশ হয়।

সীতারাম লিখেছেন—

যোগিরাজ—সংসারে কে আছে?

—মা, স্ত্রী, পুত্র।

—তাদের খাওয়াবার কেউ আছে?

—না

—তবেত হবে না। আমি উপদেশ করলে চিত্তবৃত্তিনিরোধ হয়ে যাবে। তাদের কে খাওয়াবে? আচ্ছা, এক কাজ করো। জলে সমাধি করো। জলে সমাধি করলে মনস্থির হবে। তারপর যে দিকে লাগাবে; সেইদিকেই লেগে যাবে।

(সব হিন্দিতে বলেছিলেন)

সীতারাম বলছেন,

—যোগিরাজ শ্রীমদ্‌গৌড়েন্দ্রজীর আদেশে জল দেখতে দেখতে ভিতরে নাদের আবির্ভাব হয়। ত্রিবেণীতে তাঁর আশ্রমে গিয়ে নিবেদন করি। তিনি শুনে সানন্দে বলেন,—কোন্ দেহ?

আমি,—ব্রাহ্মণ।

গৌড়েন্দ্রজী,—সমাধি লাগে গা।

একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেন। অর্দ্ধোদয়-যোগের দিন তাঁর কাছে যাই। তিনি সিদ্ধাসনে বসিয়ে বলেন ভ্রূ-মধ্যে সীতারামের ধ্যান করতে। পরে হরিনামে আত্মহারা, কাজেই তা আর করা হয়নি।

এক সময় দয়াল মহারাজও তাঁকে যোগোপদেশ দেন (১৩৩৩)। সীতারাম বলেছেন,

—একবার মজুমদার মহাশয়কে 'বিন্দু দর্শন করি'—একথা বলি।

তিনি বলেন,—ওসব গুরুর কাছে কাজ নিয়ে করলে তবে ঠিক হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

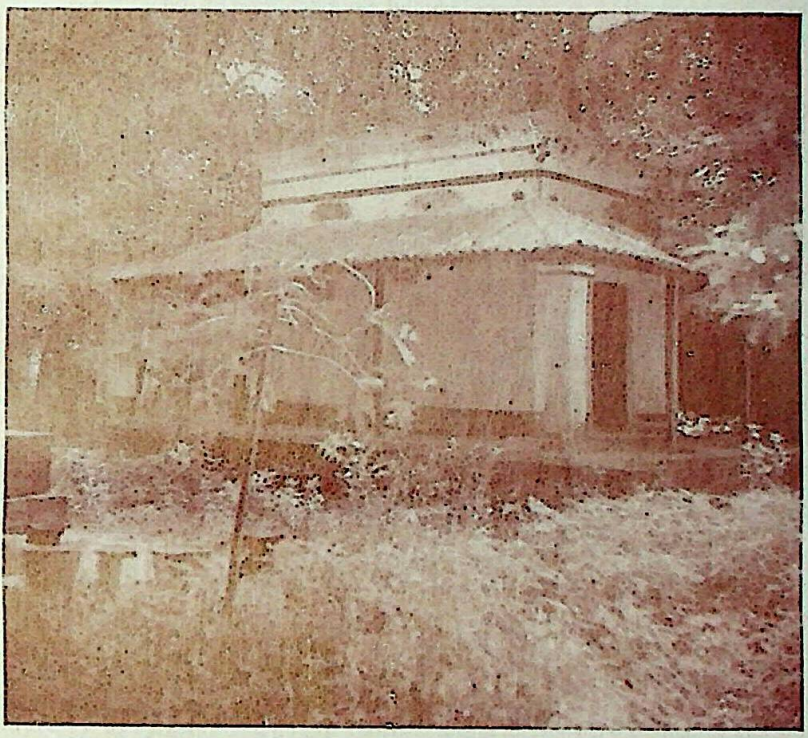

শ্রীরামাশ্রম, ডুমুরদহ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি,—কাজ দিন।

তিনি,—তোমার গুরুর অনুমতি চাই।

দিগসুই এসে অনুমতি প্রার্থনা করি। ঠাকুর বলেন, তিনি বা দেখাবেন তাঁকে দেখিয়ে করতে।

দয়াল মহারাজ নাভিক্রিয়া, মহামুদ্রা, যোনিমুদ্রা, ষট্চক্র স্পর্শ করে প্রাণায়াম, তালব্যমুদ্রা প্রভৃতি দেন।

কিছুদিন কাজ করবার পর বায়ুকে ষট্চক্রে কিছুতে নামাতে পারতাম না। তখন গিয়ে দয়াল মহারাজকে জানাই। তিনি বলেন,—জপ করে কাজ সেরে দিয়েছ—নামাবে কি করে?

যোগ করা আর হোলো না।

যোগের কাজ যিনি সেরে রেখেছেন, তাঁর আর নতুন করে কি যোগসাধনা স্বরু হবে? এ যে এম্. এ.-পাশের ছাত্রকে প্রবেশিকার পাঠ দেওয়া!

একে একে পরে যোগের বহু প্রকাশ সীতারামের শরীরকে উপলক্ষ করে মূর্ত্ত হয়েছে, কিন্তু সীতারাম উদাসীন। তিনি নাম-প্রেমী। নামের মহিমাগানে তিনি পঞ্চমুখ। তিনি বলেন,—'এক নামাভ্যাসেই সর্ব্বসিদ্ধি হয়। যোগের পথ কলির জীবের পক্ষে নয়। কলিহত জীবের আহার নেই, পুরুষানুক্রমিক সংযম নেই, ফলে ধৃতি অবসন্ন—মেধা খিন্ন। এখন আশ্রয় যোগ করতে গেলেই রোগ দেখা দেয়। শুধু সত্ত্ব-আহার আর নামের আশ্রয় নিলেই মানুষের চাওয়া থেমে যায়, পরমকে পাওয়া যায়।' নিজের দেহকে দেখিয়ে বলেন,—'ওরে, এ শুধু মুখের কথা নয়, এটা সব পথ ঘুরে সত্যকে লাভ করেই এ-সত্য প্রচার করছে। নাম কর, নাম কর, শুধু নাম কর—অহরহ নাম কর। খেতে, শুতে, বসতে সর্ব্বদা নাম কর। ব্যস্, তাতেই ছুটি।' ছুটি অর্থাৎ মুক্তি।

যারা দেখেছে তারা জানে, সীতারাম তপস্যা করেছেন—কঠিন কঠোর তপস্যা করেছেন। দেহকে তিনি দেহ জ্ঞান করেননি, গেহকে গেহ জ্ঞান করেননি। সে তপস্যা চলেছে জ্ঞানের তপস্যা, ভক্তির তপস্যা, কর্ম্মের বা যোগের তপস্যা। কলিযুগে এমন তপস্যা দুর্লভ। চোখে দেখলেও যেন বিশ্বাস হয় না। কিন্তু কেন? কতটুকু তপস্যার তাঁর প্রয়োজন ছিল? বোধহয় এককণাও নয়। এ শুধু 'আপনি আচরি ধর্ম্ম অপরে শিখায়'। তাঁর সমস্ত তপস্যাই যেন লোক-কল্যাণের জন্যে। উত্তরকালে অনেককে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি উদ্ধার করেছেন, এখনও করছেন তাঁর অপার করুণা দিয়ে, অলৌকিক স্পর্শ দিয়ে। প্রয়োজন বোধ হয় এইখানেই। সহস্র সহস্র দুর্ব্বল অক্ষম অসহায় মানুষের জন্যেই বোধ হয় তিনি একা এত তপস্যা করে গেছেন। কী গভীর দরদ! বলেন,—আহা! ওরা কত দুঃখী। আলোর দেশের সন্তান হয়ে ওরা আলোর সন্ধান জানে না!

এ সব হোলো আরও পরের কথা। আবার গোড়ার কথায় ফিরে আসা যাক্। এই সময় গুরু বললেন,—তুমি দীক্ষা দিকে সুরু কর।

এর আগেও অবশ্য একথা উঠেছে। সীতারাম বলেছেন,—যার নিজের দুঃখ গেল না, সে কেমন করে অপরের দুঃখ দূর করবে?

এতদিন এইভাবেই তিনি এড়িয়ে এসেছেন গুরুর ইচ্ছাকে। এবার এলো আদেশ। সীতারাম অস্বীকার করতে পারলেন না বা করলেন না। এই সময় হতেই তিনি দীক্ষাদান সুরু করেন। (১৩৩০) চারজনকে বাকৃসাড়ায় প্রথম দীক্ষাদান।

সীতারাম প্রশ্ন করলেন,—আমার ছুটি হবে কবে?

গুরু উত্তর করলেন,—শঙ্করকে টোলে বসিয়ে।

সীতারাম লিখছেন,

—গুরুদেব দিগসুই থেকে এসে ব্রজনাথ চতুষ্পাঠী স্থাপন করলেন। শঙ্কর ও শিবু চট্টোপাধ্যায় ছাত্র। পাঠ দিলাম তাঁর সুমুখে। তিনি বললেন,

—এবার আমার ছুটি।

—সীতারাম—আমার ছুটি কবে হবে?

—শঙ্করকে টোল করে দিয়ে। এই তোমার গুরুদক্ষিণা।

চললো অধ্যয়ন-অধ্যাপনা, শাস্ত্রপাঠ, ধ্যান-ধারণা।

অপরদিকে ব্যাধি, দারিদ্র্যও যেন এই সময় তার সর্ব্বশক্তি নিয়ে আক্রমণ করলো।

সীতারাম কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে আপন পথে এগিয়ে চললেন।

মাঝে মাঝে এসেছে সংশয়, কিন্তু আসেনি অবসান, আসেনি সঙ্কোচ। সীতারাম যেন জন্ম-যোদ্ধা। মুক্ত মনেই তিনি গুরুর কাছে নিবেদন করেছেন আপন অন্তরের দ্বন্দ্ব। অনেক দিন পরে 'সাইনোভাইটিস্' রোগের পর এমনই এক অবস্থার উল্লেখ করেই তিনি লিখেছিলেন,—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'দারুণ ব্যাধি হইতে শরীর ত কোনক্রমে রক্ষা পাইল, কিন্তু মনের অবস্থা দেখিয়া শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছি। মনের দুর্গতি দর্শনে আমি 'সেই' কিনা সংশয় হইতেছে।'

এই হোলো সীতারামের স্বভাব। সরল অকপট উক্তি। এ পত্রের উত্তরে গুরু তাঁর পুত্রকে দিয়ে লিখে পাঠালেন তিনটি অমূল্য উপদেশ।

১। জগদীশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্য।

২। জগৎ পরিবর্ত্তনশীল।

৩। এ্যায়সা দিন নেহি রহেগা।

শিষ্য শান্ত হলেন প্রার্থিত উত্তর পেয়ে।

চলেছে সংগ্রাম। কঠিন সংগ্রাম। জ্যেষ্ঠ চলে গেছেন। বিরাট সংসার, বিরাট দায়িত্ব। কিন্তু কার সংসার? কার দায়িত্ব? সবই যে ব্রজনাথের! তিনি ত তাঁর সেবক। কর্ত্তব্যে যদি ত্রুটি হয়, তবে লজ্জা কার? সীতারামের কাজ ত শুধু তাঁর সেবা করা। এমন ভক্তের পাল্লায় খুব কমই পড়তে হয়েছে ব্রজনাথকে। লজ্জা নিবারণ করতে গিয়ে লজ্জাহারীকেও সে সময় কম লজ্জায় পড়তে হয়নি! ভক্তের বোঝা ভগবান্ কিভাবে বয়েছেন, তা মা'র প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে।

সীতারাম লিখেছেন,—

'নিত্য ভাগবত-পাঠ, প্রাতঃস্নান, যথাকালে উপাসনা হরিনাম-কীর্ত্তন ইত্যাদিতে এইভাবে দিন আনন্দেই কেটেছে।'

তেরোশো আটাশ। ব্রজনাথ সমিতি। কয়েকটি কিশোরকে নিয়ে এই সময় গ্রামে স্থাপিত হোলো এই সমিতি। হরিবাসর আর নাম-কীর্ত্তন। মাঝে মাঝে মহোৎসব চলতো। একবার বললেন,—আর ভিক্ষে করে মহোৎসব নয়। দেখা যাক এমনিই মহোৎসব হয় কিনা। সেবার ভিক্ষে না করেই মহোৎসব হয়েছিল।

হরিবাসর ছিল এক অপূর্ব্ব বস্তু। প্রতি একাদশীতে গ্রামের যত ছেলে-মেয়ের ভীড় ব্রজনাথের বাড়ীতে। তাতে সব ছেলে-মেয়েই আছে। বালক বালিকা; যুবক যুবতী, প্রৌঢ় প্রৌঢ়া, বৃদ্ধ বৃদ্ধা, কেউ বাদ নেই। থিয়েটার নয়, তবু এত ভীড় কীসের? ভুরি-ভোজেরও বিশেষ আয়োজন নেই, তবু আকর্ষণটা কিসের? আকর্ষণ ওই সীতারাম। প্রবোধ পাঠ করবে। প্রবোধের পাঠ শুনতেই সবাই এমনভাবে ব্যাকুল হয়ে ছুটে এসেছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সীতারাম আচমন করে পাঠ আরম্ভ করতেন :

'তুলসী কাননং যত্র যত্র পদ্মবনানি চ।
পুরাণ-পঠনং যত্র তত্র সন্নিহিতো হরিঃ॥
'আনন্দমানন্দং করং প্রসন্নং
জ্ঞানস্বরূপং নিজবোধযুক্তং।
যোগীন্দ্রমীড্যং ভবরোগবৈদ্যং
শ্রীমদ্‌গুরুং নিত্যমহং ভজামি॥'
'হে দেব! হে দয়িত! হে জগদেকবন্ধো!
হে কৃষ্ণ! হে চপল! হে করুণৈকসিন্ধো!
হে নাথ! হে রমণ! হে নয়নাভিরাম!
হা হা কদানুভবিতাসি পদং দৃশোর্মে॥'

বলতে বলতে ভক্তিতে আবেশে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসতো।

এইভাবে শ্লোক দিয়ে হরি-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করে আরম্ভ হোতো পুরাণ-পাঠ। কিছুক্ষণ পাঠের পর কীর্ত্তন। এইভাবে সারাটি রাত যে কোথা দিয়ে কেটে যেতো, তা অনেকে টেরই পেতো না। প্রসাদ ছিল সামান্য মোহনভোগের গোল্লা।

সংস্কৃতির ধারক ও বাহক সীতারাম সমস্ত অভাব আর অভিযোগকে অস্বীকার করে এইভাবে কয়েক বৎসর জন্মভূমিতে বসে জন্মভূমিকে ধন্য করলেন—বুঝি বা জন্মঋণ পরিশোধ করলেন।

তেরশো একত্রিশ সাল।

এই সময় নানু, ইন্দুবাবু প্রভৃতি যুবকেরা এসে নামে যোগ দিল। অবশ্য ভন্তু, পাঁচু, বড়হাবু প্রভৃতি তরুণেরাও আগে থেকেই ছিল। বয়স্কদের মধ্যে বাড়ুজ্যে মশাই ও রজনীর নাম উল্লেখযোগ্য। এরা যোগ দেওয়ায় নামের তরঙ্গ আরও জোরাল হয়ে ওঠে। ইন্দুবাবু সুরজ্ঞ। নামে বহু সুর যোজনা তারই প্রথম প্রয়াস। সুরেলা কণ্ঠে সারারাত গান গেয়েও ক্লান্ত হোতো না ইন্দুবাবু। ওদের দু'জনের নতুন নামকরণ করেছিলেন সীতারাম —শ্যামসুন্দর আর ব্রজেশ্বর। শ্যামসুন্দর নানুবাবুর সঙ্গে ও ব্রজেশ্বর ইন্দু বাবুর সঙ্গে পাতান হ'ল। তারাও সীতারামকে শ্যামসুন্দর ও ব্রজেশ্বর বলে ডাকতেন।

উত্তমাশ্রমের বর্ত্তমান মঠাধীশ হলেন স্বামী বিজ্ঞানানন্দ। বিজ্ঞানানন্দ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কঠিন বাস্তববাদী ও কর্ম্মী পুরুষ। রাধারমণ সমিতি, পাঠাগার, স্কুল ও গ্রাম্য পথঘাট সংস্কারে এঁর বিরাট দান অনস্বীকার্য্য।

ইনিও সুকণ্ঠ ছিলেন এবং নামে যোগ দিতেন। সীতারামের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা ছিল। ইনি সত্যিকার বন্ধু। আর্থিক দুর্গতির দিনে ইনি সীতারামের সংসারে অনেক সময় সাহায্য করেছেন। সীতারাম বলেন,—বিজ্ঞান যে কত দিয়েছে, তা মুখে বলা যায় না।

তবু সর্ব্বগ্রাসী অভাব এই সব সাময়িক সাহায্যকে উপহাস করেই এগিয়ে চলেছিল সেদিন, কিম্বা একথা হয়ত ভুল—সীতারাম তাঁর সাধন-পথের সহায় বলেই রোগ-শোক-দারিদ্র্যকে ঈশ্বরের দান হিসাবে চেয়ে নিয়েছিলেন।

অদ্ভুত তাঁর চাওয়া। অদ্ভুত তাঁর পাওয়া। তিনি ঈশ্বর চেয়েছিলেন, ঐশ্বর্য্য চান নি। তাই ঈশ্বর এসে তাঁর কাছে ধরা দিলেন, আর ঐশ্বর্য্য পায়ের তলায় মাথা-কুটে ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেল। জন্ম-বৈরাগীর বৈরাগ্যের ঝুলিতে সোনাদানা দানা বাঁধতে চায়, কিন্তু পায় না। যেখানে পায়, সেখানে সম্মান আর প্রতিষ্ঠা এসে বৈরাগ্যের ঝুলি কেড়ে নিয়ে তাকে পার্থিব সম্ভোগের কূপে ডুবিয়ে মারে। পরমপুরুষ যে প্রেমের-ভিখারী, সে কথা মহামায়ার মায়া এসে সব ভুলিয়ে দেয়।

কথায় কথায় লোকে রাজর্ষি জনকের উদাহরণ দেয়। ঠাকুর বলেন,—কাপড়খানা ত্যাগ করে যেদিন উলঙ্গ হয়ে অসঙ্কোচে ঘুরে বেড়াতে পারবি, সেদিন রাজর্ষির উদাহরণ দিবি। যেদিন আগুন হাতে করে খেতে পারবি, সেদিন রাজর্ষির কথা বলবি। সুখে দুঃখে সমভাব, সমলোষ্ট্রাশ্ম-কাঞ্চন, শীত-গ্রীষ্ম এক হওয়া—একি কথার কথা! মুখে 'ব্রহ্ম ব্রহ্ম' বললে ব্রহ্মজ্ঞানী হওয়া যায় না। ব্রহ্মজ্ঞান একটা অবস্থা। এ অবস্থা এলে সবই সমান হয়ে যায়। দ্রষ্টা ও দৃশ্যে ভেদ থাকে না।

তেরশো চৌত্রিশ সাল। সীতারাম নিজেকে সংসার হতে একটু স্বতন্ত্র করে নিলেন।

তৈরী হোলো 'রামাশ্রম'। গঙ্গার তীরে অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন স্থান। সুরু হোলো স্বতন্ত্র সাধনা।

তেরশো সাঁইত্রিশ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন ক্রমশঃই যত উর্দ্ধলোকে উঠে যাচ্ছে, ততই যেন সংসারের অসারতা এসে তাঁকে আরও বৈরাগী করে তুলছে। এই অসারতা উপলব্ধি করে তখন তিনি যেন কিছুটা অস্বস্তি বোধ করছেন। বোধ হয় দেহের প্রয়োজনীয়তা নিয়েও প্রশ্ন জাগে।

সেই সাইনোভাইটিস্ রোগের সময়েই এক দিনের কথা। সীতারাম বলছেন,—এক দিন মন উর্দ্ধে, উর্দ্ধে—অতি উর্দ্ধে উঠতে লাগলো। মনে করলুম, এ দেহ ত্যাগ হবে। উপরে যাওয়ার পর যেন শুনলুম, কাজ আছে! মন ক্রমে নেমে এলো।

এই অন্তরের প্রেরণাই তাঁকে ক্রমাগত সুমুখপানে ঠেলে দিয়েছে। তাঁর শ্রীমুখের বাণী হোলো 'চরৈবেতি—চরৈবেতি'। এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো, আরও এগিয়ে চলো। শান্ত হোয়ো না, শ্রান্ত হোয়ো না। নিরলস-ভাবেই এগিয়ে চলো। বিশ্রামের অবকাশ নেই। সামান্য সুখদুঃখের দোলায়, সামান্য অনুভূতির স্পর্শে সন্তুষ্ট হোয়ো না। এগিয়ে চলো, যতদিন না সাক্ষাৎ দর্শন হয়।

ইতিমধ্যেই উৎসবের উৎসধারায় স্নান করেছেন সীতারাম। স্নেহলাভ করছেন দয়াল-মহারাজের। সৎসঙ্গের আরও অনেকে তাঁর গুণমুগ্ধ হয়ে পড়েছেন। ছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, কেদার পণ্ডিত মহাশয়, মহামহোপাধ্যায় যোগীন পণ্ডিত মহাশয় সকলেই এই সুদর্শন যুবকের আচারে ও আচরণে, লেখনীর বৈশিষ্ট্যে ও বাগ্মিতায় আগ্রহ অনুভব করেছেন। 'ক্ষেপার ঝুলি'র নিয়মিত লেখক বলে অল্প দিনেই বহুল প্রচার সুরু হয়ে গেছে। প্রসিদ্ধ দার্শনিক ও যোগী শিবরামকিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ মহারাজ তাঁকে 'পণ্ডিতভক্ত' বলে সাদর অভিনন্দন জানিয়েছেন। সৎসঙ্গের সাপ্তাহিক আসর জমে উঠেছে এই নবীন যুবকের যোগদানে। দয়াল-মহারাজ ত আনন্দের আতি-শয্যে একদিন আশীর্ব্বাদ করে বললেন,—'তোমার "অভাব" চিরস্থায়ী হোক্।' সীতারাম আজও দয়াল-মহারাজের কথায় আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করেন। বলেন,—'কী ভালবাসাই না পেয়েছিলুম! আমার বুকে হাত দিয়ে বললেন—আমার সব শক্তি তোমায় দিলুম। এমন কথা আর কেউ বলেন নি।'

পণ্ডিত মহলে তাঁর প্রতিভা স্বীকৃত হলেও তাঁর ব্রহ্মানুভূতি স্বীকৃত হয়নি। যে আস্বাদ তাঁরা নিজে অনুভব করেননি, সে আস্বাদ তাঁরা কেমন করে স্বীকার করবেন! কেবল কলির বেদব্যাস পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাশয়ের তাঁকে চিনতে ভুল হয় নি। কী অপূর্ব্ব ভালবাসা আর ভরসা ছিল তাঁর এই অদ্ভুত সাধকের পরে। সীতারাম তাঁর এক-একটা অনুভূতির বা উপলব্ধির বিবরণ দিয়ে তর্করত্ন মহাশয়কে পত্র দিতেন। পথ ভুল হচ্ছে কিনা, তার পরিচয় জানবার জন্য প্রার্থনা জানাতেন। তর্করত্ন মহাশয় শাস্ত্র অনুসরণ করে তার উত্তর দিতেন আর অকপটে স্বীকার করতেন যে, এপথের সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা তাঁর নেই। জ্ঞানের সুমেরু-শৃঙ্গে বসে এই জ্ঞানবৃদ্ধ, বাংলার তথা ভারতের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতটি কয়েকখানি পত্রে লিখেছিলেন:

"তোমার বৃত্তান্তে হৃদয়ে আশা ও আনন্দ যুগপৎ আমাকে অভিভূত করিল। সত্যই তুমি ঋষি, পূর্ব্বজন্মের বিশিষ্ট সাধনা ব্যতীত এইরূপ নাদশ্রুতি হইতেই পারে না। আমি শাস্ত্র লইয়া আছি—বিশেষ ক্রিয়া কিছু করিনা।...জগতের কল্যাণার্থ অভিলাষী তুমি আমার পারলৌকিক উপকার কর।"..."তোমার পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত সাধনা এবং বর্ত্তমান জন্মে তাহার সফল পরিণতি তোমাকে উচ্চস্তরে স্থাপিত করিতেছে। আমরা তোমাকে স্পর্শ করিতে সমর্থ কিনা বুঝি না।"..."আমিত তোমার ন্যায় উচ্চাঙ্গের সাধক নহি, আমি শাস্ত্র-ভারবাহী মাত্র। তুমি মহাপুরুষ...তুমি বাঙ্গালার কল্যাণকল্প-বৃক্ষ হইবে।"

দয়াল মহারাজ, তর্করত্ন মহাশয় সকলেই সীতারামকে স্নেহ জানাতে ডুমুরদহে এসেছেন। সীতারামের কল্যাণে কত সাধু-সন্ত, জ্ঞানী-গুণীর পদস্পর্শে এ গ্রাম ধন্য হোলো!

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঠাকুর বহু সাধুসঙ্গ করেছেন। এ সম্পর্কে তিনি স্বয়ং ২।৪টি সাধু সম্পর্কে দু এক কথা লিখেছেন, আমরা এখানে তাই পাঠকদের উপহার দিচ্ছি—

"১৩৫০ সালে যেবার মনোমোহন চিন্তকের সঙ্গে দেখা হয়, সেইবার পুরীতে দীনবন্ধু, শৈল প্রভৃতি সকলে নাম নিয়ে ঝাঁঝপিঠা মঠে যাই। পূজ্যপাদ রামদাস বাবাজী মহারাজ কীর্ত্তন করেন। সেই কীর্ত্তন শ্রবণে সীতারাম আত্মহারা হয়ে বহুক্ষণ থাকে। ছেলেরা নাম ক'রে তবে তোলে। বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে এই প্রথম পরিচয়। তিনি আদর করে গ্রহণ করেন। আমরা সেখানে মহাপ্রসাদ পাই।

পরে যখনই দেখা হ'ত আদর করে গ্রহণ করতেন। পথে তিনি রিক্সা চড়ে যাচ্ছেন, আমাদের নামের দলের সঙ্গে দেখা হ'লে নেমে নামকে প্রণাম করতেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৩৫১ সালে কটক রঘুনাথজীউর মন্দিরে চাতুর্মাস্য উপলক্ষে নাম-যজ্ঞ হয়। আমরা তাঁর আশ্রমে যাই। ঠাকুরসেবার ফলমূল মিষ্ট কিছু পাঠাই। তিনি নামযজ্ঞে এসে প্রণাম করে যান, ফলাদি পাঠান।

সীতারামের কথা অনেকের কাছে গল্প করতেন। যে সময় ১৩৫৬ সালে পুরী নীলাচল আশ্রমে চাতুর্মাস্য হয়, সে সময় বাবাজী মহারাজ কয়েক-বার নামযজ্ঞে এসে প্রণাম করে যান। প্রসাদ পাঠান।

হরিদাস মঠের একজনের বসন্ত হয়। আমাকে, তাঁকে দেখতে যেতে বলেন।

কোনদিন বৈকালে হরিদাস মঠে গিয়ে নির্জ্জনে তাঁকে জিজ্ঞাসা করি—আচ্ছা, শুনেছি ব্রহ্ম হরিদাস সংখ্যা রেখে ৩ লক্ষ নাম নিত্য করতেন। কিন্তু কীটানুকীট আমি সংখ্যা রেখে ১০ বার হরেকৃষ্ণ নাম করতে পারি না। একি ব্যাপার! মন দিয়ে জপ করতে গেলেই প্রাণ ওঙ্কারে প্রবিষ্ট হয়।

তিনি বললেন—সেও এক অবস্থা, এও এক অবস্থা।

তারপর কতবার দেখা হয়েছে। আদর করে গ্রহণ করেছেন। গুণ্ডিচা মার্জ্জনে ক'বার দেখা হয়েছে। শেষ দেখা হ'ল পুরীতে রথের সময় ১৩৬০ সালে। খুব আদর করেই নিলেন। সীতারাম চলে আসার পর সীতারামের গল্প সীতারামের ছেলেদের কাছে ও অন্যান্য সকলের কাছে করেন।...

সম্ভবতঃ ১৩৫২ সালে শ্রীমৎ শঙ্কর পুরুষোত্তম তীর্থ মহারাজের সহিত পুরীতে আলাপ হয়। প্রণব, সনৎকুমার, সদানন্দ প্রভৃতি সঙ্গে ছিল। একদিন মহাপ্রসাদের ব্যবস্থা করেন। কাশী নামপ্রচারের কথা বলেন। তারপর কাশীতে দেখা হয়। তিনি প্রসাদের নিমন্ত্রণ করেন। তিনি যথেষ্ট ভালবাসেন। বহুবার তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে। তিনি একখানি আসন ও একটি একতারা দেন। নামের সঙ্গে ড্রামের বাদ্য তিনি খুব ভালবাসেন। সীতারামের প্রশংসায় তিনি শতমুখ। ওরূপ স্নেহ করবার লোক প্রায় চলেই গেলেন।...

শ্রীমদ্ ভূপেন্দ্র নাথ সান্ন্যাল মহাশয়ও যথেষ্ট ভালবাসেন। ১৩৫৬ সালে যখন চাতুর্মাস্য পুরীতে হয়, তখন কৃপা করে তিনি আশ্রমে আসেন। ১৩৫৮ সালে পুরীতে মৌন নিয়ে দশমাস থাকি। তখন তিনি সস্ত্রীক এসে দর্শন দিয়ে বলেন,—আমি চলে যাবো, দেখা করতে এলাম। 'বিল্বদল' নামক একখানি পুস্তক পাঠিয়ে দেন। ফল প্রভৃতি দিতেন। চটক পর্ব্বতে আশ্রম কেনবার আগে তাঁকে জিজ্ঞাসা করি। তিনি নিতে বলেন। মা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলেছিলেন,—গভীর রাত্রে ওখানে কখন কখন কীর্ত্তনের শব্দ শোনা যায়।

তাঁর আশীর্ব্বাণী—তোমার দ্বারা অনেকে উপকৃত হবে।—

১৩২৯ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে গয়াধাম যাই। সেই সময় একটি পাহাড়ে নাম করতে করতে উঠ্‌ছি এমন সময় দেখলাম, বাঁ দিকের সিঁড়িতে একটি লোক শুয়ে আছেন। নামবার সময় তিনি ডেকে বললেন, (হিন্দিতে) চেঁচিয়ে নাম করছো কেন, মনে মনে কর।

সীতারাম। আমি যেমন অধিকারী, সেরূপ করবো তো?

তিনি। না, মনে মনে করবে।

তিনি বললেন,—তোমায় একটি সাধন দেবো, কাল এসো। বাড়ী কোথায়?

বললাম,—গয়া এসেছি, যাবার ভাড়া নেই।

তিনি বললেন,—কি করে যাবে?

সীতারাম,—ভগবান্ যা ব্যবস্থা করেন।

তিনি সমস্ত পরিচয় নিলেন। সংস্কৃত পড়ি জানলেন। তিনি বললেন,—আমার কলকাতা যাবার ইচ্ছা আছে। সংস্কৃত পড়বার ইচ্ছা আছে।

সীতারাম,—এখনও গুরুদেব টোল করতে অনুমতি দেন নি।

তিনি বলেন,—গুরুদেব ঈশ্বর বিশ্বাস করবার জন্য পাঠিয়েছেন, হাত কিছু নাই। দেশ পর্য্যটন করছি। কলকাতা পর্য্যন্ত যাবার ইচ্ছা আছে। কাল এসো, একটি সাধন দেবো।

সীতা। সকালে, না ভোজনের পর?

তিনি। সকালেই।

সীতা। ভোজনের কি হবে?

তিনি। ভগবান্ যা ব্যবস্থা করবেন।

এইভাবের কথাবার্ত্তার পর চলে আসি। পরদিন সকালে যাই। দেখি, তিনি বেল খেতে খেতে আসছেন। একটা যায়গায় বসলেন। আমার মুসলমানের গোরস্থান গোছের মনে হ'ল। হাতে একটি কৌটো ছিলো। জিজ্ঞাসা করলেন,—ওতে কি?

সীতা। ঠাকুর।

তিনি। ফেলে দাও।

সীতা। ঠাকুর ফেলে দেবো কেন?

তিনি ফেলতে বললেন। ফেললাম না। বেলপাতা কুড়িয়ে পূজা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করলাম। গোরস্থান মনে করে বললাম,—আপনি কোথায় বসেছেন? আপনি কি মুসলমান?

তিনি। কেন এ কথা বলছো?

সীতা। কোথায় বসেছেন! এটা মুসলমানদের জায়গা মনে হচ্ছে।

তিনি। না।

পরে একজনকে জিজ্ঞাসা করলেন,—এটা কি মুসলমানদের পীর বা অন্য কোন স্থান?

সে বললে,—না।

এই সময় এক ব্যক্তি আমাদের ডাকলেন। বড় বড় রুটি আর বোধ হয় ডাল দিলেন। তিনি বললেন,—এই দেখ, ভগবান্ ব্যবস্থা করলেন।

আহারাদির পর স্থির হ'ল, তিনি আমার সঙ্গে ডুমুরদহে আসবেন, পড়বেন।

গয়ার কালোর মা'র কাছ থেকে টাকা ধার করে দু'জনে যাত্রা করলাম। আসবার আগে একটি নানকপন্থীর মঠে উঠলাম। তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন,—কোন্ দেহ?

তিনি বললেন—ক্ষত্রিয়।

তারপর দিগসুই আসি। সেখান থেকে আহারাদি করে পরে ডুমুরদহে আসি। তিনি একটি ধ্যানের সঙ্কেত দেন। গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বললেন, করবেনা।

জিজ্ঞাসা করি,—কি করবো?

গুরুদেব বলেন,—লীলাচিন্তা।

পরে জান্তে পারি তাঁর নাম ভগবান দাস। গুরুর নাম সাহান্ সা। লাহোর, সাহান কুটির। কাগজ পত্র বই প্রভৃতি আসে। তাঁর গুরুদেবের রচিত গানের বই দেন। তাঁদের মাসিক পত্র সাহানসাহী সন্দেশে লিখতে বলেন।

ডুমুরদহে ব্রজনাথের বাটী থেকে সীতারামের দারিদ্র্যের কথা জেনে বললেন,—কিছু টাকার ব্যবস্থা করবো। সীতারাম বলে—না, টাকার প্রয়োজন নেই।

তিনি কপিল আশ্রমে যান। তাঁর হাঁটু পর্য্যন্ত বহির্বাস ছিল। নকুলেশ্বরতলায় ৺ বিপিন দাদার কাছে যান। তিনি যত্ন করে আহারের কথা বলেন।

ভগবান দাস বলেন,—আপনি সন্ত কিনা না বললে আমি খাবো না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিপিন দাদা বলেন,—আমি সন্ত নই।

তিনি বলেই কলকাতা যান, কলকাতা থেকে আসেন। অতঃপর উত্তমাশ্রম গিয়ে থাকেন। স্বামিজী আদর করে নেন। ৪১ দিন মৌন থাকেন। সীতারামকে মৌন নিতে বলেন। সীতারামের ঘাড়ে সংসার। কাজেই মৌন নেওয়া কঠিন। ধ্রুবানন্দ স্বামীজী মহারাজ বলেন,—ওর এখন মৌন নেওয়া হতে পারে না। মৌন নেবার পরামর্শদাতা, পথপ্রদর্শক শ্রীমদ্ ভগবান দাস মহারাজ। কিছুদিন থাকেন। কয়েক জনের নাম করে বলেন, — 'এদের উন্নতির আশা নেই। এরা সাধন ছেড়েছে। তোমার উন্নতি হবে। সাধন ছাড়নি। প্রবন্ধ সাহানসাহী কুটীরে পাঠাবে।

তারপর চলে যান। তাঁর কিছু উপদেশ লেখা ছিল। হয়তো হারিয়ে গেছে।

তাঁর আদর্শেই প্রথমে খণ্ডমৌন নিতে আরম্ভ করি। ক্রমে ক্রমে একদিন, দু'দিন, তিন দিন, পরে এক মাস—এইভাবে মৌন বৃদ্ধি।

তাঁর কথা—মৌনের দ্বারা সাধন ফল সত্বর পাওয়া যায়। তাঁকে একটি শঙ্খ দিই। শাঁক বাজাতেন। পরে চলে যান। তাঁর দ্রব্যাদি পার্শেলে পাঠাই।

পরে একবার পত্র দেন,—আমার গুরুদেব কলকাতায় অমুক জায়গায় উঠবেন, দেখা কোরো। যাই, তিনি আসেন নি। পরে আরও পত্র দিই। সংবাদ পাই না।

ঈশ্বর বিশ্বাস করবার জন্য, অর্থাৎ ঈশ্বর আছেন, তিনি সকলের চালাবার মালিক,—এই বিশ্বাস দৃঢ় করবার জন্য তাঁর গুরুদেব রিক্তহস্তে দেশ-ভ্রমণ করতে পাঠান। তিনি কারো কাছে প্রার্থনা না করে দেশপর্য্যটন করতঃ গুরুদেবের কাছে ফিরে যান।

আবার তেরোশো সাঁইত্রিশের কথাতেই আসা যাক্।

আর এক অগ্নি-পরীক্ষার বৎসর। সাধ্বী স্ত্রী কমলা দেবী স্বামীর কোলে মাথা রেখে সিঁথির সিঁদুর মাথায় মেখে হাসতে হাসতে চলে গেলেন স্বর্গধামে! শেষ সময়ে হয়ত বললেন: 'স্বর্গ আমার স্বর্গ নয়, যতদিন না সেখানে তোমার সাক্ষাৎ পাই!'

কন্যা জানকী, পুত্র রঘুনাথকে ও রাধানাথকে পিছনে ফেলে নিমেষে নয়ন মুদলেন তিনি মায়ার আবরণ মুক্ত হয়ে। সীতারাম সুখে দুঃখে চির-অবিচলিত চির-উদাসীন। বাহ্যিক বৈলক্ষণ্য বা শোকের সামান্য চিহ্নও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশ পেল না তাঁর প্রসন্ন মুখে। ধীর শান্তভাবেই গ্রহণ করলেন তিনি এ আঘাত। ছেলে-মেয়ে মানুষ হতে লাগলো ব্রজনাথের সংসারে মা আর দিদির কোলে।

অন্তরে তাঁর কী হোলো, তা জানবার উপায় নেই। তবে দেউলে তিনি হননি, এটা অতি অতি সত্যি। সাধ্বী স্ত্রীর স্মৃতি নিয়ে সোরগোল করবার মানুষ তিনি নন। তেমনই সাত সপ্তাহ পরেই বরণডালা সাজাবার পাত্র হবারও মানুষ তিনি নন। কাজেই তাঁর অন্তর-লোকের সূক্ষ্ম সংবাদ অজ্ঞাতই রয়ে গেল।

প্রতিভাধরের সহধর্ম্মিণীরা প্রায়ই সুখী হন না, এই প্রবাদ। কিন্তু এক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য কিনা, তা বলা বেশ একটু শক্ত। শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্যবতী তাঁর জীবনে সুখী ছিলেন না, এ কথা আজ তাঁর সন্তানদের মধ্যে চিন্তা করাও অধিকার-বহির্ভূত!

এই বৎসরই এক নিদারুণ ব্যাধি এসে তাঁকে আক্রমণ করলো।

যমে-মানুষে যুদ্ধ! এ ত ব্যাধি নয়, এ যেন ব্যাধের কার্ম্মুক-নিক্ষিপ্ত এক বিষাক্ত শায়ক! রোগের নাম সাইনোভাইটিস্। কী নিদারুণ তার যন্ত্রণা। সারা পা-খানি ফুলে গেছে আর অবিরাম পুঁজ-পাকার যন্ত্রণা চলেছে তীব্র তীক্ষ্ণ।

সীতারামের মুখে শুধু 'রাম রাম রাম রাম' শব্দ। যন্ত্রণা তাঁকে তাঁর প্রিয় নাম থেকে একমুহূর্ত্ত সারিয়ে নিয়ে যেতে পারছে না। স্মৃতি অক্ষুণ্ণ—সহ্য অপরিসীম।

পা পাকলো। অস্ত্রোপচার হবে। বিখ্যাত চিকিৎসক ছটাকবাবু এলেন। (সৌরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কামালপুর,)। সীতারাম শুধু বললেন,—অজ্ঞান করবার প্রয়োজন নেই।

সেই কঠিন অস্ত্রোপচার তিনি সহ্য করলেন 'রাম রাম' করেই! ডাক্তার বিস্মিত হলেন। এমন অদ্ভুত রোগী তিনি জীবনে কখনও দেখেন নি, দেখবার কল্পনাও করেন নি—হয়ত আর কখনও দেখবেনও না। প্রথম একটা অস্ত্র করেন ছটাকবাবু। দ্বিতীয় তিনটা অস্ত্র করেন চুঁচড়ার মণিবাবু। (মণি মল্লিক) সীতারামকে অজ্ঞান করেননি। অস্ত্রের সময় কেবল 'নারায়ণ নারায়ণ' নাম উচ্চারণ করেছিল। অস্ত্র করার পর বৃদ্ধ ডাক্তার মণিবাবু সীতারামকে চুমু খেয়ে আদর করে গেলেন। বাড়ীতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কান্নাকাটি। সকলে ভীত। হয়তো অস্ত্র করবার সঙ্গে সঙ্গে জীবন চলে যাবে। পা ধরে ছিল শঙ্কর ও সুধীর। এখন সে (সুধীর) সন্ন্যাসী। দার্জ্জিলিংএ বেদান্তাশ্রমে আছে। তার নাম হয়েছে গিরিজানন্দ। পূঁজ রক্তের যেন খেল! সীতারামকে তারা আড়াল করে রেখেছিল পূঁজ রক্ত দেখ্‌তে দেবেনা বলে! সীতারাম তা' দেখ্‌লে।

এদিকে তখন ব্যাপার চলেছে আরও বিস্ময়কর। সীতারাম বলছেন, —ভিতরে 'নাদ' চলতো! ভাবতাম দুর্ব্বলতা! ভ্রূমধ্যে ক্ষুদ্র বিন্দু দেখেও মনে হোতো দুর্ব্বলতা! সময় সময় সংজ্ঞালোপ হয়ে আসতো! ভাবতাম হার্টফেল হবে! তা নয়। পরে বুঝি, সব সাধনেরই ব্যাপার।

আশ্রমের ঠাকুর স্বামী ধ্রুবানন্দ গিরি এলেন। পরিহাস-প্রিয় সীতারাম মৃদু হেসে বললেন, এবার যে নারায়ণ এলেন! তবে কি 'অন্তে গঙ্গা-নারায়ণ-ব্রহ্ম'?

সীতারাম তখন দিবারাত্র কেবল 'নারায়ণ নারায়ণ' উচ্চারণ করতেন।

সীতারামের প্রশ্নে একটা অশুভ ইঙ্গিত। একটা আশঙ্কায় শিউরে উঠলেন স্বামীজী। প্রবলবেগে একটু উচ্ছ্বাসের সঙ্গেই তিনি বলে উঠলেন —না-না, ও কিছু না।

সত্যিই কিছু নয়। সেরে উঠলেন সীতারাম। কিন্তু দীর্ঘদিন তাঁকে শয্যাশায়ী থাকতে হোলো। সীতারামের কাজ আছে। জগৎ-কল্যাণের জন্য তাঁর প্রয়োজন আছে। তাই তখন তাঁর জীবনান্ত হোলো না। কিন্তু বাহ্যদৃষ্টে মনে হোলো, তাঁর মা-ই তাঁকে এ-যাত্রা ফিরিয়ে নিয়ে এলেন তাঁর অক্লান্ত সেবা দিয়ে। সে কী সেবা! সর্ব্বদা সমগ্র দেহ মন একাগ্র হয়ে আছে ঐকান্তিক নিষ্ঠায়! সেবা যেন মূর্ত্তি ধরে নেমে এসেছে ধরায়! সীতারাম নিজে বলছেন,

—তিন মাস পরে খেতে পারি। তিন মাস এক কাতে শুয়ে কেটেছে। মা'র সেবা। সে সেবার তুলনা নেই। শুয়ে শুয়ে মলমূত্র-ত্যাগ। মা আমার হাসিমুখে সে-সব পরিষ্কার করেছেন। খেতে বসেছেন,—খাওয়া ফেলে ছুটে এসেছেন। জগতে এমন কিছু নেই, যা দিয়ে মা'র সে সেবার প্রতিদান দিতে পারা যায়। এ দেহটা যতদিন থাকবে, সে-কথা ভুলতে পারবো না।

এই মা! সুখে দুঃখে, আনন্দে বিষাদে, রোগে শোকে, সম্পদে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দারিদ্র্যে, সম্মানে অসম্মানে নীরবে চলেছেন ছেলের পাশে পাশে। আজ তাঁর বুক ভরে আছে। সেখানে রোগ শোক, দুঃখ দারিদ্র্য, মান অপমান, সব তুচ্ছ হয়ে গেছে বিস্মৃতির অতল গহ্বরে; বিশ্বজয়ী ছেলে তাঁর! তিনি তাঁর মা। এর চেয়ে বড় সুখ, বড় গর্ব্ব আর কি হতে পারে? আজ তিনি বৃদ্ধা। উৎসাহ কিন্তু আজও অক্ষুণ্ণ আছে। হাজার হাজার নাতি-নাতনীদের ডাকে সমানে সাড়া দেন আজও। সীতারামের কাছে আরও কী পেয়েছেন তা সাধারণে জানে না, তবে সাধারণে জানে তাঁর সব-চাওয়া আর সব-পাওয়ার একটি মাত্র অবলম্বন—সে অবলম্বন হোলো তাঁর ছেলে—তাঁর 'পেবো'। যদি কিছু 'চাওয়া' আজও অবশিষ্ট থাকে, তবে কেবল ঐ 'পেবো'কে রেখে অস্তাচলের কোলে একদিন সহসা ঢলে পড়া! 'পেবো' নেই, তিনি আছেন, এ তিনি কল্পনা করতে পারেন না।

তেরশো আটত্রিশ সাল।

স্বপ্নে ব্রাহ্মী-দীক্ষা হয়ে গেল। বহুপূর্ব্বে অন্তর্জগতে যে বিবর্ত্তন সুরু হয়েছিল, এবার যেন তার বাহ্যবিকাশের সূত্রপাত দেখা দিল।

আর কতদিন মেঘে ঢাকা থাকবেন সবিতৃদেব? তাঁর প্রকাশকে আবরিত করে রেখেছিল যে প্রাতের কুহেলিকা—সে কুহেলিকা কতক্ষণ আর আকাশকে আচ্ছন্ন করে রাখতে সক্ষম? বেলা বাড়ছে। ধীরে ধীরে কুহেলিকা সরছে। দীপ্ত সূর্য্যকে সহসা দেখা যাবে দিক্‌চক্রবালের বহু ঊর্দ্ধে। পৃথিবী জানাচ্ছে: প্রকাশ হও প্রকাশ হও, হে প্রাণের অধিদেবতা!

তেরশো উনচল্লিশ সাল।

গুরুদেব চলে গেলেন! সাধনোচিত ধামে সাধকের মত চলে গেলেন। কাজ তাঁর ফুরিয়ে এসেছিল। শিষ্যের মধ্যেই তিনি সব আশা আনন্দ দেখতে পেয়েছিলেন। শুধু দেহটা নিয়ে কেন আর বয়ে বেড়ানো! যে কাজের জন্য আসা; তার ত ছুটি হয়ে গেছে! তবে আর কেন? সজ্ঞানে তারিঘাটে (গাজিপুর) ইহলীলা সম্বরণ করলেন তিনি ভাদ্র মাসে।

গুরুপুত্র শঙ্কর বলেন,—সীতারাম তখন অসুস্থ। আমিই জোর করে তাঁকে যেতে দিইনি!

এ সংবাদ অলৌকিক বৈদ্যুতিক তরঙ্গে তাঁকে পৌঁছে দিয়ে গেল। সংবাদ আসবার আগেই তাই বিষণ্ণ স্বরে বললেন,—মা, গুরুদেব চলে গেলেন!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—সে কিরে! কোথায় খবর পেলি?

সীতারাম বলেন,—

শঙ্করের পত্রে জান্‌তে পারি গুরুদেবের দেহত্যাগ। তার আসে নাই। আগে মাকে তাঁর তিরোভাবের কথা বলেছিলাম, একথা মনে নাই।

উত্তরে হাসলেন শুধু সীতারাম। সেই রহস্যময় হাসি। চুপ করে গেলেন মা। কিছু পরে 'তার' ও পত্র এলো, গুরুদেব ইহলীলা সম্বরণ করেছেন। একাধারে গুরু, বন্ধু, উপদেষ্টাকে হারালেন তিনি! বাইরে ভেঙ্গে পড়লেন না সীতারাম। ও তাঁর স্বভাবের বাইরে। কিন্তু ভেতরে সে দিন কী আলোড়ন চলেছিল কে জানে!

হয়ত তখন আর তাঁর উপদেশের প্রয়োজন ছিল না। ছিলনা প্রতিটি পদক্ষেপকে নিয়ন্ত্রিত করবার শ্রেষ্ঠতম অন্তরঙ্গ বন্ধু! হয়ত বন্ধুর-পথে যাত্রা করবার জন্য যে মানুষটি আজ দাঁড়িয়ে, সেখানে অলক্ষ্য বিধাতার সাময়িক ইঙ্গিত-ই এখন যথেষ্ট!

চরৈবেতি! চরৈবেতি!···এগিয়ে চলেছেন সীতারাম, থামবার সময় নেই—সময় নেই আর বৃথা সময় নষ্ট করবার। বহু কাজ সুমুখে পড়ে রয়েছে। সে কাজ মহাকালের ইঙ্গিত দিয়ে ঘেরা। পথ সেখানে নিত্য বিস্তৃত হয়ে যাচ্ছে অজ্ঞাত অর্থকে পরিপুষ্ট করে করে।

জীবন ত নয়—যেন একটা প্রবল জোয়ার! সে জোয়ারে সব-কিছু ভেসে যাচ্ছে। সবাইকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছেন সীতারাম!

তেরশো চল্লিশ সাল।

স্বামীজি তাকে সঙ্গে নিয়ে চললেন ক্ষীরপাই-এ। তাঁর জন্মস্থানে।

সভায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন সীতারাম। ভাবাবেগে এই প্রথম তিনি বাহ্যিক ব্যবহার হারিয়ে ফেললেন। মুহূর্ত্তে মন স্পর্শ করেছে পরমকে, তাই সরম নেই আর সভার সমালোচনায়। এ অবস্থা এখন নিত্য দেখা যায়। কিন্তু 'এই প্রথম ভাবাবেগ' অনেকেই সেদিন বুঝতে পারেন নি।

এইখানেই এর শেষ হোলো না। সীতারামের চণ্ডীপাঠ এক অপূর্ব্ব বস্তু। সেই সীতারাম আজ চণ্ডীপাঠ করতে পারলেন না। আবার মুহূর্ত্তে মন স্পর্শ করলো পরমকে। স্তব্ধ হয়ে গেল বাণী। লুপ্ত হয়ে গেল বাহ্যজ্ঞান। সেই ভাবঘন-মূর্ত্তি তখন দুলছে। আবেশে আনন্দে সমগ্র দেহটি ঘিরে চলেছে এক কম্পন! দেহ যেন সে আনন্দকে ধরে রাখতে পারছে না—ফলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখা দিতে লাগলো দেহের নানা ক্রিয়া। মুদ্রাগুলি স্বতঃই প্রকাশ পেতে লাগলো।

আর ত প্রকাশের বিলম্ব নেই! এগিয়ে আসছে প্রকাশের আসন্ন মুহূর্ত্ত।

বন্দী করে ফেললেন সীতারাম নিজেকে এক জীর্ণ গুহায়। এখন চাই তপস্যা! সেই তপস্যার কষ্টিপাথরে চাই প্রতিটি অনুভূতিকে পরীক্ষা করা।

রামাশ্রমে ফিরে এলেন। কয়েকটি অনুরাগী কিশোরকে জানালেন তাঁর উদ্দেশ্য। বললেন, নিঃশব্দে সব শেষ করে ফেলতে হবে। কেউ জানতে পারবে না। আদেশ পেয়ে কৃতার্থ হয়ে গেল তরুণেরা। গভীর রাত্রে চললো অপটু হাতের খনন কাজ। প্রথম রাত্রির পরিশ্রম ব্যর্থ প্রতিপন্ন হোলো। দ্বিতীয় রাত্র তৃতীয় রাত্রে কোনরকমে কুটিরের অভ্যন্তরে গুহা-নির্ম্মাণ সম্পন্ন হোলো। তরুণদের আশীর্ব্বাদ করে গুহায় প্রবেশ করলেন সীতারাম।

এইবার আরম্ভ হোলো এক নব অধ্যায়। সংসার-জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্বল সহধর্মিণী চলে গেছেন—অধ্যাত্ম-জীবনের গুরু বন্ধু উপদেষ্টা চলে গেছেন। এবার তিনি একা। একেবারে নিঃসঙ্গ! এবার ডুব দেবেন তিনি গভীরে—সীমাহীন অতলস্পর্শ সাগরের শেষ স্পর্শ লাভ করতে। সম্বল তাঁর ইষ্ট, সম্বল অতীন্দ্রিয় জগতের গুরু, সম্বল তাঁর মন্ত্র! জীবন-মরণের সীমারেখা যদি সহসা সরে যায়, তাতেও দৃক্‌পাত করবেন না সীতারাম। কঠোর সংকল্প—স্থির সংকল্প নিয়ে বসলেন সীতারাম। শুদ্ধ সংকল্প নাকি দুর্জ্জয়, দুর্লঙ্ঘ্য!

দুর্নিবার আবেগ নিয়ে গুহাশ্রয়ী হলেন এবার সর্ব্বত্যাগী, সন্ন্যাসী সীতারাম।

আহার স্বল্প হয়ে এলো। ক্ষীণ হয়ে এলেন সীতারাম। বাড়ীতে উৎকণ্ঠা বাড়লো।

কে করে দেহের চিন্তা! অনলস কর্ম্মী চালালেন তাঁর অধ্যাত্ম-পরীক্ষা। সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন সীতারাম। সীতারাম বলছেন,

'প্রণব জপ করতে করতে প্রথমে ঘড়ির আওয়াজ আসে। তিন চার দিনের মধ্যেই দক্ষিণ ও বাম কর্ণের নিকট পুরুষ ও বামাকণ্ঠে 'হরে কৃষ্ণ' নাম শুনি। ঘড়ির শব্দ বাইরে হচ্ছে। কোন কীর্ত্তনের দল আসছে মনে করি। তা নয়। শব্দ ভেতরেই। বোধ হয় পাঁচ-ছয় দিনের মধ্যে বহু যন্ত্রে, বহু কণ্ঠে—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাম রাম রাম হরে হরে—দিবারাত্র নাম-কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। সন্ধ্যাকালে আরত্রিকের বাজনা জোর হোতো। পথ ভুল হোলো কিনা জানবার জন্যে বোধহয় মাসের মাঝামাঝি উত্তমাশ্রমের ঠাকুরের কাছে যাই। তিনি বলেন, —'না, পথ ভুল হয়নি। তোকে ঠাকুর সমস্ত রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন!'

সমস্ত রাস্তা মাড়িয়েই তিনি চলেছেন! পথের দ্বন্দ্ব নিরসন করবেন বলেই সকল পথের সন্ধান যে তাঁর জানা চাই! এ জানা শুধু জানা-শোনা নয়—প্রত্যক্ষ জ্ঞান। দিব্য-জ্ঞান দিতে বসে পথ নিয়ে না সংশয় জাগে, তাই তাঁর এই অভিযান! আবার বলছেন সীতারাম,

—পরে 'আকাশ' এসে উপস্থিত হয়। আশ্রমের ঠাকুর বললেন— 'তুই বিরাটে গিয়ে পড়লি।'

মৌন-ভঙ্গে ছুটলেন সীতারাম হাওড়ার স্বর্গীয় বিজয়কৃষ্ণ চাটুজ্যে মশায়ের কাছে। সরলভাবেই প্রশ্ন করলেন,—মন্ত্র চলে গেল, ইষ্টদর্শন হোলো না। কি করে ইষ্টদর্শন হবে?

তিনি বললেন,—মহাকাশে হবে! খুব সাবধানে অগ্রসর হও।

সাধনার বিরাম নেই। বন্ধুরা কেউ কেউ মন্তব্য করলেন, 'স্নায়বিক দুর্ব্বলতা।' এ-সব মন্তব্য কে গ্রাহ্য করে?

'নির্ঝর হইতে যবে বাহিরায় নদী, কার সাধ্য রোধে তার গতি!'...

গুরুপুত্র শঙ্কর বলেন,—কাকামণি আর আমাদের আর পড়াতে পারলেন না। মুখ বন্ধ। দু'জনেই অপ্রস্তুত! আমার তখন পুরাণের উপাধি-পরীক্ষা সামনে। তাঁরই উপদেশে উত্তমাশ্রমের ননীগোপাল পণ্ডিত মশায়ের কাছে পাঠ নিতে যাই।

তিনি কর্ম্মত্যাগ করেন নি।

কর্ম্মই একে-একে তাঁকে ত্যাগ করে চলে গেল!

দুর্ব্বার গতিতে এগিয়ে চললেন সীতারাম। একের পর এক রহস্য তার যবনিকাখানি খুলে নতুন নতুন আলো দেখাতে লাগলো!

ক্রমে প্রণবের প্রকাশ হোলো।

সীতারাম লিখ্‌ছেন,—

সন ১৩৪০।৪১।৪২।৪৩ এই কয়েক বৎসরে সাধন-রাজ্যে বহু ঘটনা হয়ে গেছে। ব্রহ্ম-মন্ত্র কলসে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে গ্রহণ, যজমানের কাজে যাবো না এরূপ সঙ্কল্প, ১০।১২ ঘণ্টা করে আসনে ভাবাবিষ্ট হয়ে অবস্থান, ইত্যাদি ইত্যাদি বহু ঘটনা আছে।...

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৩৪৩ সালে ক্ষেত্র-সন্ন্যাস—ডুমুরদহ ত্যাগ করবো না। শাস্ত্রমত ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্ম গ্রহণ, চাতুর্মাস্যে নিত্য হোম, তর্পণ ইত্যাদি ইত্যাদি।...

চকমকি ঠুকে আগুন করতাম। ধীরে ধীরে কর্মের অবসান। একে একে সন্ধ্যা আহ্নিক পূজা পাঠ ১৩৪০ সাল থেকে বন্ধ হতে থাকে।

তেরশো তেতাল্লিশ সাল।

সীতারাম প্রণব-সিদ্ধ হয়ে নাম গ্রহণ করলেন 'ওঙ্কারনাথ'। নাম পেলেন তিনি ধ্যানে।

তিনি প্রেরণা পান যে উৎস থেকে, সেখানে অহমিকার লেশমাত্র নেই। সেখানে সব তুমি!

সেই উৎস-মুখ থেকেই স্বতঃ উৎসারিত হয়ে এলো এই নাম ওঙ্কারনাথ। কৌপীন গ্রহণ করলেন। কৌপীন দান করলেন আশ্রমের স্বামীজী।

সন্ন্যাসী সীতারাম! এখন থেকেই তিনি সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ।

সীতারাম এসম্পর্কে বিশদভাবে লিখছেন,—

প্রথমে ত্রিবেণীতে যেখানে দীক্ষা হয়েছিল, সেই ঘর ইষ্টক-স্তূপে পরিণত হয়। কিছু পরিষ্কার করে ঘট-স্থাপন করত বটপত্রে ওঙ্কারনাথ নাম লিখে নামগ্রহণ ও পুরাতন বস্ত্রের কৌপীন ও বহির্বাস গ্রহণ করি। পরে ত্রিবেণী থেকে এসে আশ্রমে যাই। আশ্রমের ঠাকুর নূতন বহির্বাস আর কৌপীন দিয়ে বলেন,—আজ হতে তোর নাম ওঙ্কারনাথ।

সীতারামদাস নামটী শ্রীগুরুদেব অনেক দিন আগে দিয়ে ছিলেন।

গোমুখী হতে গৈরিকস্রাবী গঙ্গার মত বেরিয়ে এল ওঙ্কার-তত্ত্ব। অপূর্ব্ব এর বিশ্লেষণ-ভঙ্গিমা! অপূর্ব্ব এই অবদান! অমৃত-সমুদ্রে ডুব দিয়ে এখন উঠে আসছে রাশি রাশি মণিমুক্তা? সেই সব মণিমুক্তা দিয়ে গাঁথা হয়ে যাচ্ছে বিনিস্থতার হার! কা'রা পরবে কণ্ঠে? কা'রা সেই ভাগ্যবান্? কারা সেই ভাগ্যবতী? আসুক তারা ভবিষ্যতের অগ্রদূত হয়ে —আজ রইল এই অমূল্য হার তাদের সেই অনাগত দিনের জয়মাল্য হয়ে।

এখন মুক্তপক্ষ বিহঙ্গম তাঁর স্বর্ণ-পক্ষ বিস্তার করে উড়ে চলেছেন দূর মহাশূন্যে। সেই মহাশূন্যে জ্যোতির্লোকে তাঁর নিত্য উড়ে চলা। তবু মাটির ডাকে সাড়া দেন, নেমে আসেন তিনি ধরার ধূলার মাঝে—হীন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পতিতের লাগি। যে আনন্দের বন্যায় তিনি নিজে ভেসে চলেছেন, সেই বন্যায় তিনি সকলকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চান। দুঃখী মানুষের দরদে তাঁর বুক যে ভরা! আনন্দলাভের আশায় মানুষ দেহ গেহ ধন জন নিয়ে সংসারের অন্ধকূপে পড়ে হাবু-ডুবু খাচ্ছে। আনন্দলাভ করতে এসে নিরানন্দের অন্ধকারে আলো খুঁজে বেড়াচ্ছে। মুক্তিপথের দিশারী তাই আলোকবর্ত্তিকা হাতে নিয়ে এগিয়ে বলছেন—'এস এই পথে। আমি আলোর সন্ধান পেয়েছি—আমাকে অনুসরণ কর—আমি তোমাদের এই অমাদ্ধকারময় গভীর গহ্বর হতে, নিয়ে যাবো আলোর রাজ্যে—তোমাদের সব আকুলি-ব্যাকুলি থেমে যাবে!'

যিনি অ-ধরকে ধরতে সক্ষম হয়েছেন—যিনি স্থিরকে ধরে সকল অস্থিরতার সমাধি করেছেন—তাঁর ব্যাকুলতা এই দুঃখী মানুষগুলির জন্যে। যারা এগিয়ে আসছে, তাদের দু'বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরছেন তিনি—যারা আসতে পারছে না, ছুটে গিয়ে তাদের বুকে তুলে নিচ্ছেন। এই প্রেরণা আসছে তাঁর অন্তর থেকে আদেশের মত। আদর্শ পুরুষ তিনি, তাই আদেশকে অবহেলা করেন না। ব্যক্তিত্বের লয় হয়ে গেছে, তাই 'ব্যক্তি' তিনি আজ নন। যা ব্যক্ত হচ্ছে, তা একটা দৈবী প্রেরণা মাত্র। তাই তাঁর সমগ্র প্রতিভাকে একত্র করে তাঁকে প্রতিভাধর আখ্যা দেওয়া হাস্যকর। প্রতিভার উর্দ্ধে আছে দৈবী প্রেরণা। নব নব প্রতিভার জন্ম ও মৃত্যু দিয়ে এই দৈবী প্রেরণা নিজেকে মুক্ত রাখে মুক্তির আস্বাদ সর্ব্বদা গ্রহণ করেই। প্রতিভা শব্দ দিয়ে তাই একে বন্দী করার চেষ্টা বৃথা। নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধির নাম হোলো প্রতিভা, আর নব নব প্রতিভার জন্মদাত্রী হোলো এই প্রেরণা। এখানে প্রয়াস নেই, আছে প্রচণ্ড বেগ।

সংশয় আর বিস্ময় দিয়ে ঢেকে আছে মানুষের মন। সে সব-কিছু যাচাই করে নিতে চায় তার মননশীলতা দিয়ে। তাই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, স্পর্শযোগ্য নয়—তারই পরে তার অবিশ্বাস। সে ভাবেনা ইন্দ্রিয়ের পরিধি কতটুকু। প্রতিটি শ্বাসের সঙ্গে তার আশ্বাস ক্ষীণ হয়ে আসছে। তবু ইন্দ্রিয় দিয়েই সে সব-কিছু উপলব্ধি করতে চায়। অতীন্দ্রিয় জগতের বার্ত্তায় তাই তার বিস্ময়—তাই তার সংশয়। মূল্য দিয়ে সে মহামূল্য মণির মাপ করতে চায়। কিন্তু যা অমূল্য, যেখানে জগতের সকল ঐশ্বর্য্য মাথা নত করে দাঁড়িয়ে থাকে, সেখানে? সেখানে সে-সম্পদ্ আহরণ করবে সে কোন্ মূল্য দিয়ে?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেখানে চাই বিশ্বাস, চাই শ্রদ্ধা। উদ্ধত অহঙ্কারে মাথা উঁচু করে নয়, পরন্তু পরম শ্রদ্ধায় অবনত মস্তকে আসতে হবে মহাজনের পদপ্রান্তে। ভিক্ষুকের দীনতা নিয়ে প্রার্থনা জানাতে হবে, পরম সম্পদের অধিকার লাভের জন্যে। 'প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।' এই রীতি, এই নীতি। একে লঙ্ঘন ক'রে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা অপসারণ করা অসম্ভব।

সীতারাম কিন্তু এই দুর্লঙ্ঘ্য বাধাকেও সবলে সরিয়ে দিয়ে বলছেন—শ্রদ্ধা অশ্রদ্ধা, বিশ্বাস অবিশ্বাস, সব ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নাম করে যা। নামের শক্তিই তোকে শ্রদ্ধা দেবে, বিশ্বাস দেবে, ভক্তি দেবে—পরমকে পাইয়ে দেবে। কবে ভক্তি আসবে—কবে রুচি আসবে, বিশ্বাস আসবে, তার জন্যে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবি আর নরকের দাসত্ব করবি? ছুঁড়ে ফেলে দে বিচার-আচার। হেলায় শ্রদ্ধায়, ভক্তিতে অভক্তিতে, শুচিতে অশুচিতে, খেতে শুতে, উঠতে বসতে কেবল 'নাম' কর। নাম-ই তোকে সব করিয়ে নেবে। তোকে কিছু করতে হবে না!

পাপী তাপী, রোগী শোকী, ধনী নির্ধন, বালক বৃদ্ধ সবাইকে ডেকে বল্‌ছেন,—সব সংশয় দূরে রেখে কেবল নাম কর, নাম কর! সব ভাবনার শেষ হ'য়ে যাবে।

আশা আর আশ্বাসে দুলে উঠ্‌ছে দুঃখী মানুষের মনগুলি। তারা নাম করছে সজনে বিজনে, নাম করছে একা—নাম করছে অনেকে মিলে। নামের বন্যা এসে গেছে। দলে দলে, দিকে দিকে আজ নামের উৎসব চলেছে।

এই প্রেরণা প্রথম পান তিনি তাঁর গুরুদেবের কাছ হতেই। মৌন-কালে গুরুদেব স্বপ্নে দর্শন দিয়ে বলেন—তোমার সেব্য-সেবক ভাব। তারপর বলেন—নাম প্রচার করতে হবে। যদিও মধুর ভাবের সাধনাতেও তিনি সিদ্ধ, তবু সেবক ভাবেই তিনি নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন। 'সখি কেবা শুনাইল শ্যাম নাম' বল্‌তে বল্‌তে তিনি সমাধিস্থ হয়ে পড়েছেন, এ দৃশ্যও বিরল নয়।

বিরক্ত শিষ্যদের লক্ষ্য করে কিন্তু বলছেন—দাস্যভাব বড় নিরাপদ। মধুর ভাবের সাধনা বড় কঠিন। শিব না-হ'য়ে শিব সাজতে যাওয়ার ফ্যাসাদ অনেক। বিষের জ্বালা আর সাপের কামড়ে অস্থির করে দেবে। তাঁর শিষ্যরা তাই কিঙ্কর। ভগবানের দাস!

সব পথই তিনি মাড়িয়েছেন, তাই কোন পথের পরেই তাঁর বিদ্বেষ নেই। তাঁর ক্রিশ্চান ও মুসলমান শিষ্যও আছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সীতারাম প্রথম অর্থাৎ ১৩৩০ সাল হ'তে ১৩৪২ সাল পর্যন্ত কোন শূদ্রকে দীক্ষা দান করেন নি। তিনি লিখছেন :—প্রথম ১৩৩০ সালে দীক্ষা দিই। ১৩ বৎসরে ৪৩জন শিষ্য হয়। ১৩৪৩ সালে দ্বিতীয় আদেশের পর ৬জনকে মন্ত্র দিই। দুজনেই প্রথম শূদ্র শিষ্য। অনুমান ১৫।১৬ হাজার টাকা ব্যয় ক'রে ভুজেন পুরীধামে দু'টি আশ্রম করে দিয়েছে।

'নাম'-প্রচারের মূলে আছে এই প্রেরণা।

তেরশো চুয়াল্লিশে—মৌনাবস্থায় রয়েছেন! আঠারই ফাল্গুন এক অদৃশ্য শক্তি অহরহ তাঁর কানে ঝঙ্কার দিয়ে বলছে—ঋষি! তুমি ঝাঁপিয়ে পড়।

কোথায় ঝাঁপিয়ে পড়বেন তিনি? কোন্ অকূল সমুদ্রে? ইঙ্গিতের অর্থ খুঁজতে তিনি হৃদয়-সাগরে ডুব দিলেন। সেই হৃদয়-সাগর মন্থন করে ওই একই অনুজ্ঞা বেরিয়ে এলো—নাম-প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে!

ঝাঁপিয়েই পড়লেন তিনি। একা নয়, সদলে। শিষ্যদের নিয়ে দলে দলে ছুটে চল্‌লেন তিনি নামের জয়ধ্বজা স্কন্ধে নিয়ে গ্রামে নগরে বনে বনান্তরে—দেশে দেশান্তরে। কানন কান্তার, গগন পবন মুখর হ'য়ে উঠলো অপূর্ব্ব নামের শব্দে। সম্প্রদায়ের নাম হ'লো এখন 'জয়গুরু সম্প্রদায়'। পাগল-করা সীতারাম গুরু-পাদুকা বক্ষে নিয়ে নাম বিলোতে ছুটলেন সকল স্তরের মানুষের দ্বারে দ্বারে। নদীয়ার পাগল গোরারায়ের পর বুঝি ভারতবর্ষ এমন নাম-পাগল কীর্ত্তনীয়া আর দেখে নি!

ভক্ত সুশীল বলেন,—ঠাকুর, তোমার নাম সর্ব্বনাশা। ও সব নাশ করতে ছুটে আস্‌ছে। ধন জন দেহ গেহ সব যেতে বসেছে। তুমি মড়ক লাগিয়েছ, ঠাকুর! এ মহামারীতে কারো রক্ষা নেই। আমি কতো মানা করেছি সকলকে—ওরে, তোরা যাসনে ওই সর্ব্বনাশা নাম শুনতে! ও নাম কেউ করিস্ নে! তোদের সর্ব্বস্ব যাবে—তোদের সর্ব্বনাশ হবে। হায়, কেই বা কার কথা শোনে! মহামারী ডেকে এনেছ, ঠাকুর! মহামারী ডেকে এনেছো! কারো রক্ষা নেই, আমার ক্ষুদ্র শক্তির সাধ্য কি যে এ মড়ক নিবারণ করি!

ব্যাজ-স্তুতি। কিন্তু খাঁটি কথা। সব যাবে—সর্ব্বস্ব যাবে। স্ব নিয়েই ত যত জ্বালা। স্ব ত্যাগ করে নিঃস্ব হতে পারাই ত শ্রেষ্ঠ সুখ। দেহ, গেহ, স্বাস্থ্য, সম্পদ্, স্ত্রী-পুত্র-সংসার সবই ত তোমার! সীতারাম তাই অরণ্যে যাবার উপদেশ দেন না, নারীকে নরকের দ্বার বলে হতাদর করেন না—সংসারকে সবচেয়ে অপবিত্র স্থান বলে ঘোষণা করেন না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সীতারাম বলেন,—সংসারটি ঠাকুরের। আমি তাঁর দাস। দাস হয়ে ঠাকুরের সংসারে বাস করছি। ঠাকুরের সেবা করছি। এ ত আনন্দের কথা! এখানে ভয় করবো কাকে? মহামায়া 'মা' হয়ে নারী-রূপে আমাব নয়নপাতে খেলা করে বেড়াচ্ছেন। মাকে ভয় করে কোন্ অরণ্যে আপনাকে লুকাবো! আমার ঠাকুর যে বৈকুণ্ঠে বাস করেন। সেখানে ভাল মন্দ, সৎ অসৎ, স্বর্গ নরক—সহস্র কুণ্ঠার অবসর কোথায়? 'তুঁহু তুঁহু' করে নামে মসগুল হ'য়ে যাও—নিত্য বৈকুণ্ঠে বাস হবে—বৈকুণ্ঠ-পতির দর্শনলাভ হবে, সঙ্গলাভ হবে।

নাম-প্রচারে নামবার পূর্ব্ব হতেই সীতারাম বল্লেন,—নাম-প্রচারের পূর্ব্বে ছাত্র ও অধ্যাপক অবস্থায় চাতুর্ম্মাস্যে হবিষ্যি করতাম। একবেলা খেতাম, পাঠ নাম দিবারাত্র চলতো না। ১৩৪৪ সালে প্রথম চাতুর্ম্মাস্য কলিকাতায় আরম্ভ হয়। চারমাস একস্থানে অবস্থান। নবরাত্রি অখণ্ড নাম-সংকীর্ত্তন। সেবার নবমী ২দিন হওয়ায় দশদিন অখণ্ড নাম হয়েছিল। তিনি চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত সুরু করেন। এ চারমাস কাল চলে তাঁর দিবারাত্র নাম, পাঠ, আলোচনা। আসে সহস্র সহস্র শিষ্য, ভক্ত, জিজ্ঞাসু, পিপাসু। অনলস অতন্দ্র সীতারাম প্রত্যেককে সমানভাবে সাদরে গ্রহণ করেন। সহস্র সহস্র প্রশ্নের সমাধান করে দেন সহজভাবেই। চির-প্রসন্ন সদাহাস্য-মুখ আনন্দময় পুরুষ এই সীতারাম! শ্রেয়ঃ লাভ করেছেন, শান্তি তাই তাঁর আননে নৃত্য করছে সর্ব্বদা! ওই মুখের পানে তাকিয়ে তাই রোগী রোগ ভুলে যায়, তাপী তাপ ভুলে যায়। জোতির্ম্ময় নয়নে শান্তির শতদল টলটল করছে। মনে হয় দুঃখী মানুষের দুঃখে মুক্তার মত পবিত্র একবিন্দু অশ্রু এখনই বুঝি কপোলতল বেয়ে গড়িয়ে পড়বে! ভাষার কি মাধুর্য্য। মুখের দুটি কথায় যেন অমৃতের সিন্ধু!—বুকের দরদে দীন মুহূর্ত্তে সম্রাট্ হয়ে যাচ্ছে!

সীতারামের মাত্র একটি বিলাস। একেবারে রাজকীয় বিলাস! সে বিলাস হোলো অন্নদানে। হাজার হাজার মানুষ প্রসাদ পেয়ে যাচ্ছে। সীতারামের সে কি উল্লাস! আয়োজনের অবশ্য আড়ম্বর নেই, তবু প্রত্যেকের কাছে গিয়ে প্রশ্ন করছেন, কি বাবা, পেটটা ভরলো তো?

পেট ভরবার আগেই বুক ভরে যায়। আনন্দে কণ্ঠ দিয়ে অন্ন যেন আর নামতে চায় না। প্রত্যেকেই ভাবে সীতারাম বুঝি তাকেই বেশী ভালবাসেন। এক সীতারাম যেন 'শত সীতারাম' হয়ে সেই মহাযজ্ঞের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীআনন্দময়ী আশ্রম সংগ্রহশালা, বারাণসী

মাঝে ঘুরে বেড়ান। কখন ভাঁড়ারে এসে জিজ্ঞেস করেন—মাল মজুত আছে ত?

ভাঁড়ারী সবিনয়ে বলে—আজ পর্য্যন্ত অভাব ত দেখতে পেলুম না!

সীতারাম হেসে অন্যত্র চলে যান।

আরও অনেক কাজ আছে।

অনেকে আসতে পারেনি। পত্রে তারা নিবেদন করেছে তাদের প্রার্থনা! সে প্রার্থনা লৌকিক-পারলৌকিক। হীরে খুঁজতে এসে অনেকে জিরে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

সীতারামের বিরক্তি নেই। পত্রগুলি পড়েছেন, হাসছেন আর সাজাচ্ছেন। পায়ের তলায় তখনও প্রণাম গড়াগড়ি যাচ্ছে। মাঝে মাঝে দু'চারখানা পত্র আলাদা করে রেখে দিচ্ছেন। ওগুলো অত্যন্ত সাধারণ পত্র। গোবিন্দজী জবাব দিয়ে দেবেন, উনি দেবেন তাতে তাঁর স্বাক্ষর। বেশীর ভাগ পত্রের জবাব এখনও তিনি স্বহস্তে লিখে দেন।

দুপুরেও বিশ্রাম নেই। খাওয়াতে-দাওয়াতে প্রায় অপরাহ্ন। হয়তো দু'একজন বিশিষ্ট অতিথি-অভ্যাগত এসেছেন। তাঁরা বসে রয়েছেন। প্রসন্ন-আলোচনা চালালেন সীতারাম তাঁদের সঙ্গে। কয়েকজন সন্ধ্যার গাড়ীতে ফিরে যাবেন। সীতারাম উঠলেন প্রণাম নিতে। সকলের প্রণাম নিলেন—কুশল জানালেন। যারা এখনও আসেনি, তাদের খবর নিলেন। হয়ত কারো গলাটি জড়িয়ে শিশুর মতো সরলভাবে বল্‌লেন—আবার কবে আসবি তুই?···সন্ধ্যা হ'লো। মৌনের ঘণ্টা বাজলো। ধূলোর ওপরই বসে পড়লেন সীতারাম সকলের সঙ্গে। প্রথম প্রার্থনা, তারপর দশমিনিট মৌন। ইষ্টমন্ত্রজপ — ইষ্টচিন্তা। তারপর প্রার্থনা,—'মদেক প্রাণনাথায়·····', 'অসৎ হইতে মোরে লয়ে চল সতে।' প্রার্থনার পর পাঠের আয়োজন। অপূর্ব্ব এই পাঠ। এর একটি সুন্দর মনোরম বিবরণী লিখেছেন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক প্রমোদরঞ্জন গুপ্ত (স্তবকুসুমাঞ্জলি):

পাঠের একটি বিশেষ অঙ্গ হচ্ছে সীতারামের গল্প বা আখ্যায়িকা। শুধু সুন্দর বল্‌লে এর ঠিক অর্থ হয় না। তাঁর মধুর কণ্ঠে উচ্চারিত সেই আখ্যানে যে কি আকর্ষণ আছে, তা ব'লে বোঝান অসম্ভব। সে গল্প শুধু উপভোগ্য, বর্ণনযোগ্য নয়। তাও সে গল্প কি একটি-দুটি? কত গল্প কতদিন তিনি করে যান উপদেশ-ছলে। ভাগবতে আছে—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয়ান্ ধ্যায়তশ্চিত্তং বিষয়েষু বিষজ্জতে।
মামনুস্মরতশ্চিত্তং ময্যেব প্রবিলীয়তে॥

অর্থাৎ বিষয়-চিন্তা করে-করে বিষয়ী বিষয়েই ডুবে যায়, আর আমাকে অনুসরণকারী চিত্ত আমাতেই লীন হয়। এই বাণীকে উপলক্ষ করে যে গল্পটি তিনি বলেন, তা হচ্ছে এই—

একদা এক গুব্‌রে পোকার সঙ্গে এক ভোমরার ভারী বন্ধুত্ব হয়। ভোমরা পদ্মের মধু খায়—তার মধুর স্বাদ সম্বন্ধে নিত্যই সে কত ব্যাখ্যা করে! শুনে, গুব্‌রে পোকার সাধ হেলো পদ্মের মধু পান করতে। একদিন প্রকাশ্যে বলেই ফেললো—বন্ধু, তোমার পদ্মমধু আমায় পান করাতে পারো?

ভোমরা রাজী হয়। সঙ্গে করে নিয়ে যায় বন্ধুকে পদ্মের মধু পান করাতে। পদ্মফুলে বসে হেলে-দুলে দুই বন্ধুতেই মধু খায়। ফিরে এসে ভোমরা জিজ্ঞেস করে,—বন্ধু! পদ্মমধু কেমন লাগলো। গুবরে পোকা তেমন উৎসাহ না দেখিয়ে বল্‌লো—এমন কি? বিস্মিত হ'য়ে ভোমরা বলে—হাঁ করত দেখি তোমার মুখের ভেতরটা? গুব্‌রে পোকা হাঁ করতেই ভোমরা এক গাল হেসে বলে—একি করেছ বন্ধু! তোমার মুখে যে একমুখ গোবর। তুমি কি ক'রে মধুর আস্বাদ গ্রহণ করবে! লজ্জিত হয়ে গুব্‌রে পোকা বলে—কি জানি ভাই, নিজের খাদ্য ফেলে অনিশ্চিতের পথে পা বাড়াতে সাহস হোলো না, তাই নিজের সঞ্চয়টা মুখে পুরেই চলে এসেছি। ভোমরা বলে—তা হবে না। একেবারে মুখ ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে হয়ে আসতে হবে। একটু অনিচ্ছার সঙ্গেই গুব্‌রে পোকা বলে—আচ্ছা, তাই হবে।

পরদিন গুব্‌রে পোকাকে নিয়ে ভোমরা আবার পদ্মের পাপড়িতে গিয়ে বসলো। তার আগে এবার তার মুখ পরীক্ষা করে নিল। দেখলো এবার সত্যিই সে পরিষ্কার মুখে এসেছে। আরম্ভ হ'লো মধুপান। এমন আস্বাদ ইতিপূর্ব্বে পায়নি গুব্‌রে পোকা তার জীবনে। ভোমরা জিজ্ঞেস করে—কী বন্ধু কেমন লাগছে? গুব্‌রে পোকা উত্তর দেবে কি! সে তখন তন্ময় হ'য়ে গেছে! সে কেবল বলছে—হুঁ।

সময় হ'লো। এবার ফিরতে হবে। ভোমরা তাকে বলে—এস বন্ধু ফিরি। এবার সময় হ'লো। কমল মুদে আসছে। গুব্‌রে পোকা বলে—হুঁ। আসতে আর চায়না। শেষে অতিকষ্টে বলে—তুমি ফিরে যাও বন্ধু! আমি আর ফিরবো না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই হোলো বিষয়ানন্দ আর ব্রহ্মানন্দের প্রভেদ। সব নেশার চরম নেশা। একবার এ-নেশায় পেলে আর নিস্তার নেই। দিবারাত্র কোথা দিয়ে চলে যাবে, তার হুঁস থাকবে না। আনন্দ-পাগল মানুষ ভোর হয়ে যাবে নেশায়। ভ্রমের ঘোর কেটে যাবে—কেটে যাবে ভবের ঘোর। বিষয়-আনন্দ কত অসার কত ক্ষণস্থায়ী ততদিন বোধ হবে না, যতদিন এই ব্রহ্মানন্দের স্বাদ পাবে।

এমনই এক-একটি অমৃতের বড়ি ছুঁড়ে-ছুঁড়ে ফেলে দেন সীতারাম। একটি নয় দুটি নয়, এরূপ অজস্র গল্প সীতারাম উপদেশছলে বলে যান অনায়াস ভঙ্গীতে। পাঠে বসে সীতারাম প্রায়ই দুরূহ তত্ত্বের অবতারণা করেন না। সরল সহজ সকলের বোধগম্য নীতি-উপদেশই দেন তিনি প্রায়শঃ—যার মর্ম্ম হচ্ছে 'পিতৃদেবো ভব, মাতৃদেবো ভব, আচার্য্যদেবো ভব, অতিথিদেবো ভব।' পিতামাতার সেবা কর, গুরুসেবা কর, অতিথি-সেবা কর—তোমার চতুর্বর্গ ফল লাভ হবে। নারীদের সম্বোধন করে বলেন, একমাত্র স্বামীসেবার দ্বারাই তোমাদের মুক্তি, তোমাদের অন্য ধর্ম্ম-কর্ম্ম নেই। সঙ্গে সঙ্গে উপহার দেন সুন্দর সুন্দর আখ্যায়িকাগুলি। সোনালী রূপকথার মত সেই আখ্যায়িকাগুলি বেরিয়ে আসে একের পর আর। ভগবৎ-প্রসঙ্গ সুরু হয় ভাগবত-প্রসঙ্গ দিয়ে। লীলাচিন্তন করতে করতে সহসা এক সময় সমাধিস্থ হয়ে পড়েন। কীর্ত্তন দিয়ে রাম নাম দিয়ে সে সমাধি ভঙ্গ করানো হয়।

রাত্রে ভোগ-আরতি। পরে প্রসাদ পাওয়া ও সকলের শয্যাগ্রহণ। সীতারাম চলেন তাঁর কুটিরে। সেখানে চলে তখনও শাস্ত্রপাঠ। কখন কখন বেরিয়ে আসেন গভীর রাত্রে। কীর্ত্তন-মণ্ডপে চলেছে অবিরাম নাম-কীর্ত্তন। সীতারাম যোগ দেন কীর্ত্তনে। বেশীক্ষণ কীর্ত্তন এখন আর তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। শীঘ্রই সমাধিস্থ হয়ে যান সীতারাম। ভোররাত্রের দিকে কোন কোন দিন বিশ্রাম নিতে কুটিরে প্রবেশ করেন সীতারাম। আবার পাখীর ডাকের সঙ্গে সঙ্গে জেগে ওঠেন তিনি নিত্যকার প্রয়োজনে।

নিজের কর্ত্তব্য আজ তাঁর ফুরিয়েছে, তবু লোকশিক্ষায় আজও তিনি কর্ত্তব্যে কঠোর। সেখানে এতটুকু ত্রুটি নেই। নীরন্ধ্র কর্ম্মের মাঝে চলেছেন কর্ম্মাতীত সীতারাম। কোমলে-কঠোরে অপূর্ব্ব সীতারাম! আদর্শ কোথায় পাবে আজ কলিহত জীব? তাই আদর্শপুরুষরূপেই প্রতিভাত হন সীতারাম। গীতায় শ্রীভগবান্ বলেছেন :

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি ॥ ৩য় অঃ ॥২২॥
যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥ ৩য় অঃ ॥২৩॥

বর্ণাশ্রমী সীতারাম তাই বর্ণে বর্ণে আশ্রম-ধর্ম্মকে মান্য করে সকলকে মানতে শেখান। এইখানেই তাঁর বৈশিষ্ট্য। তাঁর কোন উপদেশ শুধু পুঁথিগত নয়। প্রত্যেকটি উপদেশ তাঁর প্রাণের—তাঁর আচরিত, পরীক্ষিত উপদেশ।

এমনিই চাতুর্ম্মাস্য চলে প্রায় প্রতিবৎসরই। 'প্রায়' বলা হোলো কারণ এক এক বৎসর মৌনান্তকাল চাতুর্ম্মাস্য-কালকে অতিক্রম করেই অগ্রসর হয়। বহির্জগতের সঙ্গে সব সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে সীতারাম তখন অন্তর্জগতেই মগ্ন থাকেন। সেখানে তখন দিবারাত্রি সব সমান হয়ে গেছে—দেশ-কালের পরিধি তখন আপন সীমারেখা হারিয়ে ফেলেছে। সেখানে চলেছে তখন শুধু ধ্যান-ধারণা আর সমাধি। যেটুকু ধ্যান-জগতের বাইরে আসেন, সেটুকু কেবল অধ্যাত্ম-গ্রন্থপাঠ ও অধ্যাত্ম-প্রবন্ধ রচনায় কাটে। একটা অখণ্ড আধ্যাত্মিক পরিবেশ!

চাতুর্ম্মাস্য চলেছে দিগসুইএ। সহসা সংবাদ এলো সীতারাম অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। শিষ্যদল ব্যাকুল হয়ে ছুটে চললো সেখানে। রোগী দেখে তারা অবাক! যথানিয়মে নিত্যকর্ম্ম করে যাচ্ছেন সীতারাম সুস্থ মানুষের মতই। অথচ জ্বর-আমাশয়ে আক্রান্ত তিনি। এক শিষ্য জিজ্ঞেস করতেই একগাল হেঁসে বললেন—হাঁ রে! এটা (শরীরকে দেখিয়ে) ভুগছে। দেখ্‌না, দীনবন্ধু কত ফুঁড়েছে। ওষুধ দিয়েছে। খুব জব্দ হয়েছে এটা!

কে যে জব্দ হোলো ভেবেই পায়না শিষ্য।

রাত্রে বিশ্রামের আগে তিন চার জন শিষ্য বসে আছেন তাঁর পায়ের কাছে। সীতারাম বলছেন,

—তোরা বলছিস যন্ত্রণা হচ্ছে, কষ্ট হচ্ছে! কিন্তু কে ভোগ করবে বল ত? চোখ বুঁজলেই যে আলোর কিরকিট্টি! সেখানে দেহের ভোগ কি করে দাঁড়ায় বল ত?

আবার বলছেন,

—ছাখ্‌ এবারটা ঠিক হোলো না। আর-একবার আসতে হবে। সেবার বেশ করে জাঁকিয়ে আসতে হবে!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বুঝতে পারেনা শিষ্যেরা তাঁর অন্তর্নিহিত বাণী! জাঁকিয়ে আসবেন তিনি কোথায়? কাদের জন্যে? কেন? এ শুদ্ধ-সংকল্প কাদের পরিত্রাণের জন্যে? আসছে কি আরও দুর্দ্দিন? আরো অমাদ্ধকার? আসছে কি ধর্ম্মের গ্লানি আরও দ্রুত এগিয়ে?

চুপ করে থাকেন শিষ্য ক'টি। ঠাকুরের অসুখ পাছে বেড়ে যায় এই আশঙ্কায় তাঁরা উঠে পড়েন আরো দু'এক কথার পর।

শীঘ্রই ঠাকুর সেরে উঠলেন। সবাই আনন্দিত।

ঠাকুরের-লেখা নাটক অভিনয় হবে। ডুমুরদহের ছেলেরা এসেছে নাটক অভিনয় করতে। সন্ধ্যা না হতেই দলে দলে লোক এসে জমতে লাগলো। তাদের মধ্যে কত শিষ্য, কত ভক্ত রয়েছেন। এক বিধবা যুবতী তাঁকে প্রণাম করলেন। থান থাকলেও পরণে পারিপাট্য আছে। তিনি প্রণামান্তে সীতারামকে অনুযোগ করে বললেন,

—আমায় চিন্তে পারলেন না, বাবা!

সীতারাম একটু ভাল করে নিরীক্ষণ করে উত্তর করলেন,—না ত! ক'দিন দীক্ষা নিয়েছিস্?

—গত বছর—সেই-যে হাবড়ায়···?

—তার পর সীতারামের সঙ্গ করেছিস কোথাও, কোনদিন?

—না বাবা! তবু সেদিন আমাদের ওখানে কত কথা কইলেন···।

চিন্তে না পারায় যুবতী সীতারামকে যেন একটু অপরাধী করে ফেললেন। দু'তিন বার বেশ একটু জোরের সঙ্গেই আবেগভরে বললেন—আমায় চিনতে পারলেন না, বাবা?

সীতারাম সবই বুঝলেন। একটু মৃদু হেসে কপালে দুটি কর স্পর্শ করে উত্তর করলেন,—তোমাদের কে কবে চিনতে পেরেছে, মা!

যুবতী অপ্রস্তুত হয়ে একপাশে সরে বসলেন।

সত্যিই তো! পৃথিবীর এ রঙ্গমঞ্চে মহামায়া কত রূপ ধ'রে কত রঙ্গ কত লীলা করছেন, কে তার সন্ধান পাবে!

সীতারামের অলৌকিক শক্তির কথা কত লোকের মুখে! সীতারামের মুখে কিন্তু এক কথাই তিনি বলেন,—লৌকিক-অলৌকিক তোমরা যা-ইচ্ছে বল, এটা তার প্রতিবাদ করতে চায় না। এটা কিন্তু জানে, যা-কিছু শক্তি, সব সেই নামের শক্তি। নামের অসামান্য শক্তিতে এটা বিশ্বাস-অবিশ্বাস কি—এটার কাছে তা প্রত্যক্ষ। তোরা একনিষ্ঠ হয়ে নাম করে যা, সর্ব্ব-অভীষ্ট লাভ হবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তবু শান্ত হতে চায়না সাধারণ মানুষের মন। শান্তির সুপেয় বারি সুমুখে পেয়েও ছুটে চলে তৃষ্ণার পঙ্কিল পল্বলে। গুব্‌রে-পোকার দল বিষয়ানন্দে ডুবে ব্রহ্মানন্দ-পানের আস্বাদ পেতে চায়! এই স্বভাব। তাই অভাব আর যায় না। স্বর্ণমুষ্টি হাতে তুলে দেখে কামনার কদর্য্যতায় তা ধূলিমুষ্টি হয়ে গেছে। প্রারব্ধ তার কাজ করিয়ে নিয়েছে!

পিতা এসেছেন বালক-পুত্রকে নিয়ে। পিতা প্রণামান্তে করজোড়ে প্রার্থনা জানালেন,

—ছেলেটির চোখদুটি খারাপ হয়ে যাচ্ছে, বাবা! আপনি বলুন ও ভালো হয়ে যাবে?

—অল্প বয়েস। ডাক্তার দেখা, সেরে যাবে বৈকি!

—না বাবা! ও কথা শুনছি না। আপনাকে ভালো করে দিতে হবে।

সকলের সামনেই তাঁর অলৌকিক ভক্তিকে স্বীকার করিয়ে নিতে চায় শিষ্য। প্রসন্ন হতে পারলেন না সীতারাম। তবু আবার শান্তস্বরেই বললেন সীতারাম, চিকিৎসা করাতে।

—না বাবা, আপনি ওকে সারিয়ে দিন!

ঈষৎ ভ্রুকুটি-কুটিল দৃষ্টি দিয়ে এবার বললেন সীতারাম,

—যা সামান্য দু'টাকার-ডাক্তারে সারে, তার জন্যে কেন তপস্যা ক্ষয় করাবে, বাবা! ছেলের আজ এই দৃষ্টিহানির জন্য যে তোমার যৌবনের অসংযম দায়ী, তা কি তুমি জানো না? যাও! জপের সংখ্যা বাড়িয়ে দাও। সংযত জীবন যাপন কর।

বজ্রগর্ভ এই বাণী বেরিয়ে এলো সকল অনুরোধকে শান্ত করে দিয়ে! সবাই স্থির হয়ে শুনলো তাঁর কথা ক'টি। সীতারাম এখন যেন সমুদ্র। কেউ সাহস পাচ্ছেনা নতুন কোন কথা পাড়তে।

সীতারাম নিজেই অন্য প্রসঙ্গ পাড়লেন। আবার শিশুর মত শান্ত তাঁর ভাব। মধুর স্বরে বললেন,

—হাঁ রে, একশো পঁচিশ কোটি রামনাম লেখা কতদিনে হবে? এ হারে চললে ত এটা দেখে যেতে পারবে না! এক লক্ষ করে 'কম্পাল-সারি' করা যাক, কি বল?

মাঝে মাঝে কৌতুক করে ইংরাজী বলেন সীতারাম। বলেন,—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এতগুলো যার প্রফেসর-ছেলে, তার কি দু'চারটে ইংরেজী না বললে মানায় ?

মটর ডাক্তার এগিয়ে এসে বললেন,

—এক লক্ষ নয়, বাবা তিন লক্ষ।

—বেশ, তিন লক্ষ-ই। আজই খাতা বিলাতে আরম্ভ করে দে।

তেরশো উনষাট।

গণপুরে চাতুর্ম্মাস্য চলেছে। সেখানে নিত্য মহোৎসব।

সূক্ষ্ম আকর্ষণে টানছেন তিনি একের পর আর। সেখানে সেই আকর্ষণে সকল স্তরের সব সমাজের মানুষ এসে জড়ো হচ্ছে। এ আকর্ষণ উপেক্ষা করবার সাধ্য নেই কারও। মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে অগ্রাহ্য করবে কে? মধ্যমণি সীতারাম। ঔজ্জ্বল্যে জলজল করছে সে মণি সর্ব্বদা। আলোর চেয়ে আঁধারেই তার দীপ্তি বেশী।

অধ্যাপক তারাশঙ্কর ডি. লিট. দর্শনের অধ্যাপক শুধু নন, পরীক্ষক। সদানন্দ চক্রবর্ত্তী এম্. এ. ইংরেজী শাস্ত্রের অধ্যাপনা করেন—একটু সাধারণ অধ্যাপনার উপরেই। অধ্যাপক প্রমোদ গুপ্ত এম. এস-সি.। বিখ্যাত চিত্রকর মুকুল দে ও তাঁর সহধর্ম্মিণী বাণী দেবী। সীতারাম বলেন,—মুকুল দে বাণী দে গণপুর আসে নাই; সীতারাম যখন বোলপুর যায় তখন তারা আশ্রয় নেয়। শান্তিনিকেতনের অদিতি দেবী, রাণী চন্দ—সবাই ছুটে এসে আটকা পড়ে গেলেন এই অমৃত-হ্রদে! বুদ্ধিজীবীর দল এঁরা। এঁরা গভীর চিন্তার অধিকারী—গভীর বিশ্লেষণের অধিকারী। নিঃশেষে বিলিয়ে দিলেন নিজেদের ওই অপূর্ব্ব বৈরাগীর চরণ-প্রান্তে। কী পেলেন তাঁরা? প্রশ্ন করলে, হেসে বলেন,

—জীবনে যার স্বাদ পাবার আশা করিনি, সেই স্বাদ পেয়েছি ওঁর কৃপায়। বলে বোঝানর ভাষা নেই। বিদ্যা-বুদ্ধি দিয়ে ওঁকে বোঝাবার স্পর্দ্ধা আমাদের নেই। উনি নিজে যদি কোনদিন ধরা দেন, তবেই ধরা সম্ভব, নইলে নয়। সেদিন কবে হবে জানি না। চাবি-কাঠিটি ওঁর হাতে। আমরা যা পেয়েছি, তাই যেন চালিয়ে যেতে পারি। এর বেশী আর কিছু বলবার নেই।

স্পষ্ট কিছু বলে না ওঁরা। অস্পষ্ট একটা ইঙ্গিত! তবু সে-ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন নয়, যদিও কিছুটা হেঁয়ালি দিয়ে আচ্ছন্ন। শিউরে ওঠে সর্ব্ব অঙ্গ!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুধু ত ওঁরা নন, শ্রদ্ধেয় হরিনন্দন ঝা সংস্কৃত কলেজ, (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), অনন্ত তর্কতীর্থ, নলিনীকান্ত ব্রহ্ম, কেদার পণ্ডিত মহাশয়, যোগেন পণ্ডিত মহাশয়—ওঁরা বলেন আরও স্পষ্ট কথা। অনন্ত তর্কতীর্থ মশায় ত এ-বয়সে মাথা মুড়িয়ে তবে শান্ত হলেন। বেদতীর্থ শুধু বিদ্যাগর্ব্ব ছুড়ে ফেলে পায়ে লুটিয়ে পড়লেন নয়, একেবারে ভাবের বন্যায় ভেসে গেলেন! অলৌকিক জীবন লিখলেন অধ্যাপক শশাঙ্কশেখর বাগচী। ঠাকুরের কথা বলতে গিয়ে বাক্যে জড়তা দেখা দেয়! সাহিত্যিক ভাবুক-মানুষটি ভাবের ঘোরে চলেন সীতারামের চরণ-দুটি সর্ব্বদা স্মরণে রেখে।

শান্তিনিকেতনের মুক্ত মাঠ পেরিয়ে যাঁরা এলেন, তাঁদের সাহস ও শক্তিতে বিস্ময় জাগে। কিম্বা সীতারামের শক্তি যাঁদের মধ্যে সংক্রমিত হয়েছে, তাঁদের পক্ষে বুঝি কিছুই অসম্ভব নয়! পুলিশ-লাইন ভেদ করে সীতারামের সন্ধানী শর ছোটে। মন্ত্রঃপূত শর টেনে আনে রাধারমণবাবু, ভুজেনবাবু, গিরিজাবাবু, তারকবাবুকে।

ছোট, বড়, মাঝারি তালিকা অত্যন্ত দীর্ঘ। শুধু বাংলা নয়, ভারতের প্রত্যন্ত প্রদেশের মানুষ ছুটে আসে সীতারামের আকর্ষণে।

অধ্যাপকের দল গণপুরে প্রসাদ নিতে বসেছেন। একটি ভদ্রলোক একপাশে দাঁড়িয়ে আছেন দীনভাবে। একজন অধ্যাপক তাঁর সঙ্গে আলাপ জমালেন। কথায় কথায় তিনি বল্‌লেন, তিনি এসেছেন সীতারামের কাছে দীক্ষা নিতে। সীতারাম তাঁকে আসতে বলেছেন।

সীতারাম এসে দাঁড়ালেন। অধ্যাপক তাঁকে এ সংবাদ নিবেদন করলেন। যেন কিছুটা বিস্মিতভাবে বললেন সীতারাম,

—আমি তোমায় এখানে আসতে বলেছি! কৈ তোমায় ইতিপূর্ব্বে কখন দেখেছি বলে ত আমার স্মরণ হচ্ছে না?

—আজ্ঞে না। আপনি স্বপ্নে আমায় দেখা দিয়ে এখানে আসতে বলেছেন।

একটু অপ্রতিভের হাসি হেসে সীতারাম অধ্যাপকদের পানে তাকিয়ে বললেন।

—সত্যি বলছি—'এটা' কিচ্ছু জানে না। আরও অনেকে নাকি এই রকম সব কত-কি দেখেছে। এটাকে নিয়ে ঠাকুর কী খেলা খেলাচ্ছেন, ঠাকুরই জানেন।

সীতারাম কিছু জানেন না। ওঁর ঠাকুর-ই নাকি সব জানেন। হয়ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেন, নিশ্চয়ই তাই! কিন্তু ঠাকুর তাঁকে যত খবর জানান, তার কতটুকু তিনি জানান আর সকলের কাছে?

তেরশো ষাট।

গণপুর থেকে মেমারি।

চাতুর্মাস্য চলেছে তেমনই সমারোহে। সীতারামের-লেখা নাটক অভিনীত হোলো। সবাই অভিনয় দেখে আনন্দিত। সীতারাম সারারাত একটি জায়গায় বসে প্রসন্ন-দৃষ্টি মেলে দু'রাত্রি অভিনয় দেখলেন। আশে-পাশে শিষ্য, ভক্তমণ্ডলীর দল। অনেক স্থানীয় ব্যক্তিও আছেন। কেউ বসে, কেউ দাঁড়িয়ে। সময় সঙ্ক্ষেপের জন্য কোন অংশ বাদ দেওয়া হলো। সীতারাম বলেন,—'একি করলি তোরা? একেবারে মস্তকচ্ছেদ! না-না, ওটা বাদ দেওয়া চলবে না। ও অংশটা অভিনয় করতে হবে।' সে অংশ আবার অভিনীত হোলো।

সীতারামের ধৃতি-শক্তি অসাধারণ। কোন অংশ বা বাক্য বিকৃত করলে তৎক্ষণাৎ ধরে ফেলেন। অভিনয়ে বড় আনন্দ পান সীতারাম। সবাইকে ডেকে ডেকে বলেন অমুক দিন অভিনয় আছে—অমুক জায়গার ছেলেরা অভিনয় করবে, আসিস তোরা সব। পত্র যায় চারিদিকে। অশী-তিপর বৃদ্ধ কেদার পণ্ডিত মহাশয় সাগ্রহে ছুটে আসেন সীতারামের লেখা নাটকের অভিনয় দেখতে। সীতারামের কৃপায় অভিনয় ভালই হয়। আর এক প্রস্থ সীতারামের জয়ধ্বনিতে সভা মুখর হয়ে ওঠে।

অভিনয়ের পর বসে আছেন কয়েকজন শিষ্য। তন্মধ্যে রঞ্জিত বন্দ্যোপাধ্যায় আর পদ্মলোচন মুখোপাধ্যায়ও আছেন। ভক্ত সুশীল সীতারামের ব্যাজ-স্তুতি চালিয়েছেন। কথা হচ্ছিল, যোগ-ক্ষেম বহনের কথা। সীতারামের ওপর দিয়ে তাঁর সেই পরীক্ষার চেষ্টা ও তার ফল দেখে লজ্জায় বিস্ময়ে তাঁর পরাজয় উল্লেখ করছিলেন।

অনন্ত পণ্ডিত মশায় সহসা ভক্ত সুশীলের হাত দুটি ধরে ব্যাকুলভাবে বলে উঠলেন,

—আপনি ঠাকুরের কৃপা পেয়েছেন! আপনি ঠাকুরকে আমার কথা একবার জানান। সময় হয়ে এসেছে আমার। আর ক'টা দিন আমার একটা উপায় করে দিন!

ভক্ত সুশীল কিছুটা অপ্রস্তুতভাবে বল্লেন,—আপনি জানান না!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—না, না! আমার সে সাহস নাই। আপনি কথা দিন, আমায় নিশ্চিন্ত করুন!)

সংস্কৃত কলেজের দর্শনের আসন অধিকারী প্রগাঢ় পণ্ডিত অনন্ত তর্ক-তীর্থ মশায়ের মুখে একি কথা! সবাই স্তম্ভিত। দীক্ষা নেবার পর দীনভাবে তিনি নিজেকে ধূলোর সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন। কী সুন্দর ভাব! সীতারাম ওঁর আধারের প্রশংসা করে বলেছেন, অনেক উচ্চ অনুভূতি ওঁতে।

এই অপূর্ব্ব যাদুকর তাঁর যাদুদণ্ড বুলিয়ে ওঁকে একেবারে 'তৃণাদপি সুনীচেন' করে তুলেছেন—পরম বৈষ্ণব বানিয়ে সামনে ধরেছেন।

কিছু পরেই ঠাকুর এলেন। অনন্ত তর্কতীর্থ মশায়কে ওঁর লেখা ওঙ্কার-তত্ত্ব শোনাতে লাগলেন। উদ্দেশ্য, যদি কিছু অসামঞ্জস্য দেখা দেয়, তা যেন সংশোধন করা হয়। অন্ততঃ, আলোচনার মাধ্যমে তার উল্লেখ করা হয়।

হায় রে! কার লেখা কে সংশোধন ক'রবে! তর্কতীর্থ মশায় বুঁদ হয়ে শুনেই চলেছেন! মাঝে মাঝে একটু থেমে প্রশ্ন করছেন সীতারাম,

—কিরে ঠিক হচ্ছে?

—হুঁ।

এর বেশী আর বলবার যেন শক্তি নেই তর্কতীর্থ মশায়ের। তিনি সীতারামের বাণী শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে গেছেন। সমালোচনার শক্তি হারিয়ে ফেলেছেন।

সুদূর অন্ধ্র হতে দাশশেষজী এসেছেন।

একটি আনুষ্ঠানিক সভা বসেছে। অধ্যাপক সদানন্দ চক্রবর্ত্তীর সম্পাদনায় 'স্তব-কুসুমাঞ্জলি' বেরিয়েছে। দাশশেজীর হাত দিয়ে প্রথম পুস্তকখানি সীতারামের হাতে দেওয়া হোলো প্রণামী-স্বরূপ। নিন্দাস্তুতিতে অবিচলিত সীতারাম গ্রহণ করলেন এই প্রণামী, তাঁর ঠাকুরের দান বলে। অনুষ্ঠান শেষ হোলে ঘরে এসে হাসতে হাসতে গোবিন্দজীকে বললেন,

—তোদের এ স্তব-স্তুতির মূল্য কতটুকু বল ত।

গোবিন্দজী রহস্যটা ঠিকমত ধরতে না পেরে বললেন,

—কেন বাবা!

—এত-যে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা, এর মূল্য এর স্থায়িত্ব কতটুকু?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আচরণে এতটুকু এদিক-ওদিক হলেই এই মুহূর্তে সাধুর দুর্নামে দশদিক ভরে যাবে।

এমন একটা অসম্ভব কল্পনা গোবিন্দজী মনের কোণেও ঠাঁই দিতে পারেন না। তাই গভীর আবেগে বলে ওঠেন তিনি,

—এ কখনও হতে পারে না। এ কখনও পারবেন না, বাবা।

—দেখবি তবে?

এতবড় পরীক্ষার মুখেও অবিচলিত কণ্ঠে গোবিন্দজী বলেন,—হাঁ, তাই দেখতে চাই!

আর একটি শিষ্য একান্তে এসে গোবিন্দজীর গা টিপে কানে কানে বললেন,

—কাজ কি ভাই পরমহংসকে পরীক্ষা করতে গিয়ে! ওঁকে না-ঘাঁটানই ভালো। ওঁরা যে কী পারেন আর কী না-পারেন, তা সাধারণ বুদ্ধির অগম্য!

গোবিন্দজী ত দোল-গোবিন্দ নন—একটু গোঁয়ার-গোবিন্দ!

গোবিন্দজীর তখন গোঁ চেপেছে। বলছেন,

—ক্ষেপেছেন আপনি! আমরা কি সব ভেসে গেছি নাকি? আমরা থাকবো আর উনি মুহূর্তে সব আদর্শ ভেঙ্গে দিয়ে সরে পড়বেন? এও কখনও হয় নাকি?

সীতারাম হাসতে হাসতে নিঃশব্দে সরে গেলেন।

এইসঙ্গে আরও একটি আনুষ্ঠানিক সভার কথা এসে পড়ে।

সেদিন চুঁচড়োয় আসর বসেছে। অনেকেই এসেছেন। অধ্যাপক শশাঙ্কশেখরের বাসাতেই আসর। অধ্যাপক তাঁর অলৌকিক জীবনী লিখেছেন। প্রধান অতিথি কেদার পণ্ডিত মহাশয়। তাঁর হাত দিয়েই প্রকাশিত প্রথম খণ্ড উপহার দেওয়া হোলো। সে উপহার মাথায় নিলেন সীতারাম। তাঁর ভাষণের পূর্বে মহামহোপাধ্যায় যোগেন পণ্ডিত মহাশয়কে কিছু উপদেশ দিতে অনুরোধ জানালেন সীতারাম। মহামহোপাধ্যায় বললেন,

—না! আর কিছু বলবো না। জীবনে অনেক বলেছি। শুনেছে ক'জন? সে উপদেশ পালন করেছে ক'জন? যে বাণী কর্ণে প্রবেশ করলে মানুষের রূপান্তর ঘটে,, সে বাণী আমার নেই। যাঁর আছে, তাঁকে প্রত্যক্ষ দেখছি। তাই তাঁর কাছেই আমরা শুনবো। আমি কিছু বলবো না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চাতুর্ম্মাস্যের মাধ্যমে এমনই কত আনন্দ-উৎসব!

সে উৎসবে যোগদানের অধিকার সকলের। নর-নারী ব্রাহ্মণ-শূদ্র সকলের তিনি। সকলেই তাঁর। সে আনন্দ-স্রোত চলেছে অবিরাম, অশ্রান্ত। সেই অপূর্ব্ব আনন্দলোকে বসে মানুষ ভাবতে পারে না যে, একদিন সহসা এই আনন্দের হাট ভেঙ্গে যাবে। সব আলো নিভে যাবে! কত অনাথা কত নিরাশ্রয়ের আশ্রয় একদিন ধূলিসাৎ হয়ে যাবে!

কিন্তু তাই হয়। বেদের টোল একদিন ভেঙ্গে যায়। করুণ কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে আর্ত্ত হৃদয়গুলি। যেন এই শেষ উৎসব! হাজার হাজার মানুষ প্রসাদ পাচ্ছে নীরবে। সামনের পানে কারও চাইবার সাহস হচ্ছে না যেন। এত আলো এত আনন্দ, কয়েক ঘণ্টা পরেই সব শেষ হয়ে যাবে! প্রতিমাহীন মণ্ডপে বসে থাকবে যারা, তারা সেই শূন্যতা ভরাবে কোন্ সম্বল দিয়ে?

তবু আসন্ন ক্ষণ এগিয়ে আসে। ভেঙ্গে পড়ে ব্যাথাতুর অশ্রু-সজল প্রাণগুলি!

প্রশ্ন ওঠে—প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে কোথায় চললে তুমি নিষ্ঠুর!

সীতারামের মুখে তেমনই রহস্যময় হাসি। জীবনের যাত্রাপথে হাসি-কান্নার দোলায় দুলছে মানুষ। সুখ-দুঃখের নাগরদোলায় চড়ে কখনো আশার উচ্চশিখরে, কখনো নিরাশার নিম্নতলে মানুষ ঘূর্ণিপাক খাচ্ছে অবিরাম। এতে বিচলিত হবার মানুষ নন সীতারাম। তাই অতিবড় দুঃখের মাঝেও প্রসন্ন হাসি হাসতে পারেন সীতারাম! সীতারামের স্থায়ী আশ্রয় কোথাও নেই! সীতারাম বলেন,—'শুষ্ক পত্রের মত হাওয়ায় উড়ে বেড়াবে এটা।' পথের বন্ধু তিনি। পথে নেমে পথকেই ঘর করেছেন। তাই সীতারাম বলেন,

—আশ্রমের কি অভাব আছে রে? কি হবে আশ্রম বানিয়ে? আশ্রম আছে অথচ সন্ধ্যায় সন্ধ্যারতি হয় না, এমন ঘটনা ত বেড়েই চলেছে। তার চেয়ে একটা মানুষও যদি তৈরী হয়ে ওঠে, তা শত আশ্রম-গড়ার চেয়ে ঢের বড় কাজ হবে।

অনিকেতঃ সীতারাম!

তবু সীতারাম দীনের বন্ধু, দুঃখীর বন্ধু, সবার বন্ধু! চাতুর্ম্মাস্যে তাঁর কুটির নির্মিত হয় পর্ণপত্র দিয়ে। সেখানে এসে মাথা নত করে দাঁড়ায় জ্ঞানীগুণী ধনী-মানী সকল সম্প্রদায়!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সীতারামের দৈন্য দেখে ভক্তজন অশ্রু-বিসর্জ্জন করেন।

তবু সীতারাম সম্রাট! তাঁর ঐশ্বর্য্য দেখে বিস্মিত দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকেন শ্রেষ্ঠ ধনীরা!

সীতারাম যেন আনন্দের ঝড়! যেখানে সীতারাম সেখানে দিবারাত্র কীর্ত্তনের রোল। সেখানে কেবল 'দীয়তাং ভুজ্যতাং' রব।

সীতারাম যেখানে যান সেখানে বন উপবন হয়ে ওঠে, পল্লী নগর হয়ে ওঠে। সীতারামের সংস্পর্শে এলে মুর্খ পণ্ডিত হয়, দরিদ্র ধনী হয়, কুটিল সরল হয়, বিষয়ী আধ্যাত্মিক হয়, তার্কিক তাত্ত্বিক হয়!

এক অফুরান বেগবান প্রাণবন্যা! একটা অখণ্ড শুদ্ধ-সত্ত্বের স্নেহময়, জ্বলমান, শীতল গলিত-পিণ্ড!

সীতারাম প্রায় প্রতিবৎসরই 'মৌন' গ্রহণ করেন।

মৌনকাল হোলো পৌষ সংক্রান্তি হতে অনির্দ্দিষ্ট কাল। সংকল্প থাকে না সময়ের। কখন আবার প্রকট হবেন, তা নির্ভর করে তাঁর অন্তরের নির্দ্দেশের ওপর। কখনো ব্যতিক্রম ঘটে। মা যখন অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে ছুটে যান, তখন একমাত্র মায়ের অনুরোধে মৌন ভঙ্গ করে আবার সাধারণের মধ্যে ফিরে আসেন তিনি।

মৌনকাল কাটে ধ্যান-ধারণা আর সমাধিতে। আর কাটে রাশি গ্রন্থ অধ্যয়নে ও প্রণয়নে। সে-সকল অমূল্য গ্রন্থের মধ্যে একদিকে যেমন আছে ওঙ্কার-তত্ত্বের মত গভীর জ্ঞানের প্রকাশ, অন্যদিকে আছে সাধারণের জন্য সহজ সরল নাটক ও গল্প। অবশ্য প্রতিটি লেখাই তাঁর ধ্যানলব্ধ—সত্য-উপলব্ধির ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁর নাটকগুলি বহুবার অভিনীত হয়েছে, বহুজন-আদৃত হয়েছে। অধ্যাত্মতত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত হলেও এইসব নাটকে সব রকম রসেরই সমন্বয় আছে। এমন কি হাস্যরসেরও প্রচুর উপাদান আছে।

লোকশিক্ষক সীতারাম। তাঁর 'জয়গুরু সম্প্রদায়'-এর তিনটি নাটুকে দলের নাম উল্লেখযোগ্য। দিগসুই, ভদ্রেশ্বর ও ডুমুরদ'র দল। ভদ্রেশ্বর দল 'নদীয়া-নাগর' অভিনয় করছেন প্রায় ত্রিশ রাত্রি। প্রত্যেকটি অভিনয় সু-অভিনীত হয়েছে। দিগসুই দল নিয়েছেন তাঁর 'গুরুপূজা', 'ভক্তলীলা' আর 'দাস্য-মধুর।' ডুমুরদ'র দল অভিনয় করছেন 'বিজনে বিজয়া', 'মিলন-যজ্ঞ', শিব-বিবাহ', 'তাপস হবিব' ও 'রামানন্দ'।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লেখা যে অতি উচ্চাঙ্গের এবং নাটকীয় গুণে ভূষিত, তা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছেন। পণ্ডিত-অপণ্ডিত সকলেই রস-সাগরে ডুব দিয়ে বলেছেন—এ লেখা রসোত্তীর্ণ হয়েছে।

আসলে সীতারামের লেখা সবই ধ্যানোপলব্ধ, তাই তাঁর শব্দ-যোজনা চেষ্টাপ্রসূত নয়। সেখানে রয়েছে একটা বিশেষ ভাবের ব্যঞ্জনা, তাই সেখানে নেই কোন কষ্ট কল্পনা।

সীতারামের গল্প। সহজ সরল অনাড়ম্বর।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হয়েছে গল্প লিখেই সীতারাম সে দিন 'উৎসবের' আসরে 'ফেপার ঝুলি'র লেখকরূপে খ্যাত হয়েছিলন।

ছোট ছোট গল্প। তারই মধ্যে কত অনায়াসে কত অল্পায়াসে তিনি গভীর তত্ত্বের পরিবেষণ করেছেন। তাঁর 'তুমির তোপ', 'হাঁসের খেলা', প্রভৃতি লেখা যাঁরা না পড়েছেন, তাঁদের ঠিক-ঠিক এর মাধুর্য্য উপলব্ধি করানো সম্ভব নয়। আসলে এগুলো ঠিক গল্পও নয়, এ একধরণের রস-রচনা বা রম্য রচনা—যে রচনা সীতারামের বৈশিষ্ট্য। পরম রস আস্বাদন করবার ভাষা বুঝি এমন ছাড়া আর দ্বিতীয় হয় না!

মৌনের অব্যবহিত পরের একটি ঘটনা।

একবার এক শিষ্য গেছেন তাঁর চরণ-দর্শন করতে পুরীতে। মৌন-অন্তে সীতারাম তখন মাত্র কয়েকদিন উঠেছেন। প্রণামান্তে দাঁড়াতেই সীতারাম প্রসন্ন হাসি হেসে এক প্রকাণ্ড পুলিন্দা বার করে সেই শিষ্যের সামনে ধরে বললেন—'তোমাদের সম্পত্তি'।

শিষ্য ত অবাক! এত লেখা লিখলেন সীতারাম কবে? মৌনকালে কি তাঁর নিদ্রা ছিল না? ধ্যান-ধারণা-সমাধির অন্তরালে কত সময় পেয়েছেন সীতারাম?

শিষ্যের কিন্তু বড় আনন্দেই কেটেছিল পুরীর সাতটা দিন। সীতারামকে এমন একান্ত-করে-পাওয়া সত্যিই বড় ভাগ্যের কথা। সীতারামকে ঘিরে আজ সর্ব্বত্র অসম্ভব ভিড়! সেখানে সাধারণতই আসে বিহ্বলতা। তাই সোনা-দিয়ে-মোড়া এ সাতটা দিন তার মনের মণিকোঠায় অক্ষয় হয়ে রইলো। সীতারামের প্রাণঢালা পাঠ, পূজা, নিত্য মহাপ্রভুদর্শন, সমুদ্রভ্রমণ সবই যেন স্বপ্ন! স্বর্গদ্বারে গিয়ে যে সত্যিই স্বর্গে প্রবেশাধিকার জন্মায়, তা জানতে পেরে শিষ্য ধন্য হয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গেলেন। সীতারামের সঙ্গসুখ যাঁরা লাভ করেন নি, তাঁদের বর্ণনা করে তা বোঝানো যাবে না।

এই সময় আর একটি নতুন ধরণের লেখা তিনি প্রায় নিত্যপাঠ করতেন।

আলোয়ার কাহিনী।

সীতারামের সাধন-প্রণালী দেখে বোঝা শক্ত যে তিনি বৈষ্ণব কি শাক্ত, সৌর কি গাণপত্য। সব পথেরই সন্ধান তাঁর জানা, তাই পথের সম্বন্ধে বিরোধ-বিদ্বেষ তাঁর নেই।

তবু সীতারাম বৈষ্ণব। রামানুজ সম্প্রদায়ের রামানন্দী ধারার বৈষ্ণব। জয়গুরু-সম্প্রদায়ও তাই তাঁদের ধারাই অনুসরণ করার চেষ্টা করেন। বিরক্ত-শিষ্যেরা তিলক-মালায় সেই ধারারই পরিচয় বহন করেন।

ভগবান রামানুজাচার্য্যের প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায় শ্রীসম্প্রদায় বলে প্রখ্যাত হলেও তারও পূর্ব্ববর্ত্তী হলেন এই আলোয়ার-সম্প্রদায়। আসলে সম্প্রদায় শব্দটা ঠিক এখানে প্রয়োজ্য নয়। এঁরা এক এক জন স্বয়ংসম্পূর্ণ। জ্ঞানী, নির্লিপ্ত, উদাসীন, সর্ব্বদা পরমতত্ত্বে লীন, সিদ্ধ-সাধক এই আলোয়ারগণের চরিত্র অপূর্ব্ব! সীতারাম এই আলোয়ারদের চরিত্রগাথা লিখেছেন। এক একটি মুক্তা দিয়ে মুক্তোর মালা গেঁথেছেন। 'দাস্য-মধুর' লেখা হয়েছে মৌনকালে। পাঠের সময় অপূর্ব্ব কণ্ঠে পাঠ করতে করতে সীতারাম যেন ভক্তিতে ভেঙ্গে পড়তেন।

সমুদ্র-দর্শনে বসতেন সীতারাম প্রত্যহ।

এক দিনের কথা। সবিতৃদেব সবে প্রকাশ পাচ্ছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পবিত্র দেহ প্রসারিত করে দিলেন সীতারাম সেই বেলাভূমির ওপর। শিষ্য দাঁড়িয়ে দেখছে এই দৃশ্য। প্রণামান্তে মৃদুস্বরে উপদেশ করলেন শিষ্যকে, —প্রাণ, চক্ষু আর সূর্য্য তিনই এক। এ তিনকেই অতিক্রম করে যেতে হবে। অত্যন্ত সহজভাবেই বলে গেলেন সীতারাম কথা ক'টি।

বিহ্বল শিষ্য ভেবে পায়না কোথায় যেতে হবে! সূর্য্যকে অতিক্রম করে আত্মা স্থিতিলাভ করবে কোথায়! তার ধ্যানের অতীত, ধারণার অতীত এক অস্পষ্ট ছায়ালোক নেমে আসে!

একদল শিষ্য সমুদ্র-সৈকত ধরে চলেছেন নাম নিয়ে মহাপ্রভুর মন্দিরে। তাদের লক্ষ্য করে বললেন,—গৌরাঙ্গদেবেরও দুই শাখা। প্রেমিক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কীর্ত্তনীয়ার দল নামে মত্ত হয়ে জগৎ মাতালেন, আর জ্ঞানী ভক্তদল শাস্ত্র-আলোচনায় আলো বিতরণ করে চললেন। শেষ ধারাবাহিকতায় আমরা রূপ-সনাতন হতে পরম ভাগবত প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামীকে পর্য্যন্ত দেখতে পাই।

সেখানে নিত্য পাঠ চলতো। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতায় মণ্ডপ ভরে যেতো। নিত্যই তিনি মহাপ্রভুর দর্শনে যেতেন। পাণ্ডারা তাঁকে পরম সমাদরে গ্রহণ করতেন। তাঁরা তাঁকে শ্রীগৌরাঙ্গের ভাবেই গ্রহণ করতেন। শ্রদ্ধায় ভক্তিতে একেবারে বিগলিত ভাব!

সীতারামের লেখায় প্রথমত আপাত-বিরোধী দুটি মত একই সঙ্গে চলেছে। বর্ণাশ্রমী সীতারাম আনুষ্ঠানিক আচার-বিচারকে অত্যন্ত প্রাধান্য দেন, আবার দেখা যায় প্রেমকে পুরোভাগে রেখে সব কিছুই নস্যাৎ করে দেন তিনি! সীতারাম বলেন,—প্রেমের রাজ্যে আচার-বিচার নেই। সত্যিকার প্রেমিকের কাছে এগুলো তুচ্ছ হয়ে যায়।

রাশি রাশি গ্রন্থ বেরিয়ে এসেছে এই মৌনের গুহামুখ হতে। সীতারাম স্বয়ং লিখেছেন,

"এইভাবে পুরুষোত্তম 'ওঙ্কার' কৃপা করেন। তিনিই 'ব্রহ্মানুসন্ধান', গীতার প্রণব পীযুষ ব্যাখ্যা, শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রণবামৃত ব্যাখ্যা, শ্রীশ্রীনাদ-ব্রহ্মলীলামৃত, উপনিষদে সদ্‌গুরু কৃপা ও ব্রহ্মসূত্রের ওঙ্কার-ব্যাখ্যানে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। এটা যন্ত্রমাত্র। যে মহাসত্য প্রচারিত হইলেন ইহা এ ভাবে প্রচার এই প্রথম। পরমব্রহ্ম ওঙ্কার এভাবে শাস্ত্র-ব্যাখ্যা আর কাহারও দ্বারা করেন নাই।"

দর্শনের গভীর তত্ত্বের কোন-কোন স্থলে টীকার প্রয়োজন হয়। পণ্ডিতসমাজে এইসকল গ্রন্থ নিয়ে আলোচনা সুরু হয়েছে। শ্রদ্ধেয় অনন্ত তর্কতীর্থ মহাশয় ও শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য ডি. লিট. মহোদয় ভাষ্য কাজে হাত লাগিয়েছেন।

জ্ঞানের শেষ প্রান্তে পৌঁছেছেন সীতারাম। সমুদ্র-সীমা সীমাবদ্ধ হয়েছে তাঁর কাছে। তবু তিনি ধরা-ছোঁয়ার বাইরে নন। তিনি অতি সহজ হয়ে ধরা দিয়েছেন সকলের কাছে।

সীতারাম নামপ্রচারে আদিষ্ট। অন্তর্নিহিত প্রেরণায় তিনি ভারতের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করেছেন, এখনও করছেন। তিন তিন বার তাঁর সাক্ষাৎ-দর্শন হয়। শেষবার, তেরশো চুয়াল্লিশ সালে, পুরীতে পুরুষোত্তম তাঁকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দর্শন দান করে বলেন, 'যা যা, নাম প্রচার করগে যা।' তারিখটা ৯ই কিম্বা ১০ই বৈশাখ হবে। স্থান হোলো পুরী স্বর্গদ্বার স্বর্গধাম।

এই নামপ্রচার উপলক্ষে তিনি যে কত জনপদ, কত নদ-নদী, কত প্রান্তর, কত কান্তার অতিক্রম করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। অধিকাংশই পদব্রজে তিনি অতিক্রম করেছেন। ঐশী শক্তিতে তিনি চালিত, তাই চরণ-দুখানি বিনা আপত্তিতে বহু স্থান ভ্রমণ করতে ক্লান্তি বোধ করে না। নিদারুণ সাইনোভাইটিস্ রোগে একটি পা খঞ্জ হয়ে যায়, তবু শক্তি তার এতটুকু কমে না।

এই খঞ্জত্বের এক অপূর্ব্ব ইতিহাস আবিষ্কৃত হয়েছে।

কটকের ওদিকে একবার নামপ্রচারে সীতারাম চলেছেন কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে। বক্ষে চিরাচরিত গুরু-পাদুকা। একস্থানে এক উড়িয়া পাণ্ডা নাটকীয় ভঙ্গিতে ছুটে এসে পায়ে পড়লেন। বললেন,—প্রভু! আপনার জন্যেই আমরা এতকাল অপেক্ষা করছি। দয়া করে আসুন আমাদের আশ্রমে!

বিস্মিত কণ্ঠে সীতারাম বললেন,

—আমার পরিচয় আপনারা জানলেন কেমন করে?

—অচ্যুতানন্দের ভবিষ্যদ্বাণীতে আপনার কথা লেখা রয়েছে যে। এমনই গুরুপাদুকা বক্ষে ধরে নাম করতে-করতে এইরকম সময় আপনি এখান দিয়ে গমন করবেন—সব আমাদের পুঁথিতে লেখা রয়েছে যে!

সীতারাম এই ঘটনাটি সংশোধিত করে লিখ্ছেন :—

ঘটনা এই। ১৩৫০ সাল বৈশাখ মাস, বোধ হয় আমরা কটকে নাম প্রচার করতে যাই। সেখান থেকে পুরীধাম যাই। শ্রীমন্দির যেতে যেতে দেখি একটি লোক আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ওড়িয়া ভাষায় কি লেখা কাগজ বিলি করছে। সদর রাস্তায় এলাম। আমাদের পাশে পাশে কাগজ বিলি করছে। জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার কাগজে কি লেখা আছে? সে বললে, আপনার কথা।

সীতারাম—আমার কথা! আমায় চেন? আমার কোথায় দেখেছ?

কাগজ দাতা—কটকে বীণাপাণি ক্লাবে।

সীতারাম—কাগজ পড়।

কাগজদাতা পড়ে বললে, অমুক দিন কটক মহানদীর ধারে আঙ্কারা মঠে অষ্ট প্রহর মহামন্ত্রকীর্ত্তন হবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সীতারাম—তাতে আমার কি ?

কাগজদাতা—আপনাকে সে নামে যোগদান কর্‌তে হবে।

সীতারাম চিন্তা কর্‌তে লাগলো। এখনও ৫।৬ দিন বিলম্ব আছে। সঙ্গে ১০।১২ জন লোক। এ কয়েকদিন পুরীতে থাক্‌লে তো খরচ কুলাবে না। সে কথা বল্লাম। কাগজদাতা বললে,—খাই খরচের ব্যবস্থা সেই করবে।

নানক মঠে নিয়ে গিয়ে থাকার ব্যবস্থা করে দিল। সঙ্গে দীনবন্ধু শৈল, শ্যাম, সনৎকুমার, সদানন্দ, মুকুন্দ, নরেন (তারাগুণ) প্রভৃতি আছে।

আমরা ঘরে আছি। সনৎকুমার ঘরে গিয়ে বললে,—বাবা! একটি লোক বলছে যে আপনার কথা এদের বইতে আছে।

কৌতুহল হল। বাইরে এসে বললাম—কি বলছো হে ?

সে বললে অচ্যুতানন্দের পুস্তকে আছে একজন বুকে গুরুদেবের খড়ম বাঁধা খোঁড়া মহামন্ত্রপ্রচারক হবেন। পুরীতে প্রচার করতে আসবেন···ইত্যাদি। শুনেই শরীর জমে গেল। পরে ভাবভঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম,—সে পুঁথি দেখাতে পার ?

লোকটি বললে—হাঁ, দেখাব।

লোকটির নাম জানলাম মনোমোহন চিন্তক। কটকে বাড়ী।

আমাদের কয়দিন থাকাই স্থির হল। বোধ হয় দীনবন্ধু, শ্যাম ও শৈল চলে গেল।

আমরা নামের পূর্ব্বদিন কটকে এলাম। ভুজেনকে ব্যাপার বললাম। সে বললে,—বাবা! এ উড়িষ্যায় কত যে অদ্ভুত ব্যাপার আছে বলা যায় না।

যাই হোক, নামযজ্ঞ হয়ে গেল। মনোমোহন পুঁথি দেখাতে পারলে না। কথা ছিল যে ভুজেনকে পুঁথি দেখাবে। ভুজেন পুঁথির ফটো তুলে নেবে।

সে সময় আমরা চলে আসি। পরে মনোমোহন পুঁথির নকল ভুজেনকে দেয়। ভুজেন র‍্যাভেন্‌শা কলেজের অধ্যাপক আর্ত্তবল্লভ মহান্তীর দ্বারা অনুবাদ করে তা ডুমুরদহে পাঠিয়ে দেয়। সে বৎসর রামেশ্বরপুরে চাতুর্মাস্য। বিমল অচ্যুতানন্দের ভবিষ্যৎবাণী রামেশ্বরপুরে পাঠায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চাতুর্মাস্য ও তদন্তে প্রচারের পর রামাশ্রমে মৌন গ্রহণ করি। বোধ হয় একমাস কি দু'মাস দিগসুই সাধন সমিতির উৎসবে যোগদান করি। তৎকালে পুনরায় ভুজেন 'অচ্যুতানন্দের ভবিষ্যদ্-বাণী'র শেষ অধ্যায় পাঠায়।

অচ্যুতানন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুর পঞ্চসখার অন্যতম সখা। ৪৬৯।৪৭০ চৈতন্যাব্দ। সে সময়ের কথা।

অচ্যুতানন্দ চৈতন্যদেবের বহু উৎকল শিষ্যের অন্যতম ও পঞ্চসখার এক সখা। অসাধারণ ভবিষ্যদ্দ্রষ্টা। অনেকের মতে ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষ। তিনি অনেক ভবিষ্যদ্বাণী লিখে গেছেন, যা উত্তরকালে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

চারশো বছর আগেকার লেখা হস্তলিখিত তালপাতার পুঁথি। সেই পুঁথিতে লেখা আছে সীতারামের কথা। রায়সাহেব ভুজেন সরকার মহাশয় তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু কটক র‍্যাভেন্‌সা কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক রায়বাহাদুর আর্ত্তবল্লভ মহান্তীকে দিয়ে পাঠোদ্ধার ও বঙ্গানুবাদ করিয়ে 'অচ্যুতানন্দের ভবিষ্যদ্বাণী' নামে একটি পুস্তিকা প্রচার করে সকলের ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। তাতে এক জায়গায় লেখা আছে,

…'ইনি বহুদর্শী, ব্রহ্মবিৎ এবং রামহতি ধর্ম্মের শ্রীসম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ হইবেন।

…'তিনি দেশভ্রমণ করিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিবেন। ইনি শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের প্রীতিভাজন।…গার্হস্থ্যজীবনে এঁর নাম প্রবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায় হইবে। বাল্যকাল হইতে তাঁহার জ্ঞান ও বৈরাগ্যের নিষ্ঠা থাকিবে। জীবনের দ্বিতীয় অংশে একটি চরণ নষ্ট হইবে। সেই মহাপুরুষের আবির্ভাবের জন্য তোমরা অপেক্ষা করিবে। **শ্রীভগবান্ তাঁহাতে নরতনু লইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন।** ইনি নীলাদ্রিদর্শনে আসিবেন এবং তাঁহার নাম প্রকাশ হইবে।'

খঞ্জ হবার কারণ ও তাঁর পূর্ব্বজন্ম এতে বিবৃত রয়েছে। আরও অনেক কথা এতে আছে। তবে তাঁর উপাধি মুখোপাধ্যায় নয়, চট্টো-পাধ্যায়। এতে এক সংশয়ের অবকাশ থেকে যায়। পণ্ডিতেরা মন্তব্য করেন—দীক্ষার পর সাধকের গোত্রান্তর হয়। সে ক্ষেত্রে গুরুর গোত্রানুযায়ী মুখোপাধ্যায়ের মিল হয়।

যাই হোক, এ সংশয়ের সমাধান হওয়ার উপায় নেই। নিজের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্বন্ধে তিনি চিরদিনই নীরব। 'দিব্য জীবনে' শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শশাঙ্কশেখর বাগচী মহাশয় নানা ঘটনার মাধ্যমে একটি সত্যে পৌঁছিবার প্রয়াস পেয়েছেন, কিন্তু গভীর অর্থ যিনি জানেন তিনি নীরবই থেকে গেছেন। তিনি এই সকল অলৌকিক বিষয়ের পক্ষে বা বিপক্ষে কোন কথা বলেন না—উৎসাহও দেন না, নিরুৎসাহও করেন না।

মহামহোপাধ্যায় যোগেন পণ্ডিত মহাশয় প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন—"তিনি' এসেছেন! কিন্তু তাঁকে দিয়ে এ সত্য স্বীকার করিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়নি। পণ্ডিত মহাশয় তীব্র আবেগের সঙ্গেই ঘোষণা করে সে দিন বলেছিলেন,—পরমহংসদেবের প্রকাশকালে 'তাঁকে' স্বীকার করতে সংশয় এসেছিল। এবার দ্বিতীয়বার যেন এ ভুল না হয়।

কেউ বলেন, তিনি পরমহংসদেবের নব-আবির্ভাব! কেউ বলেন, তিনি স্বয়ং শ্রীচৈতন্য!

অনেকে এ বিষয়ে পরীক্ষা করতে এগিয়ে এসেছেন। অনেকে পারি-পার্শ্বিক ঘটনার দ্বারা একটা সিদ্ধান্তে আসবার প্রয়াস পেয়েছেন।

নবদ্বীপ-প্রচারকালে অধ্যাপক সদানন্দের সংকল্প ও মহাপ্রভুর গলার মালা তাঁর গলায় আসার বিবরণ অনেকেই 'দিব্য জীবনে' পড়েছেন।

অসীমা দেবী সেবার দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণে সীতারামের সঙ্গে স্বামিপুত্র নিয়ে অনেক সঙ্গ করেন। আঙ্গেলকুদরুর দাশকুটিরে দাশশেষজীর আশ্রমে বসে একদিন কথায় কথায় ছোট্ট মেয়েটির মত তাঁর গায়ে হাত দিয়ে প্রশ্ন করলেন তিনি,

—সেবার কঠিন অসুখের মধ্যে হাসপাতালে আপনাকে আর পরম-হংসদেবকে একসঙ্গে দেখলুম কেন, বাবা?

মুহূর্তে সমাধিস্থ হয়ে গেলেন সীতারাম। সীতারামের অঙ্গ স্পর্শ করে থাকায় অসীমা দেবীও ভাবে অবশ হয়ে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে গেলেন। মুহুর্মুহু তাঁর শরীরে কম্পন দেখা দিল। এ ভাব চলল কয়েক ঘণ্টা ধরে।

দক্ষিণেশ্বরে সীতারামের প্রসঙ্গ বর্ণনা করেছেন অধ্যাপক প্রমোদ গুপ্ত। তবু কিছুই বোঝবার উপায় নেই। তাঁর সমাধি এত শীঘ্র এসে যায় যে, সে অনুভূতির সঙ্গে তাল রেখে সত্য নির্দ্ধারণ সম্ভব নয়।

হতে পারেন তিনি পরমহংস (পরমহংসদেবের জন্মবার, মাস, কাল, বাংলা ও ইংরাজী তারিখের সঙ্গে সীতারামের আশ্চর্য্য মিল দেখা যায়), হতে পারেন তিনি চৈতন্যদেব! কিন্তু তা নিয়ে এত কৌতূহল, এত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গবেষণার কী প্রয়োজন আছে! তিনি যে বর্ত্তমান যুগের 'সীতারাম' এইটে জানাই কি শ্রেষ্ঠ জানা, শেষ জানা নয়? সীতারামকে 'সীতারাম' বলে জানাই যে ষোলআনা -জানা, এটা জানবার সময় কি এখনও আসেনি? সীতারামকে ষোলআনা জানবার সৌভাগ্য ক'জনের হয়েছে? কে বুকে হাত রেখে বলতে পারেন যে, আমি সীতারামকে ষোলআনা জেনেছি! সীতারাম সিদ্ধ, সীতারাম সাধক, সীতারাম জ্ঞানী, সীতারাম ভক্ত, সীতারাম প্রেমিক, সীতারাম যোগী, সীতারাম শিল্পী, সীতারাম কবি, সীতারাম লেখক, সীতারাম পিতা, সীতারাম মাতা—সীতারাম নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, সীতারাম ভক্তি-মুক্তি-দাতা, সীতারাম নরতনুধারী ভগবান্!

কিন্তু এত বিশেষণ দিয়েও কি সীতারামের স্বরূপ প্রকাশ পায়! সীতারামকে জানতে হলে সীতারামের নির্দ্দিষ্ট পথে যাত্রা করতে হবে। শুদ্ধ-সংযত হয়ে চিত্তশুদ্ধি করতে হবে! সেখানে সেই চিত্তলোকে বসে যদি দীনভাবে প্রার্থনা করা যায়—'হে প্রভো! তুমি আমায় তোমার স্বরূপ দেখাও', তবে তাঁর কৃপা হলে তাঁকে জানা সম্ভব। নইলে সংশয়ের পর সংশয় এসে সব-জানা আচ্ছন্ন করে ফেলবে। হৃদয় যদি মেঘাবৃত থাকে, তবে সবিতৃ-দেবের প্রকাশ সম্ভব হবে কেমন করে? অথচ সবাই জানে, প্রকাশ না পেলেও তাঁর অস্তিত্ব মিথ্যা নয়!

আসমুদ্র-হিমাচল পরিভ্রমণ করেছেন সীতারাম। কত যে তীর্থ, কত যে সাধু-সঙ্গ করেছেন, তার সংখ্যা নেই। হরিদ্বার হতে কন্যাকুমারী—বোম্বে হতে বাংলা, সর্ব্বত্র প্রচার উদ্দেশ্যে ঘুরেছেন সীতারাম। একাদশী, বারব্রত হতে আরম্ভ করে কুম্ভস্নান পর্য্যন্ত কিছু বাদ যায় নি।

সীতারাম যখন যেখানে যে সাধুর সঙ্গ করেছেন, তখনই সেই সাধুর মধুর আচরণের উচ্চপ্রশংসা করেছেন। বিদ্বেষ নয়, বন্দনাই তাঁর বৈশিষ্ট্য। শাস্ত্রনিন্দা, সাধুনিন্দা সইতে পারেননা সীতারাম। অপরপক্ষে শাস্ত্রের গুণকীর্ত্তন, সাধুর গুণকীর্ত্তনে সীতারাম সহস্রকণ্ঠ! মোহনানন্দজী মহারাজ, আনন্দময়ী-মা, ছোট-মা সকলের সঙ্গেই যেন তাঁর নিবিড় নৈকট্য! আত্মিক আত্মীয়তা!

একদিন সীতারাম আনন্দময়ী-মাকে দেখতে গেলেন। বললেন,—তোকে দেখতে এলুম, মা!

স্বরে স্নেহ যেন উথলে উঠছে!

ছোট্ট মেয়েটির মত সীতারামের হাত দু'খানি টেনে নিয়ে মাথায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রেখে আনন্দময়ী-মা উত্তর দিলেন,—আমায় দেখতে, না দেখা দিতে এলেন, বাবা!

উচ্চকোটির সাধক-সাধিকা এঁরা! এঁদের আচরণে বৈশিষ্ট্য দেখা দেবে বৈকি!

প্রচার! প্রচার! প্রচার! চাই প্রচার। এ প্রচার ভারতের প্রাচীর-বেষ্টিত থাকবে না। ভৌগোলিক সমস্ত কৃত্রিম বাধা-বন্ধ ভেঙ্গে চুরমার করে ছুটে যাবে পৃথিবীর প্রত্যন্ত প্রদেশে! সর্ব্বদেশের সর্ব্ব-মানুষের জন্য এই নাম! নামের মহিমা ঘোষিত হবে দিগ্‌দিগন্তে! আরবের মরুপ্রান্তর ছাড়িয়ে, মিশরের নীলনদ পেরিয়ে, ইউরোপের আল্পস উলঙ্ঘন করে—সপ্তসাগর ডিঙ্গিয়ে নাম ছুটবে আমেরিকার অন্ধকার দূর করতে! সেখান থেকে চক্রাকারে বেষ্টন কয়ে সে মাড়িয়ে আসবে চীন, জাপান, দ্বীপময় ভারত, নেপাল, ভুটান আর মধ্য-এশিয়ার মাঝে! তার পর সে ছুটবে উল্কার মত গ্রহে-গ্রহান্তরে!

এমনিই দুর্জ্জয় সংকল্প জাগে সীতারামের! কে জানে ওই শুদ্ধ-সংকল্প একদিন কী রূপ নেবে! সীতারাম তাঁর সকল সংকল্পের সমাধি করেছেন ঠাকুরের সংকল্পের মাঝে, তাই তিনি অধীর আগ্রহে কম্পমান নন—যা সাধারণ প্রতিভার অঙ্গ। তিনি শান্ত, তিনি নির্ব্বাত। তিনি বড়জোর বলেন,—ঠাকুরের ইচ্ছে হলে কিনা হয়!

নামের শক্তিতে তাঁর অত্যন্ত বিশ্বাস। তিনি বলেন,—নাম পাত্রা-পাত্রের, দেশ-কালের অপেক্ষা করে না। নাম মরুভূমিতে মরূদ্যান রচনা করে, সাগরে বাড়বানল জ্বালায়!

সীতারাম বলেন,—বস্তুশক্তি বিশ্বাসের অপেক্ষা করে না। বিশ্বাস-অবিশ্বাস, যেমন করেই জোলাপ গ্রহণ কর, সে তার কাজ করবেই। এখানেও তেমনই বিশ্বাস অবিশ্বাস হেলা-শ্রদ্ধার প্রশ্ন অবান্তর। নাম তার কাজ করবেই।

নাম প্রচারের এক কাহিনী।

শিষ্যদের মধ্যে ঘোষিত হোলো নবদ্বীপে নামপ্রচারে যাওয়া হবে। সবাই দলে দলে যোগদান কর এই নাম-মহাযজ্ঞে!

নির্দ্দিষ্ট দিনে দলে দলে ছুটে চললেন শিষ্য-ভক্তের দল নবদ্বীপে, খোল করতাল সঙ্গে নিয়ে। বড়-আখড়ায় প্রধান ঘাঁটি স্থাপনা হোলো। এ ছাড়া আরও অনেক ছোট-বড় ঘাঁটি ছড়িয়ে পড়ল পাড়ার চারপাশে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নরনারীর ভেদ নেই। সকলেই অধিকার লাভ করেছেন এই মহাযজ্ঞে যোগ দেবার। তার মধ্যে বহু সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলাও আছেন।

নামের রোলে সারা নবদ্বীপ যেন নতুন করে মেতে উঠলো! নগর-পরিক্রমা দেখে নাগরিক-দল বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্ন করলেন,—এমন করে এতদিন পরে নগরীর পথে পথে নাম বিলোতে এলেন কে? অলিন্দ-পথে শত শত নরনারী অশ্রুসজল চোখে দাঁড়িয়ে। বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় ভক্তিতে মুখগুলি অপরূপ! চারশো বছরের পূর্ব্বকার ইতিহাস যেন তার নির্ম্মোক ত্যাগ করে সজীব হয়ে সহসা সামনে এসে দাঁড়ালো। পুঁথির পাতায় এতদিন যে বন্দী ছিল, আজ যেন সে সহসা ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠলো! নগরবাসী কেবলই চোখ মুছছে আর স্বগতোক্তি করছে—গোরা রায়! সত্যিই কি তুমি এলে নবকলেবর ধরে তোমার সাধের নদীয়ায় লীলা করতে!

নাম চলেছে অবিরাম। রন্ধ্রহীন সময়! এতটুকু ফাঁক নেই কোথাও, সব জমাট। জমাট আনন্দ! নদীয়ার গাঁয়ে আনন্দের জোয়ার এসে গেছে, সে জোয়ারে ভেসে চলেছে বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, সকল স্তরের নরনারী।

দিবারাত্র নামের মধ্যেই চলেছে প্রসাদ-বিতরণ। কোথা থেকে কি ভাবে যে সব হয়ে যাচ্ছে, কেউ ভেবে পাচ্ছে না। বড়-আখড়ার মোহান্ত 'নিতাইদা', নদীয়া মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান রায়বাহাদুর পূর্ণচন্দ্র বাগচী অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন। এস, পি, তারক বন্দ্যোপাধ্যায় সীতারামের স্নেহভাজন শিষ্য, তাঁর ত কথাই নেই! অবসর পেলেই ছুটে আসছেন সব ব্যবস্থাপনা দেখতে। গোবিন্দজী স্থির করেছেন, ক'টা দিনের জন্যে বাবাকে অব্যাহতি দিতে হবে তাঁর ছেলেদের দেখাশোনা থেকে। তিনি ত কয়েকজনকে নিয়ে কমিটি-ই করে ফেললেন!

এত করেও সীতারামের পরিশ্রমের কি অন্ত আছে?

নিত্য কত প্রার্থী! কত প্রশ্ন! কেদার পণ্ডিত মহাশয়কে অবলম্বন করে পণ্ডিতবর্গের আসর। দর্শন! চাই একবার মহাপুরুষের দর্শন। উন্মাদের মত ছুটে আসছে কত নর, কত নারী! সেই অসম্ভব ভিড়ের চাপে কোলের সন্তান বাঁচবে কি মরবে, তা জ্ঞান নেই। স্বেচ্ছাসেবকেরা ছুটে আসছে ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে।

শৌচে যাবার পথ পর্য্যন্ত বন্ধ!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—'ঐ-যে, ঐ-যে সীতারাম!' পথরোধ করে দাঁড়ালো একদল নরনারী।

দিবারাত্র কোথা দিয়ে কেটে যাচ্ছে, তার হিসাব থাকছে না।

সন্ধ্যায় পাঠ বসেছে। পরম ভাগবত দীনেশ ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁর মধুস্রাবী কণ্ঠে উদ্বোধন-গীত গাইলেন। অসম্ভব জনতা। ভিড় নিয়ন্ত্রণ করা অসাধ্য। গুঞ্জন কিছুতেই আর থামতে চায় না।

সীতারাম পাঠ আরম্ভ করলেন। ধীরে ধীরে জনতা শান্ত হয়ে এলো। উৎকর্ণ হয়ে হাজার হাজার নারী-পুরুষ তাঁর অমৃতকণ্ঠের সেই অপূর্ব্ব ভাষণ শুনলো।

অদিতি দেবী লিখেছেন: 'প্রায় আধ-ঘণ্টা পাঠের পর অকস্মাৎ দেখলাম একটা স্ফুরিতালোক, ফ্ল্যাশ-লাইটের মতো ঠাকুরের বাম দিক থেকে এসে তাঁর মুখ ও উত্তমাঙ্গের উপর দিয়ে চলে গেল। সেটি এতই সুস্পষ্ট যে, সঙ্গে সঙ্গে 'ছড়াৎ' করে তার শব্দটি পর্য্যন্ত যেন শুনতে পেলুম। ভাবলাম কেউ হয়তো ছবি তুলছেন, কিন্তু পরক্ষণে দেখি আর এক অভিনব দৃশ্য! ঠাকুরের উর্দ্ধ-অঙ্গ চতুর্হস্ত-গৌরাঙ্গমূর্ত্তিতে রূপান্তরিত! অঙ্গে নীল উত্তরীয়। এমনি অবস্থায় তিন-চার মিনিট কেটে গেল। মনে করলাম এ হয়তো আমার চোখের ভ্রম। তাই বার বার চোখ রগড়ে দেখতে লাগলাম। কিন্তু যতবারই দেখি, ততবারই সেই এক রূপ!'

ভাষণ-অন্তে সীতারাম ঘোষণা করলেন—এবার দশমিনিট কাল মৌন ও প্রার্থনা। মৌনকালে কী গম্ভীর ভাবময় দৃশ্য!

কোলের ছেলেটি পর্য্যন্ত যেন কাঁদতে ভুলে গেল। হাজার হাজার নরনারী নিস্পন্দ হয়ে সেই মৌনতাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে!

এতবড় বিরাট জনতার এতবড় স্তব্ধতা যেমন বিস্ময়কর, তেমনই গভীর অর্থবোধক।

প্রাণে প্রাণে সংক্রমিত হচ্ছে অধ্যাত্মের অগ্নিকণা!

সেই অলক্ষ্য-স্ফুলিঙ্গ হতে বিচ্ছুরিত হচ্ছে আত্মার আত্মিক শক্তি!

সমগ্র শক্তি একীভূত হয়ে গেছে যেন একটি শরীরকে আশ্রয় করে।

এই একমুখীনতা তাই আত্মোপলব্ধির রূপ গ্রহণ করেছে।

এ শুধু তাই সাময়িক মৌনতা নয়, এ হোলো আত্মার অমৃতকুণ্ডে স্নান!

রাত্রি গভীর হয়ে আসছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনেকেই বিশ্রাম নিতে চলে গেছেন। যাননি কেবল কয়েকটি শিষ্য। আর যাননি রায়বাহাদুর। রায়বাহাদুর যেন শেষ-মুহূর্ত্তটিকে পর্য্যন্ত নিঃশেষে পান করে নিতে চান!

প্রবেশ করলেন সীতারাম সেই কক্ষে। কোন ক্লান্তি নেই। সেই সদাপ্রসন্ন জ্যোতির্ম্ময় মুখ! কে বলবে সারাদিন এক অমানুষিক পরিশ্রম গেছে এই দেহের ওপর দিয়ে।

শিষ্যদের মধ্যে বসে পড়েই কৌতুক-উপদেশ বর্ষণ করতে লাগলেন।

এই হোলো তাঁর বিশ্রাম! শিষ্যরা পরমোল্লাসে তাঁর সঙ্গ উপভোগ করতে লাগলেন।

বাধা পড়লো। কে সংবাদ পেয়েছেন, এ সময় সীতারামকে একান্তে পাওয়া যাবে—তাঁর প্রশ্ন আছে। সীতারাম উঠে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরেই আবার ফিরে এলেন। আবার প্রশ্ন! একটি ছাত্র প্রশ্ন করছে।

সীতারাম আর উঠলেন না, বসে-বসেই বলতে লাগলেন,

—বেশ প্রশ্ন করেছ! 'ব্রহ্মচর্য্য পালন করবে কেন?' কারণ, আধ্যাত্মিকতার কথা বাদ দিয়েও বলা যায় ব্যবহারিক জগতেও এর মূল্য যে অনেক। তুমি ছাত্র। তুমি ব্রহ্মচর্য্য পালন করলে তোমার মন একাগ্র হবে, ধারণা-শক্তি বাড়বে; ফলে তুমি পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হবে, আনন্দ লাভ করবে। তেমনই শিক্ষক, উকীল, কেরাণী, ডাক্তার—যে, যে-কোন বৃত্তিতেই রত থাক-না কেন, সে নিজ নিজ কাজ সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারবে। ফলে কৃতকার্য্যতা আসবে—সে আনন্দ পাবে।

তারপর ব্রহ্মচর্য্য ও তার ধারণের কয়েকটা সহজ উপদেশ দিলেন।

ছাত্রদল নীরবে শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর উপদেশ গ্রহণ করলেন।

দিনের বেলায় একদল ছাত্রী এসেছিলেন। কলেজের ছাত্রী। তন্মধ্যে একজন প্রার্থনা করলেন—'বলুন আমি পাশ করবো!' সাধুর মুখ দিয়ে স্বীকৃতি আদায় করিয়ে নিতে চায়। চতুরালিতে সীতারাম কম নন। হেসে বললেন,—যদি ভাল করে পড়ে থাকো ত, নিশ্চয়ই পাশ করবে।

এত কাণ্ডের মাঝেও ভারী মজার মজার ব্যাপার হোতো এক এক দিন। একটি শিষ্য একটু দেরী করে ফেলেছে সেদিন। ভিড় জমে উঠেছে অসম্ভব। মনে মনে সে ভাবলো, আজ মানস-প্রণামই সারা যাক্। সীতারাম ত আমাদের অনেক দিয়েছেন! আজ এদের দাবীর মধ্যে আর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দাঁড়াবো না—দাঁড়ানো যুক্তিসঙ্গত হবে না। এই ভেবে মনে মনে প্রণাম সেরে সে অফিসঘরে বসলো। অনেক কাজ বাকী। এমন সময় একজন হাঁফাতে হাঁফাতে এসে বললো,—শীগগীর, দাদা, শীগগীর! সীতারাম ডাকছেন। শিষ্য তৎক্ষণাৎ সীতারামের আদেশ জানতে গিয়ে দাঁড়াতেই, বললেন,—আগে প্রণামটা সেরে নে দেখি! শিষ্য ত অবাক!

তিন দিনের পর চতুর্থ দিনে ধুলোট-উৎসবে যে নগর-পরিক্রমা হয়, তার বর্ণনা অসাধ্য।

নদীয়ার নরনারী সব একসঙ্গে কি পাগল হয়ে গেল নাকি! নইলে এই পাগলের সঙ্গে সবাই পথে নেমে পড়লো কেন?

অগণ্য নরনারীর এক জনস্রোত নদীয়ার পথে পথে নামের রোলে আকাশ আকুল করে তুলেছে! অনেকেরই চোখে জল! কেন?

শিশুরা পর্য্যন্ত মাথা নুইয়ে প্রণাম জানাচ্ছে, আর 'হরি' বলছে। কী বুঝছে ওরা?

নদীয়ার খেলা সাঙ্গ হোলো। আনন্দের হাট ভাঙলো!

রায়বাহাদুর ব্যাকুল কণ্ঠে বলে উঠলেন,

—আপনারা ত ঠাকুরকে নিয়ে চললেন, আমরা থাকবো কি নিয়ে! মণ্ডপের মাঝে গিয়ে দাঁড়ানো ত দূরের কথা, ওর পানে যে আর তাকানো যাবে না।

এমনই এক এক জায়গায় আনন্দের হাট বসিয়ে হাট ভেঙ্গে দেন সীতারাম!

আসর জমিয়ে তারপর ভরা আসরে দে ছুট্!

এমনই তাঁর খেলা! পিছনে কাঁদে নরনারীর দল আকুল হয়ে, সুমুখে এগিয়ে চলেন তিনি হাসতে হাসতে, পিছনের কান্নাকে পিছনে ফেলেই।

একের পর আর এগিয়ে আসছে যারা, তারা ভেবে পায়না কী এর রহস্য! যাঁকে আশ্রয় করে, অবলম্বন করে তারা যাত্রা সুরু করবে—তিনি কেন সহসা তাদের ফেলে আত্মগোপন করে বসেন!

আসলে সীতারাম কোথাও যান না। তিনি অন্তরে থেকেও অন্তরেই বাস করেন।

নিত্য-পরিচয়ে আসে যে অতি-পরিচয়ের অনাদর, আসে অমূল্যের মূল্য-নির্দ্ধারণের স্পর্দ্ধা—তাকেই ব্যঙ্গ করে সরে যান সীতারাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এ গোপনতার রহস্য জেনেছিলেন শ্রীরাধা তাঁর শতবর্ষব্যাপী বিচ্ছেদের মধ্য দিয়ে!

আমরা দেখি কত লোক অনাথ হোলো, আশ্রয় হারালো, নিত্য প্রসাদ থেকে বঞ্চিত হ'লো। সীতারাম কিন্তু সেই নির্জন গুহায় নিজেকে আবদ্ধ রেখেই যে ভুরিভোজের আয়োজন করেন, তার প্রসাদ বিতরিত হয় অগণিত মানবের কল্যাণে! সে কথা ক'জন ভাবে? ভাবতে চায়! সীতারামের সঙ্গসুখ তাই দ্বিগুণিত হয় তাঁর নিঃসঙ্গতার মাঝে।

বাইরে দেখি সহস্র সহস্র মানুষেরই তিনি তৃপ্তি—ভেতরে কিন্তু তিনি তৃপ্তি যোগান লক্ষ লক্ষ মানুষের!

এমনই আর এক প্রচারের পূর্ণ বিবরণী প্রকাশিত হয়েছে দেবযানের মাধ্যমে (দাক্ষিণাত্যে শ্রীনামপ্রচার)।

সুদূর দাক্ষিণাত্য। শঙ্কর রামানুজের আবির্ভাব-ভূমি!

সেই দাক্ষিণাত্যের গুন্টুর সহর হতে আমন্ত্রণ এলো 'রামনাম-ক্ষেত্রমে' যোগদান দিতে।

'মহাসাম্রাজ্য-পট্টভিষেকম্' উৎসব। শ্রীরামচন্দ্রকে নিয়েই এই উৎসব। উৎসবের প্রধানদের মধ্যে আছেন সীতারামের কয়েকজন শিষ্য। একুশদিন ব্যাপী এই ধর্ম্ম-উৎসবে যেন সারা অন্ধ্র ভেঙ্গে পড়েছিল!

দৈনিক গড়ে পনের-বিশ হাজার নরনারী এই উৎসবে যোগ দেন। বিরাট আয়োজন। বিরাট ব্যবস্থাপনা। প্রধানদের মধ্যে আছেন আঞ্জনেয়ালু। অসাধারণ সংগঠনী শক্তি এঁর!

সীতারাম আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন উল্লাসের সংগেই। কয়েকজন শিষ্যসংগে তিনি যাত্রা করলেন গুন্টুর। তাঁর যোগদানে উৎসব প্রাণবন্ত, হয়ে উঠল। সবাই পরমোৎসাহে তাঁকে গ্রহণ করে ধন্য হয়ে গেলেন।

বিরাট উৎসবে কোথাও বেদপাঠ, কোথাও কীর্ত্তন, কোথাও কথকতা, কোথাও ধর্ম্মীয় আলোচনা চলছে। কিন্তু উৎসবের প্রাণকেন্দ্র হচ্ছেন 'সীতারাম।'

সীতারাম তাঁর সমস্ত অন্তর ঢেলে দিয়েছেন এই উৎসবের সাফল্যে। তাঁর আছে 'নাম'। নাম নিয়ে তিনি উৎসবক্ষেত্র পরিক্রমা করেন, নাম নিয়ে তিনি নগর-পরিক্রমা করেন। পথে পথে নাম বিলিয়ে বেড়ান!

অবশ্য অবসর সময়ে বহু প্রশ্নের উত্তর দিতে তাঁকে, বহু প্রার্থীর প্রার্থনা পূরণ করতে হয়। আলোচনা-সভাও বসে, আবার দীক্ষাদানও চলে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই একভাব! ধনী দরিদ্র, মূর্খ জ্ঞানী, নারী পুরুষ—কোন ভেদ নেই! যে আসে সেই তৃপ্ত হয়ে যায়। পূর্ণের স্পর্শ পেয়ে যেন সব কামনা পূর্ণ হয়ে যায়।

ভাষার অন্তরায় ভেঙ্গে যায়।

চাই একবার দর্শন। একটু স্পর্শ! এর বেশী চাওয়া, এর বেশী পাওয়া কামনা করেনা ওরা। অসম্ভব জনতার মাঝে লুটিয়ে পড়ে বালক বালিকা, যুবক যুবতী, বৃদ্ধ বৃদ্ধা।

সীতারাম সস্নেহে বুকে তুলে নেন পায়ে-পড়া ফুলগুলি!

আঃ, কি অসীম তৃপ্তি! সীমাহীন আনন্দ!

সবাই যেন বাক্যহারা! নীরব নয়নে কিন্তু ভেসে ওঠে একটা আলো। সে আলো স্বচ্ছ, গভীর, সমুজ্জ্বল। সংক্রমিত হয় প্রাণে প্রাণে প্রাণের প্রকাশ! নেমে আসে একটা অখণ্ড ঐক্য। এ ঐক্যের প্রকাশ শুধু অনুভবে!

সকাল হতে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা হতে সকাল, বিরামহীন শ্রান্তিহীন উৎসব এগিয়ে চলে।

যোগ দেন দাশশেষজী। সীয়ারঘুবরজী। সীতারামের শিষ্য এঁরা।

দাশশেষজী আনন্দময় পুরুষ! সাধনার উচ্চস্তরে বিচরণ করেন ইনি।

সীয়ারঘুবরজী সুরের ঝরণাধারায় নিত্য স্নান করে শুচি হন!

সীতারামের আদর্শে 'নাম'কেই ওঁরা একমাত্র উপায় বলে অবলম্বন করেন। দাশশেষজী পরিণত বয়সেও উদ্দণ্ড নৃত্য করেন ভাবের আবেশে।

সপ্তাহম্!

দাশশেষজীর শিষ্য-শিষ্যাদলের সুমধুর কীর্ত্তনে উৎসব গমগম করে ওঠে।

এঁদের শিক্ষার ভার নিয়েছেন সীয়ারঘুবরজী। সুন্দর শিক্ষা দিয়েছেন এঁদের ইনি। সাতদিন-ব্যাপী দিবারাত্র নাম চলছে অবিরাম গতিতে। সুর ভাঙ্গে না। ছন্দপতন হয় না। এমন একটি সুন্দর পরিবেশের স্রষ্টা এঁরা! কিন্তু কী নিরহঙ্কার! দাশশেষজী বলেন, সবই গুরুজীর কৃপা! গুরুজী ইচ্ছা করেছেন তাই সব হচ্ছে, নইলে তিনি কে?

সত্যিই তাই। কিন্তু সর্ব্বদা এ-ভাব রক্ষা করা বড় অল্প কথা নয়! আমারা সামান্য একটু কৃতিত্বে অহঙ্কৃত হয়ে উঠি। ভাবি, এ আমাদের কীর্ত্তি!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এমন শিষ্যের সংস্পর্শে আসাও ভাগ্যের কথা। সর্ব্বদার জন্যে সীতারামকে স্মরণে রেখেছেন এঁরা। সীতারামের কাজ যন্ত্রের মত করে যাচ্ছেন। নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন সীতারামের পায়ে নিঃশেষ।

দলের প্রত্যেকেরই কী সুন্দর ভাব! খেতে শুতে, উঠতে বসতে, নাম ছাড়া নেই কেউ-ই! এঁদের মধ্যে অনেকে সংসারী। অনেকে আবার আশ্রমজীবন যাপন করেন। আঙ্গল-কুঁদুরেতে আশ্রম। যাঁরা সংসারী, তাঁরাও নিয়মিত ভাবে নামে যোগ দেন।

সীতারামকে পেয়ে এঁদের আনন্দ যেন সবচেয়ে বেশী। কী সংযত সম্ভ্রমপূর্ণ ব্যবহার! প্রণামের মধ্যে দিয়েই প্রকাশ পায় এঁদের প্রাণের পূর্ণ আনন্দ!

এঁদের যেন সব চাওয়া, সব পাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছে! তাই প্রার্থনা নেই কিছুই।

সেই বিরাট ধর্ম্মসভায় সীতারাম দু'দিন ভাষণ দেন।

তাঁর ভাষণ শ্রীমদ্ দাশশেষজী মহারাজ তেলেগুতে অনুবাদ করে পাঠ করেন।

ভাষণে সীতারাম নাম-মহিমা কীর্ত্তন করেন।

সীতারামের কৃপায় দাশশেষজী সেই ভাষণ ভালভাবেই পাঠ করতে সমর্থ হন।

প্রায় আট-দশ হাজার নরনারী মুগ্ধবিস্ময়ে সেই ভাষণ শোনেন।

এর মধ্যে একদিন একটি মধুর দৃশ্যের অবতারণা হয়।

ভাষণ শেষ হয়ে গেছে। কীর্ত্তন চলছে। সামান্যক্ষণ পরেই সীতারাম সদলে মঞ্চ হতে নেমে আসবেন—এমন সময় এক বৃদ্ধ সহসা ভাবাবেশে উন্মত্ত হয়ে উঠলেন। এক নাটকীয় পরিস্থিতি! সেই বৃদ্ধের বদন হতে অনর্গল শ্লোক স্তবের আকারে বেরিয়ে আসতে লাগল। মুহূর্ত্তে বৃদ্ধ লম্ফ দিয়ে মঞ্চের ওপর উঠে এলেন। এসেই সীতারামের পা-দুটি বুকে জড়িয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। বললেন,—প্রভু! তুমি এসেছ! আমাদের জন্যই তুমি এসেছ! আমি তোমায় চিনেছি। কৃপা কর, প্রভু কৃপা কর!

মুহূর্ত্তমধ্যে সীতারাম সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন।

বিরাট সভা স্তম্ভিত, বিস্মিত, হতবাক্!

শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে, ভক্তিতে আনন্দে প্রত্যেকটি মুখে স্বর্গীয় আলো! সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এক এ্যাডভোকেট কৌতূহল নিবারণ করতে না পেরে অতিকষ্টে প্রশ্ন করলেন,—একেই কি বলে সমাধি ?

এ দৃশ্য অন্ধ্রদেশবাসী বোধ হয় ইতিপূর্ব্বে আর কখনও দেখেনি। তাই বিস্ময়ের ঘোর যেন আর কাটে না। অনেকক্ষণ পরে অনেক কষ্টে সীতারামের সমাধি ভঙ্গ করানো হ'লো।

ভগবন্নামে সীতারামের সমাধি আসে সহজেই! অনেকেই তাঁর সেই সমাধি দেখে ধন্য হয়েছেন। কিন্তু গুণ্টুরের সেই বিরাট সভায় তাঁর সমাধিতে যেন আরও একটু বৈশিষ্ট্য ছিল। সেই সমাধি-অবস্থায় তাঁর সমগ্র পুণ্যদেহ ঘিরে যেন এক অপূর্ব্ব জ্যোতি নৃত্য করছিল সে দিন!

অথচ সীতারামের কাছে যেন এর গুরুত্ব কিছুই নেই! আশেপাশের লোককে ভাববার অবকাশ না দিয়েই তিনি উঠে প'ড়ে সাধারণভাবেই মিশে যান। এমনও দেখা গেছে, হয়তো তিনি পরবর্ত্তী ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে পরমুহূর্ত্তেই গোবিন্দজীকে উপদেশ দিচ্ছেন! যাঁর স্পর্শ একবার অনুভব করলে সাধারণ মানুষ বেশ কিছুক্ষণের জন্যে—এমন কি কয়েক দিনের জন্যে একেবারে অকেজো হয়ে যায়—সর্ব্বদা সেই স্পর্শ লাভ করেও সীতারাম কিন্তু কাজের বস্তা মাথায় করে অনায়াসে ঘুরে বেড়ান। লৌকিক ব্যবহারের এতটুকু ব্যত্যয় হয় না।

এক এক সময় এত খুঁটিনাটি বিষয়ে নিজেকে নামিয়ে আনেন যে, সত্যিই বিস্ময় লাগে। হাস্য-পরিহাসের মাঝে সকলকে ভুলিয়ে দেন যে, তিনি সকলের উর্দ্ধে! এমনভাবে মেশেন যে, যেন তিনি তাদেরই একজন—অত্যন্ত আপনার জন, যাঁকে তুচ্ছতম কথাটি বলা যায়, যাঁর কাছে গোপনতম বাণীটি পর্য্যন্ত উজাড় করে দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। অথচ তাঁর আত্মিক-স্পর্শ এক এক সময় দিশেহারা করে দেয় তাদেরই।

গুণ্টুরেরই এমন আর একটি ঘটনা।

আরতি শেষ হয়ে গেছে। প্রার্থনাও শেষ হয়ে এলো।

অনেকেই দাঁড়িয়ে আছেন। তার মধ্যে আছেন একটি তরুণ ছাত্র। সহসা ছাত্রটি বিহ্বলভাবে বাইরে বেরিয়ে এলেন। সুমুখে একটি শিষ্যকে দেখে বলতে লাগলেন,

—'দেখুন! আজ পনর দিন হোলো এখানে উৎসব চলছে। আমি আসিনি। আগ্রহ অনুভব করি নি। এমনিই আজ এখানে এসে পড়েছিলুম। কিন্তু এসে আমার একি হোলো!'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি আপনাদের স্বামিজীকে দেখছিলুম। সহসা মনে হোলো ওঁর আত্মার জ্যোতি আমার আত্মায় এসে মিশে গেলো! এ একটা অব্যক্ত অনুভূতি! আমার কেমন ভয় হচ্ছে। আমার একান্ত ইচ্ছে ওঁর চরণস্পর্শ করে প্রণাম করি, কিন্তু কিছুতেই সাহস পাচ্ছি না।'

শিষ্যটি সীতারামকে ছেলেটির কথা জানালে সীতারাম এগিয়ে এসে তাকে আলিঙ্গন দিলেন।

আর একদিন এক সলিসিটর বলেছিলেন,

—অসাধারণ শক্তিমান্ এই সাধু। সে দিন ওঁর চরণস্পর্শ করতেই যেন এক বৈদ্যুতিক ক্রিয়া হয়ে গেল আমার সর্ব্বাঙ্গে! অভিভূত হয়ে বাড়ী ফিরে গেলুম। সারাদিন চব্বিশ-ঘণ্টা আমার কানে নাম বেজেছিলো!...

সীতারাম সিদ্ধপুরুষ। তিনি সংক্রমিত করেন শুদ্ধ-শক্তি দীক্ষাদান-কালে। শক্তির জাগরণ হয় তাঁর স্পর্শে! দীক্ষাকালে জ্যোতি, নাদ, বিন্দু বা ইষ্টসাক্ষাৎকার লাভ করেছেন এমন শিষ্যের সংখ্যা বিরল নয়।

কুলার্ণবে আছে: "গুরোরালোকমাত্রেণ ভাষণাৎ স্পর্শনাদপি।
সদ্য সংজায়তে জ্ঞানং সা দীক্ষা শাম্ভবী মতা॥"

শাম্ভব সংস্কার দুর্লভ মনে করিয়া শিবশাস্ত্রার্থ-পারগ মনীষীরা মন্ত্রমূল শাক্তসংস্কারকে প্রশংসা করেন (অর্থাৎ যে দীক্ষায় গুরু যুগপৎ শক্তি সঞ্চার করেন এবং মন্ত্রকে মূল অবলম্বন করিতে শিষ্যকে আদেশ দেন, তাহা প্রশস্ত)।

দীক্ষার পূর্ব্বে তিনি শিষ্যের দেহ পরীক্ষা করে জানতে পারেন যে, সে কোন্ তত্ত্বের লোক অর্থাৎ জলতত্ত্ব, অগ্নিতত্ত্ব না বায়ুতত্ত্ব। তার বংশে কোন তত্ত্বের ধারা প্রবহমান। একবার মাত্র দৃষ্টিপাত করেই তিনি সব বুঝতে পারেন। তিনি বিচার করে তাকে—বিষ্ণুমন্ত্র, শক্তিমন্ত্র, রামমন্ত্র, দুর্গামন্ত্র,—যার যেটি উপযোগী অর্থাৎ যেটি দিলে তার শীঘ্র কাজ হবে, সেটির তান্ত্রিক বীজমন্ত্র প্রদান করেন। তিনি দেশ-কালের বিচার করেন না। তিনি জানতে পারেন কার সময় হয়েছে। সময় হলেই তিনি ডাক দেন। যে যেখানেই থাকুক, তাঁর সে-ডাকে সে কাছে এসে উপস্থিত হবেই!

সিদ্ধমন্ত্রই তিনি আজকাল সকল শিষ্যকে দান করছেন। সিদ্ধমন্ত্র কোন বিচারের অপেক্ষা রাখে না। একটি হরিতকী মাত্র দক্ষিণা। তাও অনেক সময় তিনি নিজেই শিষ্যকে হরীতকী দিয়ে বলেন—'দক্ষিণান্ত কর'। তবে জপে জোর দিতে বলেন তিনি জোরের সঙ্গেই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যা করণীয় তা করবার উপদেশ দেন তিনি, কিন্তু আদেশ করেন না। দুর্ব্বল জীব পাছে গুরু-আদেশ পালনে অক্ষম হয়ে প্রত্যবায়গ্রস্ত হয়ে পড়ে, তাই এই সাবধানতা! পথ দেখিয়ে এগিয়ে চলেন গুরু পথের অন্ধকার দূর করে, কিন্তু পথিককে বিভ্রান্ত করেন না অবাস্তব আশ্বাস শুনিয়ে। যা তাঁর অপ্রত্যক্ষ তাকে প্রত্যয় করতে বলেননা তিনি। সাহায্য করতে সর্ব্বদা প্রস্তুত তিনি, সাহস করে এগিয়ে এলেই হোলো! শিষ্যেরা বলেন,—কৃপা করুন প্রভু! তিনি হেসে বলেন,—তাঁর কৃপা-বারি সর্ব্বদাই ঝরে পড়ছে। হাত পেতে ধরে নে-না!

বদ্ধমুষ্টি আর খোলে না—হাতপাতাও তাই আর হয়ে ওঠে না!

অহমিকা এসে অন্ধ ক'রে তোলে! সহজকে তাই সহজেই ভুল হয়ে যায়।

করুণার তাঁর অন্ত নেই! একবার যে তাঁর আশ্রয় নিয়েছে সে তাঁর অন্তরেই আছে, তার অন্তরে যাবার উপায় নেই। ঘুরে-ফিরে আবার আসতেই হবে তাকে তাঁর স্নেহচ্ছায়ায়! মাথা উঁচু করে নয়, নত হয়ে বদ্ধাঞ্জলি হয়ে নেমে আসতে হয় কৃপাবারি পান করতে। এ তত্ত্ব সর্ব্বদা স্মরণে রাখবার জন্যে শিষ্যরা তাঁদের নামের সঙ্গে ব্যবহার করেন 'কিঙ্কর' শব্দ। কলিতে কৈঙ্কর্য্যসাধনাই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সাধনা—লঘুপায়। এ তত্ত্ব পরিবেষণ করেছেন তিনি অনেক উপদেশ অনেক গল্পের মাধ্যমে।

'তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।'...

সীতারাম বলেন,—একমাত্র প্রণিপাত, নমস্কার দ্বারাই তাঁকে লাভ করা যায়। নতি থেকেই মতি। তার পর আর গতির ভাবনা থাকে না। গীতায় ভগবান্ বলেছেন—'মাং নমস্কুরু'। আমাকে নমস্কার কর, আমাকে পাবে। সবই ভগবান্, এই বোধে সবাইকে প্রণাম করা বড় সুন্দর অভ্যাস। সীতারাম একটি শ্লোক প্রায়ই বলেন—

খং বায়ুমগ্নিং সলিলং মহীঞ্চ
জ্যোতীংষি সত্ত্বানি দিশোদ্রুমাদীন্,
সরিৎসমুদ্রাংশ্চ হরেঃ শরীরং
যৎকিঞ্চভূতং প্রণমেদনন্যঃ।

আকাশ, বাতাস, অগ্নি, সলিল, মহী, চন্দ্র-সূর্য্যাদি তেজঃ পদার্থ, অখিলজীব, দিক্‌সকল, সরিৎ, সমুদ্র, নদ-নদী, স্থূল সূক্ষ্ম, দৃষ্ট-অদৃষ্ট, যাহা কিছু সবই হরির শরীর। যা কিছু আছে—তাঁর 'শরীর' বোধে অনন্য-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্ত প্রণাম করবে। ফল কথা, একমাত্র প্রণাম দিয়েই পরমপদ লাভ করা যায়।

সীতারাম মুখের উপদেশ দিয়েই তাঁর দান শেষ করেন না। তাঁর উপদেশ কখনও আচরণকে অতিক্রম করে না। সকলেই জানেন, সীতারাম প্রণামে প্রথম। একেবারে অদ্বিতীয় বললেও অত্যুক্তি হবে না। এখানে তাঁর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। প্রণামে ভেদও নেই। সেখানে হিন্দুর মন্দির নেই—মুসলমানের মসজিদও নেই!

'অতি'কে লাভ করতে হলে 'নতি' শিখতে হয়—এই হোলো প্রথম পাঠ।

অতিমানব শব্দটা তাই অভিধানের নয়—বাস্তব জীবনের।

মানুষকে অতিক্রম করেই অতি-মানব বা মহামানব—তারও উর্দ্ধে পূর্ণমানব বা দেব-মানব—তারও উর্দ্ধে ঈশ্বর।

মানুষ হতে পারে ঈশ্বর বা ঈশ্বরই নরতনু ধারণ করে ধরায় আসেন।

সীতারামের পাবন-মন্ত্র সকলের জন্যই! তাই দীক্ষার ক্ষেত্রে তিনি অত্যুদার।

সকলেই তাঁর করুণার অধিকারী! তাঁর দীক্ষার প্রণালী বলতে গেলে, এই উদাহরণটি উল্লেখযোগ্য। সীতারামের এক দীক্ষিত শিষ্য তাঁর তাঁর দীক্ষার বিবরণ দিচ্ছেন:

শরীরটা ব্রাহ্মণ-শরীর। ব্রাহ্মণ-শরীর হলেও 'কাজ' বিশেষ কিছুই ছিল না। তবে বাল্যে কিছুটা 'বসা' অভ্যাস ছিলো। ব্যস্, ওই পর্য্যন্তই। তারপর দীর্ঘদিন আর পাঁচজনের মতই ভেসে চলেছিলুম নানা ঘটনার স্রোতে। আচরণে উচ্ছৃঙ্খল না হলেও আচার-নিষ্ঠ ছিলুম না। সৎসঙ্গ মাঝে মাঝে যে হয়নি তা নয়, কিন্তু সত্যনিষ্ঠা ছিল না। এক কথায়, ধরে থাকবার মত বা ধরে রাখবার মত সম্বল কিছুই ছিল না—ঐকান্তিকতাও ছিল না। যাকে বলে গড্ডলিকা-প্রবাহ—তাতেই ভেসে চলেছিলুম। এ অবস্থা সাধারণের হিসাবে ভালও না, মন্দও না। ধর্ম্ম ও দর্শনের ঝোঁক ছিল, সামান্য পড়াশুনাও ছিল, কিন্তু ধর্ম্মকে ধরবার দৃঢ়তা ছিল না—ধারণাগুলো ছিল অস্পষ্ট, ভাসা-ভাসা। ফলে, নিরীশ্বরবাদী না হলেও ঐশ্বরিক চেতনা ছিল না। দেবস্থানে মাথা নত করতে সঙ্কোচ বোধ করিনি কোনোদিন, কিন্তু কোন প্রার্থনা পূরণের জন্য ঐকান্তিক আবেদনও জানাইনি।

এইঅবস্থায় দীর্ঘদিন কেটে গেল। সীতারামের সঙ্গও ইতিমধ্যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়েছে। শ্রদ্ধার অভাব হয়নি, তাঁর কাছেও যে জীবনের চাইবার কিছু আছে তা মনে হয় নি।

উদয়-সূর্য্যের পানে তাকিয়ে যে বিস্ময়, সে বিস্ময় ছিল মনে। প্রণামও জানিয়েছি মনে মনে, কিন্তু প্রাণে জাগেনি তখনও মানুষের প্রথম প্রশ্ন! সে প্রশ্ন—কে আমি? কেন এলুম জগতে? কী কাজ আমার এখানে?

আমি এগিয়ে আসতে পারিনি। সীতারামই এগিয়ে এলেন সস্নেহে। ইঙ্গিতে জানালেন, আর সময় নষ্ট করবার সময় নেই।

ইঙ্গিত ধরতে পারলেও কেমন যেন একটা অকারণ আড়ষ্টতা অনুভব করলুম। ওই কঠোর তপস্যাপরায়ণ মানুষটিকে প্রথম জীবনে যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলুম, তাতে ভেজাল ছিল না। তাই নিজের অন্তরের পানে তাকিয়ে নিজের নিষ্ঠার অভাব অনুভব করলুম। তাই বোধ হয়, ভেজাল মন নিয়ে ওই খাঁটি মানুষটির আহ্বানে সাড়া দিতে পারলুমনা।

তবু করুণার অন্ত নেই সীতারামের। বললেন,

—সব ময়লা পরিষ্কার করে তবে এ-পথে আসবে, এ ধারণা ভুল। পথ চলতে চলতে, সাধতে সাধতে সব ময়লা ধুয়ে যায়। আগে তাই ধরতে হয়। মন্ত্র নিলেই সাধু হয়ে যায় না। মন্ত্র হোলো 'সাধু' হবার সোপান। যা স্থির তাকে পেতে হবে, নইলে অস্থিরের পেছনে পেছনে ঘুরলে অশান্তি যাবে না। চাই শান্তি! চাই আনন্দ! এর চেয়ে বড় চাওয়া আর কিছু নেই। আনন্দ-লাভ যদি মুখ্য উদ্দেশ্য হয়, তবে আনন্দময়কেই ধরতে হবে। ছোট আনন্দের পিছনে ছোটার মত আহম্মকি করা কেন?

ভাল লাগলো কথাগুলো! তবু একবৎসর সময় নিয়ে সরে পড়লাম সেদিন।

একবৎসর পার না হতে নিজেই প্রার্থনা জানালাম দীক্ষার জন্যে। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এলো—অমুক দিন, অমুক স্থানেই এসে আমার সঙ্গে দেখা কর। একটি আসন সঙ্গে এনো।

নির্দ্দিষ্ট দিনে, নির্দ্দিষ্ট সময়ে এসে প্রণাম করে দাঁড়ালাম। সীতারাম সস্নেহে হেসে বললেন,—আজ গুরুপূজা অভিনয় আছে। দিগসুই-এর ছেলেরা অভিনয় করবে। শীগগীর প্রসাদ পেয়ে এস।

প্রসাদ পেয়ে যথাসময়ে কম্বল-মুড়ি দিয়ে সারারাত সীতারামের পাশে বসে অভিনয় উপভোগ করলুম। দারুণ শীত। তবু প্রায় একাসনে বসেই সারারাত কাটিয়ে দিলুম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তার পরদিন যাত্রা সুরু হোলো। একখানা গো-গাড়ীতে সীতারাম আর আমি। সীতারাম কেন জানিনা আমার কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়লেন। আমি সযত্নে তাঁর মাথাটি কোলে নিয়ে বসে-বসে কত-কি ভাবতে লাগলুম! সীতারামের লেখা কবিতার একটা চরণ কেবলই মনের মাঝে যেন নৃত্য করতে লাগলো :

'জয় জয় গুরু, জয় জয় নাম, জয় জয় সাধু-সঙ্গ।
পাষাণে ফুটেছে কমল-কুসুম, হরি হরি বড় রঙ্গ॥

মনে হতে লাগল স্বপ্নের কথা। সীতারাম আমায় কর দেখিয়ে দিচ্ছেন। এক সময় মনে মনে সংকল্প করেছিলুম—আমার যিনি গুরু, তিনি নিজে এসে আমায় দীক্ষা দেবেন। আজ সেই দিন এসেছে! যাঁকে এতদিন দেখে এসেছি সাধারণ ভাবেই, তিনি যে আমার অতি আপন-জন, তা জানিয়ে দিলেন তিনি আঙ্গুল দিয়ে! তবু কত সংশয়! চোখ বুঁজে যার চলা অভ্যাস, তার পক্ষে চোখ চাওয়াটাই যেন অস্বাভাবিক! অভ্যাস দিয়ে অনভ্যাস দূর করা হয়। এতদিনের অনভ্যস্ত জীবনে অভ্যাস সম্ভব হবে কি?

এমনই কত ছন্দহীন ভাঙ্গা-ভাঙ্গা চিন্তা মনের মাঝে উঠে আবার মনেই লীন হয়ে যাচ্ছিল।

শেষে যেখানে এলুম সেখানেও দেখি নামের স্রোত চলেছে!

ক্রমে বেলা বাড়তে লাগলো। ঠাকুর এক সময় সহাস্যে বললেন,—কি রে, ঘুম পাচ্ছে না ত? উত্তরে বললুম,—না ত! সত্যিই, অনভ্যস্ত হলেও এতটুকু ক্লান্তি ছিলনা সেদিন শরীরে!

সীতারামের ডাকে 'আসন' নিয়ে এসেছি। কিন্তু এসে অবধি দীক্ষার কথা কিছু বলি নি। ভাবটা, আমার দায় আমি খালাস করে এসেছি—এখন সীতারাম যেমনটি করাবেন তেমনটি করে যাবো। সকালে গাড়ীতেই যেন একবার বলেছিলেন,—'ওখানে গিয়েই দীক্ষা হবে।'

দীক্ষা হবে ত হবে! একটা কর্ণ-শুদ্ধি! দেহ-শুদ্ধি। দীক্ষা সম্বন্ধে বিদ্যা-বুদ্ধির দৌড় তখনও ঐ পর্য্যন্তই! বেলা প্রায় এগারটার সময় বললেন,—যা, স্নান সেরে আয়!

শৌচাদি অন্তে একটা পুকুরে স্নান সেরে আবার তাঁর কাছে এসে দাঁড়ালুম। বললেন,—চ', ওপরে যাই।

ওপরে গিয়ে ত আচমন করে আসনে বসা হল। চোখ বুঁজে অপেক্ষা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করছি কখন গুরুদেব কানে বীজমন্ত্রটি দান করবেন। এমন সময় এক অনাস্বাদিত অভাবিত অকল্পিত কাণ্ড ঘটে গেল!

সহসা যেন একটা কিসের স্পর্শ অনুভব করলুম মেরুদণ্ডের মূলদেশে! সঙ্গে সঙ্গে একটা তড়িৎ-শক্তি মুহূর্ত্তে সেই মেরুদণ্ড ব'য়ে মস্তিষ্কে প্রবেশ ক'রে এক বিপর্য্যয় কাণ্ড ঘটিয়ে দিল! সহসা আমি যেন উৎক্ষিপ্ত হয়ে পড়লুম এক জোতির্ম্ময় ঘূর্ণ্যমান মহাশূন্যের মাঝে! সপ্তভুবন যেন সহসা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে! সেই অনন্ত আলোক-সমুদ্রে আমিও দোল খেতে লাগলাম!···

সেই জ্যোতির্ম্ময় মহাশূন্যের বুকে যে কতক্ষণ দোল খেয়েছিলুম তা এখন স্মরণ করতে পারি না! তবে, মুহূর্ত্তের জন্যও জ্ঞান হারাই নি। একটা যে ক্ষীণ জাগ্রত চেতনা স্থূলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল তা হচ্ছে এই যে, গুরুদেব দাঁড়িয়ে আছেন। এই চেতনা যে কতবড় আশ্রয়, কতবড় আশ্বাস—তা এখন বুঝতে পারি! নইলে সেই জাগ্রত চৈতন্য-লোকে বাহ্য-চেতনা রাখা সম্ভবপর হোতো না। বেশ মনে আছে, সমগ্র বাহ্য-চৈতন্য যখন আচ্ছন্ন হয়ে আসছে তখন প্রাণপণ শক্তিতে আমি স্থূলের সঙ্গে সংযোগ রাখবার সাধ্যমত প্রয়াস পাচ্ছি। দেহ কাঁপছে, দুলছে—তাকে যেন আর আসনে ধরে রাখা সম্ভব হচ্ছে না! দু'হাত দিয়ে বুকটা জড়িয়ে ধরলুম। হাত আর আমার বশ নয়! হাত খুলে গেল। (পরে শুনেছিলাম হাত দু'টো নাকি নানা মুদ্রার অভিনয় করেছিল।) স্পষ্ট অনুভব করলুম, এক অদৃশ্য শক্তি আমাকে পরাভূত করে আপন ইচ্ছামত তার খেলা খেলে যাচ্ছে। ভাবলুম, জ্ঞান যখন লোপ পায়নি তখন দেখাই যাক তার খেলাটা! এই ভেবে আমিও যেন এক তৃতীয় ব্যক্তির মত দ্রষ্টা হিসাবে নিজেকে লক্ষ্য করতে লাগলুম।

এবার নাভিকুণ্ডলের কাছে কেমন যেন একটা অনাস্বাদিত অনুভূতি! কী ব্যাপার! মনে হোলো যেন একটা শব্দ উঠছে ওখান থেকে! আগে জানতুম কণ্ঠ হতেই শব্দ ওঠে. যেজন্যে সঙ্গীতকে কণ্ঠ-সঙ্গীত ও যন্ত্র-সঙ্গীত এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। আজ অনুভব করলুম শব্দের আধার কণ্ঠ নয়, নাভি। সেই শব্দকে আমি প্রাণপণে রোধ করবার চেষ্টা করতে লাগলুম। বৃথা, বৃথা সে চেষ্টা। সেই শব্দ নাভি হতে উঠে হৃদয় হয়ে কণ্ঠে, শেষে আকাশের বুকে ছড়িয়ে পড়লো! এতবড় পরাজয়ের পর আমি আর কী করতে পারি! আমি সেই শব্দকে তখন লক্ষ্য করতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লাগলুম। মনে হোলো নাভি থেকে যখন সে-শব্দ উঠল তখন সে 'অ'। হৃদয়ে এসে 'উ'। তারপর? তার পর আর আমার বিশ্লেষণের শক্তি ছিল না। সে শব্দ একটা হুঙ্কার হয়ে বাইরে ছড়িয়ে গেল! চোখ চাইব, মনে করলেও চাইতে পারছিলাম না—বোধ হয় সাহস হচ্ছিল না! তবে গুরুদেব যেন সর্ব্বদা শিয়রে দাঁড়িয়ে আছেন, মনে হচ্ছিল। একবার মনে হল, তিনি যেন আমার ব্রহ্মতালুতে তাঁর অঙ্গুলি-স্পর্শ দিচ্ছেন।

যখন চোখ চাইবার ক্ষমতা হোলো, তখন তাকিয়ে দেখি, গুরুদেব পাশে নেই! কখন তিনি চলে গেলেন? বেশ অনুভব করেছিলুম, চাইবার ঠিক পূর্ব্বমুহূর্ত্তেও তিনি আমার পিছনেই দাঁড়িয়েছিলেন!

গুরুদেব প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই এলেন। পাশে বসে যথারীতি মন্ত্রদান করলেন।

গুরুদেবও যেন ঘোরে রয়েছেন! কিন্তু অদম্য কৌতূহল আমিও চাপতে পারছি না। সাহস করে বললুম,—এসব কি দেখলুম!

ইঙ্গিতে নিরস্ত করে ধীরে ধীরে গুরুদেব বললেন—কাজ করা ছিল।

কিছুই বুঝলাম না। কী কাজ, কে করেছে, কবে করেছে!

শুনেছি 'অনুভূতি' বললে, নাকি হারিয়ে যায়। হারিয়েই ত গেছে! তবে আমি জানি, এতে দুঃখ করবার কিছু নেই। গুরুশক্তির যে অপূর্ব্ব পরিচয় আমি জেনেছি, তা জগৎকে জানিয়ে যেতে চাই। আত্মপ্রচার নয়—গুরুপ্রচার আমার ধর্ম্মের অঙ্গ!

এ গুরুশক্তি মাত্র, আর কিছু নয়! তাই ত পুরীতে যখন আবার বসবার কথা বললেন, তখন আমি প্রবল অস্বীকার করে বললুন—না-না, আর বসব না! সেই স্মৃতি আমার মরণের পরেও মুছবে না।

মনে মনে বললুম,—ওই শক্তির জাগরণ যদি স্বতঃস্ফূর্ত্ত না হয়, তবে কাজ নেই আমার ক্ষণিক স্পর্শের আনন্দে! আমি জানি, মাটিকে স্পর্শ করে তা থেকে আগুন বের করতে পারেন আপনি। জানি—সে শক্তি মাটিরও নয়, আগুনেরও নয়! সে শক্তি আপনার। আমি অপেক্ষা করব সেই স্বতঃস্ফূর্ত্ত জাগরণের আশায়। এ জীবনে যদি সে শুভমুহূর্ত্ত না আসে, তবে চেয়ে নেব নতুন জীবন! দেখি, কতদিন আর ঘোরা বাকী আছে!

এত কথা সেদিন গুছিয়ে বলতে পারিনি। কিন্তু মনে হয়, এইভাবের কথাই সংক্ষেপে বলেছিলুম। শুধু হেসেছিলেন সীতারাম! বলেননি কিছুই। শুধু আমি নয়, অনেকেই অনেক রকম অনুভূতির স্পর্শ লাভ করেছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক'জনের স্থিতি হয়েছে জানি না! তবে আমার হয় নি। এতে এতটুকু মিথ্যে নেই।

জ্যোতি, নাদ, বিন্দু অনেক রকম অনুভূতি আছে। সিদ্ধগুরুর স্পর্শে কুণ্ডলিনী-মা জাগরিতা হয়ে তাকে এক এক অনুভূতির রাজ্যে নিয়ে গিয়ে খেলা করেন। কারো-কারো একই সঙ্গে দু'তিন রকমের অনুভূতি হয়েছে, এও শুনেছি।

মনে রাখা প্রয়োজন যে, মন্ত্রের দীক্ষাগ্রহণেই সব শেষ হয় না, চাই তারপর সাধনা। সাধতে না শিখলে স্থায়ী কিছু লাভ সম্ভব নয়। সীতারাম বলেন—"যে-কোন সিদ্ধিলাভ করতে হলে সাধনার প্রয়োজন। সাধক-মাত্রেরই কর্ত্তব্য প্রথমে ইষ্ট-সাক্ষাৎ ক'রে তারপর অন্য কাজ। আমি তাই বলি—আগেই ইষ্ট-সাক্ষাৎকারের জন্য প্রাণপণ কর, অন্য সমস্ত কামনা হৃদয় থেকে দূর করে দে! ডাক্ ডাক্, কেবল ডাক্—উঠতে-বসতে, খেতে-শুতে ডাক্!"

অবশ্য সে সাধনার পথও তিনি সুগম করে দিয়েছেন। তাই আর এক জায়গায় বলেছেন,

—"তোরা পেয়েছিস সিদ্ধ-যোগ। ইহা—লিফ্‌ট। এতে পথের সন্ধান কিছু জানতে হবে না। কেবল মন্ত্রটি ধ্যান করলে জ্যোতিঃ, নাদ, বিন্দু—সবই পাওয়া যাবে। হৃদয়ে ধ্যান করিস—হৃদয় পূর্ণ হয়ে গেলে ভ্রূমধ্যে ও সহস্রারে যেতে পারবি। নাদে ধ্যান লাগাবি—চিত্ত গলে যাবে, খণ্ড-অখণ্ড মিশে যাবে!"

আজ সীতারামের শিষ্যসংখ্যা অগণিত। বহু পূর্ব্বেই গুরুপুত্র শঙ্কর কিন্তু একটি ঘটনাকে অবলম্বন করে ভবিষ্যতের ইঙ্গিত পান। তখনও সীতারামের ছাত্রাবস্থা। শঙ্কর বলছেন,—"একদিন কাকামণি আর আমি ডুমুরদ' হতে পায়ে হেঁটে দিগসুই আসছি। নিত্যানন্দপুরের পারঘাটে এসে দেখি নৌকো ওপারে। মাঝি নেই। অনেক ডাকাডাকিতেও মাঝির সাড়া পাওয়া গেল না। কাকামণি বললেন—'তুই দাঁড়া, আমি সাঁতরে ওপার থেকে নৌকা এপারে আনি।' আমি বললুম,—'না, কাকামণি, আমিই ওপারে গিয়ে নৌকা এপারে আনি।' কাকামণি হেসে বল্‌লেন—'তুই আগঙ্গা দেশের ছেলে। ওপারে পৌঁছালেও, নৌকো এপারে আনতে পারবিনা।' বর্ষাকাল। স্রোত খুব। আমি চুপ করে গেলাম। কাকামণি ঝাঁপিয়ে পড়লেন সেই স্রোতের মুখে। এপারে নৌকো নিয়ে এলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমরা দু'জনে পার হলুম। তখন কি জানি, কত জীবন-তরণীর কর্ণধার হবেন উনি! কত লোককে পার করবেন তিনি কামনার কুটিল স্রোত ঠেলে!"

সীতারাম একটি সম্প্রদায়ের স্রষ্টা। কিন্তু তিনি নিজে অসাম্প্রদায়িক, বা সকল সম্প্রদায়ের ঊর্দ্ধে। এ সম্পর্কে তাঁর-ই এই সুন্দর কথা ক'টি সীতারামের মতকে পরিষ্কার করে তুলে ধরেছে:

ঠাকুরটী বহুরূপে লীলা করছেন। কারও উপর বিদ্বেষ করবার উপায় তো নাই। যাঁদের সহিত মতের মিল হয় না, যাঁদের বিশ্বাস ও গুরু-ইষ্টে অনুরাগ নষ্ট করতে চান—তাঁদের নিকট হতে দূরে থাকাই উত্তম। ঠাকুরটিই তো ইষ্টের নিন্দা করে পরীক্ষা করেন।...সমালোচনা করিস্ না। তিনিই বহুরূপে লীলা কচ্ছেন বলে, দূর থেকে প্রণাম করিস্।'

সকল বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যদর্শন, 'বহু'র মধ্যে 'এক,' এই উপদেশ তিনি দিয়েছেন—দিচ্ছেন বার বার। যিনি ব্রহ্মবিৎ, সর্ব্বত্র যাঁর সমদর্শন হয়েছে, সুখদুঃখে সমভাবে যিনি উদাসীন, শীত-গ্রীষ্মে যাঁর বিকার আসে না —তাঁর কাছে এমনই উপদেশ স্বাভাবিক। তবু সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে দারুণ বিদ্বেষ, মত ও পথ নিয়ে প্রাধান্যবিস্তারের অপচেষ্টা সাধারণ বুদ্ধিজীবীদের ভাবিত না করে পারেনা। তারা সত্যই ভেবে পায় না, কেন মত ও পথের পার্থক্য মানুষকে মানুষ বিদ্বেষ ও বিষাক্ত বাক্যবাণে জর্জ্জরিত করে তুলবে!

বিভিন্ন মত ও পথেরও প্রয়োজন আছে। একই জামা সকলের গায়ে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া সদ্‌বুদ্ধির কাজ নয়। সীতারাম তাই তাঁর শিষ্য আঞ্জেনয়ালুকে এক পত্রে এ সম্বন্ধে অতি সুন্দর উপদেশ দিয়েছেন। সীতারাম বলছেন:

"প্রাচীন যুগে দেখতে পাই বেদসকল ভিন্ন ভিন্ন, পুরাণসমূহ ও সংহিতাসকল বিভিন্ন। মুনিগণের মতও ভিন্ন ভিন্ন। তাঁরা সকলে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে জগতের কল্যাণসাধন করেছেন। জগতের মূলসূত্র—'বহুস্যাম্ প্রজায়েয়মিতি'—বহু হব, জন্মাব। কাজে কাজেই বহুত্বই স্বভাবসিদ্ধ।

...সকল সম্প্রদায়ই কিন্তু জগতের কল্যাণকামী। শাক্ত, শৈব, সৌর, গাণপত্য, যোগী, সহজিয়া, আউল-বাউল-সাঁই প্রভৃতি উপাসকগণের ভেদ তো আছে-ই। এত ভেদ কি করে একমুখী হবে, আমি তা ধারণা করতে পারছি না! আমি কিন্তু এইসকল সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তকগণকে রামের লীলা-বিগ্রহ মনে করে—তাঁর বহুরূপে লীলা দেখে আনন্দ পাই।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বহুরূপে লীলা দেখা তাঁর স্বভাব, তাই অতি সহজেই সকল সম্প্রদায়কে তিনি রামের লীলাবিগ্রহ মনে করে আনন্দ পান।

আনন্দের অভাব তাঁর হয় না। তাই দেখা গেছে আনন্দময় এই মহাপুরুষের নিকট সংস্পর্শে এসে বিরুদ্ধ মতবাদীরাও—যাঁরা পূর্ব্বে তাঁর মতের বিরুদ্ধ সমালোচনা করেছেন, তাঁরাও শ্রদ্ধায় বিনম্রভাবেই তাঁর বাণী শ্রবণ করেছেন।

তবু এ কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, সীতারাম একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের ভাবধারায় পুষ্ট ও বর্দ্ধিত। একটি বিশেষ বাদের ধারক ও পোষক তিনি। সেই বাদ বা ধারার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে সীতারাম লিখেছেন :

—"ভগবান্ রামানুজাচার্য্য বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। তিনি বলেন,—জীবজগৎ সহিত ব্রহ্ম সত্য। আমাদের গুরু-পরম্পরা এই বাদের প্রচারক। চিৎ-অচিৎ-ঈশ্বর—এই তিনটি তত্ত্ব। চিৎ জীব, অচিৎ প্রকৃতি, ঈশ্বর ব্রহ্ম—এই তিনটিই সত্য। জীব নিত্য দাস, ভগবানের কিঙ্করত্ব করিয়া দেহাত্ম-বোধ অপগত হইলে সে 'চিৎ-কণা'—বুঝিতে পারে। যেমন অগ্নিরাশিতে অগ্নিকণা মিশ্রিত হইলেও তাহার পৃথকত্ব থাকে, তদ্রূপ অবিদ্যার অপগমে জীব শুদ্ধ হইয়া পৃথক্ থাকে—একীভূত হইয়া যায় না। ইহা সেব্যসেবক ভাব। ভক্তগণ পরিণামবাদী। তাহার ইষ্ট—নির্গুণ, সগুণ আত্মা, অবতার —সমকালে। শিবশক্তির মিলনে এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হইয়াছে। রাধা-গোবিন্দের, সীতা-রামের মিলনে এই জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে। জগতে যাহা কিছু আছে সব সীতারাম, রাধাগোবিন্দ, শিবশক্তি! ভক্ত 'সব তুমি! সব তুমি!' করিতে করিতে 'তুমি'তে স্থিতিলাভ করে। ভক্তদের সাধন নাম-জপ।"

অবশ্য স্বয়ং এই বাদের অনুসরণ করলেও এবং মুখ্যতঃ শিষ্যগণকে এই ধারানুযায়ী উপদেশ দিলেও, অন্যান্য বাদ সম্বন্ধেও তাঁর জ্ঞানের গভীরতা অল্প নয়, ভাঙ্গা-ভাঙ্গা নয়। তিনি গভীর শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সঙ্গে সকল বাদের সঙ্গে পরিচয় লাভ করেছেন, তাই সত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হ'য়ে তিনি একদেশদর্শিতা থেকে মুক্ত হতে পেরেছেন।

'অন্যান্য বাদ' সম্পর্কে তাঁর সংক্ষিপ্ত আলোচনায় বলেছেন :

"জগৎ সম্বন্ধে আবহমান কাল হইতে দুইটি 'বাদ' চলিয়া আসিতেছে। একটি বিবর্ত্ত, অপরটি বিকার। সত্য আধারে মিথ্যাবস্তু আরোপের নাম বিবর্ত্ত। যেমন সত্য-অধিষ্ঠান রজ্জুতে মিথ্যা-সর্পজ্ঞান। সত্য-শুক্তিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মিথ্যারজত ভ্রান্তি। সত্য-মরীচিকায় জলভ্রান্তি। যেমন রজ্জুজ্ঞান হইলে সর্পভ্রান্তি দূরীভূত হয়, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞান হইলে জগৎ-জ্ঞান নষ্ট হইয়া যায়। জীবন্মুক্ত অবস্থায় 'বাধ' জগৎদর্শন থাকে, বিদেহমুক্ত অবস্থায় জগদ্দর্শন থাকে না। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এই বাদের প্রচারক, ইহার নাম অদ্বৈতবাদ বা মায়াবাদ। বেদান্তবিদ্‌গণ এই মতের পোষক। যেমন একমাত্র মহাকাশ, ঘটাকাশ, পটাকাশ, মঠাকাশ ইত্যাদি নানাবিধরূপে প্রতীয়মান হয় উপাধির জন্য, সেইরূপ একমাত্র 'ব্রহ্ম' উপাধি অর্থাৎ মায়া দ্বারা বহুরূপে দৃষ্ট হন। স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ—এই দেহত্রয়রূপ উপাধিতে উপহিত চৈতন্যের নাম 'জীবাত্মা—ঘটাকাশ-স্থানীয়। অনুপহিত-চৈতন্য মহাকাশ-স্থানীয়। তত্ত্বাভ্যাস, মনোনাশ, বাসনাক্ষয়—সমকালে অভ্যাসের দ্বারা জীবের দেহাত্ম জ্ঞান নষ্ট হইয়া যায়। জীব মুক্ত হইয়া যায়। আমি 'ব্রহ্ম', আমি 'দেহ' নই—এই জ্ঞান লাভ করে। প্রথমে চিত্তের দ্রষ্টাভাবে অবস্থান করে, পরে দ্রষ্টা-দৃশ্য বোধ থাকে না। ইহার নাম অদ্বৈত জ্ঞান—'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—সব ব্রহ্ম।

দ্বিতীয় বাদের নাম—বিকার বা পরিণামবাদ। ইহাতে প্রকৃতি বা জগৎ মিথ্যা নহে—সত্য। জড়া প্রকৃতি চেতন-পুরুষের সান্নিধ্যবশে মহৎ-অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র, ইন্দ্রিয়াদিরূপে পরিণত হন। প্রকৃতি হইতে পুরুষ ভিন্ন—এই বিচারের দ্বারা পুরুষ মুক্ত হন। ইহার নাম সাংখ্য-মত। ভগবান্ কপিলদেব এই মতের প্রচারক। ইহাতে 'বহু জীব' বলা হইয়াছে। এই বাদে মুক্তির সাধন হইল—প্রকৃতি হইতে পুরুষ ভিন্ন, এই বিচার। আমি প্রকৃতি নই, পুরুষ'—এই জ্ঞানলাভই মুক্তি।"

সীতারাম সর্ব্ববাদের সমন্বয় করে বলছেন :

"মোট কথা কোন বাদ-ই মিথ্যা নয়। চিত্তের অবস্থানুযায়ী 'দ্বৈত-বাদ' 'অদ্বৈতবাদ' ইত্যাদি। জ্ঞানী বলেন,—তরঙ্গ মিথ্যা, সমুদ্র সত্য—জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্ম সত্য। ভক্ত বলেন,—তরঙ্গও সত্য, সমুদ্রও সত্য। 'আমি ইষ্টময় জগৎ হেরি', 'যত্র যত্র নেত্র পড়ে তত্র কৃষ্ণ স্ফুরে', 'মা বিরাজেন ঘটে ঘটে।'...জ্ঞানী যেখানে গিয়া স্থির হন, ভক্তও সেইখানে গিয়া স্থির হন। সকল সাধনার চরম লক্ষ্য হইল একটি শান্ত-অবস্থা লাভ।"

সীতারাম-তত্ত্বের এই পটভূমিকা স্মরণ করতে পারলে তাঁর সব উপদেশ গ্রহণ করবার সুবিধা হবে—আপাতবিরোধী বলে আর কিছু বোধ হবে না। তাঁর মাতৃধ্যান-বর্ণনাও হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হবে। বিরাট্‌কে বুকে ধরা সম্ভব হবে। সীতারাম বলছেন :

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"স্বর্লোক আমার মা'র মস্তক, আকাশ নাভি, চন্দ্রসূর্য্য নয়ন, দশদিক্ কর্ণ, পৃথিবী পদতল। আমি মা'র ভিতরেই অবস্থান করিতেছি—উর্দ্ধে অধে, বামে দক্ষিণে, সম্মুখে পশ্চাতে মা আমার বিরাজমানা। মা আমার মহাসিন্ধুরূপিণী—আমি অতলস্পর্শ সেই মহাসিন্ধু-গর্ভে ডুবিয়া আছি। জগতে 'মা' ভিন্ন কিছু নাই। স্ত্রী-পুরুষ, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, বৃক্ষলতা, তিরস্কার- পুরস্কার, মান অপমান, রোগ শোক, অভাব অবহেলা—সব আমার 'মা' !"

এই শুদ্ধ চিন্তার দ্বারাই চিত্তশুদ্ধি আসে—আসে তাঁকে উপলব্ধি করবার শক্তি। হয় সব দুর্ব্বলতার অবসান। আসে আত্মবিশ্বাস—আসে নির্ভরতা—আসে অখণ্ড অনুরাগ! এই অনুরাগই তাকে অবশভাবে এগিয়ে নিয়ে যায় 'তাঁর' কাছে। ভাবের রাজ্যে একবার প্রবেশাধিকার লাভ হলে আর ত অভাবের তাড়না সহ্য করতে হয় না! তাই ভাবী সিদ্ধির দ্বারে অনুভব এসে দেখা দেয়। চাই ঐকান্তিকতা, চাই সত্যিকারের চাওয়া! নির্ভেজাল একমুখী চাওয়া যেখানে, সেখানে পাওয়ার প্রশ্ন আর কিছুর জন্য অপেক্ষা করে না।

যাঁরা সীতারামের কোন-না-কোন সংস্পর্শে এসেছেন, তাঁরা জানেন সীতারাম নামপ্রেমী। নামের মহিমায় তিনি সহস্র-মুখ! নামের শক্তিতে তিনি অখণ্ড বিশ্বাসী। দুর্ব্বল কলিহত জীবের জন্য এই পাবন-মন্ত্রের শক্তি তিনি বার বার ঘোষণা করেছেন। তিনি নীচের দু'টি মন্ত্র যে কতবার উচ্চারণ করেছেন, তার ইয়ত্তা নেই :

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতোমখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥

—শ্রীমদ্ভাগবত ॥১২॥

'সত্যযুগে বিষ্ণুর ধ্যানে, ত্রেতায় যজ্ঞের দ্বারা অর্চ্চনায়, দ্বাপরে পরিচর্য্যা করিলে যে ফল হয়—কলিযুগে অবিকল সেই ফল শ্রীভগবানের নাম-কীর্ত্তনের দ্বারা হইয়া থাকে।'

ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্ত্য কেশবম্ ॥১৭॥

—বিষ্ণুপুরাণ ॥ ৬।২অঃ ॥

'সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ, দ্বাপরে পূজা করিয়া মানব যে ফল প্রাপ্ত হয়—কলিযুগে কেশবের নাম-কীর্ত্তনের দ্বারা তাহাই লাভ করিয়া থাকে।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাম-প্রেমী সীতারাম নাম-যজ্ঞে আহ্বান করেন সকলকেই। নামে অধিকার সকলেরই। তাই সে যজ্ঞে স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে সকল স্তরের সকল মানুষ এসে উপস্থিত হয় নিঃসঙ্কোচে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস চলে সেই যজ্ঞ। সংক্রমিত হয়—প্রভাবিত হয় বহু হৃদয়। নামের বিজয়-বার্ত্তা বয়ে চলে গ্রামে গ্রামান্তরে, দেশে দেশান্তরে। সীতারাম কিন্তু সাময়িক শান্তির জন্য আয়োজন করেন না—যাতে মানুষ স্থায়ী শান্তি লাভ করতে পারে, তার সুষ্ঠু উপায় বাৎলে দেন। নাম-প্রচারে তিনি আদিষ্ট, তাই তাঁর সঙ্গে থাকলে নামের প্রভাব অস্বীকার কেউ করতে পারে না—কিন্তু মানুষের সমালোচনা-বৃত্তি অন্তরালে গিয়েও যাতে নামানুরাগী থেকে যায়, তার জন্যে সীতারাম বহু শাস্ত্র, বহু প্রমাণ উদ্ধৃত করে মননশীলতাকে সম্মানই করেন।

বেদ, উপনিষদ্, তন্ত্র, পুরাণ, ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে রাশি রাশি শ্লোক উদ্ধৃত করে সীতারাম সকল সংশয়ের নিরসন করেন। তিনি পরিহাস করে বলেন,—এ শুধু 'সীতারামের কথা' নয়—সীতারামের পূর্ব্বে ভগবান্ মুনি-ঋষিদের মুখ দিয়ে নামের মহিমা গান করেছেন—শাস্ত্র স্বয়ং এগিয়ে এসেছেন নাম-মাহাত্ম্য-প্রচারে। সীতারাম 'শ্রীশ্রীনামমহিমৃত' পুস্তকে সবিস্তারে এর আলোচনা করেছেন। এখানে মাত্র কয়েকটি উদাহরণ উপহার দেওয়া হোল।

মর্ত্তা অমর্ত্তস্য তে ভূরিনাম মনামহে। [ঋ সং—অ ৫, অ ৮, ব ৩৫]
—হে পরমাত্মন্! মেধাবী মানুষ আমরা, বৈশ্বানর দেবতা! তোমার নাম উচ্চারণ করিতেছি।

[কলিসন্তরণোপনিষৎ]

দ্বাপর যুগের শেষে একদিন ভক্তশ্রেষ্ঠ নারদ লোক-পিতামহ ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—হে ভগবন্! পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতে করিতে কি প্রকারে কলি হইতে উদ্ধার হইব?

প্রজাপতি ব্রহ্মা বলিলেন,—উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ। সমস্ত বেদের গোপনীয় রহস্য শ্রবণ কর, যাহার দ্বারা কলি-সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইবে। ভগবান্ আদিপুরুষ নারায়ণের নামোচ্চারণের দ্বারাই কলি দূরীকৃত হইবে।

নারদ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—সে নাম কি? হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা বলিলেন,—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই ষোড়শটি নামের দ্বারা কলির পাপ নাশ হইবে। ইহা অপেক্ষা আর শ্রেষ্টতর উপায় সমস্ত বেদে দেখা যায় না। এই ষোড়শ নামের দ্বারা প্রাণ, শ্রদ্ধা, আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল, ক্ষিতি, ইন্দ্রিয়, মন, অন্ন, বীর্য্য, তপস্যা, মন্ত্র, কর্ম্ম, লোকসকল ও নামরূপ ষোড়শ-কলা-আবৃত জীবের আবরণ বিনাশ হয়। মেঘ অপগত হইলে যেমন সূর্য্যরশ্মি প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ এই ষোড়শ-কলা বিগমে পরমব্রহ্ম প্রণব প্রকটিত হয়।

পুনর্ব্বার নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ভগবন্! ইহার বিধি কি?

প্রজাপতি বলিলেন,—ইহার কোন বিধি নাই। ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা শুচি অথবা অশুচি যে-কোন অবস্থাতেই পাঠ করিয়া সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য অর্থাৎ অভেদ-মুক্তি লাভ করিয়া থাকে।

ব্রাহ্মণ শব্দ দ্বারা এই বেদ-মন্ত্র চিহ্নিত করে দেওয়া হয়েছে। সীতারাম বলেন,—শ্রুতি যখন পুরাণাদিতে দ্বিতীয় বার উক্ত হয়, তখন তা স্মৃতি বলে গণ্য হয়। 'হরেরাম' মন্ত্র দ্বিতীয় বার কোন শাস্ত্রে উদ্ধৃত না হওয়ায় বেদ-মন্ত্রই রয়ে গেছে, ফলে, এ মন্ত্র অন্য বর্ণের জন্য নয়। তাই 'ব্রাহ্মণ' শব্দ বিশেষ করে উল্লেখ করা হয়েছে। স্ত্রী-শূদ্র-দ্বিজ-বন্ধুদের বেদপাঠে অধিকার নেই। তাই সীতারাম বলছেন,

'এই বেদ-মন্ত্রটির অধিকারী সকলে নয় বলিয়া করুণাময় ঠাকুর তন্ত্রে পুরাণে এই মন্ত্রটি—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥'—এই প্রকার বলিয়াছেন।

এখন দেখা যাক্, তন্ত্র কি বলছেন। যতদূর জানা যায়, সর্ব্বশ্রেণীর সর্ব্ব মানুষের জন্যে এই পাকা-মন্ত্র রাধাতন্ত্রেই সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ হইয়াছে।

রাধাতন্ত্রে আছে। দেবী বলিলেন,—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম হাম হরে হরে॥
শৃণুচ্ছন্দ সুতশ্রেষ্ঠ……

কলিযুগে এই দ্বাত্রিংশদক্ষর নাম সর্ব্বদা জপ্য। হে পুত্রশ্রেষ্ঠ! হরিনামের ছন্দ শ্রবণ কর। ছন্দই পরম গুহ্য। হরিনাম মন্ত্রের ঋষি বাসুদেব, গায়ত্রী ছন্দ, ত্রিপুরা দেবতা, মহাবিদ্যা-সুসিদ্ধির জন্য বিনিয়োগ। হে সুতশ্রেষ্ঠ! মানব এই মন্ত্র প্রথম শুনিবে। দ্বিজমুখে প্রথমে ছন্দ, তারপর মন্ত্র দক্ষিণ কর্ণে শ্রবণ করিয়া শুদ্ধ হয়। বর্ণশুদ্ধি ভিন্ন নরনারী যে-কেহ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাবিদ্যার উপাসনা করিবে, সে তৎক্ষণাৎ নারকী হইবে। অনন্তর ষোড়শবর্ষ প্রাপ্ত হইলে কুলাচার-পরায়ণ ব্রাহ্মণের মুখ হইতে নিত্যশুদ্ধা ব্রহ্মস্বরূপিণী মহাবিদ্যা শ্রবণ করতঃ সাক্ষাৎ ব্রহ্মময় হয়। তপোধন যে ব্যক্তি শিবোক্ত কুল-রহস্য করে, তাহার বিদ্যা-সিদ্ধি হয়, অষ্টৈশ্বর্য্য-প্রাপ্তি হইয়া থাকে। হে পুত্র! রহস্য-রহিত তোমার তপস্যা কেবল শ্রমমাত্র। রহস্য-বর্জ্জিত বিদ্যা কখনও জপ করিবেন না। ইহাই হরিনামের পরম রহস্য অর্থাৎ গোপনীয় কথা। (রাধাতন্ত্র, দ্বিতীয় পটল। বাসুদেব রহস্য।)

বৃষভানু পুত্রকামনায় শেষে মুনিসত্তম ক্রতুর সমীপে উপস্থিত হইলে মুনিসত্তম শরণাগত মহারাজের বিনয়বচনে সুপ্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে হরিনাম প্রদান করিলেন এবং জপবিধি বলিয়া দিলেন।

—ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

—এই দ্বাত্রিংশৎ অক্ষর-যুক্ত হরিনামই কলিযুগে ত্রাণকর্ত্তা। (রাধাতন্ত্র) দ্বাত্রিংশৎ অক্ষর-যুক্ত ভগবানের ষোড়শ নাম সম্বোধনপূর্ব্বক সর্ব্বদা জপ করিবে। এইসকল নামই ব্রহ্মবাচক। হরি শব্দ মঙ্গলবাচক। ইহাতে আত্মারই পরম মঙ্গল; যদনুরূপ স্মরণে মৃত্যুরূপ অমঙ্গল নাশ হইয়া অমরণ ধর্ম্ম লাভ হয়। সমস্ত জগতের যিনি আত্মা, তিনি 'কৃষ্ণ' পদবাচ্য হন। রাম শব্দে সর্ব্বরঞ্জন। ইহাতে 'রাম' শব্দ আত্মাবাচক।.....শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর, শৈব, গাণপত্যই সকলের কর্ণশুদ্ধির জন্য প্রথমে এই হরিনাম গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, পরে পঞ্চায়তনী দীক্ষা গ্রহণ করিয়া বাঞ্ছিত লাভ হয়।

অহোবত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ স স্নুরার্য্যা
ব্রহ্মানূচুর্ণাম গৃনন্তি যে তে॥ ৭॥

—শ্রীমদ্ভাগবত, ৩য় স্কন্ধ, ৩৩ অধ্যায়

'অহো, যাঁহার জিহ্বাগ্রে তোমার নাম অবস্থিত, তিনি চণ্ডাল হইলেও পূজ্যতম। তাঁহাদের সমস্ত তপস্যা করা হইয়াছে, হোম করা ও সমস্ত তীর্থ-সলিলে স্নান করা হইয়াছে।

তাঁহারাই সদাচার-সম্পন্ন; তাঁহাদের বেদপাঠ করা হইয়াছে, যাঁহারা তোমার নামকীর্ত্তন করেন। জন্ম-জন্মান্তরের তপস্যা, হোম, তীর্থস্নান,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সদাচার পালন ও বেদাধ্যয়নের ফলে মানবের "নাম গ্রহণ" অনুরাগ উপস্থিত হয়।

মানুষ আধি-ব্যাধিতে সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত। তাই তাদের আশ্বাস দিয়ে বলা হয়েছে :

সর্ব্বরোগোপশমনং সর্ব্বোপদ্রবনাশনম্।
শান্তিদং সর্ব্বরিষ্টানাং হরের্নামানুকীর্ত্তনাৎ॥

—বৃহদ্ বিষ্ণুপুরাণ

'শ্রীহরির নাম সতত কীর্ত্তন, সমস্ত রোগ এবং সকল দৈব-অমঙ্গলনাশক ও সকল আতঙ্কের শান্তিদায়ক।'

মানুষ পুণ্যাভিলাষী। তীর্থস্নানে সে সর্ব্বকলুষ হতে মুক্ত হয়, তাই তার বিশ্বাস। তাই শত বাধা তুচ্ছ করে, অশেষ ক্লেশ স্বীকার করে সে ছোটে তীর্থ করতে।

নামমাহাত্ম্য-বর্ণনায় বলা হয়েছে :

তীর্থ কোটি সহস্রাণি তীর্থ কোটি শতানি চ।
তানি সর্ব্বান্যবাপ্নোতি বিষ্ণোর্নামানি কীর্ত্তনাৎ॥

—বামন পুরাণ

'শতকোটি যজ্ঞ, সহস্রকোটি বাহ্যতীর্থ এবং সত্য, ক্ষমা, দয়া, দম, দান, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, সরলতা, সন্তোষ, ব্রহ্মচর্য্য, জ্ঞান, ধৈর্য্য, পুণ্য, মনঃশুদ্ধিরূপ মানসতীর্থ সেবার ফল বিষ্ণুর নাম-কীর্ত্তন হইতে লাভ করা যায়।'

জানিত ও অজানিত পাপের ভয়ে মানুষ এক সময় বিষণ্ণ হয়ে পড়ে—ভীত হয়ে পড়ে। সামান্য অঘটনে সে শিউরে ওঠে তার কৃতপাপের অভিশাপ স্মরণ ক'রে। শয়নে স্বপনে একটা অশান্তির ছায়া অদৃশ্য অশরীরীর মত তার আশে-পাশে যেন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বেড়ায়।

তাদের সান্ত্বনা দিতে নাম বলেছেন :

তন্নাস্তি কর্ম্মজং লোকে বাগ্‌জং মানসমেব বা।
যন্ন ক্ষপয়তে পাপং কলৌ গোবিন্দ-কীর্ত্তনম্॥

—স্কন্দ পুরাণ

'জগতে কর্ম্মজ, বাগ্‌জাত অথবা মানস—এমন কোন পাপ নাই, যে পাপ কলিযুগে গোবিন্দ-নাম-কীর্ত্তন অপসারণ করিতে না পারেন।'

এতবড় আশা ও আশ্বাসে মানুষ উল্লসিত হয়ে ওঠে বইকি!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অচ্যুতানন্দ গোবিন্দ নামোচ্চরণ ভীষিতাঃ।
নশ্যন্তি সকলারোগাঃ সত্যং সত্যং বদাম্যহম্॥

—বৃহন্নারদীয় পুরাণ

'অচ্যুত আনন্দ গোবিন্দ এই উচ্চারণের ভয়ে ভীত হইয়া সমস্ত রোগ নাশ হয়—আমি সত্য সত্য বলিতেছি।'

সর্ব্বপাপপ্রশমনং সর্ব্বোপদ্রবনাশনম্।
সর্ব্বদুঃখক্ষয়করং হরিনামানুকীর্ত্তনম্॥

—ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ

'নিরন্তর হরিনাম-কীর্ত্তন সর্ব্বপাপ-নিবারণ, সমস্ত উৎপাত-নাশন এবং সর্ব্বদুঃখ-ক্ষয়কর।'

রামেতি দ্ব্যক্ষরং নাম যে বদন্ত্যহর্নিশম্।
ন কস্যাপি ভয়ং তেষাং জীবন্মুক্তাশ্চ তে নরাঃ॥

—আনন্দ রামায়ণ

"রাম" এই দ্ব্যক্ষর নাম যাঁহারা দিবানিশি কীর্ত্তন করেন, তাঁহাদের কাহারও নিকট হইতে ভয় নাই ও সেই মানবগণ জীবন্মুক্ত।'

সুলভ নামের সহজ পরিণাম বর্ণনায় বলছেন :—

কিং করিষ্যতি সাংখ্যেন কিং যোগৈর্নরনায়কঃ।
মুক্তিমিচ্ছসি রাজেন্দ্র কুরু গোবিন্দকীর্ত্তনম্॥

—গারুড়ে

'হে রাজন্! সাংখ্যে কি করিবে, যোগেই বা কি করিবে! যদি মুক্তি ইচ্ছা কর, তাহা হইলে গোবিন্দের নাম কীর্ত্তন কর।'

এ-'নাম' সকলের জন্যেই। নামকারী মাত্রেই নমস্য। তাই,

স্ত্রীশূদ্রপুক্কসো বাপি যে চান্যে পাপযোনয়ঃ।
কীর্ত্তয়ন্তি হরিং ভক্ত্যা তেভ্যোঽপীহ নমো নমঃ॥

—শ্রীনারায়ণব্যূহ স্তব

'ইহলোকে স্ত্রী শূদ্র চণ্ডাল অথবা অন্য পাপযোনিগণও যদি ভক্তি-সহকারে হরিনাম কীর্ত্তন করেন, তাঁহাদিগকেও নমস্কার, নমস্কার।'

চরম কথা পরমকে লাভ করা। সে সম্বন্ধেও বলা হয়েছে :

সকৃদুচ্চারয়েদ্ যস্তু নারায়ণমতন্দ্রিতঃ।
শুদ্ধান্তঃকরণো ভূত্বা নির্ব্বাণমধিগচ্ছতি॥

—পাদ্মে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'যে অনলস ব্যক্তি নারায়ণ নাম একবার উচ্চারণ করেন, তিনি শুদ্ধচিত্ত হইয়া নির্ব্বাণলাভ করিয়া থাকেন।'

পূজা, আহ্নিক প্রভৃতি শব্দের সঙ্গেই স্মরণে আসে আচারের শুদ্ধতা—আসন-নিয়ম ইত্যাদি। প্রায় সকলেরই এক কথা—এত সময় কই? এত ঘটা করবার মত অবসর কারও নেই! যদিও আসলে এ অজুহাত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অচল—কারণ, এ একটা মানসিক বিকার বা জড়তা! কারণ বৃথা সময় নষ্ট করতে আমরা বোধ হয় অদ্বিতীয়! তৎসত্ত্বেও নাম সম্পর্কে বলা হয়েছে,

ন দেশনিয়মো রাজন্ ন কালনিয়মস্তথা।
বিদ্যতে নাত্র সন্দেহো বিষ্ণোর্নামানুকীর্ত্তনে॥

—বৈষ্ণব চিন্তামণি

'হে রাজন্! নিরন্তর বিষ্ণুনাম-কীর্ত্তনে দেশের নিয়ম এবং কালের নিয়ম নাই—ইহা অসংশয়।'

কালোঽস্তি দানে যজ্ঞে চ স্নানে কালোঽস্তি সজ্জপে।
বিষ্ণুসঙ্কীর্ত্তনে কালো নাস্ত্যত্র পৃথিবীতলে॥

—বৈষ্ণব চিন্তামণি

'দানে কাল আছে, যজ্ঞে ও স্নানের কালাকালে বিচার আছে; কিন্তু এ জগতে শ্রীভগবানের নাম-সঙ্কীর্ত্তনে কালের বিচার নাই। সর্ব্বত্র সততই কীর্ত্তনীয়।'

তাই সীতারাম বার বার বলেছে,—ওরে! খেতে শুতে, উঠতে বসতে চলতে সর্ব্বদা ডেকে যা!

এই রকম শত শত শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন সীতারাম তাঁর 'শ্রীশ্রীনাম-মহিমামৃতে'।

বাঙ্গালাদেশে বোধ হয় শ্রীমন্মহাপ্রভু চৈতন্যদেব-ই প্রথম এই 'নাম' ব্যাপক-ভাবে প্রচার করেন:

'আপন সভারে প্রভু করে উপদেশে।
কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র শুনহ হরিষে॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
প্রভু বলে কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ গিয়া সব করিয়া নির্ব্বন্ধ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহা হইতে সর্ব্ব-সিদ্ধি হইবে সভার।
সর্ব্বক্ষণ বল ইথে নাহি বিধি আর॥
দশ পাঁচ মিলি নিজ দ্বারেতে বসিয়া।
কীর্ত্তন করহ সবে হাত তালি দিয়া॥

—চৈতন্যভাগবত, মধ্য খণ্ড, ২৪ অঃ

এই যে ষোল-নাম-বত্রিশ-অক্ষর মহামন্ত্র, এই নাম শ্রীমন্মহাপ্রভু কোথা হতে লাভ করলেন, তা নিয়ে কৌতুহল থেকে যায়। সে কৌতুহলের নিরসন করেছেন শ্রীস্বরূপদাস গোস্বামীর প্রিয়শিষ্য শ্রীগোপালগুরু গোস্বামী। গোপালগুরু গোস্বামী বলেন,—শ্রীমন্মহাপ্রভুই অগ্নিপুরাণ হতে—'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে' এবং ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ হইতে—'হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে' সংগ্রহ করিয়া এই ষোল-নাম বত্রিশ-অক্ষর 'নাম-মালা' গ্রহণ করিতে জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন।

অগ্নি পুরাণে :

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
রটন্তি হেলয়া বাপি তে কৃতার্থা ন সংশয়ঃ॥

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে :

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।
যে রটন্তি হীদং নাম সর্ব্বপাপং তরন্তি তে॥

গোপালগুরু গোস্বামী আবার প্রত্যেক নামের পৃথক্ পৃথক্ অর্থও করেছেন। সে অর্থ সবিস্তারে নাম-মহিমামৃতে লেখা আছে।

হরে কৃষ্ণ রাম এই নাম-ব্রহ্মের পৃথক অর্থ—

হরি।—হৃ ধাতুর উত্তর ই প্রত্যয় করিয়া হরি শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। হৃ ধাতুর উত্তর হরণ করা।

মহাজনগণ বলেন,—যিনি পাপ হরণ করেন, তিনি হরি। এইরূপ যিনি তাপ, চিত্ত-ক্লেশ, পুনর্জন্ম, ভূ-ভার প্রভৃতি হরণ করেন, তিনি হরি। এই হেতু বৈষ্ণব বিষ্ণুকে, শাক্ত শক্তিকে, শৈবগণ শিবকে, সৌরগণ সূর্য্যকে, গাণপত্যগণ গণেশকে বুঝিতে পারেন। [বৈষ্ণবদর্পণ]

কৃষ্ণ।— কৃষির্ভূবাচকো শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যাভিধীয়তে॥

'কৃষ্ ধাতু সত্তাবাচক, ণ প্রত্যয় নির্ব্বাণবাচক—ইহাদের একত্রযোগে পরব্রহ্ম কৃষ্ণ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। অথবা কৃষ্ ধাতুর অর্থ আকর্ষণ করা বা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ষণ করা। অতএব কৃষ্ণ শব্দের অর্থ, যিনি জীব-হৃদয় কর্ষণ করিয়া প্রেম-ভক্তির বীজ তদুপযোগী করেন, তিনিই শ্রীকৃষ্ণ।'

রাম।— রমু ক্রীড়াদিষু ইতি রমধাতোর্রামঃ শব্দ সিধ্যতি।

রম্ ধাতু ক্রীড়ার্থক, তাহা হইতে রাম শব্দ সিদ্ধ হয়। রমন্তে লোকা অত্র ইতি রামঃ—লোক-সকল ইঁহাতে রমণ করেন, এইজন্য ইনি রাম। রময়তি লোকান্ ইতি রামঃ—লোক-সকলকে রমণ করান, এইজন্য ইনি রাম। রমন্তে যোগিনঃ অত্র ইতি রামঃ—যোগিগণ ইঁহাতে রমণ করেন বলিয়া ইনি রাম।

এরূপ আরও অনেক ব্যাখ্যা 'নামমহিমামৃতে' দেওয়া আছে। এ ছাড়া বহু নামের ব্যাখ্যাও এতে সন্নিবেশিত হয়েছে।

আচার্য্য শঙ্কর, রামানুজাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যগণের রচিত নাম-মহিমা এতে প্রমাণস্বরূপে প্রয়োগ করা হয়েছে ঃ

শ্রীভগবান্ শঙ্করাচার্য্য

[প্রবোধ-সুধাকর]

যদ্যপি গগনং শূন্যং তথাপি জলদামৃতাংশুরূপেণ।
চাতকচকোরনাম্নোর্দৃঢ়াভাবাৎ পূরয়ত্যাশাম্ ॥ ২৫৬ ॥
তদ্বদ্ ভজতাং পুংসাং দৃগ্‌বাঙ্‌মনসামগোচরোঽপি হরিঃ।
কৃপয়া ফলত্যকস্মাৎ সত্যানন্দামৃতেন বিপুলেন ॥ ২৫৭ ॥

'যদ্যপি গগন শূন্যাকার, তথাপি মেঘরূপে চাতকের, সুধাংশুরূপে চকোরের দৃঢ়ভাববশতঃ আশা পূরণ করিয়া থাকে। সেইরূপ হরি দৃষ্টি বাক্য ও মনের অগোচর হইলেও অহেতুক কৃপাপূর্ব্বক ভক্তপুরুষগণের পক্ষে বিপুল সত্য-আনন্দ-সুধায় ফলবান হইয়া থাকেন।'

যা প্রীতিরাসীৎ সততং ভগবন্নামকীর্ত্তনে।
সা স্যাৎ প্রীতির্হি তদ্ভক্তনামসংকীর্ত্তনে চ বঃ ॥ প্রপন্নামৃত

'সতত শ্রীভগবানের নামকীর্ত্তনে তোমাদের যে প্রীতি, সেই প্রীতি ভগবদ্ভক্তগণের নাম-সংকীর্ত্তনে হউক।'

[চরম মন্ত্র]

সকৃদেব প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম ॥

—শ্রীবৈষ্ণবমতাব্জভাস্করঃ

এ ছাড়াও ভগবান্ রামানুজাচার্য্য, ভগবান্ রামানন্দ স্বামী, কবীরজী,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিবৃত্তিনাথ, জ্ঞানেশ্বর মহারাজ, চোখামেলা, নামদেব, একনাথ স্বামী, রূপ গোস্বামী, নানক, তুলসীদাস গোস্বামী, মীরাবাঈ, চরণদাসবাবাজী, শ্রীরাম-দাস কাঠিয়াবাবা, উত্তমানন্দ স্বামী, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, রামদয়াল মজুমদার, শ্রীশ্রীশঙ্কর পুরুষোত্তমতীর্থ স্বামীজী, পরমহংসদেব, শিবরামকিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ প্রভুপাদ নীলকান্ত গোস্বামী, শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু, স্বামী নিগমানন্দ, ব্রজবিদেহী মোহান্ত সন্তদাস বাবাজী, কিরণচাঁদ দরবেশ, ঠাকুর হরনাথ, ঠাকুর অনুকূল-চন্দ্র, বিশ্বরূপ গোস্বামী, সাঁইবাবা, কৃষ্ণানন্দ পরিব্রাজক প্রভৃতি বহু জ্ঞানী, ভক্ত, সাধক মহাপুরুষগণের মত উদ্ধৃত করে দেখানো হয়েছে যে, নাম সম্বন্ধে সকলেই সুদৃঢ় অভিমত প্রকাশ করেছেন। নামের শক্তিতে সকলেই অখণ্ড বিশ্বাসী। অবশ্য এ ক্ষেত্রে নামাপরাধ সম্বন্ধে যে উপদেশ আছে, তা না বললে নামের কথা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তাই নামাপরাধ উদ্ধৃত করা হ'লো।

নামাপরাধ দশটি। এই নামাপরাধ-শূন্য হয়ে 'নাম' করতে হয়।

১। বৈষ্ণবনিন্দা, ২। শিব ও বিষ্ণুতে পৃথক্ ঈশ্বরবুদ্ধি, ৩। গুরুদেবে মনুষ্যবুদ্ধি, ৪। বেদ ও পুরাণাদি শাস্ত্রের নিন্দা, ৫। হরিনামে স্তুতি জ্ঞান, ৬। হরিনামের অন্যার্থ কল্পনা, ৭। নামবলে পাপে প্রবৃত্তি, ৮। শুভকর্ম্মের সহিত নামের তুলনা, ৯। শ্রদ্ধাহীনকে নামোপদেশ, ১০। হরিনাম শুনিয়াও তাহাতে অপ্রীতি।

সীতারাম তারকব্রহ্ম-নামই প্রচার করে থাকেন। বহুজনে মিলে বহু সুরে এই নামকীর্ত্তন চলে। সকল নামের প্রতিই তাঁর সমান শ্রদ্ধা, তবে কলিহত জীবের জন্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মতই ইনি আচণ্ডালে এই নাম বিলিয়ে বেড়াচ্ছেন।

যদিও বহু গ্রন্থে, বহু ভাষণে ইনি নাম সম্বন্ধে বহু প্রমাণ-উদ্ধৃতি দিয়ে, নাম-ই যে কলিযুগে দুর্ব্বল জীবের একমাত্র উপায়—এ মত প্রতিষ্ঠা করেছেন, তবু মনে হয় সকল যুক্তির উর্দ্ধে হচ্ছে তাঁর সঙ্গ, তাঁর পরশ। এই সঙ্গ, এই পরশ যিনি পেয়েছেন, তাঁর সব সংশয় নিরশন হয়ে গেছে—প্রমাণস্বরূপ তিনি আর কিছু শুনতে চান না। স্বয়ং সীতারামই তাঁর সাক্ষাৎ প্রমাণ। এ প্রমাণের কাছে অন্য সব প্রমাণের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়।

'অখণ্ড নাম' যেন সীতারামকে আশ্রয় করেই মূর্ত্ত হয়ে ফুটে উঠেছেন। সীতারামের দর্শন করলে নাম-নামী যে ভিন্ন নয়, এ বোধ আসতে বিলম্ব হয় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নামের বহু ফল উল্লিখিত হলেও সীতারাম বলেন 'নামের ফল কৃষ্ণ-প্রেম'। পুলক, অশ্রু, কম্প ইত্যাদির দ্বারা তাহা সূচিত হয়।

শব্দ হতেই ক্রমাবনতিতে স্থূলে জগতের উৎপত্তি। তাই জগৎটাই বাণীময়। এ কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, অবিকৃত বাণী আশ্রয় করেন ব্রহ্ম-বিদ্‌কেই। কারণ তিনিই বিদ্যাকে অবগত আছেন। তাই আজ অনেকেই বাণী দেবার জন্য ব্যগ্র হয়ে পড়লেও, সত্যবাণী সকলের কণ্ঠে ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে না। বাণীর ব্যঞ্জনাও তাই ফলপ্রসূ হয় না।

সীতারামের বাণী তাঁর অন্তরের বাণী। এ বাণী তাঁর প্রত্যক্ষ। তাঁর 'বাণী-মালায়' তাঁর একশো আটটি বাণী প্রকাশিত হয়েছে। এখানে কয়েকটি বাণী উদ্ধৃত করে দেওয়া গেল :

গুরুকরণ সম্পর্কে সাধারণ মনোভাবকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন,

'জন্মজন্মান্তরের তপস্যা না থাকিলে—ত্রিতাপকে তাপ বলিয়া বোধ এবং তাহার আত্যন্তিক নিবৃত্তির জন্য কামনা হয় না। অধুনা অধিকাংশ স্থলে পারত্রিক ত দূরের কথা, ঐহিক সুখের জন্যই মানুষ গুরু আশ্রয় করে এবং তাই লাভ করিয়া থাকে। এ যুগে কেবল সন্তাপহারক গুরু দুর্লভ নহেন—সন্তাপকারক শিষ্যও দুর্লভ।'

অনেকের ধারণা যৌবনের ভোগসুখ-অন্তে বৃদ্ধকালেই অধ্যাত্ম-চিন্তার প্রকৃষ্ট সময়। সীতারাম বলছেন,

'যৌবনই সাধনার শুভ মাহেন্দ্রক্ষণ। দেখো, যেন এ দুর্লভ ক্ষণ ব্যর্থ হইয়া না যায়।'

এই প্রসঙ্গে 'উৎসবে' উদ্ধৃত আর একটি সুন্দর শ্লোকের কথা মনে পড়ে :

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

আজকাল বহু মতবাদ বহুভাবে প্রচারিত হচ্ছে। মানুষ ভেবে পায় না যে, তার ক্ষুদ্র বুদ্ধি দিয়ে কোন্‌টুকু সে ধরবে। তার ধারণা-শক্তির বাইরে বহু তত্ত্ব এসে ভিড় জমায়! তাদের বিভ্রান্তি দূর করার জন্য সীতারাম বলছেন,—

'অনন্তশাস্ত্রং বহু বেদিতব্যং—শাস্ত্র অনন্ত, জানিবার বিষয়ও বহু, কালও সংক্ষেপ—বিঘ্নও প্রচুর। এই অত্যল্প অবসরে বহু শাস্ত্র আলোচনা করিতে না যাইয়া, গুরুদত্ত ইষ্টমন্ত্রটি যাহাতে সিদ্ধ হয়, সেই চেষ্টা করাই শ্রেয়স্কামী ভগবদ্‌ভক্তমাত্রেরই সমীচীন।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'বহুবাদ' সম্পর্কে সন্দেহ নিরসন করতে গিয়ে বলছেন,—

'দেবতা একটি—একমেবাদ্বিতীয়ম্। তবে তাঁর নাম ও রূপ বহু। যেটি যাহার প্রকৃতির অনুগত, শ্রীগুরুদেব তাহা নির্দ্দেশ করিয়া মন্ত্র দিবেন।··· আমার ইষ্টই যখন নানারূপে বিরাজ করিতেছেন, তখন দেবতান্তরে বিদ্বেষ করিলে ইষ্টেরই বিদ্বেষ করা হইবে—এইটি মনে রাখা প্রয়োজন।'

'·····ঋষিগণ বহু পথের কথা বলেছেন।···যে যেমন অধিকারী, সে সেইরূপ পথ ধরে নেবে বলেই বহু-পথের কথা প্রথমে শুনতে পাওয়া যায়। তারপর শেষে গিয়ে সব এক হয়ে যায়। শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, সৌর, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান—সকলেই একটি পথে গিয়ে মিলিত হয়।'

'·····সকলের লক্ষ্য সেই একে স্থিতি। এক ব্যতীত দুই কেহ চাহেন না। কেহ মিলন চাহেন, কেহ বা মিশ্রণ চাহেন—এই মাত্র প্রভেদ।'

সীতারাম সংক্ষেপে বলছেন,

'যে-কোন তত্ত্বকে ধারণা করিতে হইলে তপস্যা চাই। বিনা তপস্যায় মনের চঞ্চলতা দূর হয় না। চঞ্চল-চিত্ত ব্যক্তির শাস্ত্রাদি শ্রবণ হস্তী-স্নানের ন্যায় বৃথাই হয়।'

কিন্তু মন যে চঞ্চল! সে কেমন করে শান্ত হবে? সীতারাম বলছেন,

'মন্ত্রটিকে অবলম্বন কর, মন যখন চঞ্চল হবে তখন চেঁচিয়ে নাম কর—শান্ত হলে মন্ত্র জপ কর—তারপর লীলা চিন্তা কর। নাম ও লীলা চিন্তা এযুগের লঘুপায়।'

'গুরু কী চান',—তৎসম্বন্ধে সীতারাম বলছেন,

'গুরু-আজ্ঞামত সাধন-ভজনই শ্রীগুরুদেবের শ্রেষ্ঠ দক্ষিণা। শিষ্য সাধনা করিয়া কৃতার্থ হউক, অমৃতত্ব লাভ করুক—গুরু এই দক্ষিণাই চাহেন। শিষ্যের পরমানন্দলাভ-ই গুরুর পরম দক্ষিণা।'

শিষ্যের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বলছেন,

'শ্রদ্ধাবান্ শিষ্য সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্র-চৈতন্য না হলেও প্রাণপণে মন্ত্রকে ধরে থাকে। নিজের ত্রুটীর দিকে লক্ষ্য ক'রে সদাচার, শুদ্ধ আহার, সৎগ্রন্থপাঠ, সৎসঙ্গ ইত্যাদির দ্বারা নিজের দোষ দূর করে। গুরু অযোগ্য ব'লে যেখানে-সেখানে কান পেতে দেয় না।·····শ্রদ্ধাই সকল সাধনার প্রাণ। যেখানে শ্রদ্ধা নাই, সেখানে কিছুই হয় না।'

সাবধান-বাণী উচ্চারণ করে সীতারাম বলছেন,

'অনেকেই খেয়ালের বসে দীক্ষা নেয়। দু'এক মাস পরে সব ছেড়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেয়। কোনরকমে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দশবার নয়ত একশো আটবার জপ করে। এইরূপ শিষ্যের সিদ্ধগুরুই-বা কি করতে পারেন? কাজ তো করতে হবে! না কাজ করলে ফল কি করে হবে?'

সাধনার পথ ভুল হচ্ছে কিনা তা জানবার উপায় সম্বন্ধে সীতারাম বলছেন,

'ঠিক ঠিক সাধনা হচ্ছে কিনা, সিদ্ধিই তা জানিয়ে দেবে। সাধনা করলে অবশ্যই সিদ্ধি আসবে। সে সিদ্ধি উপেক্ষা করে মূল লক্ষ্যে যতক্ষণ না যাওয়া যায়, ততক্ষণ প্রাণপণে সাধনা করতে হবে। নিশ্চয়ই ইষ্ট-সাক্ষাৎকার হবে, হবেই। সামান্য ধন-জন-লোক-বশীকরণাদি সিদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে মেতে গেলে সবটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। আবার যাতায়াত বাড়বে। শিব হবার আগে 'শিব' সাজতে গেলে বিষের জ্বালায় ও সাপের কামড়ে অস্থির করে দেবে।'

সকলেই জানে, একদিন সে কাল-কবলিত হবে; কিন্তু জানেনা সে রহস্যময় লোকান্তরকে। সেই অজানাকে তাই তার এত ভয়। এই ভয়কে জয় করতে গিয়েই জাগে অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসা। সীতারাম তাই বলছেন,

'ব্রহ্ম হতে কীট পর্য্যন্ত সকলের মরণের ভয় আছে। একদিন-না একদিন সকলকেই মৃত্যু করাল বদন ব্যাদান ক'রে গ্রাস করবেই। তাই মৃত্যুভয়ে জীবগণ ভীত। অমৃতপানে মানুষ অমর হয় ব'লে অমৃতকে লোকে জগতের শ্রেষ্ঠ জিনিষ বলে জানে। তাই নামকে অমৃতের সঙ্গে তুলনা দেয়।.....এই পরম মহামৃত যিনি পান করেন, তাঁর আর ইহলোক-পরলোকের কোন ভাবনা থাকে না। তিনি প্রতিনিয়ত আনন্দসাগরে ভাসতে থাকেন। পূর্ণচিৎস্বরূপ প্রেমলাভে তিনি জগতে থাকেন না। বিশ্ব-সংসার তাঁর চৈতন্যময় শ্রীভগবানে পরিণত হয়ে যায়। ভগবান্ ভিন্ন তাঁর আর কিছু থাকে না।'

নামের কথা বলতে গিয়ে সীতারাম বলছেন,

'বৈরাগ্য—বৈরাগ্য—বৈরাগ্য! কোন প্রয়োজন নেই বৈরাগ্যের। যেমন আছ, সেইভাবে থেকে কেবল চেষ্টা কর সর্ব্বদা নাম করবার। নাম ভগবান্। একবার যদি তাঁকে ধরতে পারো, তবে চিন্তা কি? যে রাজার কাছে সর্ব্বদা থাকে, সে দ্বারবানের কৃপাভিক্ষা কেন করবে? যার জিহ্বা নাম-গানে কুণ্ঠিত, সে বৈরাগ্যের কথা ভাবুক। যে নাম করতে পারে, বিবিক্ত বৈরাগ্য, মুমুক্ষা, শমদমাদি ষট্‌সম্পত্তি—এই সাধনচতুষ্টয় তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটতে থাকে।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লৌকিক কর্ম্মেও সীতারাম উৎসাহ দিয়ে বলেন,

'মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব, আচার্য্যদেবো ভব—মাতাই তোমার দেবতা হউন ; পিতৃদেব হও, আচার্য্যদেব হও, অতিথিদেব হও। আনন্দিত কর্ম্মসকল আচরণ কর। যাহা শাস্ত্রসম্মত আচরণ, তাহাই তুমি নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠান করিবে।'

পাঠের সময় গল্পের উদাহরণ দিয়ে এই উপদেশগুলি সরস প্রাণবন্ত করে তোলেন।

মিথ্যাচার ও সাধনার পার্থক্য বুঝাতে গিয়ে বলছেন,

'লোক-বঞ্চনার জন্য সাধু সেজে সাধনার ভানের নাম মিথ্যাচার। মনকে জয় করবার যে চেষ্টা, তা মিথ্যাচার হতে পারে না। লয়-বিক্ষেপ জয় করবার জন্যেই ত সাধনা! সাধক-অবস্থায় মনের চাঞ্চল্য থাকবে বৈকি।'

সাধু হওয়া বড় সহজ কথা নয়। সীতারাম বলছেন,

'দেহাত্মবোধ যতদিন দূর না হয়, ততদিন নিন্দা-সুখ্যাতিতে সমজ্ঞান এবং কামক্রোধাদির বেগ ধারণ করা খুবই কঠিন। ইষ্ট-সাক্ষাৎকার ব্যতীত দেহাত্মবোধ দূর হইতে পারে না। মানুষ ততদিন পর্য্যন্ত প্রকৃত সাধুপদবাচ্য নহেন, যতদিন তিনি সগুণ সাক্ষাৎকার লাভে সমর্থ না হন। ইষ্টদর্শন ব্যতীত একেবারে নিশ্চিন্ত হইতে পারা যায় না। ইষ্টদর্শনের পর আর পতনের আশঙ্কা থাকে না।'

প্রকৃত দর্শন কি ও কাকে বলে তার সম্বন্ধে সীতারাম বলছেন,

'প্রেমী ভক্তের আকুল আহ্বানে প্রেমময় ঠাকুর ইষ্টমূর্ত্তিতে দর্শন দিলেন —সে দর্শন স্বপ্নের মত। দেখা দিয়াই অন্তর্হিত হইলেন—সে দর্শনে ভগবানকে স্বরূপত জানা হয় না—তাহাতে বিরহ আছে। ভগবান্ সেই দেহমাত্র পরিচ্ছিন্ন—এই জ্ঞানলাভে ভক্ত কৃতার্থ হইতে পারে না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ইষ্টদেবতাকে নরনারীতে, পশুপক্ষী-কীটপতঙ্গে, বৃক্ষলতায়, সূর্য্যচন্দ্রে, আকাশে বাতাসে নক্ষত্রে, জলে স্থলে অন্তরীক্ষে—এক কথায় সর্ব্বত্র অণু-পরমাণুতে পর্য্যন্ত দর্শন না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে দর্শন প্রকৃত-দর্শন নয়—তাতে দুঃখশান্তি হয় না।'

সীতারামের এই দর্শন গীতার একটি শ্লোক স্মরণ করিয়ে দেয় :

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥

বহুজন্মের সাধনফলে তত্ত্বজ্ঞানী 'এই জগৎ বাসুদেবের' (ব্রহ্মই)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইরূপ জানিয়াই আমাকে ভজনা করেন—সেইরূপ মহাত্মা অতিশয় দুর্লভ।

সীতারাম সাধারণের কাছে অতি সুলভ বলেই, বোধ হয় তাঁর মাহাত্ম্য উপলব্ধি করা সকলের পক্ষে সব সময় সম্ভব হয়ে ওঠে না। কিন্তু ভক্তজনের কাছে সুলভ হলেও একটি মহাত্মা পাওয়া যে বহুজন্মের সুকৃতির ফল, তাতে আর সংশয় কি!

ওঙ্কার-তত্ত্বই চরম। সেই চরম তত্ত্বের ইঙ্গিত দিতে গিয়ে সীতারাম বলেছেন,

'ওঙ্কার সমস্ত মন্ত্রের মহাপারাবার-স্বরূপ। যেমন নানা দিগ্‌দেশ হইতে নদীগণ সমুদ্রে বিলীন হইয়া যায়, সেইরূপ ঐ বীজাষ্টক এবং অন্যান্য মন্ত্রসকল শব্দব্রহ্ম প্রণবে বিলীন হইয়া যায়। মন্ত্রসমূহের সিদ্ধিই হইল 'প্রণব জ্ঞান'। এ জ্ঞান পরোক্ষ জ্ঞান নয়—অপরোক্ষ জ্ঞান। অন্য কোন মন্ত্র থাকে না, কোন মন্ত্র উচ্চারণ করিবার শক্তি থাকে না। উচ্চারণ করিতে যাইলে তাহা প্রণবে প্রবেশ করে। তাহা স্ব-সংবেদ্য—ভাষার দ্বারা বুঝান যায় না।'

এ হোলো উচ্চ অধিকারীর কথা, তাই সাধনমার্গে উন্নত না হলে এর অর্থ ঠিক-ঠিক গ্রহণ করা প্রায় অসম্ভব। সর্ব্বকালের সর্ব্ব-অধিকারীর জন্য তাই তিনি অব্যর্থ শক্তিশালী 'নাম'ই দান করেন। তিনি বলেন,

'নাম অতি কৃপালু। যার জিহ্বা আছে, সেই এ "নাম" উচ্চারণ করতে পারে। সমস্ত বিষয়-বাসনা পরিহার, কঠোর সাধনা বা আকুল আকাঙ্ক্ষার প্রয়োজন হয় না। যে যে-অবস্থায় আছে, সেই অবস্থায় থেকে উঠতে-বসতে খেতে-শুতে নাম করলেই—নাম কৃপা করেন।

নামের দ্বারা পাপ নষ্ট হয় খাঁটি সত্য, কিন্তু পাপের দ্বারা নামের মত অনিষ্টকর কার্য্যও আর কিছু নেই। তাই সীতারাম সাবধান করে বলছেন,

'কোনো ব্যক্তি সাধুগণের কাছে শুনে এলো যে, নাম করলে গোহত্যা ব্রহ্মহত্যা, পরদার, মদ্যপান, মিথ্যাকথা ইত্যাদি মহাপাপও নষ্ট হয়ে যায়। "পরদার, মদ্যপান করি—দু'ঘণ্টা নাম করবো! ব্যস্, একেবারে নিষ্পাপ হয়ে যাবো!···মিথ্যা সাক্ষ্য দিই—পরে ঘণ্টাখানেক নাম করে সে পাপ দূর করে দেবো!"—এরূপ যারা মনে করে, তারা অতিবড় মহাপাপী। নামরূপী শ্রীভগবান্‌কে তাদের পাপকর্ম্মের সহায় করতঃ পাপ অনুষ্ঠান করতে চায়। তার ফলে যন্ত্রণা ভোগ করে।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংসারে কত প্রার্থনাই ত আছে। নাম করলে প্রার্থনা-পূরণ হয়, কিন্তু কী প্রার্থনা মানুষ করবে বা করা উচিৎ, সে-সম্বন্ধে সীতারাম বলেছেন,

নামের কাছে প্রার্থীমাত্রই অভিমত ফল প্রাপ্ত হয়। তবে যারা নাম-কল্পতরুমূলে সাংসারিক ভোগ-সুখ চায়, তারা বঞ্চিত হয়; কারণ নাম তার কামনাই পূর্ণ করেন, আপনার পরমানন্দময় স্বরূপ প্রদর্শন করেন না।'

অর্থাৎ সব চাওয়া পরিত্যাগ করে তাঁকে চাওয়াই শ্রেষ্ঠ চাওয়া!

তাই তিনি বার বার বিশেষ জোরের সঙ্গেই বলেন,

'সত্যই যিনি পরমানন্দের প্রার্থী—তাঁর কর্ত্তব্য হইল সর্ব্বপ্রযত্নে ইষ্ট-সাক্ষাৎকারের জন্য প্রাণপণ করা। এ যুগেও মানুষ ভগবান্‌কে প্রত্যক্ষ করিতে পারে, এ সম্বন্ধে কোন সংশয় নাই।

'নাম ভগবৎ-প্রাতির জন্য, "নাম" 'নাম'-এর জন্য, নাম প্রেম ও সাক্ষাৎ দর্শনের জন্য করা কর্ত্তব্য। যিনি কোন কামনা হৃদয়ে না-রেখে শুধু ভজনের জন্য "ভজন" করেন—সেই ভক্তোত্তম সকলের পূজ্য।

'কেমন করে ভক্ত হবে? নাম করে ভক্ত হবে। উঠতে-বসতে খেতে-শুতে—সর্ব্বদা "দুর্গা দুর্গা" কর, "সীতারাম সীতারাম" কর, ভক্ত হয়ে যাবে—কর—হবেই। মন স্থির হয়না বলছ? মন কেন স্থির হবে! চিরদিন শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধের পিছু পিছু মনকে চাবুক মেরে ছুটিয়েছ, যথেচ্ছ পান-ভোজন করেছ, যার-তার সঙ্গ করেছ, কখনও আচার-বিচার মাননি, ভগবান্‌কে ডাকনি—তাই মন স্থির হয় না! যাক্, গতানুশোচনায় ফল নেই। আজ থেকে আরম্ভ করে দাও! সুর করেই বল,

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

সীতারামের কথাই হোলো 'আজ থেকে আরম্ভ করে দাও, গতানু-শোচনায় ফল নেই'। যে যত বড় পাপী হোক না, তার পিছনকে সামনে আনতে চায় না সীতারাম। বর্ত্তমানকে নিয়েই তাঁর কারবার। অতীতকে অন্ধকারের গর্ভে ডুবিয়ে রেখে আলোর যবনিকা তুলে ধরেন সীতারাম।

পুরীর একটা ঘটনা।

সীতারাম সকালবেলা শৌচ হতে ফিরতেই একটি উড়িয়া যুবতী তাঁর পায়ে আছাড় খেয়ে পড়লো। কান্নায় ভেঙ্গে পড়ছে সমগ্র দেহটা। সীতারাম একটু বিব্রতভাবে প্রশ্ন করলেন,—কি হয়েছে?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৌতূহলী এক ক্ষুদ্র জনতার মধ্য থেকে একজন যা বিবৃতি দিলেন, তা হচ্ছে এই

'যুবতী বিধবা। বৈধব্য অবস্থায় অপর এক পুরুষের সঙ্গে পুরী চলে আসে এবং স্বামী-স্ত্রীর মত বসবাস করে। এ জীবন তার আর ভাল লাগছে না। সীতারামকে দেখে তার আশা জেগেছে। বলবার সাহস নেই, তাই কেবলই কাঁদছে।'

সীতারামের প্রশান্ত চোখদুটি মুহূর্ত্তের জন্য মুদে এল। পরক্ষণে মধুরকণ্ঠে বলে উঠলেন;

—যা হয়ে গেছে তা গেছে। এখন থেকে যদি পবিত্র হতে চেষ্টা কর, তবে আর চিন্তা নেই। বিধবার বেশ পরতে হবে, আচারে আচরণে শুচি হতে হবে, পুরুষ-সঙ্গটি ত্যাগ করতে হবে। পারবে?

গভীর আশ্বাসে উত্তর করল সে,—পারব।

কৃপা করলেন সীতারাম তাকে! পরদিন তার দীক্ষা হোলো।

এমন একটি নয়, এমন দুটি নয়—অনেক। এই সীতারামের স্বভাব, বৈশিষ্ট্য।

সীতারাম বলেন,—অতীত হাতের মুঠো থেকে পালিয়ে গেছে, তাকে আর শত চেষ্টাতেও ফিরিয়ে আনতে পারবে না। আছে বর্ত্তমান, আছে ভবিষ্যৎ। ব্যস্, চালাও 'নাম'। কাজ সুরু করে দাও। কোন ভাবনা নেই!

অনেকের ধারণা 'নাম' নিম্নাধিকারীর জন্যেই। নাম পরম পথের পাথেয় হলেও, নাম পরমকে স্পর্শ অধিকার দেয় না। শুধু ধারণা নয়, এ মত স্পষ্ট বলতে তাঁদের বাধে না। কিন্তু তাঁরা ভুলে যান যে, নাম-ই ভক্তি এনে দেন। সেই ভক্তির কথায় সীতারাম বলেছেন,

'একান্ত ভক্তির দ্বারা ইষ্ট-সাক্ষাৎকার লাভের পর সুষুম্না-দ্বার মুক্ত হইয়া যায়। ইষ্ট-দর্শনের পর সগুণ মন্ত্র ইষ্ট-অঙ্গে বিলীন হয়—সাধক জীবন্মুক্তি লাভ করেন। তাঁহার আত্মা—সচ্চিদানন্দ-ঘন-ওঙ্কার—প্রিয়তম পরমাত্মার ইচ্ছায় নাদময় হইয়া সুষুম্নায়, কখনও হৃদয়ে, কখনও কণ্ঠে,কখনও ভ্রু-মধ্যে বিহার করেন। হৃদয়-বীণায় অনাহত-নাদ অবিরাম ঝঙ্কৃত হইতে থাকে। নাদ সহস্রারেও খেলা করিয়া থাকেন। যখন প্রিয়তম সহস্রারে একীভূত করিয়া লয়েন, তখন সমাধি হয়।'

এই হোলো শেষ বা চরম কথা। এর পর আর বক্তব্য কিছু নেই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনেকেরই ভাবদশা হয়, কিন্তু ভাবদশা ও সমাধির পার্থক্য বহু। সীতারামের সমাধি-বর্ণনায় আশা করি অনেকেরই এ ভ্রম নিরসন হবে।

সব কথার শেষেও একটি ছোট্ট কথা থেকে যায়। সেটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে সীতারাম বলছেন,

'পরোক্ষ-জ্ঞান অর্জ্জন করে তা যদি অপরোক্ষ করবার চেষ্টা না করা হয়—তার কোনই উপকার নেই।'

এমনই কত কথা, কত অমূল্য উপদেশ—কত অসংখ্য মণিমুক্তা তিনি অনায়াস ভঙ্গিতে দু'হাতে ছড়িয়ে দেন! তার ক'টাই বা ধরে রাখা হয়েছে—ক'টাই বা ধরে রাখবার চেষ্টা করা হয়েছে!···

সীতারামের অভয়বাণীর সঙ্গে পরিচয় আছে অনেকেরই। ধনীর প্রাসাদ হতে দীনতম কুটিরে পর্য্যন্ত এ বাণী বিতরিত হয়েছে পাত্রাপাত্র-নির্ব্বিশেষে। পথে পথে প্রচারের সময় সহস্র সহস্র নরনারীর মধ্যে বিতরিত হয়েছে বহু অভয়বাণী বিভিন্ন ভাষায়। উদাহরণ-স্বরূপ এখানে একটিমাত্র অভয়বাণী উদ্ধৃত করা হোলো:

॥ অভয়বাণী ॥

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

॥ মা ভৈঃ ॥

ওরে প্রিয়তম, আমি তোকে কত ভালবাসি জানিস্! তোর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করে নিরাকাঙ্ক্ষ করবার জন্য যখন তুই যা চাস্, আমি তখন তাই হ'য়ে তোর কাছে আসি। কামিনী চেয়েছিস্, আমি-ই নারী সেজে এসেছি। এইসব তুচ্ছ কামনা ক'রে জন্মজন্মান্তর শুধু কাঁদছিস্—তাই ডাকছি—'ওরে, ফিরে আয় অমৃতের সন্তান! জড়দেহে মমতা ত্যাগ করে তোর সচ্চিদানন্দময় আত্মস্বরূপে ফিরে আয়। কেমন করে ফিরবি? নাম করে—

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণশুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নাম নামিনোঃ॥ —পাদ্মে

'নাম চিন্তামণি-স্বরূপ, চৈতন্যরসবিগ্রহ, স্বয়ং কৃষ্ণ, পূর্ণশুদ্ধ নিত্যমুক্ত—কেন না নাম-নামীতে ভেদ নাই—নামকে আশ্রয় করা আর আমাকে লাভ করা একই কথা।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেবল 'নাম' কর। তোর রোগ শোক দুঃখ জ্বালা অভাব কিছু থাকবে না—তুই পরমানন্দময় হয়ে যাবি! আমার পুণ্য নাম-সঙ্কীর্ত্তন মহাপাতক নাশ করে কামীকে সর্ব্বকাম ও ভক্তকে প্রেমদান করে।

যারা অন্যগতিহীন, ভোগী, পরদ্রোহী, জ্ঞানবৈরাগ্যবিহীন, ব্রহ্মচর্য্যাদি-বর্জ্জিত, সমস্ত ধর্ম্মাচারশূন্য, তারা একমাত্র আমার নামের দ্বারা যে গতি লাভ করে, সকল ধার্ম্মিকগণও সে গতি পায় না।

ওরে প্রিয়তম, তুই বড় মিষ্ট নাম করিস্! আমার খুব ভাল লাগে। তাই তোর কাছে-কাছে থাকি, আর বলি—নাম কর, নাম কর—ওরে! নিশ্চিন্ত মনে উচ্চকণ্ঠে নাম কর:

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

—মা ভৈঃ মা ভৈঃ মা ভৈঃ—

রামেশ্বরপুর। ৩০শে ভাদ্র ১৩৫০

সীতারাম এখন ওঙ্কারেশ্বর-ধামে মৌনব্রত নিয়ে বসে আছেন প্রায় এক বৎসর কাল।

এই মৌনকালে যে সম্পদ্ সংগৃহীত হচ্ছে, তার সংবাদ এখন দেওয়া সম্ভব হোলো না।

সমুদ্রের অপর নাম রত্নাকর। কত মণিমুক্তো তার গর্ভে! এইসব সঞ্চিত রত্নের সঙ্গে আবার কত মণিমুক্তোর জন্মলাভ হচ্ছে প্রতিনিয়ত।

সীতারামও সমুদ্র! অন্তহীন তলহীন মহাপারাবার। সেখানেও আজ সঞ্চিত রয়েছে রাশি রাশি মণিমুক্তো! সেখানেও নিত্য জন্মলাভ করছে অগণিত কত রত্ন!

এইসব রত্নরাজি আহরণ করবার মত ডুবুরি আজও চোখে পড়লো না। স্বেচ্ছায় যা তিনি বেলাভূমিতে ছড়িয়ে দিলেন, তারই পানে তাকিয়ে আজ আর বিস্ময়ের অবধি নেই।

তাঁর জীবনকে অবলম্বন করে এই-যে জীবনী লেখবার প্রয়াস, তা তাঁর মহান জীবনীর একাংশ বা ক্ষুদ্রতম অংশও নয়!

বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে স্বল্প জলে জাল ফেলে মণিমুক্তো কুড়োবার মত এ প্রয়াস হাস্যকর। মণিমুক্তো তোলবার দুরাশায় হয়ত উঠেছে সামান্য ঝিনুক, শঙ্খ! তবু শঙ্খের মূল্যই কি কম! শুভবার্ত্তার অগ্রদূত বলে তার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বীকৃতি আছে। সেই শুভবার্ত্তার অপেক্ষায় উৎকর্ণ হয়ে আছে সবাই। সত্যিকারের ডুবুরি আসবে অচিরে—এই আশা! সীতারামের জীবনী-লেখা সেইদিন সম্পূর্ণ হবে, সার্থক হবে।

অক্ষম লেখনীর জন্যে লেখক ক্ষমা চাইছে বার বার। লেখক তার দুর্ব্বলতার কথা অক্ষমতার কথা অবগত, তাই এ দুরূহ কাজে হাত দিতে তার সঙ্কোচ ছিল সর্ব্বাধিক। কিন্তু যেখানে কথা চলে না, সেখান থেকে যখন ইঙ্গিত আসে—তখন ক্ষমতা-অক্ষমতার কথা অবান্তর হয়ে যায়। ভাল-মন্দ, সুখ্যাতি-অখ্যাতির প্রশ্ন তুচ্ছ হয়ে যায়।

সীতারাম সমুদ্র! তবু মাঝে মাঝে মনে হয় সীতারাম যেন নদী। আপন আনন্দে বয়ে চলেছে নদী দু'পাশে কত গ্রাম, কত জনপদ—কত তীর্থ গড়তে গড়তে—তার শ্যামল উপকূলে শ্যামসমারোহ বিস্তার করতে করতে! প্রাণ ভ'রে পান কর তার পুণ্য-পীযূষ-ধারা, ধন্য হও তার তীরস্থ তমালতলে বসে প্রাণ-মাতানো বেণু-নিঃস্বন শুনে।

তাও নয়! সীতারাম বোধ হয় পর্ব্বতের বুকে প্রথম উৎসধারা! কান পেতে শোন তার কলধ্বনি, শিশুর কলহাস্যের মত সে ধ্বনি পবিত্র, প্রাণস্পর্শী আনন্দময়! তেমনই বেগবান্, তেমনই অবিরাম!

কিম্বা বোধ হয় তাও নয়। সীতারাম যেন অনন্তায়মান সবিতৃদেব! প্রভাতে মধ্যাহ্নে সায়াহ্নে তাঁর নব নব রূপ! আকাশের বুকে তার বর্ণ-বিভার, তার ভাস্বরতার বুঝি দ্বিতীয় উপমা নেই! জীবজগতের এতবড় কল্যাণদায়িনী শক্তিও বুঝি আর কারও নেই।

হে প্রাণের অধিদেবতা, তোমায় প্রণাম! প্রণাম! শতকোটি প্রণাম!

সীতারাম! সীতারাম! সীতারাম! প্রণাম! প্রণাম! প্রণাম! তোমায় শতকোটি প্রণাম!···

—০—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিশিষ্ট

সাময়িক সমাপ্তির শেষে কয়েক সপ্তাহ নয়, কয়েক মাস কেটে গেছে। দীর্ঘ পনর মাস মৌনান্তে ঠাকুর গত ৮ই বোশেখ ব্যুত্থান লাভ করে আবার তাঁর লীলামৃত পান করাতে আমাদের মধ্যে ধরা দিয়েছেন।

বৃন্দাবনে মাল্যবতী আশ্রমের উদ্বোধন-উৎসব হোলো। বহু ভক্তশিষ্য তাঁর সঙ্গ লাভ করে ধন্য হলেন। একদিন পাণ্ডাদের পদ-প্রক্ষালন করে তাঁদের সেবা করলেন ঠাকুর। বৈষ্ণব-বিনয়ের শিক্ষা দিলেন তিনি তাঁর শিষ্যভক্তদের অতি সাধারণভাবেই।

যিনি সর্ব্বদা নাদ ও জ্যোতির্লোকের মাঝে ডুবে আছেন, নির্ব্বিকল্প-সমাধি যাঁর বিচরণ-ভূমির বাইরে নয়, সেই মহাযোগী ব্যবহারিক জীবনে কী সহজ, কী সরল, কি অনাড়ম্বর! জড় ও চৈতন্যের খেলার মাঝে এক নির্লিপ্ত কর্ম্মযোগী কী অসাধারণ নিষ্ঠার সঙ্গে প্রত্যহের কর্ম্মসূচী পালন করে যাচ্ছেন নিখুঁতভাবে, তা নিত্য প্রত্যক্ষ করলেও যেন বিশ্বাস হয় না। লক্ষ লোকের মাঝেও তিনি নিঃসঙ্গ, অথচ প্রতিটি জীবের দুঃখে তিনি বিগলিত-হৃদয়। এমন কি সাংসারিক জীবনের শত অভাব-অভিযোগও তিনি শুনছেন দুঃখী মানুষগুলির অন্তরের আপন-জন হয়ে, গভীর আগ্রহের সঙ্গে।

জীবন ত নয়, যেন ভাবের জোয়ার! সে জোয়ারে আজ ভেসে চলেছে কত খড়-কুটো, কত মহামহীরুহ!

এ-জীবন যতই এগিয়ে চলেছে, ততই যেন বিস্ময়ের ওপর বিস্ময় স্তূপীকৃত হয়ে উঠছে। ভাবতেও কেমন লাগে যে, এমনই এক পরমাশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটছে আমাদেরই চোখের সম্মুখে—বিংশ-শতাব্দীর সংশয়াচ্ছন্ন, ভেদ-বুদ্ধি-জীর্ণ, দীর্ণ মানবমনের মনস্তত্ত্বকে বিদ্রূপ করে!

যাক্, এবার ব্যুত্থানের পরবর্ত্তী ঘটনা বলা হচ্ছে।

বৃন্দাবন, কানপুর, গোরখপুর গীতা-প্রেস, এলাহবাদ, পাটনা, কাশী হয়ে শান্তিনিকেতনে সদলবলে প্রবেশ করলেন ঠাকুর। বাংলা অপেক্ষা করছিল এই দীর্ঘ-প্রতীক্ষিত দিনটি গুণে গুণে! বোলপুর ভেঙ্গে পড়লো। তারপর একে একে অনেক স্থানেই অধীর, উন্মত্ত জনতা তাঁকে ঘিরে যে ঐকান্তিক আনন্দ প্রকাশ করলো, তার তুলনা হয় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাগবাজারের মদনমোহনজীর ঠাকুরবাড়ীর দৃশ্য হয়ত অনেকেই ভুলতে পারবেন না—আবার, তেমনই অনেকে ভুলতে পারবেন না জন্মাষ্টমী-মিছিলে তাঁর যোগদান। যে পরম উপভোগ্য দৃশ্যের অবতারণা তথায় হোলো তা বর্ণনার বাইরে। যাঁরা সে দৃশ্য দেখেছেন, তাঁরাই মাত্র এর উপভোক্তা!

এত কর্ম্ম-ব্যস্ততার মাঝেও তাঁর দীক্ষাদান-কার্য্য চলেছে যথানিয়মে। এ-সময় অনেকের মধ্যে যাঁরা আশ্রয় নিলেন, তাঁদের কেউ কেউ ব্যবহারিক জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত। রাজস্ব-বিভাগের সচিব শ্রীসত্যেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় আই. সি. এস. ও ডক্টর শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঠাকুরের আশ্রিত হলেন।

বর্ত্তমানে এই মহাপ্রেমী, মহাযোগী, মহাভক্ত মরজগতে কিভাবে লীলা করছেন, তার সামান্য একটু স্বাদ দেবার জন্যে তাঁর গোপালপুর চাতুর্ম্মাস্যের কয়েকটা দিনের দিনলিপি উপহার দেওয়া হচ্ছে।

ভক্ত কানাই মোদকের আহ্বানে ও উদ্যোগে চাতুর্ম্মাস্যের স্থান স্থির হোলো গোপালপুরে।

গোপালপুর। ত্রিবেণী থেকে তিন মাইল উত্তর-পশ্চিমে এক ঐতিহ্যহীন অখ্যাত পল্লী।

কুন্তীনদীর তীরে এক শান্ত-মধুর পরিবেশ রচিত হয়েছে বালির বুক দিয়ে বিস্তীর্ণ এক ক্ষুদ্র ভূখণ্ডে। চিরাচরিত প্রথায় রচিত হয়েছে ঠাকুরের মৃৎ-কুটির।

স্থানীয় জমিদার ও মহাজনগণ ছেড়ে দিয়েছেন তাঁদের হাটতলা, তাঁদের ব্যবসার ঘরগুলি। সুবৃহৎ আটচালায় নাম চলছে অবিরাম ধারায় দিবারাত্র, দিনের পর দিন। এর সমাপ্তি দেখা দেবে চাতুর্ম্মাস্যের শেষে 'ধূলোট' অন্তে। নারী ও পুরুষদের আবাসগুলি স্বতন্ত্র রাখা হয়েছে। সব-গুলিই পূর্ণ। কয়েকটি সংসার স্ত্রীপুত্রাদি নিয়ে গুরুসঙ্গ কামনায় এখানে অবস্থান করছেন।

একদিকে ঠাকুরের রচিত পুস্তকাবলী সাজানো রয়েছে বিক্রয়ের জন্যে। ভার নিয়ে আছেন জগদ্বন্ধু। কর্ম্মকুঞ্জের ভার রয়েছে গোবিন্দজী ও ধীরানন্দের ওপর।

দৈনিক কর্ম্মসূচী: ভোরে পূজারতি চলে যথানিয়মে রাধারমণজীর পৌরোহিত্যে। ঠাকুর বেলা দশটায় মৌনান্তে মাতাকে পূজা, তাঁর চরণামৃত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পান, প্রদক্ষিণ ও দণ্ডবৎ প্রণাম সেরে—প্রার্থনায় আসেন সূর্য্যকিরণধারা মাথায় নিয়ে। শিষ্যভক্তদল নর-নারী-বিশেষে দু'দলে বিভক্ত হয়ে দু'পাশে দাঁড়ান। প্রার্থনা, গীতাপাঠ ও তার পর সূর্য্যপ্রণাম অন্তে সকলে গুরুপ্রণাম করে প্রসাদ পান।

এর পর হোলো দীক্ষাদান পর্ব্ব। ঠাকুরকে দেখা যায় দীক্ষাপ্রার্থী নরনারীদের মাঝে। তাঁরা ইতিপূর্ব্বেই আসনাদি নিয়ে যথারীতি বসে গেছেন বা তাঁদের বসানো হয়েছে।

ইতিমধ্যে দর্শনপ্রার্থী শিষ্যভক্তগণ এসে গেছেন প্রথম ট্রেনেই। তাঁরা এরই ফাঁকে তাঁকে প্রণাম সেরে নিচ্ছেন। ঠাকুর তাঁদের কুশল জিজ্ঞাসা করছেন। যদি কোন বিশেষ অতিথি আসেন, তাহলে তাঁকে ওরই মধ্যে একটু বেশী সময় দিচ্ছেন। কিছুটা ব্যতিক্রম ঘটে বৃহস্পতিবার দিন গুরু-পূজায়। ঐদিন মধ্যাহ্নে গুরুপূজার পর পাঠাদি হয়।

এইভাবে কোথা দিয়ে দু'তিন ঘণ্টা কেটে যায়। আসে ভোগের ঘণ্টা। ভোগের দিকে আছেন স্বয়ং ঠাকুরমা অর্থাৎ ঠাকুরের মা-পিসিমা প্রভৃতি বর্ষীয়সী মহিলাগণ।

পাকশালায় আছে গঙ্গা, জগৎ, মহাবীর, দুর্গা, রবি প্রভৃতি সেবকবৃন্দ। বিরাট যজ্ঞশালায় দৈনিক ২।৩ মণ থেকে ৮।১০ মণ পর্য্যন্ত চাল সিদ্ধ হচ্ছে, তদনুযায়ী তরিতরকারির ব্যবস্থা। মাঝে মাঝে পায়সাদির ব্যবস্থাও আছে।

ভোগারতি, পূজাপাঠের পর বাজে প্রার্থনার ঘণ্টা। ঠাকুর আবার সদলবলে সূর্য্য-কিরণ-তলে এসে দাঁড়ান। প্রার্থনান্তে এবার প্রসাদ-বিতরণ সুরু হয়। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মানুযায়ী ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণ-বিশেষে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্থানে আসন গ্রহণ করেন। ঠাকুর প্রত্যেকের আহারাদির তত্ত্বাবধান করেন।

অনেক শিষ্য ঠাকুরের প্রসাদের জন্য অপেক্ষা করছেন, তাই ঠাকুর এই অবসরে একবার নামমাত্র গ্রহণ করেই আবার সেই অন্নযজ্ঞের মধ্যে আবির্ভূত হন। প্রাসাদাদি গ্রহণের পর সকলে বিশ্রাম করতে যান। মায়ীরা এই সময় প্রসাদ পেয়ে নেন।

ঠাকুরের বিশ্রাম-সময় আসে। অর্থাৎ এই সময় ঠাকুর যাবতীয় চিঠিপত্র নিয়ে বসেন। গোবিন্দজী পত্রের গুরুত্ব অনুযায়ী একের পর আর পত্র বা পত্রের সারমর্ম্ম শোনাতে থাকেন। ঠাকুর মুখে মুখে তার জবাব দিয়ে যান। কখনো কখনো তিনি স্বয়ং পত্র লেখেন, কিন্তু এক এক সময় তাঁর লেখবার ক্ষমতা থাকেনা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এদিকে বেলা বেড়ে চলে। যাঁরা ফিরে যাবেন, তাঁরা পাশে এসে জমায়েৎ হন। প্রশ্নাদি করেন। তত্ত্বের প্রসঙ্গও অবতারণা করা হয়। তার পর প্রণামান্তে তাঁরা নৌকায় আরোহণ করেন। ঠাকুর প্রায়ই প্রত্যুদ্গমন করে ঘাট অবধি আসেন।

সন্ধ্যা হয়ে আসে।

ঠাকুর প্রার্থনায় আসেন। মিলিত প্রার্থনা হয়।

রাত এগিয়ে আসে। ঠাকুর পাঠে বসেন।

দু'ঘণ্টা-তিনঘণ্টা পাঠ চলে। পাঠ শেষ হয় ঠাকুরের সমাধির মধ্যে দিয়ে।

এবার প্রসাদ-বিতরণ। অনেকেই রাত্রে ফলমূলাদি খেয়ে থাকেন। এ বিভাগে মীরাদি, শান্তি, তারা প্রভৃতি নিষ্ঠার সঙ্গে নিজেদের কর্ত্তব্য করে চলেছেন। সাধারণভাবে বিষ্টু সকলকে ফল-প্রসাদ বিতরণ করে।

ঠাকুর রাত্রি এগারটার পর প্রায়ই কর্ম্মকুঞ্জে এসে বসেন। এসময় আভ্যন্তরীণ কার্য্যাবলী সম্বন্ধে আলোচনা হয়। কোনো বিশেষ প্রশ্নকারী থাকলে, এর পর ঠাকুর তাঁকে সময় দেন।

রাত্রি একটার পর অন্তরঙ্গগণ প্রণামান্তে বিশ্রাম নিতে যান।

ঠাকুর তারও কিছু পরে, প্রায় দুটোয় বিশ্রাম-কুটিরে প্রবেশ করেন। অবশ্য সব দিন যে তখনই বিশ্রাম নেন, এ কথা বলা চলে না। কারণ পড়াশুনা বা লেখার কাজ এর পরেও চলে বলে জানা গেছে।

আবার ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে ঠাকুর আশ্রমের স্তব্ধতার মাঝেই জেগে বসেন।

এমনই চলেছে বর্ত্তমান দৈনিক কর্ম্মসূচী।

এইবার কয়েক দিনের দিনলিপি উপহার দেওয়া হোলো।

*

১৫ই জুলাই ১৯৫৫

ঠাকুর এলেন তাঁর স্বগ্রামে।

দীর্ঘদিন কেটেছে ওঙ্কারেশ্বরে, মৌনতার মাঝে।

সেই মৌনতায় হয়েছে কত সমস্যার সমাধান। সাক্ষাৎ হয়েছে সত্যের সঙ্গে সামনা-সামনি। সাধনা ও সমাধি আলিঙ্গন দিয়েছে একই কালে।

এক এক মৌনে এক এক ভাবে তিনি বিভোর থাকেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবার তিনি শিবভাবে বিভোর ছিলেন। শুদ্ধ জ্ঞানলোকে বিচরণ করেছেন সারাটি মৌনকাল!

লেখা হয়েছে 'শিবমহিমামৃত'। নিয়েছেন ভস্ম ও ব্যাঘ্রাম্বর।

এতদিন ধরে গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা অপেক্ষা করেছিল এই পুণ্য-দিনটির প্রত্যাশায়। দীর্ঘদিনের সঞ্চিত গ্লানি, পুঞ্জীভূত বেদনা দূর হয়ে যাবে সত্যকার সাধুর দর্শনে, মহাত্মার একটি পূতস্পর্শে—এ আশা, এ বিশ্বাসে সকলেরই চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

গ্রামের আছে একটি বিশেষ দাবী, বিশেষ অধিকার! সে দাবী মাটির দাবী! একই মাটিতে ওরা সুখে দুঃখে, পুণ্যে পাপে বেড়ে উঠেছে। সীতারামের স্পর্শ-গরবে গরবিণী ওই মাটির মর্য্যাদায় ওরা বিশেষ মর্য্যাদা লাভ করেছে। তাই এই বিরাট ব্যক্তিত্বের নিকট-সংস্পর্শে এসেও ওরা জীবনের তুচ্ছতম কথাটি জানাতে সঙ্কোচ অনুভব করে না।

শেষ পর্য্যন্ত সীতারাম এলেন। এলেন নিঃশব্দে, সকল আড়ম্বর বর্জ্জন করে।

তাঁর আবির্ভাব ঘটলো যেন সহসা। শোনা গেল সীতারাম এখন ব্রজনাথজীউর বাড়ী। গিয়ে দেখি, সীতারাম মাকে প্রদক্ষিণ করে প্রণাম করছেন। মাকে প্রণাম সেরে দাঁড়াতেই, তাঁর পদধূলি নেবার জন্যে সকলে ব্যগ্র হয়ে পড়লো।

এমন সময় তাঁর দৃষ্টি পড়লো আমার পানে। অনাবিল শুভ্র-হাসিতে মুখখানি ভরে গেল তাঁর। মনে হোলো যেন দীর্ঘদিনের ব্যবধান আমাদের মধ্যে ছিল না! দৃষ্টিতে ভেসে উঠলো এক অপার্থিব কল্যাণ-স্পর্শ। এ-দৃষ্টি আমি অনুভব করেছি কয়েক বার। প্রতিবারই মনে হয়েছে, এ দৃষ্টি যেন আমার অন্তরের সকল কালিমা নিমেষে ধৌত করে দিয়ে গেল!

প্রণাম করলুম। অসীম স্নেহে কল্যাণ-প্রশ্ন করলেন।

গ্রাম-পরিক্রমা সুরু হোলো।

প্রতিটি মন্দির দর্শন করলেন, প্রণাম করলেন।

কয়েকটি মন্দিরের সংস্কারের প্রয়োজন হয়েছে। আমাকে বললেন সে কথা।

রাধারমণজীর সেবার প্রশ্ন তুললেন। সেবার যাতে সুষ্ঠু ব্যবস্থা হয়, তার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এতক্ষণে তাঁর শুভাগমনের বার্ত্তা অনেকেই জেনে ফেলেছে। ফলে ভিড় ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে।

সকলেরই প্রণাম গ্রহণ করছেন, আলিঙ্গন দিচ্ছেন।

ভিড় যাতে তাঁকে বিব্রত করে না-তোলে, সেজন্য ছেলেরা তাঁকে আগলে চলেছে। তিনি হেসে বললেন,—কাউকে বাধা দিস্ নে। ভিড় এখানেও হবে, সেখানেও হবে।

কলকাতায় অসম্ভব ভিড় গেছে—ভিড় গেছে বালিতে।

লক্ষ্য করবার বিষয় মৌনতার মাঝে তাঁর যে প্রসন্নতা, লক্ষ লোকের মাঝেও তাঁর সেই প্রসন্নতা!

দীক্ষাদান পর্ব্ব এদিনেও চললো।

পরদিনও দীক্ষা হোলো অনেকের।

সীতারাম সন্ধ্যায় সদলবলে নৌকায় চাপলেন।

গোপালপুরে চাতুর্ম্মাস্য সুরু হবে কাল থেকে। আজই অধিবাস। আজ আবার মলয়পুরের ছেলেরা তাঁর 'দাস্য-মধুর' অভিনয় করবে।

আসন্ন সন্ধ্যায় অস্তায়মান সূর্য্যের শেষ রশ্মি এসে পড়েছে গঙ্গার বুকে। সেই স্নেহদৃষ্টি মেখে গঙ্গা অপরূপা হয়ে উঠেছে। গঙ্গার তীরে দাঁড়িয়ে গঙ্গার-ই বুকে বিদায়-দৃশ্য দেখতে লাগলুম।

কত পাপ ধৌত হয়ে গেল পতিতপাবনী সুরধুনীর পুণ্যস্পর্শে।

এদিকেও কত পাপ ধৌত হয়ে গেল একটি বিশেষ দেহের পুণ্যস্পর্শে। ধৌত হয়ে গেল দীর্ঘদিনের সঞ্চিত ক্লেদ, সঞ্চিত অভিমান!

*

১৫ই আগষ্ট, ১৯৫৫

সীতারামের আহ্বান এলো একবার গোপালপুর আসতে।

অপরাহ্ণে উপস্থিত হয়ে প্রণাম করলুম।

প্রার্থনা শেষ হোলো। পাঠে বসলেন ঠাকুর।

নিত্যই তিনি একবার করে বলেন,—'পিতৃদেবো ভব, মাতৃদেবো ভব, আচার্য্যদেবো ভব।' একমাত্র পিতামাতার সেবা, একমাত্র পতিদেবতার সেবা, একমাত্র গুরুসেবা দ্বারাই মানুষ মোক্ষ লাভ করিতে পারে। জপ-তপের, প্রাণায়ামের প্রয়োজন হয় না। আজও পতিব্রতা অনসূয়ার প্রসঙ্গ তুললেন ঠাকুর। বললেন,—নারীদের একমাত্র স্বামীসেবাই ব্রত। একমাত্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বামিসেবা দ্বারাই নারী অভীষ্ট লাভ করতে সক্ষম। পতিব্রতা নারী দেবতাদেরও পূজ্যা।

নিখিল জগতের অনিত্যতা বুঝাতে গিয়ে, মহামায়ার মায়ার প্রসঙ্গে একটি গল্প বললেন :

এক সম্রাট একদিন তাঁর প্রাত্যহিক রাজকার্য্য-অন্তে সবে সভাভঙ্গ করতে উদ্যত হয়েছেন, এমন সময় এক যাদুকরী এসে অনুরোধ জানালো যে, সে তার যাদুবিদ্যা দেখাবে। সম্রাট অসময়ে তার এই অনুরোধ রাখতে প্রথমটা স্বীকার পেলেন না। শেষে তার কাতর অনুরোধে বিব্রত হয়ে সম্মতি দিয়ে বললেন,—আচ্ছা, দেখাও তোমার খেলা।

যাদুকরী তখন বাদ্যে আঘাত করে আরম্ভ করলো : লাগ্, লাগ্, ভেল্কী, লাগ্ লাগ্ লাগ! সম্রাট দেখলেন সহসা সেখানে এক পক্ষিরাজ ঘোড়া নেমে এলো, এবং রাজাকে নিয়ে মুহূর্ত্তে উড়ে চললো। রাজা চলেছেন ত চলেছেন—সে চলার যেন বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই! কত কানন, কত কান্তার, কত জনপদ পার হয়ে সেই ঘোড়া ঊর্দ্ধে উঠতে লাগলো। সমস্ত দিন উপরে উঠ্‌লো। সূর্য্যাস্তের পর নামতে আরম্ভ করলো। রাজা এদিকে তখন ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হয়ে মরণাপন্ন! কী করেন! ঘোড়াকে একটা গাছে বেঁধে ক্লান্ত দেহকে কোনরকমে টেনে নিয়ে চললেন—আশা—যদি কিছু আহার্য্য মেলে। যেতে যেতে এক সময় দেখলেন, এক নিষাদ-তরুণী ভাত, কিছু রাঁধা মাংস ও জল নিয়ে তাঁর সুমুখ দিয়ে যাচ্ছে। সম্রাট অত্যন্ত কাতর কণ্ঠে সেই রাঁধা মাংস প্রার্থনা করলেন তার কাছে। তরুণী ঝঙ্কার দিয়ে বললো,—আমি যাচ্ছি আমার বাবার জন্যে এই মাংস নিয়ে—এ মাংস কাউকে দেবো না!

সম্রাট বললেন,—এ খাদ্য না-পেলে আমার মৃত্যু হবে!

তরুণী বললো—তাতে আমার কী ক্ষতি হবে? হ্যাঁ, তবে যদি আমায় বিয়ে করতে রাজী হও, তাহলে কিছু খাবার দিতে পারি।

সম্রাট কী করেন! আসন্ন মৃত্যু থেকে উদ্ধার পাবার আশায় তাতেই স্বীকৃত হলেন। সত্যবদ্ধ হলেন। তরুণী তখন তাঁকে কিছু মাংস দিয়ে তার বাবার কাছে নিয়ে গেল। বললো,—বাবা! তোমার জামাই এসেছে—

রাজাকে দেখে খুসী হোলো নিষাদ-সর্দ্দার! সর্দ্দার তাঁকে সাদরে বাড়ী নিয়ে গিয়ে মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলো।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিয়ের পর সত্যবদ্ধ রাজা সেখানেই রয়ে গেলেন। অবশ্য খাওয়া-পরার অভাব রইল না। সম্রাট শিকারে যান, চাষ করেন—দিন একরকম কেটে যায়।

সম্রাট এখন পুরো সংসারী। কয়েকটি সন্তানাদিও হয়েছে।...

এমন সময় সেই দেশে দেখা দিল দারুণ দুর্ভিক্ষ।

সেই দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে অনেকেই অকালে আত্মাহুতি দিতে বাধ্য হোলো। এমন কি পশুপক্ষীরাও দলে দলে দেশত্যাগ করে চলে গেল।

এদিকে সম্রাটের সংসারও অচল।...

দিন আর চলে না! আসন্ন মৃত্যুর মুখের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর স্ত্রী-পুত্র-পরিবার। উপায়হীন, অসহায় সম্রাটের চোখের জলও শুকিয়ে গেছে!

এক সময় ক্ষীণ রোরুদ্যমান আর্ত্তকণ্ঠে এক ছেলে বলে উঠলো,—বাবা, তুই মর্ তোকে খাই। সম্রাট বললেন—উত্তম! আমি মরি, আমায় খেয়ে এরা দিন কতক বাঁচুক!

ঠিক্ কথা। এই ত উপায়! আত্মাকে আহুতি দিয়ে আত্মজকে রক্ষা করার এই ত শেষ উপায়! সম্রাট যেন তাঁর কিনারাহীন কর্ত্তব্য-সাগরের একটা ক্ষীণ অস্পষ্ট তটরেখা দেখতে পেলেন।

অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বালিত করে স্ত্রীকে জানালেন তাঁর শেষ ইচ্ছা। স্ত্রী বললেন,—হাঁ উপায় ঠিক হয়েছে বটে—তবে অগ্রাধিকার আমার। অর্থাৎ আমাকেই আগে যেতে হবে!

সম্রাট এ প্রস্তাবে সম্মত হতে পারলেন না। উভয়ের মধ্যে দারুণ মতবিরোধ দেখা দিল। শেষে সকল তর্কের অবসান করে দিয়ে সম্রাট এক অবসরে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

এদিকে সেই রাজসভায় পাত্র-মিত্র, সেনাপতি-সভাসদ সবাই নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে!—রাজা মূর্চ্ছা গেছেন।

ধীরে ধীরে রাজার জ্ঞান ফিরে আসছে।—সবাই অধীর-আগ্রহে সম্রাটকে লক্ষ্য করেছেন। রাজার জ্ঞান ফিরে এলো। চক্ষু উন্মীলন করে বললেন,—আমি কোথায়? আমার ছেলেরা কই?

মন্ত্রী এগিয়ে এসে বললেন,—সম্রাট! আপনি ত রাজসভাতেই রয়েছেন, এই ত যুবরাজ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

 Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্রাটের স্মৃতিপটে পূর্ব্বাপর সমস্ত ঘটনা ভেসে উঠলো। তিনি বললেন,—আমি কতক্ষণ মূর্চ্ছিত আছি? সে যাদুকরী কোথায়?

যাদুকরীকে ধরা ত সহজ নয়! যাদুকরী সরে পড়েছে যথাসময়েই।

এই সংসার! একটা বিরাট মিথ্যা। যা ছিল না, যা নেই, যা থাকবে না—তাকেই সত্যবোধে সুখদুঃখের দোলায় দুলছে সমগ্র জীবকুল! যাদুকরীর বিরাট ধাপ্পাবাজী—এই হোলো বেদান্তের রজ্জুতে সর্পভ্রম!

*

১৭ই আগষ্ট, ১৯৪৫

গতকাল সন্ধ্যায় পাঠের সময় এসে পৌঁছলুম।

পাঠে-অন্তে প্রণাম করে উঠতেই ঠাকুর স্নিগ্ধ স্নেহে আশীর্ব্বাদ করলেন।

অদিতি-দি'কে দেখলুম। আভরণ খসেছে অনেকদিন, এবার বাহ্যিক আবরণও মুক্তি দিয়েছে তাঁকে।

ঠাকুর বললেন—'অদিতি "পূরবী" ছেড়ে চলে এলো। ওর নির্দ্দিষ্ট বৃত্তিটাও ও অস্বীকার করে এসেছে।' অর্থাৎ পরিপূর্ণ নিঃস্বতার মাঝে নিজেকে নিঃশেষে সমর্পণ করলেন অদিতি-দি! বোধ হয় পার্থিব সম্পদ আর সহ্য করতে পারছেন না তিনি, তাই ভারমুক্ত হয়ে এলেন এবার গুরুর একান্ত সান্নিধ্যে। ঠাকুরের লেখাতেই এক জায়গায় আছে—'লঘুভার-শালীরাই মুক্ত হয়'।

আমি প্রশ্ন করলুম,—তাহলে এবার থেকে কি উনি আপনার সঙ্গে-সঙ্গে থাকবেন?

—উপস্থিত দু'এক মাস আছে। তার পর বৃন্দাবনে গিয়ে থাকবে।

বৃন্দাবন বুঝি নতুন-মীরার জন্য কাঁদছে—তাই ঠাকুরের মীরাকে তিনি বৃন্দাবনেই পাঠাচ্ছেন! ঠাকুর আমার হাত ধরেই মণ্ডপ থেকে বেরিয়ে এলেন।

কুটিরে গেলুম। সেখানেও এখন নরনারী-নির্ব্বিশেষে একটি ছোট ভিড় জমে উঠেছে। ঠাকুরকে সবাই একান্তে পেতে চান, তাই তাঁর বিশ্রামের পূর্ব্বে এঁরা এ সুযোগটি গ্রহণ করেন।

…দিদি তাঁর সন্তানের অসুখের কথা নিবেদন করলেন। সঙ্গে আর একটি মহিলা। ঠাকুর মনোযোগ দিয়ে তাঁদের কথা শুনলেন। তাঁদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাহায্যের জন্যে, রোগীর সুষ্ঠু ব্যবস্থার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। ··· দিদিকে বললেন,—তুই যদি যেতে চাস্, তবে কালই চলে যা। তুই সেখানে থাকলে সুবিধা হবে।

···দিদির ঠাকুরের উপর নির্ভরতা আছে। সাধনপথেও সঞ্চয় আছে। তিনি বলিলেন,—যদি আপনি যেতে বলেন, তবেই যাই। আমার দ্বারা আর কি উপকার হবে? তবে ওকে আরও কিছুদিন টেনে রেখে দিন, নইলে বৈষয়িক ব্যাপারে বিশেষ অসুবিধা ঘটবে।

ঠাকুর হেসে বললেন,—জীবনকে ধরে রাখবার মালিক কি এটা?

অখণ্ড বিশ্বাসের সঙ্গে দিদি বললেন,—আপনি পারেন!

ঠাকুর চুপ করে গেলেন।

আরও দু'চার জনের বিশেষ কথার পর রাত্রির পর্ব্ব শেষ হোলো।

প্রণাম সেরে 'কথা-রামায়ণের (দ্বিতীয় খণ্ড) পাণ্ডুলিপি' নিয়ে শয়নের উদ্দেশ্যে সরে এলুম।

'কথা-রামায়ণের' চিহ্নগুলি বসিয়ে দিতে বললেন ঠাকুর।

*

১৮ই আগষ্ট ১৯৫৫

ঠাকুরকে পেলুম প্রার্থনার সময়।

গীতার অংশবিশেষ (দ্বিতীয় অধ্যায়) পাঠ হোলো।

সারাদিন যথানিয়মে অতিবাহিত হোলো।

সন্ধ্যার ভাষণে শঠকোপ-স্বামীর প্রসঙ্গে তামিল বেদ তথা 'সহস্র-গীতি'র অবতারণা করলেন ঠাকুর। ব্রহ্ম, হিরণ্যগর্ভ ও ঈশ্বর এক—এই তত্ত্বের অবতারণা করে দেখালেন যে, জ্ঞানের চরমাবস্থা লাভ করেও এই আলোয়ারগণ কেমন ভক্তিরসে আকণ্ঠ আপ্লুত ছিলেন।

ব্রহ্মবাদিনী ঘোষা, বিশ্ববারা, মৈত্রেয়ী ও গার্গীর প্রসঙ্গে বললেন,—বৈদিক যুগে অসাধারণ প্রতিভাশালিনী এইসকল মহিলার বেদে অধিকার ছিল। এঁরা পুরুষের মতই ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করে 'উপনয়ন' সংস্কার' করতেন। এঁরা ব্রহ্মানুভূতি ও ব্রহ্মাস্বাদন করে বৈদিক মন্ত্রের রচয়িত্রী হয়েছিলেন। এঁদের নামে বেদের মন্ত্র প্রচলিত আছে। অবশ্য প্রথম জীবনে এঁদের গুরুগৃহবাস পিতা, পিতৃব্য বা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আশ্রয়েই হোতো।

মৈত্রেয়ী, জ্যোতি, নাদ প্রভৃতির প্রশ্ন তুললেন। সনক 'গার্গী-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ' উদ্ধৃত করে সে-সকল প্রশ্নের উত্তর দিলেন। সগুণ ব্রহ্ম, নির্গুণ ব্রহ্মের প্রসঙ্গে বললেন,—সগুণব্রহ্মের উপাসনার শেষে সেই নিরঞ্জন —যেখানে সব-কিছু ডুবে যায়—আনন্দের চরম অনুভূতি! শেষে কার্পাসরাম ও তদীয় পত্নী লক্ষ্মীদেবীর সেই বহুকথিত কাহিনীটি পাঠ করলেন। নারী যখন তাঁর ইষ্টে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করেন, তখন তাঁর দেহবোধ রহিত হয়ে যায়। সে অবস্থায় দেহের পাপ-পুণ্য তার সতাত্বের মর্য্যাদা নষ্ট করতে সক্ষম হয় না। কারণ, মন যখন সর্ব্বদা দেহের উর্দ্ধে অবস্থান করে, তখন পরিণামী দেহ যে-অবস্থাই প্রাপ্ত হোক না কেন, তাতে সাধক উদ্বিগ্ন হন না। দেহের স্বাচ্ছন্দ্য-অস্বাচ্ছন্দ্যে দেহের কোন ভোগই হয় না।

এর পর 'কথা-রামায়ণ' পাঠ হোলো।

পাঠান্তে দু-একটি কথার অবতারণা হোলো। ঠাকুর বললেন,—পাঠের উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রবণের মধ্য দিয়ে তত্ত্বকে ধরা। বার বার শ্রবণের দ্বারা তত্ত্বের ধারণা ভাল হয়।

রাত্রে ঠাকুর কর্ম্মকুঞ্জে এলেন। 'কথা-রামায়ণ' সব খণ্ডগুলি দেখলেন।

*

১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৫

আজ প্রার্থনায় ঠাকুর 'সূর্য্য-প্রণাম' করালেন।

'জবাকুসুম' মন্ত্রটি সমস্বরে আবৃত্তি করা হোলো।

ঠাকুর বললেন,—স্থাবর-জঙ্গম-সহ সমগ্র জীবজগতের অধিদেবতা হলেন সূর্য্য। আমাদের সঙ্গে ওঁর যোগ হচ্ছে নাড়ীর যোগ। সূর্য্যকিরণ প্রাণকে দান করে কল্যাণ। এই মহৎ কল্যাণে মানুষ দেহে মনে ঊর্দ্ধগতি লাভ করে।

গীতাপাঠের সময় বললেন,—আমরা সবিতৃদেবকে গীতা শোনাচ্ছি। এ গীতা শুনছেন সর্ব্ববৃক্ষের পূজ্য ওই অশ্বত্থ।

আজ বৃহস্পতিবার গুরুপূজা।

সমবেত অঞ্জলি দেওয়া হোলো।

পাঠে বসলেন ঠাকুর। গুরুবাদের কথায় গুরুকরণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করলেন। ইষ্টদর্শনের পরও 'বাসুদেবসর্ব্বমিতি' এই অনুভূতির অভাবের কথা বললেন। গুরু ব্যতীত এই অনুভূতি অসম্ভব। ভক্ত, যোগী ও জ্ঞানী যে চরমে একই পদ অর্থাৎ পরমপদ প্রাপ্ত হন, এ বাণী বিশেষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জোরের সঙ্গেই প্রচার করলেন। বললেন,—তবে কেউ যোগে জ্যোতির মধ্যে, কেউ নাদের মধ্যে, কেউ-বা ভক্তিমার্গে কৈঙ্কর্য্যের মধ্যে দিয়ে, কেউ-বা 'নেতি নেতি' জ্ঞানের মধ্যে দিয়ে ব্রহ্মাত্মিভাবে তাঁকে লাভ করেন। নাম-ই সুগম পথ। নামেও জ্যোতি ও নাদের আবির্ভাব হয়।

নাদের কথায় বললেন,—শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনিই ত নাদ, বা নাদ-ই সেই বংশীধ্বনি। জ্যোতি বহুপ্রকার, তন্মধ্যে কৃষ্ণজ্যোতিও আছে। নাদও বহুপ্রকার। নাদ কোটি সহস্রাণি।

পাঠান্তে এক ফাঁকে 'শঠকোপ' প্রসঙ্গ তুললুম।

ঠাকুর বললেন,—আমাদের সম্প্রদায়ের আদিগুরু শঠকোপ। শঠকোপ স্বামী ও অন্যান্য আলোয়ারগণ তামিল-বেদ বিভাগ করেন। সর্ব্ববেদ মন্থন করে তিনি 'সহস্র-গীতি' গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তামিল-বেদ তামিল ভাষাতেই লেখা। কেবল 'সহস্র-গীতি' সংস্কৃতে পাওয়া যায়। তাঁর পর আরও অনেক আলোয়ার আসেন। তাঁরা প্রায় সকলেই আর ফিরতে চান না বা ফেরেন না। এই কারণে বেদ ভাসিয়ে দেওয়া হয়। বহুকাল পরে কেবল 'সহস্র-গীতি'র একটি পৃষ্ঠা বিপরীত স্রোতে ভেসে আসে। শঠকোপ হতে তিন সহস্র বৎসর পরে নাথমুনিজী আসেন। নাথমুনিজী-ই এই পত্রটি পান। তিনিই পরে এই পত্র অবলম্বন করে শঠকোপের কৃপায় 'সহস্র-গীতি' পুনঃপ্রাপ্ত হন।

প্রশ্ন করলুম,—সম্প্রতি মিশরে পিরামিডের অভ্যন্তরে যে লিপি পাওয়া গেছে, তাতে নাকি পণ্ডিতেরা নতুন গবেষণার সুযোগ পেয়েছেন। তাঁরা বলছেন—'এ লিপি অতি প্রাচীন, এমন কি ব্রাহ্মী-লিপিরও পূর্ব্ববর্ত্তী এবং লিপি দ্রাবিড়ী-লিপি।'

ঠাকুর হেসে বললেন,—তা কি করে হবে? অগস্ত্যমুনি-ই দাক্ষিণাত্যে বেদ নিয়ে গিয়েছিলেন, এ কথা ভুললে চলবে কেন!

*

২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৫

যথাসময়ে প্রার্থনায় যোগ দিলাম।

প্রার্থনা-অন্তে গীতার চতুর্থ অধ্যায় পাঠ হোলো।

একটি যুবক এসেছেন দর্শনার্থী হয়ে। নাম অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতায় বিড়লার অফিসে একটি বিভাগীয় ম্যানেজার।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঠাকুর কর্ম্মকুঞ্জে এসে বললেন,—কতটুকু সময় চাই ?

—অনন্ত জিজ্ঞাসা, অনন্ত চাওয়া।...

হেসে বললেন ঠাকুর,—প্রথমে 'সান্ত' চাইতে হবে।

চুপ করে গেলেন যুবক।

ঠাকুর বললেন,—আচ্ছা, একটু পরে হবে।

দীক্ষান্তে একটু পরে তিনি যুবককে সময় দিলেন।

আজ ভোগের প্রার্থনায় দল পাতলা দেখে ঠাকুর মন্তব্য করলেন,—একটু রোদ্দুর সহ্য করতে পারে না, এ শরীর নিয়ে এরা করবে কি !

রাত্রে পাঠের সময় আবার সবিতৃদেবের প্রসঙ্গ তুললেন। বললেন,

—ব্রহ্মের প্রথম প্রকাশ সূর্য্য। সূর্য্যই প্রাণ—প্রাণই ব্রহ্ম। সকল প্রাণীর সঙ্গে ঐ অখণ্ড প্রাণের নাড়ীর যোগ আছে—সূর্য্যকিরণ সর্ব্বদা সেই যোগ রক্ষা করছে।

আজও যতি, ব্রহ্মচারী, সধবা ও বিধবার আচার-রক্ষা পাঠ করলেন।

কথা-রামায়ণ দ্বিতীয় খণ্ডে লঙ্কা-বিজয়ের পর অযোধ্যা-প্রত্যাবর্ত্তন পাঠ হোলো।

একমাত্র সরলতা, বিশ্বাস ও একাগ্রতাও যে চরমপদ, পরমপদ প্রদান করে, তা একটি সরস গল্পের অবতারণা করে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিলেন। এ হোলো তাঁর বহুবার-কথিত প্রয়াগদাসের গল্প বা 'বোন-বোনাই'-এর গল্প।

*

২১শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৫

ভোরে নামের সুমধুর সুরে ঘুম ভাঙলো।

ঠাকুর যথারীতি দশটায় প্রার্থনায় নামলেন।

আমরাও যোগ দিলুম।

আজ রবিবার। ভিড় জমে উঠছে।

অপরাহ্নে অনেকে ঠাকুরকে ঘিরে বসে আছেন।

কিছু আলোচনার সম্ভাবনা বুঝে আমিও এক পাশে বসে পড়লুম।

শ্রীঅরবিন্দ-আশ্রমের কথা, 'মাদার'-এর কথা তথা ভীষ্মদেবের কথা উঠলো।

ভীষ্মদেবের বাবা-মা প্রভৃতি সকলেই ঠাকুরের পরিচিত। ভীষ্মদেবের দাদার উপনয়ন সীতারাম দেন। ভীষ্মদেবের বিবাহে সীতারাম উপস্থিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছিলেন। ভীষ্মদেবের বর্ত্তমান মানসিক অবস্থার কথা উঠলো। ঠাকুর বললেন,

—কাল রঘুনাথ ওকে নিয়ে এখানে আসছে।

বাংলার এই সুন্দর প্রতিভাকে সুস্থ করতে, হবে স্বস্থ করতে হবে—এ আবেদন রঘুনাথের। প্রসঙ্গক্রমে আমি বললুম,—সম্প্রতি এক গায়কের সঙ্গে আলোচনায় জানলুম ভীষ্মদেবের সঙ্গীত-প্রতিভার বিন্দুমাত্র হ্রাস হয় নি—মানসিক ভারসাম্য তিনি হারিয়েছেন।

ঠাকুর বললেন,—সাধনা নষ্ট হয় না। সাময়িক পতন বা বিভ্রান্তিতে মাঝপথে অগ্রগতি কিছুটা ব্যাহত হলেও, তার সঞ্চিত সাধনার পর হতেই তার যাত্রা সুরু হয়।

সন্ধ্যার প্রার্থনা হোলো।

আজ ভাষণে ঠাকুর দ্বয়মন্ত্র (শ্রীমন্নারায়ণায় নমঃ) ও চরম মন্ত্রের কথা ('সর্ব্বধর্ম্মান্ পরত্যিজ্য···') বললেন।

'দুটি কথা' পাঠ করলেন। বললেন,

—জগতের সকল মানুষই 'মা' বলতে জানে, জন্মের পর প্রথমেই মা বলতে শেখে। পশুপক্ষীরাও মা বলে। মা-সাধনা বড় সুন্দর সাধনা! মা নামে যত সুধা, তত আনন্দ। মাতৃনাম-সিদ্ধ সাধকের কাছে অপ্রাপ্য কিছুই নেই।

গুরুমন্ত্র হলেন মন্ত্ররাজ। 'গুরু গুরু' জপ করে মানুষ সর্ব্ব অভীষ্ট লাভ করতে পারে। গুরুমন্ত্রের শক্তি অসীম। একমাত্র 'গুরু গুরু' মন্ত্র জপ করে মানুষ চরম অবস্থা লাভ করতে পারে।

ওঙ্কারের প্রসঙ্গে বললেন,

—'ওঙ্কার' হলেন আদি শব্দ। ওঙ্কারই ব্রহ্ম। সৃষ্টির মূলে হোলো শব্দব্রহ্ম। শব্দই ঘনীভূত হয়ে ক্রমে ক্রমে 'নিখিল বিশ্ব' হয়েছেন।

অকারাদি সমস্ত অক্ষরও এই ওঙ্কার হতে উৎপন্ন।

ওঙ্কারের তিনটি পাদ। অ, উ, ম। তন্মধ্যে অ, উ কল্যাণ-পাদে অবস্থিত। 'ম'কার হোলো শেষ পাদ। 'ম'কারে পৌঁছতে পারলে সব চাওয়া, সব পাওয়ার শেষ হয়ে যায়! ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয়।

শব্দ হতে ওঙ্কারের উৎপত্তি। এই শব্দের উৎপত্তি-স্থল কোথা?

গোমুখী হতে গঙ্গার প্রকাশ দেখি কিন্তু গোমুখী গঙ্গার উৎস হলেও উৎসমূল নয় বা উৎপত্তি-স্থল নয়—উৎপত্তি আরও দূরে। সেখানে তিনি অপ্রকাশ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঙ্কারই পরম এবং চরম। ওঙ্কারের পর 'অপ্রকাশ'।

কথা-রামায়ণ পাঠ হোলো।

পাঠ শুনতে শুনতে পাঁচুদা (হাজরা) ভাবের আবেগ চাপতে না পেরে কাঁদতে লাগলেন।

পাঠ শেষ হোলো। ঠাকুর এবার পরিদর্শনে বার হলেন।

ভাঁড়ারের অবস্থা, ছেলেদের শয়নের ব্যবস্থা নিজে দেখবেন তিনি।

আজ নয় প্রত্যহই এই ভাব।

ভাবের উচ্চস্থানে সর্ব্বদা অবস্থান করেও ব্যবহারিক জগতে এভাবে তাল রাখা সত্যিই বিস্ময়কর।

*

২২শে অক্টোবর, ১৯৫৫

যথারীতি প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে কথা-রামায়ণ নিয়ে বসলুম।

রবিবার। বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে শিষ্য ভক্তদলের ভিড় জমতে লাগলো।

অধ্যাপকের দল এসেছেন। এসেছেন সুরশিল্পী ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়।

প্রার্থনা, পাঠ ও প্রসাদ গ্রহণ করে এক সময় দক্ষিণের ছোট ঘরটিতে হাজির হলুম।

ঠাকুর ও ভীষ্মদেব পাশাপাশি বসে রয়েছেন।

রঘুনাথ-প্রমুখ ছোট বাহিনীটি তাঁদের ঘিরে রয়েছেন।

ভীষ্মদেবের দাদা তারাবাবু তাঁর দেবচরিত্র ভাইটিকে কেন্দ্র করে সংসারে যে বিপর্য্যয় ঘটে গেছে, তারই করুণ কাহিনী বিবৃত করছিলেন।

রঘুনাথ, অধ্যাপক সদানন্দদা প্রভৃতি সকলেই ঠাকুরের কাছে আন্তরিক আবেদন জানালেন যে, বাংলা তথা ভারতের এই বিরাট প্রতিভাকে তিনি যেন রক্ষা করেন। ভীষ্মদেব সুস্থ হোন, স্বস্থ হোন—এই প্রার্থনা। দাদা তারাবাবু গভীর আবেগের সঙ্গেই বললেন,—একবার আপনি বলুন যে—ও ভালো হয়ে যাবে!

ঠাকুর ভীষ্মদেবের মাথায়-গায়ে হাত বুলোতে-বুলোতে হেসে বললেন—ঠাকুরটি দয়া করে আমায় রোগ সারাবার সিদ্ধাই দেন নি, দিলে এতদিনে গুহা আশ্রয় করতে হ'ত! এতেই যে ভিড় জমে উঠেছে, তাই-ই সামলানো দায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দাদা উপস্থিত সকলকে অনুনয় করে বললেন,—আপনারাও দয়া করে একটু বলুন!

সবাই সাগ্রহে সাড়া দিলেন।

যা শুনলুম, তাতে মনে হ'ল 'মাদার'-এর প্রভাব তাঁর ওপর ভাল ক্রিয়া করে নি। 'মাদার' বলেছিলেন—তোমার "সঙ্গীত" আমার সমর্পণ করো'।

তাঁর আদেশে সে-সঙ্গীত তিনি সমর্পণ করেছিলেন। কিন্তু তার বিনিময়ে তিনি এমন কিছু পান নি, যাতে তাঁর সুরের শূন্যস্থান পূর্ণ হয়। দীর্ঘ আট বৎসরে এখন তিনি অকর্ম্মণ্য। শ্রীঅরবিন্দের স্পর্শ তিনি পান নি! সে সুযোগ তাঁর আসেনি। বার্ষিক দর্শনের সুযোগ দু'একবার সাধারণভাবে পেয়েছিলেন মাত্র।

জানিনা একই সঙ্গে বিধাতার এতবড় আশীর্ব্বাদ ও অভিশাপ আর কারও ভাগ্যে ঘটেছে কিনা! মনে মনে সকলের সঙ্গে প্রার্থনা জানালুম,—মোচন করো ঠাকুর, মোচন করো এই অভিশাপ! মুক্ত করো এই সাধারণ শিল্পীকে তার সাময়িক জড়ত্ব থেকে। প্রতিষ্ঠিত করো তাকে স্বমহিমায়—তার পূর্ব্ব গরিমায়!···

আজও সন্ধ্যার ভাষণে ঠাকুর যতি, ব্রহ্মচারী, সধবা-বিধবা সকলের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন। বললেন,—মানুষের জীবন জন্ম-মৃত্যুর গণ্ডী দিয়ে বাঁধা নয়। অনন্ত-জীবনের যিনি সন্ধান পেয়েছেন, কালের যবনিকা যাঁর নয়নকে অন্ধ করতে পারে নি—তিনি অমৃতলোকের অধিকারী হয়েছেন, তিনি ইহলোকের শোক-দুঃখকে জয় করতে সক্ষম হয়েছেন!

*

২৩শে অক্টোবর, ১৯৫৫

যথারীতি প্রাতঃকৃত্যাদির পর কিছুটা কথা-রামায়ণ দেখলুম।

বেলা বেড়ে চললো।

এক সৌম্যদর্শন প্রৌঢ় এসে মীরা দেবীর অনুসন্ধান করলেন।

তাঁকে নিয়ে ঠাকুরের কুটিরে মীরাদির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দিলুম। শুনলুম ইনি সুসঙ্গের মহারাজ।

ফিরে আসতেই আবার ঠাকুরের আহ্বানে দৌড়ে গিয়ে দেখি চিন্ময়ানন্দ স্বামী ও আর একটি ভদ্রলোক বসে আছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁদের সঙ্গে আলাপাদির পর প্রসাদ দেওয়া হোলো।

উভয়কে নিয়ে কর্ম্মকুঞ্জে ফিরে এলুম। মহারাজ তখন সেখানে বসে রয়েছেন।

দু'এক-টুকরো আলাপের সঙ্গে পরস্পরের পরিচয় এগিয়ে এলো।

মহারাজ কিছুক্ষণ পরে ঠাকুরের সঙ্গে একান্তে কিছু বলতে উঠে গেলেন।

অবশ্য ইতিপূর্ব্বেই প্রার্থনা-পাঠ যথারীতি হয়েছিল এবং মহারাজও তাতে যোগদান করেছিলেন।

প্রণামান্তে মহারাজ ঠাকুরকে বললেন,—এ আমার কী হোলো! মলিন বাস, ভস্মমাখা সাধুদের ওপর অরুচি-ই ছিল। এখন এমন রুচি যে, কলকাতা থেকে ছুটে এলুম!

ভোগের পর মহারাজ, চিন্ময়ানন্দ স্বামী প্রভৃতি সকলেই প্রসাদ পেলেন।

প্রসাদ-গ্রহণের পর আমরা সবাই কর্ম্মকুঞ্জে বসে। ঠাকুর এলেন।

ভদ্রেশ্বরের বিষ্ণুদা এসেছেন। ঠাকুরের লেখা 'দাস্য-মধুর' অভিনয়-প্রসঙ্গ-উঠলো।

মীরার প্রশ্ন উঠলো। ঠাকুর বললেন, ছোট-মীরার ভাবনা নেই! এখানেই পাওয়া যাবে।

একটি ছোট মেয়ে মীরার ভজন গাইলো। ভালই গাইলো।

আলোচনা সুরু হোলো। ঠাকুর নাম-সম্বন্ধে আঞ্জেনায়ালুকে লিখিত পত্র পাঠ করলেন। পাঠ করতে করতে ঠাকুর সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। নাম দিয়ে সমাধি ভঙ্গ করানো হোলো।

চিন্ময়ানন্দ গাইলেন—"নাম বিনা জীবন নাহি…"

ঠাকুর সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন।

উপর্য্যুপরি তিনখানা গান শোনালেন চিন্ময়ানন্দ।

সুরেলা, দরদী, মধুর কণ্ঠ চিন্ময়ানন্দজীর।

ঠাকুর সর্ব্বক্ষণ ভাবে ভোর হয়ে রইলেন!

আবার 'নাম' দিয়ে তাঁর সমাধি-ভঙ্গ করানো হোলো …

বিদায়ের ক্ষণ এগিয়ে এলো।

ঠাকুর নিজে নৌকো অবধি তাঁদের তুলে দিতে এলেন।

মহারাজার একটি কথা কানে মধুর ঝঙ্কার দিতে লাগলো—'এত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

 Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সহজ, এত সরল—এ আমি ভাবিতেই পারি নি!···এত সহজ, এত সরল!'

রাত্রে ঠাকুর বাসুদেব-নাম-মাহাত্ম্য বললেন।

প্রায় প্রতিদিনই ঠাকুর কোন-না-কোন নাম-মাহাত্ম্য বলছেন।

অত্যুদার ঠাকুর তাঁর শিষ্যদের সম্পর্কে সর্ব্বদা সজাগ। পাছে রাম-কৃষ্ণ-শিবে কোন ভেদবুদ্ধি আসে, পাছে এই ভেদবুদ্ধি হতে বিদ্বেষ প্রশ্রয় পায়, তাই তিনি প্রায়ই এ সম্পর্কে উপদেশ দেন। বলেন ভেদবুদ্ধিতেই আপন ইষ্টকেই আঘাত করা হয়। অবশ্য ইষ্টে ঐকান্তিক অনুরাগকে তিনি প্রশংসাই করেন, উৎসাহিত করেন।

কাল বৈঁচি যাত্রার কথা জানালেন ঠাকুর।

*

২৪শে অক্টোবর ১৯৫৫

সকাল ৭টার মধ্যেই কুন্তীর ওপর দিয়ে অভিযান সুরু হোলো। বিশেষ সঙ্গী শঙ্কর। পদ্মলোচনদা ও অসীমাদিও সঙ্গী হলেন। ওঁরা বালি যাবেন।

নৌকোয় 'নাম' চললো। অসীমাদি ও পদ্মলোচনদা—ঠাকুরের 'লক্ষীনারায়ণ' গুরুবন্দনা গাইলেন। গোবিন্দজী যোগ দিলেন নিত্যানন্দপুর হল্টে। পথে নারায়ণজীকেও রথে তুলে নেওয়া হোলো।

বৈঁচি গ্রামের লোক এগিয়ে এলো নাম নিয়ে। নাম করতে করতে সবাই রাধাকৃষ্ণের এক বিরাট মন্দির-চত্বরে প্রবেশ করলুম। অতবড় চত্বর নরনারীতে পূর্ণ হয়ে গেছে।

ঠাকুর মন্দিরে প্রবেশ করলেন। জনতা অতিক্রম করে আমাদের মন্দিরে প্রবেশ করা সম্ভব হয়ে উঠলো না।

রাসমণির বাড়ী (শঙ্করের ছোট বোন)। প্রচুর প্রসাদ পেয়ে আবার যাত্রা সুরু হোলো নবগ্রামের উদ্দেশে।

নবগ্রামে গত উনিশমাস-ব্যাপী 'অখণ্ড নাম' চলেছে।

নবগ্রামের রাধারাণীর অন্তর্দ্ধান ও নাম-প্রভাবে তাঁর পুনরাবির্ভাবের কাহিনী অনেকে জানেন। নামপ্রেমী ঠাকুরের তাই বিশেষ প্রীতি, বিশেষ স্নেহ এই নবগ্রামের ওপর।

এখানে রাধাকৃষ্ণের এক মন্দির-চত্বরে আমরা প্রবেশ করলুম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by Mo

'অখণ্ড নাম' চলেছে! আমরা যোগদান করলুম।

মন্দিরটি সুপ্রাচীন। প্রাচীন শিল্পের নিদর্শন রয়েছে।

প্রায় পাঁচ-ছ'শো বৎসর কাল এই মন্দির এমনই ভাবে রাধাকৃষ্ণকে বুকে ধরে দাঁড়িয়ে আছে! ভক্ত গোস্বামীদের ভক্তিডোরে আবদ্ধ হয়ে আজও এঁদের পূজা গ্রহণ করছেন ওঁরা!

ঠাকুরের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় অধীর হয়ে সন্ধান নিতে-নিতে ছুটে এসেছেন দীঘাপতিয়া রাজবংশের কুমার ও কতিপয় মহিলা। ঠাকুরকে পেয়ে ওঁদের আনন্দের আর অবধি নেই!

প্রসাদ পেয়ে অপরাহ্ণ পাঁচটার পর প্রত্যাবর্ত্তন সুরু হোলো।

পথে মেমারি।

সোমেশ্বর মঠে এসে গাড়ী থামলো। মুহূর্ত্তে ঠাকুরের আগমন-সংবাদ সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হয়ে গেল। ঠাকুরের এই পরিক্রমা একান্তই গোপনীয় এবং অতর্কিত। তবু কোথাও অভ্যর্থনায় আন্তরিকতার অভাব নেই—জনতারও অপ্রতুলতা নেই।

অগণ্য নরনারীর ভিড়ে নাটমণ্ডপ ও সম্মুখস্থ আটচালা ভরে গেল।

আকুল আগ্রহে সমগ্র নরনারী উদ্বেল হয়ে উঠলো।

এখানেই প্রার্থনা ও মৌন অন্তে প্রসাদ গ্রহণ করলুম আমরা।

আবার প্রত্যাবর্ত্তন সুরু হোলো। কুন্তী হল্টে এসে নৌকোয় চাপলুম।

নৌকায় আসতে আসতে ঠাকুরকে একেবারে একান্তে পেয়ে আমরা গল্প সুরু করে দিলুম। 'দেবযান'-এর কথা, নাম-মণ্ডপের কথা হোলো। ভাদ্র সংখ্যা থেকে দেবযানের কলেবর বাড়ছে। এবার থেকে একটি পুরো ফর্মা ঠাকুরের লেখার জন্যে দেওয়া সম্ভব হবে।

*

২৫শে অক্টোবর, ১৯৫৫

আজ কথা-রামায়ণ শেষ হোলো

পূজা, পাঠ, দীক্ষা, প্রসাদ-বিতরণ সবই যথারীতি চললো।

রাত্রে পাঠের সময় ঠাকুর আবার বাসুদেব-নাম-মাহাত্ম্য বর্ণনা করলেন।

প্রারব্ধের প্রসঙ্গে বললেন,—চরিত্রবান্ হবে, কিন্তু চরিত্রের গর্ব্ব করবে না। দুষ্ট প্রারব্ধ কখন্ কার তরী বানচাল করে দেবে, তা কেউ বলতে পারে না!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একটি উদাহরণ দিয়ে বললেন,

'এক যুবক সত্যিকার বৈরাগ্য নিয়েই একদিন গৃহত্যাগ করলো। পথিমধ্যে এক গৃহস্থের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করতে গিয়ে তাঁহাদের স্নেহে আটকা পড়ে গেল। সেই গৃহস্থের একটি বয়স্থা কন্যা ছিল। তাঁরা জানলেন যুবকটি তাঁদের পাল্‌টি ঘর। মনে মনে যুবকটিকে জামাতা করবার বাসনা জাগলো তাঁদের।

এদিকে স্নেহে-যত্নে দুটি মাস যে কোথা দিয়ে কেটে গেল, তা যুবক জানতেই পারলো না। একদিন এক নির্জ্জন অবসরে কন্যাটি এসে যুবককে তার প্রণয় নিবেদন করলো।

বৈরাগ্যবান্ যুবক নিজেকে বিপদগ্রস্ত ভেবে নীরবে সে আশ্রয় ত্যাগ করে আবার মাটির পথে পা বাড়ালো।

যুবকের সহসা অন্তর্দ্ধানে গৃহস্থ মনোভঙ্গ হয়ে স্ত্রী-কন্যাসহ তীর্থের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। ঘটনাক্রমে পথিমধ্যে দু'তিনবার এক-ই বিশ্রামাগারে যুবকের সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ ঘটে গেল! যুবক যতই তাঁদের সঙ্গ এড়িয়ে চলতে যায়, ততই যেন দৈব-প্রেরিত হয়ে তাঁরা তাকে ধরে ফেলেন।

একদিন গৃহস্থ ক্লান্ত হয়ে এক পান্থশালায় আশ্রয় গ্রহণ করতে এসে দেখেন অন্ধকারের মধ্যে এক কোণে পুঁটুলির মত যেন কী একটা পড়ে রয়েছে।

তাঁরা এতই ক্লান্ত ছিলেন যে, সেদিকে গ্রাহ্য না করে শীঘ্রই গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়লেন। গভীর রাত্রে সহসা নিদ্রাভঙ্গে যুবক অনুভব করলো, সে আলিঙ্গন-বদ্ধ! যুবক সবলে নিজেকে মুক্ত করে নিলো।

প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গে গৃহস্থ যুবককে একই গৃহে অবস্থিত দেখে বিস্মিত হলেন।

পুনঃ পুনঃ একই ঘটনায় তিনি পরমাশ্চর্য্য অনুভব করে যুবককে সাধুদের অভিমত গ্রহণের জন্য আবেদন জানালেন। যুবক স্বীকৃত হোলে, সাধুদের সমীপে উপস্থিত হয়ে তাঁরা সমস্ত ঘটনা বিবৃত করলেন।

সাধুগণ সহাস্যে জানালেন—কন্যাটি যুবকের নির্দ্দিষ্ট স্ত্রী।

এই প্রসঙ্গে গীতার শ্লোক উদ্ধৃত করে বললেন,—ইচ্ছা না-করলেও ইচ্ছার বিরুদ্ধেই কে যেন মনকে সবলে দুষ্পূরণীয় কামনানলে ঠেলে দেয়। তাই বলছি, কেউ অহঙ্কৃত হয়ো না! সাধুগণ সাধনমার্গে যথেষ্ট উন্নতি করেও, অনেকে দুষ্ট প্রারব্ধের হাত হতে নিস্তার পান নি। যতদিন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

 Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by M

চিতার মাঝে দেহটা পুড়ে ছাই হয়ে না যাচ্ছে, ততদিন দুষ্ট প্রারব্ধকে বিশ্বাস নেই।

রাত্রে 'নাম-মণ্ডল বিভাগ' সম্পর্কে ঠাকুর হিসাব রাখবার নির্দ্দেশ দিলেন।

*

২৯শে অক্টোবর ১৯৫৫

তারকদার আমন্ত্রণে সদলবলে যাত্রা সুরু হোলো বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বহরমপুরের উদ্দেশে।

ঠাকুর, জ্যাঠাইমা, শঙ্কর প্রভৃতি জীপে। আমরা ট্রেনযোগে ব্যাণ্ডেলে, এবং ব্যাণ্ডেল থেকে একত্রে নৈহাটি পৌঁছলুম।

নৈহাটিতে দর্শনার্থী জনতার দৃশ্যে আমরা কিছুটা শঙ্কিত হয়ে উঠলুম।

ওভারব্রীজ, সিঁড়ি, প্ল্যাটফরম অগণ্য নরনারীতে পূর্ণ হয়ে গেছে। দলে দলে কীর্ত্তন নিয়ে অনেকে এসেছেন। চারিদিক আনন্দ-কোলাহলে মুখর হয়ে উঠেছে।

আমরা সবাই ঠাকুরের কাছ থেকে ছিট্‌কে পড়লুম। আমি জ্যাঠাইমা-পিসীমা প্রভৃতিকে নিয়ে প্রথম থেকেই একটু দূরে দাঁড়িয়েছিলুম।

ধীরেনদা, মাধবদা পর্য্যন্ত তাঁদের বীরবপু নিয়ে রণে ভঙ্গ দিতে বাধ্য হলেন।

যাই হোক, বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে আমরা লালগোলা প্যাসেঞ্জারে উঠে পড়লুম।

রানাঘাট, বীরনগর প্রভৃতি স্থানে শিষ্যভক্তের দল বেশ দলে পুরু হয়েই এলেন এবং প্রণামাদি সেরে চলে গেলেন।

রাত্রি প্রায় সাড়ে তিনটায় ট্রেন বহরমপুর পৌঁছল।

তারকদা, শম্ভুদা প্রভৃতি ষ্টেশনে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। সাদর অভ্যর্থনার মধ্যে আমরা ষ্টেশন ত্যাগ করলুম।

তারকদার বাসাটি কাশিমবাজারের রাজা কমলারঞ্জন রায়ের প্রাসাদ। সেই প্রাসাদের ওপরতলায় এক কক্ষে আমরা আশ্রয় পেলুম। প্রাসাদের মালিক রাজাবাহাদুর পরদিন প্রণামান্তে বললেন,—আপনার পদস্পর্শে এ-পুরী ধন্য হোলো!

ঠাকুরের জন্য একটি বিরাট হল নির্দ্দিষ্ট ছিল। ঠাকুর সেই হলে তাঁর পূজার সরঞ্জামাদি ও নারায়ণজীকে নিয়ে উঠিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভোর না হতেই অগণ্য দর্শনার্থীর ভিড়। তার মধ্যে এক মুসলমান ভদ্রলোক অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে ঠাকুরের দর্শন প্রার্থনা জানালেন। ঠাকুর তৎক্ষণাৎ তাঁকে আলিঙ্গন দিয়ে কুশল জিজ্ঞাসা করলেন।

বহু সম্মানিত ব্যক্তিদের মধ্যে দেখলুম জেলা-শাসক শম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায় ও অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ-সুপার দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তারকদা তাঁদের বসালেন।

নীচে এক বিরাট অপেক্ষামান জনতা অধীর আগ্রহে দাঁড়িয়ে।

ঠাকুর দর্শন দিলেন। সমগ্র জনতা উদ্বেল হয়ে উঠলো।

ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে আমরা ক'জন স্বেচ্ছাসেবকের ভূমিকা গ্রহণ করলুম।

নাম চলছে অবিরাম।

যথারীতি প্রার্থনা ও দীক্ষাদান চললো।

বেলা বেশ বেড়ে উঠলো। বারোটা বাজলো, একপশলা বৃষ্টিও হয়ে গেল।

এবার প্রায় সহস্র শিষ্যভক্তের এক মিছিল নগর-কীর্ত্তনে বার হোলো।

ঠাকুর নিজে সেই মিছিল পরিচালনা করে নিয়ে চললেন।

কীর্ত্তনান্তে প্রসাদ পেয়ে আমরা বিশ্রাম নিলুম। ঠাকুর বিশ্রাম না নিয়ে কয়েকটি শিষ্য-ভক্তের আমন্ত্রণ রক্ষা করতে তাদের গৃহে গেলেন।...

সন্ধ্যার আসরে নাম সুরু হোলো।

বিরাট জনতা। অনুমান পাঁচ হাজার নরনারী হবে। সকলেই শিক্ষিত এবং ভদ্র। এঁদের মধ্যে ম্যাজিষ্ট্রেট, এস, পি, ডি, এস, পি, অধ্যাপক হতে সাধারণ ভদ্র গৃহস্থঘরের বহু সুধীজন ও মহিলা ছিলেন।

ঠাকুর মঞ্চে এসে দর্শন দিলেন।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভাষণ সুরু হোলো।

প্রথমে মাইক-এর গোলমালে একটু অসুবিধা হলেও শীঘ্রই ভাষণ স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হয়ে উঠলো।

সমগ্র শ্রোতৃমণ্ডলী শান্ত স্তব্ধ শ্রদ্ধাবান্।

অখণ্ড মনোযোগের সঙ্গে হৃদয় দিয়ে সকলে ভাষণ শুনতে লাগলেন।

ঠাকুর ছোট ছোট গল্পের উদাহরণ দিয়ে মানুষের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন। পুত্রের কর্ত্তব্য, পিতার কর্ত্তব্য, মায়ের কর্ত্তব্য, কন্যার কর্ত্তব্য, বধূর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সারগর্ভ উপদেশ দিলেন। বললেন,—সংসার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শান্তিময় হবে মধুর ব্যবহারে। মিষ্টবাক্য হোলো বশীকরণ-মন্ত্র। মিষ্টবাক্যে বনের পশুপক্ষীও বশ হয়, মানুষতো হবেই!

বললেন সৃষ্টির অনুলোম-বিলোমের কথা:

'বহু স্যাম্ প্রজায়েয়' এই ইচ্ছা হতেই বিরাট জীবজগতের সৃষ্টি হয়েছে। সমগ্র দৃশ্যমান জগৎ ভগবানে ছেয়ে আছে। যেমন, বায়ুর সমুদ্রে আমরা ডুবে আছি, আলোকের সমুদ্রে আমরা ডুবে আছি—তেমনি ভগবানের মধ্যেও আমরা ডুবে আছি। সর্ব্বত্রই বাসুদেব। বাসুদেব ব্যতীত আর কিছুই নেই।

বললেন,—সৃষ্টির মূলে হোলো শব্দ। শব্দ হতেই সব-কিছুর প্রকাশ। কাজেই সেই একে যেতে হলে, শান্ত হতে হলে, শান্তির রাজ্যে, আলোকের রাজ্যে যেতে হলে—শব্দে ফিরে যেতে হবে, নাদকে লাভ করতে হবে। মনকে অন্তর্মুখী করে ক্রমশঃ নাদ লাভ হলে সেই শান্তরাজ্যে যাওয়া যায়।

মনকে শান্ত করতে হলে শুদ্ধ হতে হবে। দেহকে শুদ্ধ করতে হবে, মনকে শুদ্ধ করতে হবে। আহার-শুদ্ধি হতে সত্ত্ব-শুদ্ধি—সত্ত্ব-শুদ্ধি হতে ধ্রুবা-স্মৃতি।

যথেচ্ছ আহার-বিহারই যত রোগের মূল। মন চঞ্চল। তাকে শান্ত করবার পথ পরিত্যাগ করে আমরা অশান্তিকেই আহ্বান করে আনছি। চারিদিকে কেবল উত্তেজনার পর উত্তেজনা সৃষ্টি করে আমরা দুঃখের অনলে দগ্ধ হচ্ছি!

সভাতেই 'মৌন' এবং প্রার্থনা হোল।

ভাষণ অন্তে আমরা ঠাকুরকে নিয়ে সভা ত্যাগ করলুম।...

রাত্রে প্রসাদ পেয়ে ঠাকুরের কাছে গিয়ে বসলুম।

তাঁকে বিশ্রামের অনুরোধ জানানো হোলে, তিনি হেসে বললেন,—পরিশ্রম কোথায় যে, বিশ্রাম নেব! তারকদা সাহস পেয়ে জেলা-শাসকের অনুরোধ জানালেন। একটু নিরিবিলিতে তিনি চান ঠাকুরকে। ঠাকুর তাঁকে ফোনে ডাকতে বলে দিলেন, শম্ভুবাবুও প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই উপস্থিত হলেন।

শম্ভুবাবু পূর্ব্বজীবনে অধ্যাপক ছিলেন। সাত্ত্বিক প্রকৃতির মানুষ। মাছ-মাংস খান না।

আলোচনা চলল প্রায় দু'ঘণ্টা।

এক অবসরে শুনলুম শম্ভুবাবু বলেছেন,—বাবা! যে প্রশ্ন ছিল,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাষণেই তার উত্তর পেয়েছি·····আপনাদের মত সাধুপুরুষের সঙ্গ কামনা করি, কিন্তু সুযোগ কোথায়? রাজকার্যের চাপে অবসর অল্প।

ঠাকুর তাঁর বইগুলো দেখবার কথা বললেন।···

রাত্রি একটার ট্রেন।

জেগেই ছিলুম। যথাসময়ে আবার প্রত্যাবর্ত্তন সুরু হোলো।

*

৩০শে অক্টোবর, ১৯৫৫

···ঠাকুর আজ একাদশী-মাহাত্ম্য পাঠ করলেন।

রুক্মাঙ্গদ-কাহিনী পড়ে শোনালেন!

জীবনযাত্রার পথে আলোকের রাজ্যের সংবাদ দিলেন! বললেন,

—মানুষের লক্ষ্য আনন্দ। মানুষ আনন্দ হতেই এসেছে, আনন্দেই থাকতে চায়—আনন্দের রাজ্যে যেতে চায়। 'এই চাওয়াই' মানুষের সত্য চাওয়া। নামের মধ্য দিয়েই সে-রাজ্যে যাওয়া যায়। প্রেম-ভক্তি না হোলেও নাম করা উচিত। কারণ, নামই প্রেম-ভক্তি এনে দেবে। নামের শক্তি অসীম। নামই প্রথম এবং নাম-ই শেষ! শুচি-অশুচি, পাপ-পুণ্য, সব সঙ্কোচ দূরে সরিয়ে নামকে সম্বল করলে সব-কিছু পাওয়া যায়। সম্বল নিয়ে নামে নামা নয়, নামই সম্বল জানতে হবে।

আজ কথা-রামায়ণ পাঠ শেষ হোলো।

সীতার পাতাল-প্রবেশ, লক্ষ্মণ-বর্জ্জন অধ্যায় কী করুণ, অথচ কী মধুর। ঠাকুর প্রেমে গদগদ হয়ে পাঠ করতে লাগলেন। দু'চক্ষের ধারায় গণ্ড ভেসে যেতে লাগলো! পাঠ বুঝি আজ আর শেষ হয় না! প্রতিমুহূর্ত্তেই মনে হচ্ছিল, এখনই বুঝি ঠাকুর সমাধিস্থ হয়ে পড়বেন।

শেষ পর্য্যন্ত পাঠ শেষ হোলো। ঠাকুরও সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন।···

ঠাকুর কাল প্রাতেই নিরুদ্দেশের পথে পা বাড়াবেন।

কোথায় যাচ্ছেন, কেন যাচ্ছেন তা তাঁর অন্তরঙ্গদেরও জানালেন না।

শুধু একটা ইঙ্গিত পাওয়া গেল—অন্তরের প্রেরণায় এ যাত্রা সুরু হচ্ছে! অবশ্য, মাত্র কয়েকদিনের জন্যেই তিনি অনুপস্থিত থাকবেন, এইটুকু মাত্র জানা গেলো।

শঙ্করকে ডেকে এনেছেন ঠাকুর।

•

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঠাকুরের ইচ্ছায় শঙ্করই এ ক'দিনের জন্যে নামযজ্ঞে তাঁর প্রতিনিধিত্ব করবে।

আজ সকালেই ঠাকুর নিরুদ্দেশের পথে পা বাড়ালেন।

সকলেই বিষণ্ণ।

প্রণাম করলুম। ঠাকুর মৌনাবস্থায় স্মিতহাস্যে আলিঙ্গন দিলেন।

অনেকেই ঠাকুরের নৌকোয় নিজ নিজ গন্তব্যস্থানে সবিনয়ে প্রস্থান করলেন।

কেমন যেন ভাঙ্গা হাট!

কিছুক্ষণ পরে মাঝি ফিরে এসে পত্র দিলো:

"ঊর্দ্ধ-আকর্ষণে চিত্ত দুর্নিবার গতিতে ছুটেছে! কিছুদিনের জন্য নির্জ্জনের প্রয়োজন। তোরা সাবধানে আশ্রম রক্ষা কর। শঙ্কর রইলো। ঠাকুরের আশীর্ব্বাদ জানবি। মঙ্গল। তোদের

সীতারাম।"

অনেকে অনেক কিছু গবেষণা করলেন।

কিন্তু এহ বাহ্য!

যিনি অন্তরের প্রেরণায় সকল কিছু তুচ্ছ করে মুহূর্ত্তে নিজেকে নিঃসঙ্গের মাঝে ফেলে ঊর্দ্ধ-আকর্ষণে ছুটেছেন, তাঁর সম্পর্কে কোন মন্তব্য সত্যকার পরিস্থিতি উদ্‌ঘাটনে কোন সাহায্য করবে না।

আমি জানি, যেখানেই যান প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটি মুহূর্ত্তও তিনি অপেক্ষা করবেন না। নিঃশব্দে তাই প্রত্যাবর্ত্তনের সেই প্রতীক্ষিত মুহূর্ত্তের জন্য আমাদের আশা-পথ-চেয়ে ধৈর্য্যধারণ করাই কর্ত্তব্য।

জ্যাঠাইমা-পিসিমারাও সন্ধ্যার পূর্ব্বে সরে গেলেন।

কর্ত্তব্যের মধ্যে কেউ যেন আর আনন্দ পাচ্ছেন না!

আনন্দময়ের আত্মগোপনে সবারই অন্তর যেন ভারাক্রান্ত!

নামের আকর্ষণের চেয়ে নামীর আকর্ষণ যেন বেশী বলেই প্রমাণিত হয়ে পড়ছে!

তবু নামের জমাটভাব একেবারে ক্ষুণ্ণ হয়েছে বল্‌লেও সত্যিকথা বলা হবে না। সন্ধ্যা থেকেই সাধারণত জমাট নাম চলেছে।

প্রার্থনা-পাঠ, আরতি-ভোগ সব কিছুই যথানিয়মে যন্ত্রের মত চললো।

রাত্রির আসরে শঙ্কর পাঠে বসলো।

পাঠ ভালই হোলো। 'ভাগবতের পরিচয়' পাঠ হোলো।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাত্রে গোবিন্দজীর সঙ্গে আলোচনা চলছিল। গোবিন্দজী বলছিলেন,

—ঠাকুরকে নির্ব্বিকল্প-সমাধির উপলব্ধি নিয়ে প্রশ্ন করেছিলুম। ঠাকুর বললেন,

—সে জিনিষ 'অবাঙ্‌মনসগোচর'। বাক্যমনের অতীত। মনে ত করি, নেমে এসে তোদের কাছে সে সংবাদ দিই! কিন্তু কি করে দিই বল ত? যেখানকার জিনিষ সেখানেই রেখে আসতে হয় যে! নিয়ে আসা চলে না। মন বুদ্ধিতে লয় পেল, বুদ্ধি আত্মায় লয় পেল—আবার আত্মা পরমাত্মায় লয় পেল! স্মৃতির পথ ত মন অবধি। কাজেই নেমে এসে, শত চেষ্টাতেও তাকে প্রকাশ করা সম্ভব নয়।'

১৩ই নভেম্বর,১৯৫৫

ঠাকুর নিঃশব্দে নাটকীয়ভাবেই কাল পুরী থেকে ফিরে এলেন।

সহসা শুষ্কতরু যেন মুঞ্জরিত হয়ে উঠলো!

যা ছিল মাত্র আনুষ্ঠানিক, তা যেন মুহূর্ত্তে প্রাণরসে সঞ্জীবিত হয়ে উঠলো।

ঠাকুরকে সবাই প্রণাম করলুম।

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করলো—শরীর?

—ভাল। যখন যাই, জ্বর নিয়ে গিয়েছিলুম।

শঙ্কর আজও ঠাকুরের আদেশে পাঠে বসলো।

ব্যবহারিক জগতের সঙ্গে তাল রাখা দু'চারদিন সম্ভব হবে বলে বোধ হোলো না।

রাত্রে কর্ম্মকুঞ্জে এসে বসলেন।

এবার পুরীতে শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে ঋক্ষরাজের দর্শনলাভ ঘটে। তাই ঋক্ষরাজ-পূজার সঙ্কল্প জেগেছে তাঁর মনে।

ঠাকুর লিখছেন—পুরীতে শ্রীরামচন্দ্রের ছবি দেখি ও একটি ভল্লুক দেখি। কে অদৃশ্য পুরুষ বললেন, ইনি ঋক্ষরাজ জাম্ববান্। শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠ্‌লো।

বিভিন্ন ভাষায় রামনাম-লিখনের সঙ্কল্পও জেগেছে। এর জন্যে বিজ্ঞপ্তি প্রচারের ব্যবস্থা করতে বললেন।

অন্নদাঠাকুরের প্রসঙ্গ উঠলো। বললেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—অন্নদাঠাকুরের 'স্বপ্ন-জীবন' পড়ে আত্তাপীঠ দেখবার ইচ্ছা জাগে। ফিরে এসে তাই প্রথমেই আত্তাপীঠ ছুটলুম। ভালই লাগলো। ছেলেদের জন্যে, মায়েদের জন্যে স্বতন্ত্র চতুষ্পাঠী রয়েছে। মায়ীদের ভার নিয়ে আছেন 'বেলা মা'। অতি উচ্চশিক্ষিতা মায়ীটি। তাঁর কথায় জানলুম সতরটি ছাত্রীর মধ্যে এবার ষোলটি ছাত্রী পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হয়েছে। যেখানে ছাত্রের অভাবে চতুষ্পাঠী উঠে যাচ্ছে, সেখানে এই সাফল্যে ভারী আনন্দ হোলো।.....

এইভাবে কতদিন কত প্রসঙ্গ, কত ভাব, কত উপদেশ সহজ স্রোতো-ধারার মত বেরিয়ে এসেছে—আজও আসছে! কিন্তু হায়, ক'টা কথা, ক'টা প্রসঙ্গই বা ধরে রাখা সম্ভব হয়েছে বা হচ্ছে! অবশ্য তাঁর লেখনীর মধ্যে দিয়েই তাঁকে যেটুকু ধরা গেছে, তার মূল্যেরও পরিমাপ হয় না। কিন্তু জীবনীর উপাদানে যা রইলো গোপন, যা রইলো অলিখিত—তার কৈফিয়ৎ-ই-বা আমরা দেবো কি ভাবে?

দীর্ঘদিন (প্রায় দু'বৎসর) কেটে গেল মহামৌনের মধ্য দিয়ে!
নিরবচ্ছিন্ন ধ্যান, ধারণা আর সমাধি।
ওরই অবসরে অধ্যয়ন আর লেখা!
আহার হয়ে গেল অল্প!
অন্নাহার বন্ধ হ'লো দীর্ঘ দিনের জন্যে!
অনাহারও দেখা গেল মাঝে মাঝে!
মৌনের মধ্যেই চলে গেলেন তাঁর মা!
সংসারের শ্রেষ্ঠ স্নেহবন্ধন ছিন্ন হয়ে গেল!
তবু তখনও ব্যুত্থান হ'লো না তাঁর!
আরও দীর্ঘদিন পরে উপরের আদেশে তিনি এলেন জগতের ডাকে!

২১শে পৌষ (১৩৬৪)
কলকাতায় প্রথম পদার্পণ করলেন ঠাকুর মৌনভঙ্গে।
পুরী হয়ে হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছলেন।
তিল ধারণের স্থান নেই!
সেখানে শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাতে এসেছেন সকল স্তরের সকল মানুষ!
এসেছেন শ্রদ্ধেয় যোগেন পণ্ডিত মশায়! শ্রদ্ধেয় কেদার পণ্ডিত মশায়!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞানী, গুণী, ধনী, মানী হতে দীন দরিদ্র কত না সাধারণ মানুষ!

সত্যধর্ম্ম প্রচার সঙ্ঘ ব্যবস্থাপনার ভার নিয়েছিলেন।

তিব্রীওয়ালা ধরমশালায় দীক্ষার ব্যবস্থা ছিল।

এক বিরাট শোভাযাত্রা সহকারে তাঁকে রাজধানীর রাজপথ দিয়ে সত্যনারায়ণ মন্দির হয়ে তথায় তোলা হ'লো।

সেখানে তাঁর প্রাথমিক কাজ হ'লো দীক্ষাদান।

সেখানে প্রায় ৭০০ সন্তানের দীক্ষার ব্যবস্থা ছিল।

'মহাজাতি সদনে' তাঁর ভাষণের আয়োজন করা হয়েছিল।

তাঁর আগমনের পূর্ব্বেই অগণিত জনতায় 'সদন' ভরে গেল! তাই অনেকেই ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরে আসতে হ'লো।

ঠাকুরের অপূর্ব্ব ভাষণে সভা মন্ত্রমুগ্ধবৎ স্থির হয়ে রইলো!

ভাষণের কিছুটা অংশ 'টেপ-রেকর্ডিং' করে নেওয়া হ'লো।

তিনি বল্লেন,—

'সত্যাশ্রয়ী হও, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ হও। শাশ্বত জীবনকে উপলব্ধি কর। নশ্বর জীবনে ভোগের পশ্চাতে ছুটে জীবনের মহৎ আদর্শ হতে, আনন্দ হতে, পরিচ্যুত হ'য়ো না।'

সেখান থেকে বালা।

পরিক্রমা সুরু হয়ে গেল।

পরদিন ডুমুরদহে।

এখানেও সাতশ' দীক্ষার্থী।

কিন্তু পৌঁছতে অত্যন্ত বিলম্ব হয়ে গেল। প্রায় ২৷৷০ টা।

জনতার চাপ অবিশ্বাস্য রকমের।

ঠাকুরকে কিছুটা ক্লান্ত দেখাচ্ছে!

ভিড়ের চাপে স্বাভাবিক কাজকর্ম্ম অসম্ভব হয়ে উঠলো।

দীক্ষাদান পর্ব্ব বন্ধ রাখবার আদেশ দিলেন ঠাকুর।

বোধহয় এই প্রথম তিনি নিরাশ করলেন প্রার্থীদের দীক্ষাপ্রসঙ্গে!

গ্রামের বহুলোক নিরাশ হ'লো।

একটা প্রণাম, তাও সুযোগ মিললো না।

পরদিন ২৩শে পৌষ, মগরা, চিতের মার পড়া।

এখানেও একই ভাবে জনতা অনুসরণ করে চলেছে।

দীক্ষার্থীর সংখ্যা এখানে প্রায় বারোশ'।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আজ ঠাকুর কাউকে নিরাশ করলেন না।

কিন্তু অত্যধিক পরিশ্রমে আরও ক্লান্ত হয়ে পড়লেন।

এইভাবে এগিয়ে চললো তাঁর নব অভিযান।

অসম্ভব পরিশ্রম।

দেহ অপটু হয়ে পড়লো।

আহার নেই, নিদ্রা নেই, বিশ্রাম নেই।

একটানা আবেদন—দীক্ষা, দীক্ষা, দীক্ষা চাই।

সময় নেই, অসময় নেই। দিন নেই, রাত্রি নেই।

নবগ্রামে জ্বর উঠলো ১০৪।

পরবর্ত্তী ব্যবস্থা বাতিল করতে হ'লো।

বালিতে খানিকটা নিরাপদ নির্জ্জনে রাখবার চেষ্টা হ'লো, ফলও পাওয়া গেল। ঠাকুর কিছুটা সুস্থ হলেন।

সুস্থ হয়েই আবার নতুন উদ্যমে কাজে নেমে পড়লেন।

কাজ বলতে তাঁর দীক্ষাদান ও কৃপাবিতরণ।

দেখতে দেখতে দোলপূর্ণিমা এসে গেল।

দোলপূর্ণিমা উপলক্ষ্য করে কলকাতায় এক অপূর্ব্ব ব্যাপার ঘটে গেল।

মহাপ্রভুর পুণ্য জন্মতিথি হিসাবে কয়েক বৎসর ধরে কলকাতায় কীর্ত্তন ও উৎসবের যে রাজকীয় আয়োজন চলছিল, এবার বিশেষ আমন্ত্রণে ঠাকুর তাতে যোগদান করেন।

কীর্ত্তনের পর কীর্ত্তন দল চলেছে শোভাযাত্রাসহ মহাপ্রভুর পূর্ণাঙ্গ চিত্রকে বহন করে।

ঠাকুর সেই মহতী শোভাযাত্রার মধ্যমণিরূপ চলেছেন রাজধানীর রাজপথ আলো করে।

সারা সহর ভেঙ্গে পড়লো।

সকলেই বললো এ অপূর্ব্ব! এমনটি আর ইতিপূর্ব্বে হয় নি।

কেন্দ্রীয় সরকার তাঁদের ব্যবস্থাপনায় চলচ্চিত্র তুলে নিলেন।

সন্ধ্যায় দেশপ্রিয় পার্কের সভায় সীতারাম 'মূল-সভাপতি' রূপে তাঁর ভাষণ প্রদান করলেন।

বঙ্গীয় আইন সভার ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ শ্রীশৈল কুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট বক্তাগণ ভাষণ দিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৪শে ফাল্গুন সীতারাম ডুমুরদহে ফিরে এলেন একান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবেই।

তখন তাঁর মৌনাবস্থা।

শোনা গেল কলকাতায় 'নিমাই সন্ন্যাস' শুনতে গিয়ে বাক্ রুদ্ধ হয়ে গেছে।

আজ গ্রামের অনেকেই তাঁকে প্রণাম করবার সুযোগ পেয়ে ধন্য হলেন।

আনন্দের আতিশয্যে সে দিনের মনোবেদনা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

ঠাকুর প্রতিটি মন্দির প্রদক্ষিণ করলেন।

ধ্রুবানন্দ উচ্চ বিদ্যালয় এখানকার একটি নব প্রতিষ্ঠান।

এখানেও তিনি একটি প্রণাম রেখে উঠলেন রামাশ্রমে।

আশ্রমে বসে প্রতিটি মানুষের সুখদুঃখের কাহিনী শুনলেন।

ঠাকুরকে পেয়ে সকলে ব্যাথার ভাণ্ডার উজাড় করে ধরলো।

ঠাকুর মনোযোগ দিয়ে প্রত্যেকের কথাই শুনলেন।

আজ যেন এদের ডাকে সাড়া দিতেই তিনি এসেছেন।

পিছনের সহস্র আবেদন যেন শেষ হয়ে গেছে!

কাউকে আদেশ করলেন, কাউকে উপদেশ করলেন, কাউকে আশীর্ব্বাণী শোনালেন, কারো বা অভাবমোচনের ব্যবস্থা করে দিলেন।

সেই রাত্রেই দিগসুই।

সাধন সমিতির উৎসব চলেছে।

পরম গুরুদেবের জন্ম-তিথি।

সন্ধ্যায় সুরু হ'লো এক অধিবেশন।

শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে উঠলেন একে একে অনেকে।

ঠাকুর এখনও মৌন।

এ দিন শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ প্রমুখ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

অধ্যাপকদল ও এ্যাডভোকেটদলও যোগদান করেছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশে প্রায় সকলেই শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে উঠলেন।

বালি চলে গেলেন ঠাকুর রাত্রেই।

ওখান থেকে উড়িষ্যার বারিপদা যাত্রা করবেন।

দাক্ষিণাত্য-পরিক্রমা সুরু হয়ে গেল।

অন্ধ্রে ছিল বিশেষ আহ্বান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁর প্রিয় শিষ্য দাশশেষজী সেখানে তখন সুরু করেছেন শ্রীরাম মহাসাম্রাজ্য পট্টভিষেকম্ উৎসব।

সে উৎসব যেমন মহান্, তেমনিই বিরাট।

ঠাকুর এই স্মরণীয় উৎসবে যোগদান করায় আনন্দ পূর্ণ হয়ে উঠলো।

ঠাকুরই হয়ে উঠলেন উৎসবের মধ্যমণি।

১৫ই বৈশাখ অবধি তিনি এ উৎসবে উপস্থিত থাকলেন।

এ যজ্ঞে লক্ষ আহুতি দেওয়া হয়। তাতে ঘৃতের পরিমাণ ছিল পঁচিশ মণ!

লক্ষাধিক মুদ্রা ব্যয়িত হয়েছিল।

এর পরও ঠাকুরের অভিযান অব্যাহত গতিতে চলতে লাগলো।

নানা স্থান পরিভ্রমণ করে ২৫শে বৈশাখ আবার স্বগ্রামে এসে উপস্থিত হলেন।

ডুমুরদহ হয়ে দিগসুই!

সেখানে সেদিন রামনাম খাতা উৎসব।

শ্রদ্ধেয় শ্রীযোগেন পণ্ডিতমশায়, শ্রীকালিপদ তর্কাচার্য্য, শ্রীহরিনারায়ণ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি পণ্ডিতদল উৎসবে যোগদান করায় উৎসব প্রাণবন্ত হয়ে উঠলো।

আবার পরিভ্রমণ।

দেশে দেশান্তরে!

দেখতে দেখতে গুরুপূর্ণিমা এসে পড়লো।

ঠাকুর তখন বোলপুরে।

ঐ দিনটি আবার ঠাকুর সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাদিবসরূপে পালনের আদেশ দিয়েছেন।

অন্য বৎসরে ঠাকুরের এ সময় বড় একটা পাওয়া যায়না।

ঠাকুর তখন থাকেন মৌনে।

এবারে আমাদের মধ্যে তাঁকে পেয়ে কৃতার্থ হয়ে গেলাম।

এক অনাড়ম্বর অথচ অত্যন্ত ভাবপূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে 'গুরুপূজা' পর্ব্ব সমাধা হোলো। (মাদার দ্রষ্টব্য) সকলেরই মন অপূর্ব্ব তৃপ্তিতে ভরিত হয়ে গেল।

শান্তিনিকেতনের সুধীন ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীতে এক ভাবগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে একটি সম্বর্দ্ধনা সভায় ঠাকুর যোগদান করলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এ সভায় বৈদেশিকদের মধ্যে একজন আমেরিকান দার্শনিক উপস্থিত ছিলেন।

২৯শে আষাঢ়। ১৩৬৫

ঠাকুর শুভাগমন করলেন স্ব-গ্রামে।

এবার বিশিষ্ট সঙ্গীদের মধ্যে দেখলুম শ্রীমতী রাণী চন্দকে।

ঠাকুর মন্দিরগুলির সংস্কারের জন্যে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করলেন।

উত্তমাশ্রমের মধ্যাধীশ শ্রীমৎ বিজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ তাঁর বন্ধু। বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এলেন।

চাতুর্মাস্য সুরু হয়ে গেল।

আবার সেই বিরাট আয়োজন, বিপুল জনসমাগম ও রাজকীয় ব্যবস্থাপনা।

এবার এগিয়ে এলেন বিজয়দা (শ্রীবিজয় কৃষ্ণ দে) সকলের পুরোভাগে। সঙ্গী দীনবন্ধুদা ও ব্রহ্মানন্দদা।

দিবারাত্র চললো নাম।

চললো 'দীয়তাং ভূজ্যতাং!'

ঠাকুরের প্রাত্যহিক কর্ম্মসূচী চললো যথারীতি!

নিত্য পাঠ এবার সম্ভব হোলো না।

মাঝে মাঝে তাঁকে ছুটতে হচ্ছে ভক্তদের আবেদনে তাদের কৃতার্থ করতে।

তাঁর অবসর নেই। ক্লান্তি নেই।

দিনের পর দিন আস্‌ছেন কত জ্ঞানী-গুণীজন!

আস্‌ছেন কত অর্থী, প্রার্থী; বঞ্চিত, ব্যথিত, নিরন্নের দল!

কত রূপে, কত ভাবে 'তিনি' আসছেন তাঁর প্রিয়তমের নিকটতম হয়ে তার ইয়ত্তা নেই!

একদিন দেখা গেল কটকের সরলা দেবী এসেছেন। (ভূতপূর্ব এম, এল, এ) সঙ্গে পুত্র ও পুত্রবধূ।

বধূটির দীক্ষা হোলো।

দীক্ষান্তে বধূটি প্রণাম করলে ঠাকুর হেসে বললেন,—বিয়ের আগেই ও আমায় গান শুনিয়েছে!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সরলাদেবী—ওর প্রথম সন্তান আপনাকে উপহার দোবো।

ঠাকুর (পরিহাসতরল কণ্ঠে)—যদি মেয়ে হয় ?

সরলা দেবী—তবে সে হবে আপনার সংঘমিত্রা।

২৮শে ভাদ্র, ১৩৬৫

সংঘের সভা অনুষ্ঠিত হোলো চাতুর্মাস্য-ক্ষেত্রে।

সভাপতিরূপে আসন অলঙ্কৃত করলেন ঠাকুর স্বয়ং।

তিনি তাঁর ভাষণে বললেন,—

একমাত্র নামকে ধরে থাকতে পারলেই সব কিছু পাওয়া যায়। সীতারামের এই প্রচারের মূলে আছে নাম।···পণপ্রথার বিরুদ্ধে বললেন,—তোমরা ছেলে বেচো না। সংসারে আপনার ধন পর করে আর জ্বালা বাড়িও না!

পরদিন কলকাতা হতে ঘুরে এসে সন্ধ্যার ভাষণে বললেন,—প্রথমে নিস্তরঙ্গ শান্ত সমুদ্র ছিল। তা'তে প্রথম সঙ্কল্প জাগলো, 'একোঽহম্ বহু স্যাম্।' 'বহু স্যাম্ প্রজায়েয়' এক আমি বহু হব, জন্মাব। সেই শান্ত স্তব্ধ সমুদ্র ছিল আনন্দে পূর্ণ। সেখানে সঙ্কল্প জাগার ফলে উঠ্‌লো তরঙ্গ! তরঙ্গে তরঙ্গে সৃষ্টির ধারা বয়ে চললো। মানুষ আনন্দ হ'তে পরিচ্যুত হতে লাগলো, কিন্তু তাই বলে আনন্দের কথা সে ভুল্‌লো না!

সেই আনন্দকে লাভ করতে সে বহুর মধ্যে তাকে অন্বেষণ করতে লাগলো।

'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।'

সমগ্র জীব-জগৎ আনন্দ হ'তেই জাত। তাই আনন্দের অনুসন্ধান জন্মগত! কিন্তু প্রকৃত আনন্দ কি ও কোথায়, তা' ভুল হয়ে যাওয়াতেই জগতে আজ এত দুঃখ।

এইভাবে প্রসঙ্গের অবতারণা করে ঠাকুর একে একে বহু সমস্যার সহজ সরল সুগম মীমাংসা প্রদর্শন করলেন। এইভাবে মীমাংসা লাভ করে উপস্থিত সকলের হৃদয় আনন্দে ও আবেগে ভরিত হয়ে গেল।

দু'টি গল্প বললেন।

একটি চোরের গল্প, অপরটি বিপ্রদাস নামে এক ভক্ত ব্রাহ্মণের গল্প।

গুরুকৃপায় চোর কেমন করে মাত্র গুরুবাক্যে নিষ্ঠার ফলে উদ্ধার পেয়ে গেল তার হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা দিলেন। আর বিপ্রদাসের গল্পে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখালেন, ভক্ত বিপ্রদাস একদিনের ভুলে কেমন করে অধঃপতিত হয়ে প্রাক্তনের খেলায় দারুণ দুর্দ্দশা ভোগ করলেন, অবশেষে ভগবৎকৃপাতে কেমন করে সেই দুর্দ্দশা হতে উদ্ধার পেলেন।...

এক একদিন বেশ মজার প্রসঙ্গ উঠ্‌তো।

পুতুডার উকিল এসেছেন ঠাকুরকে কিছু জমি উৎসর্গ করতে, উদ্দেশ্য দেবসেবা। কথায় কথায় তিনি বল্‌লেন,—বাবা! সত্যভাষণের প্রবল প্রেরণায় মিথ্যাবাদীদের তীব্র আক্রমণ করে বসি। অপরকে আঘাত করার পরে অনুতাপ হয়। এর উপায় কি?

ঠাকুর,—দেখ, বর্দ্ধমানের এক বিখ্যাত উকিল বড়ই ক্রোধী ছিলেন। ক্রোধে তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলতেন। শেষ পর্য্যন্ত বহু চেষ্টায় ক্রোধ না যাওয়ায় তিনি তাঁর ঘরের চারিদিকে দেওয়ালে লিখে রাখলেন, আবার! আবার!! আবার!!! সেই লেখার ওপর দৃষ্টি পড়তেই তিনি সংযমের সুযোগ পেতেন। এইভাবে তিনি শেষ পর্য্যন্ত তিনি ক্রোধ জয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

তুমিও তেমনই আত্ম-চিন্তা কর। অপরকে আঘাত করে ফেললে মনে মনে তার সমালোচনা সুরু করে দাও।...

যে যার কাজ করে চলেছে, তুমি তোমার কাজ করে চল।

কত আলাপ, কত আলোচনা, কত স্নেহ, কত প্রেমের মধ্য দিয়ে চাতুর্ম্মাস্য দ্রুত সমাপ্তির পথে এগিয়ে চললো।

এই চাতুর্ম্মাস্যের মধ্যেই মাতৃপূজা সমাধা হোলো। ঠাকুর শেষের দিকে পুনরায় অসুস্থ হয়ে পড়লেন। যথারীতি কর্মসূচীর কোন ব্যতিক্রম দেখা দিল না, কেবলমাত্র দীক্ষাদান অধ্যায়টি কয়েকদিনের জন্য স্থগিত রাখা হোলো।

সমাধা হোলো লক্ষ তুলসীদান যজ্ঞ।

শিব-মন্দির প্রতিষ্ঠা হোলো। অখণ্ড নামযজ্ঞের সূচনা হোলো বাস্তু-যাগ দিয়ে।

এর ব্যয়ভার বহন করলেন শ্রীবিজয় দে।

ওরই অবসরে একদিন দেখা গেল, ঠাকুরকে দর্শন করতে এসেছেন এক শিল্পীর দল। স্বনামখ্যাত পরিচালক শ্রীদেবকী বসু, কবি শ্রীনরেন্দ্র দেব, কবি-জায়া শ্রীমতী রাধারাণী দেবী, কবিকন্যা নবনীতা দেব, সুলেখিকা আশাপূর্ণা দেবী ও ঠাকুরের বাল্যবন্ধু শ্রীচরণদাস ঘোষ মহাশয় এই দলে ছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চরণদার সঙ্গে পরিচয় হোলো। তিনি স্নেহের সঙ্গেই লেখককে গ্রহণ করলেন, যার ফলে তাঁর লেখনী এই গ্রন্থ ধারণ করবার সৌভাগ্য লাভ করেছে।

একদিন বাণীদাকে অত্যন্ত কর্ম্মব্যস্ত দেখা গেল।

তিনি চাতুর্ম্মাস্যের চলচ্চিত্র তুলে নিলেন।

অবশেষে একদিন চাতুর্ম্মাস্য শেষ হোলো।

লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হয়ে গেল যজ্ঞের পরিসমাপ্তি টান্‌তে!

বহু দিনের বহু আলোচনা ধরা সম্ভব হয় নি। কেউ কেউ হয়ত ধরে রেখেছেন, কিন্তু তা এখনও সম্পূর্ণ প্রকাশ পায় নি! দু'এক দিনের সামান্য দু'এক কথা, যা আমার মনের মণিকোঠায় অসামান্য হয়ে ধরা পড়েছিল, তাই উপহার দিচ্ছি।

একদিন বলছিলেন,—

'দেহ, গেহ, ধন, জন, সব কিছুতেই মমত্বের ছাপ লাগিয়ে আমরা দুঃখ ভোগ করছি। দুঃখকে দূর করতে হলে এই মমত্ব বোধ টুকু আগে সরাতে হবে। আমি ও আমার—এ দু'টি থাক্‌তে দুঃখ যাবার নয়।

ডুমুরদহের আখড়ার ছাদে বসে একদিন বললেন,—সীতারামকে সবাই ভালবাসে। অনেকেই বলে, সীতারাম তাদের সকলের চেয়ে ভালবাসেন। সীতারাম কিন্তু একজনকেই ভালবাসে। তাঁকেই সব ভালবাসা উজাড় করে দিয়েছে। বাকী সব ত তাঁরই প্রতিবিম্ব! তাই সেই ভালবাসা জনে জনে ভাগ করে নিয়েছে। নইলে অমুক সাহিত্যিক, কি অমুক গুণী, এ হিসেব সীতারামের কাছে নেই।...

সাধু চেনার প্রসঙ্গে সেই দিন সন্ধ্যায় আমায় বললেন,—সাধু চেনা বড় শক্ত! জটায় বা তিলকে সাধু চেনা যায় না। সাধু চিন্‌তে হ'লে দেখবে সাধুর কাছে বসে প্রাণ আনন্দ অনুভব করছে কি না!

সাধু কখনই বিষয় প্রসঙ্গে বা গ্রাম্য-প্রসঙ্গে লোককে টেনে নিয়ে যাবেন না। তিনি টেনে নিয়ে যাবেন—ভগবৎ প্রসঙ্গে!...

বাংলা ও বাংলার বাইরে এবার বহু স্থানেই তাঁর কৃপাবর্ষণ হয়েছে। তাঁর পদধূলি গ্রহণ করে অনেকেই কৃতার্থ হয়েছেন।

তাঁর মৌনের সময় সন্নিকট হ'য়ে আস্‌ছে।

ইতিমধ্যে রাম নাম মন্দিরের উদ্বোধন হোলো।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাংলা দেশে এ ভাবের মন্দির এখনও দ্বিতীয় হয় নি।

যথাকালে হোমযজ্ঞাদির মধ্য দিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর গুরুপীঠে এই স্মরণীয় মন্দিরের উদ্বোধন করলেন। ঠাকুর তখন অসুস্থ।

কিন্তু এ অসুস্থতা কোন বাধার কারণ হ'তে পায়লো না। ঠাকুর যথারীতি অনুষ্ঠানে যোগদান করলেন।

কেবল মহামৌন যাত্রার নির্দ্দিষ্ট তারিখটি পিছিয়ে গেল!

ঠাকুর বলেন,—তার প্রয়োজন ছিল। তিনি বলেন, অসুস্থ না না হ'লে সীতারামের সত্যভঙ্গ হোতো! দয়াল ঠাকুরটি রোগ দিয়ে তাঁকে সত্যভঙ্গ হ'তে রক্ষা করলেন। ন'টি কারণ তিনি উল্লেখ করলেন। তার মধ্যে একটি হোলো তাঁর সইএর বিয়ে।

তাঁর গুরুপুত্রের প্রথমা কন্যা।

এ বিয়েতে তাঁর অনুপস্থিতি একান্ত বেদনার কারণ হোতো।

যিনি সদানন্দরূপে বিরাজ করছেন, তিনি কি তাঁর শ্রীগুরুর সংসারে নিরানন্দর কারণ হ'তে পারেন?

এর পরের ঘটনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত!

ঠাকুর মৌনগ্রহণ করলেন ওঙ্কারেশ্বর ধামে, আবার মৌনত্যাগ করলেন গুরুপুত্রের অনুরোধে পাঁচমাস পরে।

এখন ওঙ্কারেশ্বর নাম-নীড়ে চাতুর্ম্মাস্য চলছে।

এ চাতুর্ম্মাস্যও শেষ হোলো। শ্রীশ্রীঠাকুর মৌনভঙ্গে আবার কর্ম্ম-সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। দিকে দিকে বেজে উঠ্‌লো বিজয়-ডঙ্কা! আনন্দ, উৎসব আর উৎসাহের অবধি নেই!

দিল্লী আক্রান্ত হোলো। দিল্লীর রাজপথ বেয়ে চললেন এই সন্ন্যাসী সম্রাট্! রজোগুণী রাজধানীর রাজপুরুষরা সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা জানালেন শ্রীশ্রীসীতারামকে! তাঁর দর্শন স্পর্শন ও সম্ভাষণে কৃতার্থ হলেন সামরিক শ্রেষ্ঠগণ হতে দিল্লীর সাধারণ নাগরিক পর্য্যন্ত। শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবীর দল, পণ্ডিতগণ হতে অতি অবহেলিত দুঃখী মানুষের দল পর্য্যন্ত আনন্দ-বিহ্বল নয়নে এই অপূর্ব্ব সাধুকে অন্তরের প্রীতি ও ও শ্রদ্ধা নিবেদন করতে এগিয়ে এলেন।

এক কথায় রূপোপজীবিনী বিংশ শতাব্দীর নবযৌবনা দিল্লী একদিনে যেন শুদ্ধান্তঃচারিণী তপস্বিনীর রূপ নিয়ে একটি সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করলো।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'এহ বাহ্য'—এগিয়ে চললেন সীতারাম তথায় তাঁর পূতস্পর্শ রেখে!

বর্ণাঢ্য গাঢ় রঙের খেলায় বিচিত্র পরিবেশ সৃষ্ট হচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে!

বিচিত্র এ ধরণী! হিমাদ্রির উচ্চশিখরে, গভীর সাগরের নীল জলরাশিতে, শ্যামল শস্যশীর্ষে, প্রভাতে মধ্যাহ্নে সন্ধ্যায় চলেছে কত মনোরম রঙের খেলা।

সপ্তাশ্ববাহিত রথে রয়েছেন সবিতৃদেব! তিনি কিন্তু স্থির অচঞ্চল! তাঁকে ঘিরে রচিত হয়েছে সাত রঙা রামধনু! তিনি কিন্তু সর্ব্ব রঙের সমন্বয়ে শুভ্র পবিত্র!

আমাদের সম্মুখে ভাস্বর প্রোজ্জ্বল ঠাকুর সীতারাম! তেমনই শুভ্র, তেমনই পবিত্র!

এবার মৌন তারিঘাটে!

ব্যুত্থান কবে! কে জানে!

—০—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঠাকুরের রচিত কবিতা :

মিলন

তখনও নিদ্রিত বিশ্ব মানসে তাঁহার—
নিস্তরঙ্গ সিন্ধুসম শান্ত স্তব্ধ ধীর।
তখনও ছিল না হেথা আলো কি আঁধার,
তখনো ফুটেনি হাস্য আস্যে পৃথিবীর॥

সে শুভ মাহেন্দ্রক্ষণে উঠিল স্পন্দন—
এক 'আমি' বহু হব জাগিল বাসনা।
সহসা ভাসিয়া বিশ্ব করিল সৃজন
সে মধু-মিলন হতে জগৎ কল্পনা॥

কল্পনা ত্যজিয়ে যবে সত্যের সন্ধানে
ছুটে যাই শূন্যপ্রাণে দূর-দূরান্তরে।
হেরি শুধু ভাসে ধরা মধুর মিলনে,
উঠিছে মিলন-গীতি বিশ্ব-চরাচরে॥

ছুটিছে তটিনী ওই মিলনের আশে,
পিকরাণী গাহে গান মিলনের সুরে।
শিহরি উঠিছে সব মিলন পরশে—
মাধবে কুসুমরাশি মিলন-প্রচারে॥

ত্রিতন্ত্রী বীণাটি মোর আপনি ঝঙ্কারে,
সপ্তস্থান ভেদ করি উঠে তার ধ্বনি।
কতদিন রব আর বিরহ আঁধারে!
জাগো জাগো জাগো মা গো, জাগো কুণ্ডলিনী॥

মিলন-দেবতা ওই সহস্রার হতে
ডাকিছে আমারে সদা 'আয় আয়' বলে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিয়ে চল নিয়ে চল, পারি না থাকিতে—
হেথায় রব না আর সেথা যাব চলে ॥

(সেথা) মিলনের গান আমি গাহিব নিয়ত,
মিলনে ঘুমাব আমি জাগিব মিলনে।
শুনাব মিলন-কথা তারে শত শত,
বাঁধা রব দিবা-রাতি মিলন-বাঁধনে ॥

মিলন আশায় আমি আছি গো বসিয়া,
এস এস একবার মিলনের ধন।
যা দিয়াছ সব তুমি লহ গো কাড়িয়া,
(শুধু) 'মিলন মিলন' যাচি—'মিলন মিলন' ॥

—০—

ঠাকুরের রচনার নমুনা :

দীক্ষা

আজ আমার জীবনের একটা বাঞ্ছিত, প্রার্থিত দিন। চির-পিপাসিত প্রাণ বার বার জল আশায় মায়া-মরীচিকায় প্রবঞ্চিত হয়ে কণ্ঠাগত হয়েছে, আর বুঝি থাকে না! তাই কল-কল-নাদিনী শিবশিব-বিহারিণী গঙ্গা দাসের প্রতি কৃপা ক'রে তাঁর মন্দাকিনী-ধারা পান করাবার জন্য এসেছেন। ছুটে যাই, পান করে তৃষ্ণা নিবারণ করি! আজ আমার নূতন জীবন, ভগবান্ দয়া করে আমায় দীক্ষা দিয়েছেন।

দিগসুই। ২৯শে পৌষ, ১৩১৯

—০—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীঠাকুর-রচিত গান

দুঃখ দাও তায় দুঃখ নাই
তুমি যদি কাছে থাক।
তোমার আমি আছি কিনা ঠিক
ফিরে ফিরে যদি দেখো।
নিকটে থাকিয়া করুণা-নয়নে
হেরিছ আমায় সদা সর্বক্ষণে—
মাঝে মাঝে তুমি কেন তা জানিনে
একথা ভুলায়ে রাখ।
জাগায়ে হৃদয়ে বিষয়-বাসনা
দাও মোরে তুমি কত যে কামনা
বারেক তখন চাহিয়ে দেখনা
কেন তাহা জানি না'ক।
গেহ দেহ দারা ভাবি আপনার
তোমারে তুলিয়ে করি হাহাকার
মুখে বলি তোমার তোমার
মন সে কথা বলে না'ক।
সে ভোগের আশায় ভোগ শুধু চায়
ভোগের অভাবে করে হায় হায়,
করুণা তোমার তাহারে জানায়
কিছু তব নয় জান না'ক!
যা কিছু দিয়াছ সকলই তোমার
তুমি ছাড়া মোর কিছু নাহি আর
তুমি যে আমার আমি যে তোমার
এ স্মৃতি হৃদয়ে জাগায়ে রাখ।
করুণার তুমি মহা পারাবার
দাও মোরে শুধু সেবা অধিকার—
কি আর দিবে হে এর অধিক আর,
আর কিছু চাহি না'ক।

—০—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীগুরুপরম্পরা ঃ

শঠ্‌কোপ স্বামী

|

শ্রীনাথমুনিজি

|

পুণ্ডরীকাক্ষ

|

রাম মিশ্র

|

যামুনাচার্য্য

|

মহাপূর্ণাচার্য্য

|

রামানুজাচার্য্য

|

কুরেশ স্বামীজী

|

বোপদেব

|

দেবাধিপাচার্য্য

|

পুরুষোত্তম

|

গঙ্গাধরাচার্য্য

|

শ্রীরামেশ্বর

|

দ্বারানন্দ

|

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেবানন্দ

|

শ্রিয়ানন্দ

|

হরিয়ানন্দ

|

রাঘবানন্দ

|

জগদ্‌গুরু রামানন্দ

|

অখণ্ডানন্দ

|

গেসজী

|

পূর্ণ বৈরাটী

|

কালুদাস

|

গঙ্গাদাস

|

বিষ্ণুদাস

|

হরভঞ্জন দাস

|

ঘনশ্যাম দাস

|

প্রয়াগ দাস

|

লক্ষ্মণ দাস

|

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রামদাস

|

মাধব দাস

|

দামোদর দাস

|

তুলসী দাস (দাশরথি স্মৃতিভূষণ)

|

সীতারামদাস

—০—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নামপ্রেমী ঠাকুর শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ মহারাজজীর ঘটনাবহুল জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাপঞ্জী

(সংক্ষিপ্তাকারে)

আবির্ভাব : মাতুলালয় (কেওটা, হুগলী)	সন ১২৯৮ সাল, ৬ই ফাল্গুন বুধবার, কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথি
মাতৃবিয়োগ (গর্ভধারিণীমাতা মাল্যবতীদেবী)	১৩০৩ সাল, ৩রা বৈশাখ।
শিব সাক্ষাৎকার	অনুমান ১৩০৪ সাল (ছয় বৎসর বয়সে)
বিদ্যারম্ভ (মাতুলালয়, প্রসন্ন গুরুমহাশয়ের পাঠশালায়)	১৩০৬ সাল
উপনয়ন	১৩১১ সাল
শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরু মহাত্মা দাশরথি স্মৃতি-ভূষণ মহাশয়ের আশ্রয়লাভ, যাজন ক্রিয়া, শিখিরার দুর্গোৎসবে পৌরোহিত্য	১৩১৬ সাল
ব্যাকরণের আদ্য পরীক্ষায় ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ	১৩১৭ সাল
পিতা প্রাণহরি চট্টোপাধ্যায়ের দেহত্যাগ	১৩১৮ সাল, ৩রা পৌষ।
দীক্ষালাভ (ত্রিবেণী) ও গুরুদত্ত 'সীতারাম' নাম গ্রহণ।	১৩১৯ সাল, ২৯শে পৌষ
ব্যাকরণের মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ	১৩১৯ সাল
আশীর্ব্বাদ, পলায়ন, নরেনদাসহ প্রত্যাবর্ত্তন ও বিবাহ। পরে পুরীধামে গমন ও বিখ্যাত গোপালদাস জ্যোতিষীর ভবিষ্যৎ গণনা।	১৩২৩ সাল (বিবাহ, অগ্রহায়ণ)
ভ্রাতুষ্পুত্র বিমলকৃষ্ণের জন্ম	১৩২৩ সাল, ফাল্গুন
লেখনীর বৈশিষ্ট্য প্রকাশ, মৌনকালীন বহু গ্রন্থ রচনার পূর্ব্বাভাষ	১৩২৩ ১৩২৪
বেদান্ত পাঠের নিমিত্ত চুঁচুড়া ভূদেব চতুষ্পাটিতে গমন, রাত্রে সাধনকালে মাতা সহ পরমগুরু শঙ্করের আবির্ভাব, শিবমুখে স্বীয় ইষ্টমন্ত্র শ্রবণ ও বহু অনুভূতি লাভ।	১৩২৪ সাল ইং ১৯১৮ ৭ই জানুয়ারী সোমবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সরস্বতী পূজার সময় পূর্ব্বজন্মের স্মৃতির উদয়	১৩২৪ সাল
পূর্ণতা প্রাপ্তি। 'যদা যদাহি····· ' ভাবে ভোর	১৩২৪ সাল, দোল পূর্ণিমা।
বেদান্তের আদ্য পরীক্ষা দান	১৩২৪ সাল
গুরু, গুরুপত্নী ও সহধর্ম্মিনী সহ একসঙ্গে পরম অনুভূতি আস্বাদন	১৩২৪ সাল
বিখ্যাত যোগী গৌড়েন্দ্রজীর (তৎকালীন বয়ঃক্রম ২৫০ বৎসরের উপর) নিকট গমন ও যোগক্রিয়া গ্রহণ।	১৩২৫ সাল
উত্তমাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী উত্তমানন্দ দেবের তিরোভাব তিথি উৎসবে বক্তৃতা। সন্ন্যাসীর আদর্শ ব্যাখ্যায় বিরূপ সমালোচনা লাভ।	১৩২৫ সাল
অগ্রজ বঙ্কিমচন্দ্র ও তদীয় স্ত্রী সরোজ বালার দেহত্যাগ	১৩২৫ সাল, ২৮শে কার্ত্তিক (স্বামী)
	ঐ ১৫ই অগ্রহায়ণ (স্ত্রী)
সাংখ্যের মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ	১৩২৬ সাল
ব্রজনাথ সমিতি গঠন	১৩২৭ সাল
উপনিষদের আদ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ	১৩২৭ সাল
ডুমুরদহে হরিবাসর আরম্ভ	১৩২৮ ,, কৃষ্ণা একাদশী
পুরাণের আদ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ	১৩২৮ ,,
গয়াধামে পাঞ্জাবী সাধু ভগবানদাসের সহিত সাক্ষাৎ ও তৎসহ বাংলায় প্রত্যাবর্ত্তন, মৌনের প্রেরণা লাভ।	১৩২৯ সাল
তীর্থ ভ্রমণ। তারাপীঠ, ফুল্লরাপীঠ, কিরীটেশ্বরী, ললাটেশ্বরী প্রভৃতি তীর্থে গমন।	১৩২৯ সাল
প্রথম দীক্ষা দান। প্রথম শিষ্য শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রাম, বাকসাড়া, বর্দ্ধমান	১৩৩০ সাল
উৎসব অফিসে গমন ও পরম ভাগবত রামদয়াল মজুমদার মহাশয়ের স্নেহলাভ, শ্রীকেদার নাথ সাংখ্যতীর্থ মহাশয় প্রভৃতির সহিত পরিচয়।	১৩৩০ সাল
'চোখের জলে মায়ের পূজা' নামক বিখ্যাত প্রবন্ধ 'উৎসব' মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ।	১৩৩০ সাল আশ্বিন সংখ্যা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুরাণতীর্থ + রত্ন উপাধি লাভ।	১৩৩০ সাল
ডুমুরদহে শ্রীনাম যজ্ঞ আরম্ভ	১৩৩১, ১৭ই পৌষ।
ডুমুরদহে ৺শ্রীব্রজনাথ বাটীতে ৺জগদ্ধাত্রী পূজা	১৩৩২ সাল
ডুমুরদহ রাধারমণ সম্মিলন সমিতির আচার্য্যপদ গ্রহণ।	১৩৩৪ সাল
উপনিষদের মধ্য পরীক্ষা দান	১৩৩৪ সাল
ঐ বৃত্তিলাভ	১৩৩৫ সাল
ব্রজনাথ চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা	
প্রথম ছাত্র শ্রীশ্যামাশঙ্কর মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশিব প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	১৩৩৩, ১৩ই আষাঢ়
প্রতিমাসে ২৪ প্রহর নাম আরম্ভ	১৩৩৩ সাল
সনাতন মাসিক পত্রিকার সম্পাদকপদ গ্রহণ	১৩৩৩ সাল
পুত্র রঘুনাথের জন্ম	১৩৩৩ সাল, ৯ই শ্রাবণ
প্রথম গ্রন্থ 'পাগলের খেয়াল' প্রকাশিত	১৩৩৩ সাল
ডুমুরদহে 'রামাশ্রম' প্রতিষ্ঠা।	১৩৩৪ সাল, ১৫ই চৈত্র বুধবার
উপনিষদের মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ও বৃত্তিলাভ।	১৩৩৪ সাল
মজুমদার মহাশয়ের নিকট যোগ ক্রিয়া গ্রহণ। ক্রিয়া দৃষ্টে বিস্মিত মজুমদার মহাশয়েব মন্তব্য।	১৩৩৪ সাল
মজুমদার মহাশয়ের রামাশ্রমে আগমন।	১৩৩৪ সাল ২৬শে বৈশাখ
৺ কাশী বৃন্দাবন ধাম যাত্রা।	১৩৩৫ সাল
কুম্ভ শেষে গুরু সঙ্গে (প্রয়াগ ধামে) মিলন।	১৩৩৬ সাল
পত্নী কমলা দেবীর দেহত্যাগ।	১৩৩৭ সাল, ১৩ই বৈশাখ
কঠিন পীড়া, দক্ষিণ পদে অস্ত্রোপচার।	১৩৩৭ সাল
স্বপ্নে ব্রাহ্মী দীক্ষা।	১৩৩৮ সাল, ১৬ই কার্ত্তিক
গুরুদেব মহাত্মা দাশরথি স্মৃতিভূষণ মহাশয়ের মহাপ্রয়াণ।	১৩৩৯ সাল, ৩১শে ভাদ্র
সাধন সমিতির আচার্য্যপদ গ্রহণ।	১৩৩৯ সাল
বিখ্যাত পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের সঙ্গে মিলন ও পৌষী অমাবস্যায় তর্করত্ন মহাশয়ের রামাশ্রমে শুভাগমন।	১৩৪০ সাল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বামী ধ্রুবানন্দ গিরি মহারাজের জন্মস্থান
রামজীবনপুর (মেদিনীপুর) গমন। সভায়
বক্তৃতা দান কালে সহসা বাক্যহারা। চণ্ডীপাঠে
বসিয়া, শরীরে নানা ক্রিয়ার প্রকাশ। ১৩৪০ সাল
রামাশ্রমে সাধন-গুহা খনন। সাধনকালে
নানা যৌগিক অনুভূতি লাভ। নাদ শ্রবণ। ১৩৪০ সাল
কাশীধাম গমন। মান সরোবরে তর্করত্ন
মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার। ১৩৪১ সাল
একমাত্র কন্যা জানকী দেবীর বিবাহ। পাত্র
খন্যান (হুগলী) নিবাসী শ্রীবিষ্ণুপদ
বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৪২ সাল
তর্করত্ন মহাশয় প্রদত্ত
'যোগানন্দ' উপাধি লাভ ১৩৪৩ সাল
অধ্যাপনার কাজ অচল হয়।
চোখে জল, পাঠ আর চলেনা।
চতুষ্পাঠী বন্ধ হয়। ১৩৪৩ সাল
ত্রিবেণীতে কৌপীন ও বহির্বাস গ্রহণ,
'ওঙ্কারনাথ' নাম গ্রহণ। ১৩৪৩ সাল
৺পুরীধামে মৌনগ্রহন ও মৌন ত্যাগ,
প্রত্যাদেশ প্রাপ্তিঃ 'ঋষি তুমি ঝাঁপিয়ে পড়।' ১৩৪৩ সাল
'জয়গুরু সম্প্রদায়' নাম লাভ ও
সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তন। ১৩৪৩ সাল
প্রত্যক্ষ আদেশের পর শূদ্রদিগকে দীক্ষাদান
আরম্ভ। প্রথম শূদ্রশিষ্য ৺ভূজেন্দ্রনাথ
সরকার। ১৩৪৩ সাল
পুনঃ মৌন গ্রহণ, জগন্নাথদেবের আবির্ভাব
ও প্রত্যাদেশঃ "যা যা নাম দিগে যা"
মৌন ত্যাগ। ১৩৪৪ সাল ১১ই বৈশাখ
প্রথম চাতুর্ম্মাস্য
৫৮ নং শাঁখারীপাড়া লেন, ভবানীপুর। ১৩৪৪ সাল
৺পুরীধামে পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্য-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের সহিত মিলন ও আলাপ আলোচনা	১৩৪৪ সাল
নেতাজী সুভাষ বসুর মাতার আগমন ও আলাপ আলোচনা।	১৩৪৪ সাল
দ্বিতীয় চাতুর্ম্মাস্য, ডুমুরদহ	১৩৪৫ সাল
পৌষসংক্রান্তিতে মৌন গ্রহণ	১৩৪৫ সাল
ভ্রাতুষ্পুত্র বিমলের বিবাহ	১৩৪৫ সাল
৺পুরীধামে রথযাত্রায় যোগদান, ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশ।	১৩৪৬ সাল
রামানন্দমঠে প্রথম জগদ্ধাত্রী পূজা।	১৩৪৬ সাল
পৌত্র লাভ (বিমলকৃষ্ণের পুত্র, গুরুদাসের জন্ম)	১৩৪৭ সাল
চাতুর্ম্মাস্য, ডুমুরদহ।	১৩৪৭ সাল
চাতুর্ম্মাস্য, রামেশ্বরপুর।	১৩৫০ সাল
পুত্র রঘুনাথের বিবাহ।	১৩৫৫ সাল ২৮শে আষাঢ়
চাতুর্ম্মাস্য, দিগসুই।	১৩৫১ সাল
চাতুর্ম্মাস্য, কটক।	১৩৫২ সাল
চাতুর্ম্মাস্য, ডুমুরদহ।	১৩৫৩ সাল
চাতুর্ম্মাস্য, দশেড়ে, বাঁকুড়া।	১৩৫৪ সাল
চাতুর্ম্মাস্য, আমলকী, বর্দ্ধমান।	১৩৫৫ সাল
চাতুর্ম্মাস্য, ৺পুরীধাম	১৩৫৬ সাল
পৌত্র জগন্নাথের জন্ম (রঘুনাথের পুত্র)	১৩৫৬ সাল ১০ই আশ্বিন মঙ্গলবার
দাক্ষিণাত্যে নাম প্রচার	১৩৫৬ সাল
হরিদ্বার কুম্ভমেলায় যোগদান	১৩৫৬ „
চাতুর্ম্মাস্য, দিগসুই	১৩৫৭ „
উজ্জয়িনী হইয়া ওঙ্কারেশ্বর যাত্রা, বহু তীর্থ ভ্রমণ	১৩৫৭ „
৺পুরীধামে মৌন	১৩৫৮ „
চাতুর্ম্মাস্য, গণপুর, বর্দ্ধমান।	১৩৫৯ „
চাতুর্ম্মাস্য, মেমারী, বর্দ্ধমান।	১৩৬০ „

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঙ্কারেশ্বরে মৌন গ্রহণ।	
কানাডা নিবাসী অধ্যাপক সিসিল মিডের দীক্ষা গ্রহণ। মাতা গিরিবালার দেহত্যাগ।	১৩৬০, মাঘ—১৩৬২ বৈশাখ
হুগলীর অধ্যাপকবৃন্দের দীক্ষালাভ ও যোগেন্দ্র পণ্ডিত মহাশয়ের সহিত ১৩৩০ সালের পর পুনরায় মিলন ও পণ্ডিত মহাশয় কর্ত্তৃক বিশেষ স্বীকৃতি লাভ।	১৩৫৯ সাল
রাজোল যাত্রা (দাক্ষিণাত্য)	১৩৬০ ,,
গুণ্টুর ধর্ম্মমহাসভায় যোগদান	১৩৬০ ,,
চাতুর্ম্মাস্য, গোপালপুর (হুগলী)	
লক্ষ তুলসী দান।	১৩৬২ ,,
কাশী, বৃন্দাবন, নাগপুর, আঙ্গল কুঁদরু, গুণ্টুর ভ্রমণান্তে ৺পুরীধাম হইয়া কলিকাতায় আগমন। শ্রীসত্যধর্ম্ম প্রচার সঙ্ঘের উদ্যোগে বিরাট শোভাযাত্রা। তিব্রীওয়ালা ধর্ম্মশালায় ৭০০ দীক্ষার্থীকে দীক্ষাদান। মহাজাতি হলে বিরাট জনসভায় ভাষণ দান।	১৩৬৩ সাল
চিতার মার পড়ায় ১৩০০ দীক্ষার্থীকে একসঙ্গে দীক্ষা দান।	১৩৬৩ সাল
কলিকাতায় দোলপূর্ণিমা উৎসবে বিরাট শোভাযাত্রায় যোগদান ও দেশ প্রিয়পার্কের বিরাট জনসভায় ভাষণ দান। অমৃত বাজার পত্রিকা অফিসে ভাষণ দান।	১৩৬৩ সাল
'মাদার' 'পরমানন্দ পত্রিকা' 'প্রণব পারিজাত' 'জয়-জগন্নাথ' পত্রিকা সমূহের অবতরণ ও ক্রমে ক্রমে সব কয়টিরই প্রকাশ।	১৩৬৩ সাল
প্রিয় শিষ্য দাশশেষজীর আহ্বানে আঙ্গল কুঁদরুতে শ্রীরাম পট্টভিষেকম্ যজ্ঞে যোগদান।	১৩৬৪ সাল
রাষ্ট্রভাষা সম্মিলনে যোগদান। (কলিকাতা ইউঃ ইনষ্টিটিউট)	১৩৬৪ সাল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চাতুর্ম্মাস্য, মগরা, হুগলী। শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা। আনন্দকাননে অনন্তকালোদ্দিষ্ট অখণ্ড নামের সূচনা।	১৩৬৫ সাল
আসানসোল কারাগারে কয়েদীদের দর্শন দান, কতিপয় কয়েদীকে দীক্ষাদান ও তাহাদের চরিত্র সংশোধন।	১৩৬৫ সাল (ইং ১৯৫৯ খৃঃ)
রামনাম মন্দির প্রতিষ্ঠা। দিগসুই, হুগলী।	১৩৬৫ সাল, ২৯শে পৌষ।
দিল্লী হইয়া দ্বারকা যাত্রা, মৌন চাতুর্ম্মাস্য	১৩৬৭ সাল
হোসেঙ্গাবাদে বিষ্ণুযজ্ঞ	১৩৬৭ সাল
সম্প্রদায়ের মোহান্ত শ্রীমৎ জগন্নাথ দাসজীকে আমন্ত্রণ ও সম্প্রদায়ের স্বীকৃতিলাভ	১৩৬৭ সাল
বিখ্যাত গায়ক ও সাধক কবি দিলীপ কুমার রায় ও তদীয় শিষ্যা ইন্দিরা দেবীকে দর্শন দান। (পুণা, হরিমন্দিরে)	১৩৬৭ সাল
লঘুরুদ্র যজ্ঞ। দিগসুই ও বর্দ্ধমান।	১৩৬৭ সাল
গঙ্গাসাগর তীর্থকে নিত্যতীর্থ পরিণত করণ, তথায় যোগেন্দ্র মঠ স্থাপন ও মৌনাবস্থায় আশ্রমে অবস্থান।	১৩৬৭ সাল
৺পুরীধাম যাত্রা, গোবিন্দ-দ্বাদশী উৎসবে যোগদান, সমুদ্র স্নান।	১৩৬৭ „ ১৫ই ফাল্গুন সোমবার
ডুমুরদহে যজ্ঞ।	১৩৬৭ „
কোহিনূর টি, এষ্টেটে (কুচবিহার) যজ্ঞ	১৩৬৭ „
কার্শিয়াং গমন। মৌনারম্ভ, মৌনাবস্থায় ৺পুরীধাম গমন।	১৩৬৭।৬৮ সাল
মৌনকালে 'আর্য্যশাস্ত্রের' অবতরণ ও প্রকাশ, মৌনভঙ্গ।	১৩৬৯ সাল, আষাঢ়
বাঙ্গলায় শুভাগমন, দিগসুই-এ নবভাবে সংস্কৃত 'গোপাল-মন্দিরে'র উদ্বোধন	১৩৬৯ „
বঙ্গদেশ ভ্রমণ। বিভিন্ন স্থানে ও বিভিন্ন সভায় দর্শনদান, ভাষণদান ও দীক্ষাদান	১৩৬৯ „

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বোলপুরে (বীরভূমজেলা) যজ্ঞ,
সিয়ারশোলে (রাণীগঞ্জ, বর্দ্ধমান) যজ্ঞ। ১৩৬৯ „
পুনঃ মৌন গ্রহণ। (মধুপুর, বিহার) ১৩৬৯ „
মৌনাবস্থায় ৺কাশীধাম ও তারিঘাট গমন,
তথায় অবস্থান। ১৩৬৯ „

*

—০—

॥ বাংলার বাহিরে মঠ-মন্দির স্থাপন

৺কাশীরামাশ্রম। ইউ, পি।
তারিঘাট মহাপ্রয়াণ মঠ। ঐ
বিঠুর লবকুশ আশ্রম। ঐ
ওঙ্কার মঠ। ওঙ্কারেশ্বর, মধ্যপ্রদেশ
নীলাচলআশ্রম। ৺পুরীধাম, উড়িষ্যা
গুরুধাম মঠ। মধুপুর, বিহার।
সরোজিনী মঠ। ৺পুরীধাম, উড়িষ্যা। (মাতৃ-আশ্রম)
মাল্যবতী আশ্রম। বৃন্দাবন। (মাতৃ-আশ্রম)

—০—

দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রণের জন্য প্রেরিত হবার পর অনেক সময় বিলম্বিত হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে অনেক ঘটনাও ঘটে গেছে। তন্মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের নব নব সংকল্পের অবতরণ উল্লেখযোগ্য।

(১) ৺পুরীধামে নাম মন্দির প্রস্তুত হয়েছে।

(২) সমগ্র শাস্ত্ররাজি প্রকাশের কাজ আরম্ভ হয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্কল্পলীলায় এর নাম উঠেছে আর্য্যশাস্ত্র। আর্য্যশাস্ত্র প্রতিমাসে প্রকাশিত হচ্ছে।

(৩) 'শাস্ত্র ভগবান' নামে একটি প্রেসের কাজও অনেকদূর অগ্রসর হয়েছে।

(৪) সঙ্কল্পলীলায় ভেসেছে গুরুকুল স্থাপন। দ্বিজগণ বেদ পাঠান্তে স্বধর্ম্মানুরাগী হয়ে সংসারে চলবেন, এই হলো এর উদ্দেশ্য।

(৫) নূতন মঠ মন্দিরের মধ্যে ডুমুরদহে ৺রাধারমণ জিউর মন্দির ও ৺কালীমাতার মন্দিরের চূড়া নির্ম্মাণ আছে।

---

* অধিকাংশ সন তারিখ 'মন্নাথ' বা 'আমার ঠাকুর' ও 'সীতারামলীলা বিলাসের' সৌজন্যে প্রাপ্ত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীমায়ের কথায় একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা বাদ পড়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে যোগাযোগ হয় লেখকের মাতুল-পুত্র শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (১১০ নং হাজরা রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা) ও প্রখ্যাত আলোকশিল্পী শ্রীমণি মজুমদারের। সেই সময় কালীঘাটে নরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় নামে এক বিখ্যাত জ্যোতিষী বাস করতেন। এই প্রতিভা-বান জ্যোতিষীর সঙ্গে এঁদের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। একবার ঠাকুরকে নিয়ে তাঁরা নরেন্দ্র নাথ জ্যোতিষীর কাছে যান। জ্যোতিষী কোষ্ঠীর অসাধারণ ফল ঘোষণা করে শেষে বলেন—দুঃখের বিষয় এঁর একটি পা খোঁড়া হবে ও এঁর স্ত্রী গত হবেন।

ঠাকুরের ইচ্ছানুযায়ী এঁরা পরসপ্তাহেই ডুমুরদহ ও দিগসুই এসে কয়েকখানি আলোক চিত্র নিয়ে যান।

এই ঘটনার মাত্র কয়েকদিন পরেই শ্রীমা দেহরক্ষা করেন। সৌভাগ্য-ক্রমে সেই একমাত্র আলোক-চিত্র রক্ষা পায়।

—০—

কৃতজ্ঞতা-স্বীকার

নিম্নলিখিত লেখা ও পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে :

উপাদান—শ্রীশ্রী১০৮ সীতারামদাস ওঙ্কারনাথজী	
শাণ্ডিল্যসূত্র—(ব্যাখ্যা)	ঐ
পাগলের খেয়াল	ঐ
শ্রীশ্রীনামমহিমামৃত	ঐ
পত্রাবলী	ঐ
বাণীমালা	ঐ
গীতা	তিলক-মহারাজ
স্তবকুসুমাঞ্জলি	সম্পাদক—অধ্যাপক সদানন্দ চক্রবর্ত্তী এম. এ. ।

—০—

পরিশিষ্ট বাদে প্রায় সমগ্র লেখাটি সুবোধদা'র সরকারী বাসায় বসে লিখি। (মাতুলপুত্র শ্রীসুবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, নাসিক রোড্)। ফেরবার পথে ওঙ্কারেশ্বরে ঠাকুরের আশ্রমে যাই। ঠাকুরের তখন মৌনাবস্থা।

—০—

CC0. In Public Domain. Sri Srj Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুনর্মিলন

শ্রীচরণদাস ঘোষ

সীতারাম আমার বাল্যবন্ধু। শুধু বাল্যবন্ধু বললেই পরিচয়টি সম্পূর্ণ দেওয়া হয় না—উভয়ে আমরা যেন একাত্মা। এই সত্যটি সীতারামের মনে জাগরুক ছিল চিরদিনই, কিন্তু আমার জীবনে মাঝের খানিকটা সময় এটি ছিল অর্ধসুপ্ত, অতঃপর সীতারামই হঠাৎ একদিন এই অর্ধসুপ্ত সত্যটিকে পূর্ণ জাগরিত করে দিয়েছেন। সেটা হচ্ছে ১৩৬০ সাল, তখন তিনি মেমারীতে চাতুর্মাস্য করছেন। সেই সময় আমাদের উভয়ের দীর্ঘ বিচ্ছিন্ন জীবন পুনরায় জোড়া লাগে—সেই লগ্নকে আমি বলি মহালগ্ন বা পুনর্মিলন।

প্রবোধ এখন দেশ-বন্দিত ঠাকুর শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ! কিন্তু আমার কাছে এখনো তিনি সেই প্রবোধই। এঁকে 'প্রবোধ' বলে না ডাকলে বন্ধু-ধ্যানের পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসে ধ্যানস্থ হ'তে আমি পারি না। বোধ করি সীতারামের কথাও তাই। মেমারীতে পুনর্মিলনের দিন, যেদিন সকলেরই মুখে ধ্বনিত হচ্ছিল 'ঠাকুর সীতারাম', আমি তাঁকে সেদিন ডেকেছিলাম 'প্রবোধ' নাম ধরেই। পরে যখন তাঁর প্রত্যেক পত্রেই তাঁর স্বাক্ষর চোখে পড়তে লাগলো 'সীতারাম', তখন আমি 'প্রবোধ' নাম পরিবর্ত্তন করে 'সীতারামই' ধরলাম। সেটা বুঝতে পারলেন সীতারাম, তাই তিনি তৎক্ষণাৎ ফেরৎ ডাকে লিখলেন—"তোমার সুর পালটেছো, জেনো আমি তোমার সেই বন্ধুই আছি।" (গুন্টুর রামনাথ ক্ষেত্রম্—২২।৮।৬০ রাত্রি ১টা) যাই হোক 'প্রবোধ' বলেই আমার কথা সুরু করা যাক্—

প্রবোধের সঙ্গে প্রথম মিলন হয় আমাদের গ্রামে—বাইতিপাড়ায়। বাইতিপাড়া হচ্ছে—বর্দ্ধমান জেলার একটি ছোট্ট গ্রাম, কালনা মহকুমার অধীন। প্রবোধের গুরুদেব শ্রীমৎ দাশরথি স্মৃতিতীর্থ যোগেশ্বরের দিদির বাড়ী আমাদের গ্রামে। এখানে প্রবোধ আসতেন প্রায়ই। তখন তিনি তাঁর গুরুদেবের চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করেন, আর আমি পড়ি বাঘনাপাড়ার স্কুলে। তখন আমরা উভয়েই কিশোর। প্রথম মিলনের প্রথম মুহূর্ত্তেই উভয়েই যেন উভয়ের ভিতর মিলিয়ে এক হয়ে গেলাম। পৃথক্ সত্তা যেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

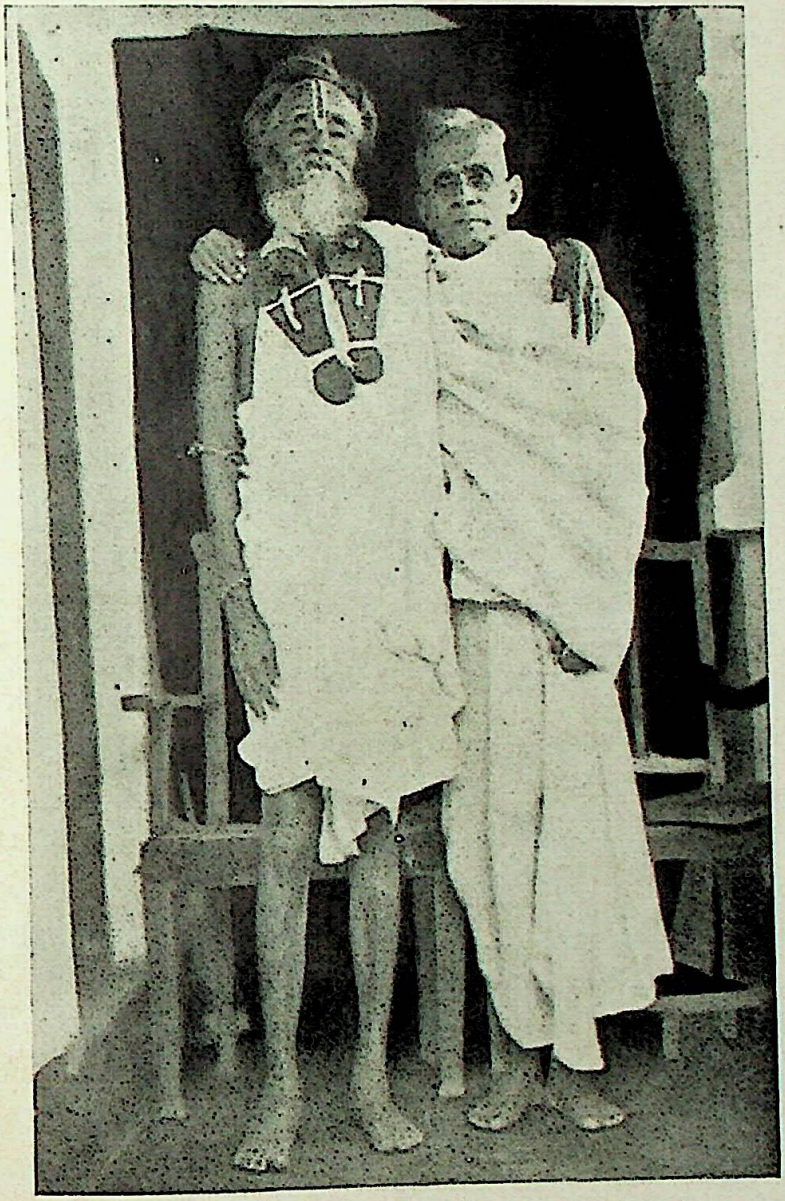

শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীচরণদাস ঘোষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কারো কিছুই আর রইলো না। সে এক পরমক্ষণ—চির বর্ত্তমান এক দুর্লভ অতীত। পরবর্ত্তী কালের ঠাকুর সীতারাম আমাদের প্রথম মিলনের ইতিহাসটা একপত্রে এইরূপ দিয়েছেন—

(সোমেশ্বর মঠ, মেমারী ২৭।৬।৬০)

"* * * উপনয়নের পূর্ব্বে যখন ব্যাণ্ডেল চার্চ্চে পড়তাম তখন প্রবোধ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় নামে একটি বালকের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়। অনেক দিনের পর তার সঙ্গে পুনর্মিলন হয়েছে। সে এখন হুগলী কোর্টের এম,এ বি,এল উকীল।

দ্বিতীয় বন্ধু—দিগসুই চতুষ্পাঠীতে যখন পড়ি, তথাকার শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

তৃতীয় :—১৩১৮ সালে নূতন কালনা কাটোয়া রেল খুলে। বাঘনা পাড়া ষ্টেশনে নেমে বাইতিপাড়া যাই—সম্ভবতঃ সেইখানেই তোমাকে পাই—তুমি হৃদয় জয় কর। * * * ছেলেদের মুখে তুমি লব্ধপ্রতিষ্ঠ উপন্যাসিক শুনে গৌরব বোধ করি। পরিচয় দিই—চরণ আমার বন্ধু।"

আমার অপ্রকাশিত একটি বাল্য-রচনায় প্রবোধের কথা আছে, তাতে যে সাল-সন লিপিবদ্ধ করা আছে, তা দেখে বোঝা যায়—১৩১৮ সালের প্রায় ২।৩ বৎসর পূর্ব্বেই আমাদের প্রথম মিলন হয়েছিল, তখন প্রবোধের বয়স ছিল ১৮।১৯ আর আমার বয়স ছিল ১৫।১৬। তখন তিনি দিগসুই থেকে বৈঁচি ষ্টেশনে নেমে বাইতিপাড়ায় আসতেন। ১৩১৮ সালে কালনা কাটোয়া রেলপথ খোলবার দিনও তিনি বাইতিপাড়ায় এসেছিলেন, তবে ঐ দিন বেশীক্ষণ বাইতিপাড়ায় অবস্থান করেন নি, করেছিলেন মাত্র রাত্রি বাস। বাঘনাপাড়া ষ্টেশন তখন হয়নি। উনি নেমেছিলেন ধাত্রীগ্রাম ষ্টেশনে। ওঁর সহযাত্রী ছিলেন ওঁর দ্বিতীয় বন্ধু দিগসুইএর প্রবোধ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আর ওঁর গুরুদেবের ভাগ্নে—আমাদের গ্রামের। এঁরা দিগসুই থেকে আসেন ত্রিবেণীতে গঙ্গাস্নান করতে। সেখান থেকে কি খেয়াল হলো—যান ডুমুরদহে। ডুমুরদহে গিয়ে শোনেন—আজ কালনা কাটোয়া লাইন খুলবে এবং বিনা টিকিটে যাত্রী নেবে। ব্যস্, আর যায় কোথা—এ সুযোগ কি ছাড়তে আছে? চললেন এঁরা সোজা খামারগাছি। তারপর খামারগাছিতে ট্রেনে উঠে বিনা-টিকিটের ঐ যাত্রীরা নামলেন ধাত্রীগ্রামে। ধাত্রীগ্রাম ষ্টেশনে নেমে এঁরা প্রথমে আসেন সূর্য্যপুরে—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রবোধ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাতুলালয়ে। সূর্য্যপুর ধাত্রীগ্রাম ষ্টেশন থেকে মাইল তিনেক দূরে অবস্থিত কালনা বর্দ্ধমান রোডের উপর। সূর্য্যপুর এসে মধ্যাহ্ন কার্য্যাদি সেরে বাইতিপাড়ায় আসেন সেইদিন সন্ধ্যায়, এবং রাত্রিটুকু অতিবাহিত করে ভোরে বৈঁচি হয়ে ত্যালাণ্ডু ষ্টেশনে নেমে দিগসুই প্রত্যাবর্ত্তন করেন। অতএব যে মিলনে চিরজীবনের অবিচ্ছিন্ন সখ্যতার প্রতিশ্রুতি থেকে যায়, সেই মিলন—সেই প্রথম মিলন ওই অত্যল্প ক্ষণেই যে সংঘটিত হয়েছিল, তা কি সম্ভব? এ প্রশ্নটা বোধ করি সীতারামের মনেও উঠেছিল, তাই বোধ করি তিনিও "সম্ভবতঃ" বাক্যটি প্রয়োগ করেছেন তাঁর পত্রে। ১৩১৮ সালে প্রবোধের বয়স ছিল ২০, আর আমার বয়স ছিল ১৭।

প্রবোধের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয় সাহিত্য নিয়ে। প্রবোধই আমার সর্ব প্রথম সাহিত্যিক বন্ধু। ছোট্ট একটি পল্লীগ্রামে বাস করি, সাহিত্য চর্চ্চার কথা দূরে থাক, লেখাপড়ার চর্চ্চাও গ্রামে তেমন নেই। পড়ুয়া ছেলে বাপ-মাকে লুকিয়ে বাড়ীতেই হেমচন্দ্র মাইকেল পড়ি—কণ্ঠস্থ করি। শুধু তাই নয় অক্ষর গুণে-গুণে কথা মিলিয়ে-মিলিয়ে কবিতাও লিখে যাই—লিখে-লিখে খাতা ভর্ত্তি করি। কিন্তু সেই সব অসাধারণ সাহিত্য-কীর্ত্তি দেখাই কাকে? এইরূপ যখন আমার অবস্থা, তখন পেলাম প্রবোধকে। তিনিও তখন পুরাদস্তর তৈরী, অর্থাৎ তিনিও হেমচন্দ্র মাইকেলের অন্ন মেরে বসে আছেন। ব্যস্, আর যায় কোথা! সেই দুইটি কবিতা-পাগল হৃদয় এক হয়ে মিশে যেতে বিলম্ব হলো না। তাই বুঝি তিনি উপরি-উক্ত পত্রে লিখেছিলেন—"তুমি আমার হৃদয় জয় কর।" প্রথম মিলনের সেই কয়েকটা দিন আমার স্মৃতিপটে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে, যার দীপ্তি আজও আমার সারা অন্তরকে জ্যোতির্ময় করে রেখেছে।

প্রবোধ বাইতিপাড়ায় এসেছেন বহুবার, আমিও রিটার্ণ ভিজিট দিয়েছি একাধিকবার দিগসুয়ে। প্রবোধের গুরুদেবকে আমি 'দাশুমামা' বলতাম—বাইতিপাড়ার তাঁর ভাগনের সম্পর্ক ধরে। অমূল্য সম্পদের মত তাঁর অত্যধিক স্নেহের আমি অধিকারী হয়েছিলাম। দিগসুইএ যখন যেতাম, তখন দাশুমামা আমাকে কোথায় রাখবেন ও কি খাওয়াবেন তা যেন ভেবেই পেতেন না। আমিও তাঁকে ভক্তিশ্রদ্ধা করতাম প্রাণ ঢেলে, যে ভক্তিশ্রদ্ধা একমাত্র ঠাকুর-দেবতাকেই নিবেদন করে মানুষ তৃপ্তি পায়, নিশ্চিন্ত হয়। তাঁর শান্ত, সমাহিত, পবিত্র দেবমূর্ত্তিটি আজও আমার চোখে স্পষ্ট হয়ে আছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রবোধের বিবাহ হয় দিগসুই থেকে। 'বিবাহ করবো না' এই ছিল তাঁর পণ। কিন্তু গার্হস্থ্য-দেবতা যোগেশ্বর শ্রীমৎ দাশরথি দেব জানতেন যে, মানুষের নরজীবন পরিপূর্ণ হয় না, যদি না সে বরদাত্রী গৃহলক্ষ্মীর কৃপালাভ করে। তাই যাঁকে তিনি আত্মজ বলেই গ্রহণ করেছিলেন, তাঁকে অ-পরিপূর্ণ রাখতে কি পারেন?—না। তাই, তাঁরই আদেশে ও ইচ্ছায় প্রবোধকে সংসারাশ্রমে প্রবেশ করতে হয়েছিল। প্রবোধের বিবাহবাসরে আমি উপস্থিত ছিলাম। আমারই সামনে সেই লক্ষ্মী মেয়েটি দেবী 'কমলা' তাঁর নারায়ণকে মাল্যদান করেছিলেন। সত্য ত্রেতা দ্বাপর হলে স্বর্গ থেকে দেবতারা হয়তো সেই শুভক্ষণে পুষ্পবৃষ্টি করতেন, কিন্তু একালে সে স্বর্গও নেই, সে দেবতাও নেই, তাই মর্ত্তবাসী আমরাই দেবতাদের ঐ পার্টটি প্লে করি চোখের ফুল ঝরিয়ে।

প্রবোধের কিশোর-মূর্ত্তি আজও আমার চোখে থেকে হারায়নি, যেদিন হারাবে সেদিন আমাদের সম্পর্কও হয়তো হারিয়ে যাবে। এখন যাঁরা এঁকে নূতন দেখছেন, তাঁরা এঁর সে চেহারা কল্পনায় আন্‌তে পারবেন না। এঁর চেহারা ছিল দীর্ঘ, বক্ষদেশ বিস্তৃত, চক্ষু আয়ত, বাহু প্রায় আজানুলম্বিত। মাথায় লম্বা চুল আমি প্রথম দিন থেকেই দেখেছি। ছবিতে তপোবন বালকের চেহারা দেখেছি—ইনিও দেখতে ছিলেন ঠিক তাদেরই মত। সব চেয়ে বেশী আকৃষ্ট হতাম তাঁর কণ্ঠস্বরে! ভরাট, গুরুগম্ভীর অথচ খুব মিষ্টি ছিল তাঁর কণ্ঠ। আবৃত্তি করতে পারতেন সুন্দর। আবৃত্তি করবার তাঁর প্রিয় বস্তু ছিল মাইকেলের মেঘনাদবধ কাব্য। কিশোর, কণ্ঠের সেই আবৃত্তি শুনতাম আমি স্তব্ধ হয়ে। বর্ত্তমানে তাঁর ভাষণ শুনেছি, কিন্তু সে কণ্ঠ হারিয়ে গেছে। বর্ত্তমানে তাঁর যে চেহারা দেখি, সে চেহারায় কঠোর তপস্যায় অস্থিচর্ম্মসার বিকৃত মূর্ত্তি ভক্তদের ঠাকুর সীতারামই আছেন, কিন্তু বাল্যের সেই নবঘনশ্যাম ভাই প্রবোধটি নেই। একমাত্র যা আছে, সে হচ্ছে—হস্তাক্ষর। এই বস্তুটিরই কেবল বল্মীকমূর্ত্তি ঘটেনি। সেই মুক্তার মত হস্তাক্ষর আজও চোখে পড়ে। একমাত্র সেই হস্তাক্ষর দেখেই চিন্‌তে পারি—এইতো সেই প্রবোধ!

প্রবোধের ভাবগম্ভীর কণ্ঠ যেমন আমাকে স্তব্ধ করে রাখতো, তেম্‌নি তাঁর ভাবলঘু কণ্ঠও আমাকে কৌতুক পরিবেশন করতো কম নয়। এম্‌নি এক কৌতুক পরিবেশনের কথা আমার স্মরণীয় হয়ে আছে। এক দুর্দ্দান্ত ভোতলা, তার ভূমিকায় মেঘনাদবধ কাব্যের একটি অংশের তাঁর আবৃত্তি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোন অংশটি—তা ১৩৬০ সালে পুনর্মিলনের অত্যল্পকাল পরেই তাঁকে স্মরণ করে লিখে পাঠাতে বলি। অপরাজেয় তাঁর স্মৃতিশক্তি—ফেরৎ ডাকেই লিখে পাঠালেন—

"সম্মুখ সমরে পড়ি বীরচূড়ামণি
বীরবাহু চলি গেল যবে যমপুরে
অকালে। কহ দেবি অমৃতভাষিণি
কোন বীরবরে বরি সেনাপতি-পদে
পাঠাইল রণে পুনঃ রক্ষোকুলনিধি
রাক্ষস-ভরসা।"

—(সোমেশ্বর মঠ, মেমারী ৫।৮।৬০)

ইংরাজীতে একটি কথা আছে—'Childhood shows the man' (উঠতি মূল পত্তনেই চেনা যায়)। প্রবোধ যে উত্তর জীবনে আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে একজন শক্তিমান্ বন্দিত পরমপুরুষ বা অতিমানব হবেন, তা আমি তাঁর প্রথম সান্নিধ্যলাভ করেই বুঝতে পেরেছিলাম। তখন আমরা উভয়ে উভয়কে কবিতায় পত্র লিখতাম। পত্র আমিও প্রচুর লিখেছি, উনিও লিখেছেন অনেক। আমার ছেলেবেলাকার অপ্রকাশিত রচনা হাতের লেখা একখানি কবিতার খাতা আছে। তার ভিতর প্রবোধকে প্রেরিত কবিতায় লেখা একখানি পত্রের অনুলিপি সন্নিবিষ্ট আছে। রচনা কাঁচা হাতের, ছন্দ মিলের বালাই নেই, সাহিত্যের ভাষা—তাও মা সরস্বতীর খিড়কীর পথ দিয়ে হেঁটে চলেছে। কিন্তু ওর ভিতর একটি বস্তু যা রয়েছে, তা দেখে আমি আজ হর্ষে ও বিস্ময়ে অভিভূত হই। সে হচ্ছে আমার সেদিনকার নির্ভুল মনের নির্ভুল বস্তু প্রকাশ! কবিতাটি একটু বড়, তাই সবটা এখানে আঁটবে না, কয়েকটি লাইনমাত্র নিম্নে উদ্ধৃত করছি :—

পূর্ব্ব জন্মের ফলে
বহু পুণ্যের বলে
পেয়েছি আমি প্রবোধ রতন
সংসার হট্টেতে
খুঁজিতে খুঁজিতে
কিনেছি বন্ধু মনের মতন!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিয়াছেন বিধি
অমূল্য নিধি
সংসার বারিধি মাঝেরে,
অসহায়ের তরি
বন্ধু নাম ধরি
আসে হেথা ছদ্মবেশেরে!

* * *

ধরেছি গো আমি
বহু আশা প্রাণে
গাঁথিতে একটি প্রেমের হার
কবিতার ফুলে
মধু ভরা ভরা
পরাবো আমি গলেতে তোমার।

খাতাখানির নাম—পৃষ্ঠায় লেখা আছে—"সন ১৩১৯ সাল"। এই থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ১৩১৯ সালে এই খাতায় কবিতাটি মাত্র রক্ষিতই হয়েছিল অন্যান্য কবিতার সঙ্গে একত্রে। পঁচিশটি কবিতা আছে এই খাতায়। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে "পঞ্চম জর্জ্জের অভিষেক" শীর্ষক কবিতা—তার ফুটনোটে লেখা আছে ১২ই ডিসেম্বর ১৯১১ সাল অর্থাৎ বাংলা ১৩১৮। অতএব ইহাই স্বাভাবিক যে অন্যান্য কবিতাগুলিরও রচনার সাল ১৩১৯ সালের পূর্ব্বে কোন এক বা একাধিক সাল। ১৩১৯ সালে সীতারামের বয়স ছিল ২১, আর আমার বয়স ছিল ১৮। সম্ভবত: আরও ২।৪ বৎসর পূর্ব্বে এই কবিতাটি রচিত হয়েছিল—তখন সীতারামের বয়স হবে ১৮।১৯, আর আমার বয়স ১৫।১৬। সে আজ প্রায় অর্ধ শতাব্দীর পূর্ব্বের কথা। আমি সেইদিনই আবিষ্কার করেছিলাম আমার 'অমূল্য নিধির' ভিতর জন্ম-গ্রহণ করেছেন এক 'দুর্লভ'—'শিব ও নারায়ণের' মিশ্রিত এক মর্তমূর্তি। বন্ধুপ্রশস্তির এই দলিলখানির প্রতিটি অক্ষর ও প্রতিটি ছত্র সেই সন্দেহাতীত সত্যেরই সুরভি বহন করে।

আর একটা কথা ভাবি, ভেবে হর্ষে ও গর্বে চমকিত হই। ছেলে-বেলায় আমি আরও ত অনেক বন্ধুই পেয়েছিলাম, তাদের অনেকের সঙ্গেই অনেক পত্রবিনিময় হয়েছিল। কিন্তু, আমার এই কাব্যকুসুমের ডালায় একমাত্র কেবল প্রবোধ-কুসুমটিই স্থান পেয়েছিল কেন? কালের ইতিহাসে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই সত্যটাই কি রচিত হয়ে নেই যে, সংসারের হাটে আমার হৃদয়ের সর্বোত্তম মূল্য দিয়েই একমাত্র প্রবোধকেই সেদিন আমি কিনেছিলাম ?

ঠাকুর সীতারামের গুরুদেব শ্রীমদ্ দাশরথি দেব যোগেশ্বর।

এই প্রসঙ্গে সীতারামের গুরুদেবের কথা কিছু বলা প্রয়োজন। নইলে সীতারামের বাল্যছবি ঠিকমত আঁকা যায় না—রঙের অভাব ঘটে। তাই কিছু বলতে হচ্ছে।

'মহাপুরুষ' প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর। এক শ্রেণীর মহাপুরুষ আত্ম-কেন্দ্রিক। তিনি কেবল নিজেরই মুক্তি-কামনায় পর্বতে কান্তারে লোক-চক্ষুর অন্তরালে একান্ত নির্জনে দেহান্ত পর্যন্ত তপস্যায় সমাহিত থাকেন। দৃশ্যতঃ তিনি লোক-লোকালয়ের কল্যাণ অকল্যাণের ধার ধারেন না। আর এক শ্রেণীর মহাপুরুষ সর্বজনকেন্দ্রিক। সাধনা করবার জন্য কিছুদিন তাঁর লোকান্তরাল প্রয়োজন হয় বটে, কিন্তু সাধনায় সিদ্ধিলাভ করবার অব্যবহিত পরেই পুনরায় তিনি জনপদে ফিরে আসেন এবং তাঁর সিদ্ধির প্রসাদ অকৃপণ হস্তে জনসাধারণের ভিতর বিতরণ করেন। যে অমৃতের অধিকারী তিনি নিজে হয়েছেন, সেই অমৃত নিঃশেষে সারা জগৎবাসীকেই বিলিয়ে দেন—পাপী তাপী শান্তি পায়। এই দুই শ্রেণীর মহাপুরুষের ভিতর কে বড়, কে ছোট—সে বিচার করতে আমি বসিনি, শুধু এই কথাই বলি—প্রথমোক্ত মহাপুরুষ কেবল নিজেই গোপনে 'মহাপুরুষ' হবার জন্য সাধনা করেন, আর শেষোক্ত শ্রেণীর 'মহাপুরুষ' নিজের কাজে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নির্বাপিত করে তাঁর মহাপুরুষত্ব জগতের লোকেরই দেহে মনে আত্মায় ও চিত্তে সঞ্চারিত করেন। আমার মতে এই শেষোক্ত শ্রেণীর মহাপুরুষই হন্ মানবলোকে প্রত্যক্ষ দেবতা। যেহেতু মানুষের কাছে তিনি পতিতপাবন পাতকীতারণ। মহাপুরুষ সীতারাম এই শেষোক্ত শ্রেণীর ভিতরই পড়েন এবং মানবলোকের এইরূপ তিনি এক প্রত্যক্ষ দেবতা। কিন্তু এখানেও একটা কথা আছে। জীবনের প্রথম লগ্নে যখন বাচ্ছা-মহাপুরুষেরা বৈরাগ্যের ডাকে সাড়া দিয়ে অধ্যাত্ম-সাধনায় আত্মস্থ হন, তখন তাঁরা মুক্তি-কামীর প্রচলিত নীতি ও বিধান মতে আত্মকেন্দ্রিক পথই অনুসরণ করেন। মহাজনদের এই পন্থা সীতারামও যে অনুসরণ করতেন না, তারই বা কি ঠিক ছিল ? যখন তাঁর আধ্যাত্মিক জীবন সবেমাত্র মুকুলিত হয়েছিল বা হবো হবো হচ্ছিল, তখনই আমাদের প্রথম মিলন হয়—উভয়ে উভয়কার দেহ-মন-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi ,

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মায় প্রবেশ করি। এবং তিনি যে একদিন মহাপুরুষ লাভ করবেন, সে সংবাদ সেদিন আমি নিঃসংশয়েই পেয়েছিলাম, কিন্তু ভবিষ্যতে তিনি যে এইরূপ সর্ব্বজনকেন্দ্রিক 'মহামন্ত্র প্রচারক মহাপুরুষ' হবেন সে প্রতিশ্রুতি আমি পাইনি। বরং আর পাঁচজনের মতই সাধনার ফলটি তিনিও যে একা নিয়েই পুঁটলি বাঁধবেন, এই কামনারই চিহ্ন আমার চোখে পড়েছিল তাঁর সর্ব্বপ্রাথমিক কৃচ্ছ্রসাধনায়। কিন্তু আজ? আজ তিনি অকৃপণ হস্তে বিলিয়ে দিচ্ছেন তাঁর সাধনার সমগ্র ফল! বিলিয়ে দিচ্ছেন তাঁর সারা জীবনের অপার্থিব সম্পদ্—'রাম নাম' 'হরে কৃষ্ণ হরি নাম!' বিলিয়ে দিচ্ছেন নিজেকে রিক্ত করে, নিঃস্বত্ত্ব হয়ে! এই যে আত্ম বিলাপ, এর নির্দ্দেশ দিয়েছেন কে? দিয়েছেন সেই মহাজন, যিনি তাঁর গুরু—শ্রীমৎ দাশরথি যোগেশ্বর। স্বীকার করি 'মহাপুরুষ' হবার জন্যই 'সীতারামের' জন্ম, কিন্তু ধরিত্রীর নিকট হয়ত তিনি হৃত হয়েই থাকতেন যদি না মানব-বন্ধু দাশরথির মত গুরু এসে তাঁকে আশ্রয়দান করতেন। কথাটা সীতারামের কথাতেই বলি। তিনি একখানি পত্রে (মেমারী ২৭-৩-৬০) আমাকে লিখেছেন-"গুরুদেবের সংকল্পই আজ আমায় দেশে দেশে ভ্রমণ করাচ্ছেন। তিনি বলতেন—'লোকের দ্বারে দ্বারে গিয়ে নাম প্রচার করবো, আরব যাবো, তাতার যাবো, মুসলমান পর্যন্ত নাম নেবে।' আজ ১৬ বছর ধরে প্রচারক-জীবন চলেছে। কুমারিকা থেকে হিমালয় নাম নিয়ে ঘুরছি—এও তাঁরই সংকল্প। আজ বহু সহস্র নরনারী সীতারামকে শ্রদ্ধার্ঘ্য দিচ্ছে—এ শ্রদ্ধার্ঘ্য তার গুরুদেবের বলেই সীতারাম জানে।"

সীতারাম আজ জনবরেণ্য। তাঁর শিষ্য ও ভক্তের সংখ্যা—সহস্র সহস্র। এই প্রসঙ্গে সীতারামের বাকেরই প্রতিধ্বনি তুলে আমিও বলি—সীতারামের পাদপদ্মে যে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া হয়, তা সীতারাম—রচয়িতা যোগেশ্বর দাশরথি স্মৃতিতীর্থেরই পাদপদ্মে এসে পড়ে। জনগণ যে অভয়-বার্ত্তা পান, আশীর্ব্বাদ লাভ করেন—তা সে তাঁরই। তরুণ শিষ্যকে গুরু একদিন বলেছিলেন—"তুমি আমার কে—গুরু না শিষ্য—তা জানি না। * * যদি গুরু হও তবে আমি তোমার শিষ্য, শরণ নিচ্ছি—কৃপা করে উদ্ধার কর।" ভক্ত বা স্নেহের পাত্রের কাছে এইরূপ আত্মনিবেদন তথা আত্ম-বিহ্বলতার প্রকাশ একমাত্র ভারততীর্থেই সম্ভব হয়েছে যুগে যুগে মানব শিক্ষার্থে। ভক্তিকে বড় করতে গিয়ে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ভৃগুপদচিহ্ন বক্ষে ধারণ করেছেন। পৃথিবীর স্নেহকে বড় করতে গিয়ে পূর্ণব্রহ্ম রামচন্দ্রও লবকুশের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিকট পরাজিত হয়েছেন। সুতরাং পৃথিবীর শিষ্যত্বকে বড় করতে গিয়ে আদর্শ গুরু যোগেশ্বর দাশরথিও যে শিষ্যের শরণার্থী হবেন, সে আর বিচিত্র কি?—এ সব দৈবী বা আধ্যাত্মিক লীলা ছাড়া আর কিছুই নয়।

শুনি, কোষ্ঠির মিল না হলে বিবাহ-বন্ধনে জোর বাঁধে না। তেম্‌নি বন্ধুত্বেও জোর বাঁধে না যদিনা দুই বন্ধুর জীবন-স্রোত একই বৃন্দাবনের একই যমুনায় প্রবাহিত হয়। সন ১৩১৯ সালে সংকলিত যে কবিতার খাতাখানির কথা ইতঃপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে, তার ভেতর "কোথায় ঈশ্বর" শীর্ষক আমার আর একটি কবিতা আছে। তার প্রথম কয়েকটি লাইন হচ্ছে এই :—

"কোথায় গো বিশ্বস্রষ্টা, বলনা আমায়
সুনীল অম্বর কোলে
অতল জলধিতলে
অথবা কোন শ্রেষ্ঠফুলে, আছ কি সেথায়?
কোথায় গো বিশ্বস্রষ্টা, বলনা আমায়।"

কবিতাটি বাল্যকালের সেই একই দিনের কাঁচা হাতের লেখা, তা হলেও এর ভিতর যে কণ্ঠ রয়েছে, তার রোদন এই কথাই বলে যে, সেই সময় যেন আমারও ভিতর 'বিশ্বস্রষ্টার' সন্ধানের এক ব্যাকুল আগ্রহ এসেছিল, যেমনটি আমি প্রত্যক্ষ করেছিলাম প্রবোধের ভিতর। দুটি মন, দুটি অন্তর, দুটি জীবাত্মা পূর্বজন্মের একই অঙ্গের 'দুটি-দুটি' টুক্‌রা বলেই কি এ জন্মের এই অনির্বাণ বন্ধুত্ব, যা কালের ঝড় নিবাতে গিয়েও নিবাতে পারেনি?

ইংরাজী ১৯১৩ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাশ করার পরই সংসার আমাকে গ্রাসকরে। অতঃপর প্রবোধের ও আমার উভয়ের জীবন—তটিনী দুটি বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়। আমি হই সংসার-তাপস, আর প্রবোধ হন 'অরণ্য'-তাপস। তিনিও সংসারী হলেন বটে, কিন্তু সংসার তাঁকে বাঁধতে পারলো না। সংসারে রইলো মাত্র স্থূল দেহটা, সঙ্গে রইলো তাঁর জীবাত্মা; সূক্ষ্ম দেহটা চলে গেল অরণ্যে—সঙ্গে গেল পরম-আত্মা। তিনি সংসারে হয়ে রইলেন মুক্ত-জীব। আর আমি পড়ে রইলাম বন্ধনে, সংসারে। বদ্ধজীব। অপ্রাসঙ্গিক হলেও এখানে একটা কথা বলে রাখি। আমি ম্যাট্রিক পাশ করেছিলাম অধুনালুপ্ত কলিকাতার মর্টন ইন্‌ষ্টিটিউশন থেকে—এই স্কুলের রেক্টর ছিলেন পূজ্যপাদ মহেন্দ্র নাথ গুপ্ত (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত-রচয়িতা 'শ্রীম')।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মর্টনে 'কথামৃত' তখনকার চতুর্থশ্রেণী থেকে প্রথমশ্রেণী পর্য্যন্ত স্কুলপাঠ্য ছিল। 'কথামৃতের' রীতিমত পরীক্ষা দিতো হতো ছাত্রদের। অন্যান্য বিষয়ে পাশ করলেও—'কথামৃতে' ফেল করলে ছাত্রকে ক্লাসে প্রমোশন দেওয়া হোতো না। বা ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবার অনুমতি দেওয়া হোতো না। এতদূর কড়াকড়ি ছিল 'কথামৃতের' পরীক্ষা। আমি বাঘ্‌নাপাড়া স্কুল থেকে এসে এখানে প্রথম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হয়েছিলাম। আমদের শ্রেণীতে 'কথামৃত' পড়াতেন স্বয়ং 'কথামৃতের' ঋষিকল্প রচয়িতা। 'কথামৃতে' পড়া ছাড়া তাঁরও শ্রীমুখ থেকে শুনেছি—পরমহংসদেবের জীবের শ্রেণীবিভাগ, তার নাম—(১) মুক্তজীব, (২) মুমুক্ষুজীব (৩) বদ্ধজীব।

কলিকাতায় আসার পর কয়েক বৎসর আমাদের উভয়ের ভিতর পত্রালাপ চলেছিল এবং দেখা সাক্ষাৎও চলেছিল। হয়তো প্রবোধ কোনদিন আমার মেসে আসতেন কিংবা পূর্বাহ্নে তাঁর পত্রে প্রাপ্ত ঠিকানায় আমি গিয়ে মিলিত হতাম তাঁর সঙ্গে। অতঃপর কালের মায়া-আবর্তে আমি যেন কোথায় ভেসে হারিয়ে গেলাম—আবার উপকূল গেল বহুদূরে সরে। সীতারামের সঙ্গে একেবারেই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম। এইভাবে কেটে গেল দীর্ঘ ২৫।৩০ বৎসর, কি তারও বেশী। এর ভিতর যেন আমার কিছুই করবার ছিলনা। কেন ছিলনা তাহা জানি না। শুধু জানি,—ছিল না! হয়তো এই হবে—মনে এই কথাই উঠ্‌তো, যে মানুষ সংসারের সমস্ত আকর্ষণ ছিন্ন করেছেন, তাঁকে আবার বাঁধন দিয়ে বাঁধ্‌তে যাই কেন? কালচক্র ঘুরে চল্‌লো—অতীত হলো যৌবন, অতীত হলো প্রৌঢ়ত্ব, বার্দ্ধক্যের তীরে এসে ঠেক্‌লো আমার জীবন-তরি।

সন ১৩৬০ সাল। দীর্ঘকাল রোগশয্যায় শায়িত। রেডিয়োতে রবীন্দ্রনাথের গান শুন্‌ছি—

"জীবন যখন শুকায়ে যায়
করুণা-ধারায় এসো—

এমনি সময়ে একখানি পত্র এলো। পত্রখানি এই :—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৺৭ শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

সোমেশ্বর মঠ
পোঃ মেমারি, বর্দ্ধমান
১৬।৬।৬০

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

প্রীতিনিলয়েষু

ভাই চরণ, অনেকদিন তোমার কোন পত্রাদি পাই নাই। বোধহয় আমায় ভুলেই গেছ। মাঝে মাঝে তোমার কথা মনে পড়ে।

মান-সম্ভ্রম স্ত্রী-পুত্র নিয়ে বেশ সুখে আছ তো?

শুহুর কাছে ঠিকানা নিয়ে পত্র দিচ্ছি। এ ভাবে ভুলতে পারবে তা' মনে করিনি।

এখানে চাতুর্ম্মাস্যকাল আছি, অখণ্ড নাম চলিতেছে রাস-পূর্ণিমার পর অন্যত্র যাবো। নাম দেখে চিন্‌তে পারবে না।

তোমার ডুমুরদহের জনৈক বাল্যবন্ধু
(স্বাক্ষর) শ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

প্রবোধ?

'নয়তো কে?—সুমুখে এসে যেন হেসে দাঁড়ালো সেই কিশোর প্রবোধ।

ঝির্, ঝির্, ঝির্! ঝির্-ঝির্ করে বুকে যেন ঝরে পড়লো খানিক ঠাণ্ডা হাওয়া—এক অতীত সমীরণ। অভিভূত হয়ে পড়লাম হর্ষে, আনন্দে, বিস্ময়ে!—প্রবোধ!

ভুলিছি?—দূর, তাই কি হয়?

'শুহু' হচ্ছে শ্রীমৎদাশরথিদেব যোগেশ্বরের ভাগ্‌নের ডাক নাম। ইনি আমার গ্রামবাসী।

শুহুর মুখে মাঝে মাঝে আমিও শুনেছি প্রবোধের কথা। শুনেছি—স্ত্রী-বিয়োগের পরই তিনি নাকি কঠোর সন্ন্যাস নিয়েছেন। সংসারের যে স্তর, তা থেকে সহস্র যোজন উর্দ্ধে যে স্তর, সেই স্তরের অধিবাসী তিনি—তপঃলোকের। বহু নিম্নে আমরা সংসারী লোক, বউ-ছেলে নিয়ে ঘর করি, বিষয়ের বিষে আমরা নীলকণ্ঠ, অচল-অধম—আমাদের কথা তিনি যে মনে রাখতে পারেন, তা ভাবতেই পারিনি। তাই স্মৃতিকে রেখেছিলাম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিষ্ক্রিয় কোরে। মিথ্যা ভেবে ছেঁড়া সুতোয় আর গাঁট বাঁধবার চেষ্টা করিনি। কিন্তু,—আজ যেন সব ভেস্তে গেল। মনের ভিতর স্তরে স্তরে সাজানো রাশি রাশি ভ্রান্তি তাসের ঘরের মত সব যেন একে একে ভেঙ্গে পড়লো—তার উপর বিকশিত হলো থরে থরে যুঁই, চামেলী, চাঁপা।

বোধকরি, পরদিনই কতকগুলি ধর্ম্মপুস্তক এসে পৌঁছল ডুমুরদহ থেকে। 'শ্রীসীতারামদাস বিরচিত'। সেগুলির ভিতর ছিল একখানি ইংরাজী পুস্তিকা—'A Short Biography of Shri Sitaramdas Omkarnath' সীতারামের সংক্ষিপ্ত জীবনী, জীবনীকার শ্রীপুরঞ্জয় রায় বন্দ্যোপাধ্যায়। ইংরাজী অনুবাদক—S. Sil. পুস্তিকাখানির প্রথম প্রকাশের কাল দেখলাম—মে, ১৯৫১ সাল। বইখানি তেরোর পৃষ্ঠায় 'Thakur's Friends' শীর্ষক স্তম্ভে দেখি, সীতারামদাসের 'বাল্যবন্ধুর' তালিকায় আমারও নাম উল্লিখিত আছে। বলা বাহুল্য, উপরি-উক্ত পত্র ও এই বইগুলি পেলাম ১৯৫৫ সালে। এর আগে আমিই বা কোথায়, প্রবোধই বা কোথায়? বুঝতে বিলম্ব হলো না, আমার স্মৃতি নিষ্ক্রিয় থাকলেও প্রবোধের স্মৃতি একদিনও নিষ্ক্রিয় ছিল না—তাঁর স্মৃতি ছিল সবিতৃদেবতার সপ্তাশ্বচালিত রথের মতই সক্রিয়। আশ্চর্য! কত যুগ গেছে, যুগান্তর এসেছে, কত জন্ম গেছে, মৃত্যু এসেছে—তথাপি কালচক্রের বিকর্ষণ তাঁর হৃদয় থেকে আমাকে কেড়ে নিতে পারেনি। কিন্তু সম্ভব হ'ল কেমন করে? সর্ব-আকর্ষণ-মুক্ত এক মুক্ত পুরুষের পক্ষে এটা সম্ভব হলো কি করে? যে হৃদয়কে তাঁর তপস্যার মিত্র দেবতাই অহরহঃ আচ্ছন্ন করে রেখেছেন, সেই হৃদয়দুর্গে পথ পেয়েছি কি করে আমি? উত্তর পেলাম। ইষ্ট নয়, গুরু নয়, ব্রহ্ম নয়, বিষ্ণু নয়, মহেশ্বর নয়, তেত্রিশকোটি দেবদেবীও নয়—সবার উপরে বন্ধু সত্য। নইলে, মিথ্যে হয়ে যায় রাম, মিথ্যে হয়ে যায় শ্রীকৃষ্ণ, মিথ্যে হয়ে ব্রজগোপাল।

উপরি-উক্ত ইংরাজী পুস্তিকায় 'শ্রীসীতারাম ওঙ্কারনাথ' চিহ্নিত প্রবোধের আধুনিক সন্ন্যাসজীবনের একখানি প্রতিকৃতি মুদ্রিত ছিল। সেই চেহারার সঙ্গে পরিচয় আমার আগে ছিল না, কারণ প্রবোধের সঙ্গে যখন আমার যোগসূত্র ছিন্ন হয়, তখন তিনি ছিলেন তরুণ। পরিচয় হলো এখন। তাই তাঁর নবতম জীবনের প্রাথমিক দু'একটি তথ্য জানবার জন্য আমার কৌতূহল হলো। পত্র লিখলাম। সন্ন্যাস-নাম সম্বন্ধে তিনি লিখলেন (২৩।৬।৬০)—"সীতারাম নাম দিয়া গেছেন শ্রীগুরুদেব।" জটা রাখার প্রশ্নে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি লিখলেন (৩।৭।৬৯)—চুল বরাবরই ছিল। ১৩৫১ সালে ৫ মাস মৌন গ্রহণ করি, তাতেই জটা বেঁধে গেছে।"

অতঃপর পুনর্মিলনের লগ্ন এগিয়ে এলো।

সেদিন ৺কালীপূজা। দুইজন প্রতিবেশীসহ মেমারী যাত্রা করলাম। শারীরিক অসুস্থতা ঠেকিয়ে রাখতে পারলো না। ষ্টেশনে নেমে দেখি—আমাদের মত যাত্রী আরও অনেক। সকলেই নগ্নপদ। তাঁরা নাম কীর্ত্তন করতে-করতে একটি শোভাযাত্রা রচনা করে এগিয়ে চল্‌লেন। আমরাও অনুসরণ করলাম তাঁদের। গিয়ে যেখানে এসে পথ শেষ হলো, সে যেন এক স্বতন্ত্র রাজ্য। বন-জঙ্গল থাকলে তপোবনই বলতাম। লোকে লোকারণ্য এক প্রকাণ্ড আটচালায়। বিদীর্ণ হচ্ছে তথাকার আকাশ-বাতাস অবিরাম নামকীর্ত্তনে। আর ওরা যেন অমৃত-ধারায় অবগাহন স্নান করে ইহলোকের মুখ-মূর্তি পরিবর্তন করে ফেলেছে। আনন্দ, আনন্দ! আকাশ থেকে যেন একটি আনন্দলোক ছিঁড়ে পড়েছে এই মায়ারাজ্যে। আমার সঙ্গী দুজনকে দেখলাম, তাঁরাও যেন ভাবে বিভোর হয়ে পড়েছেন। অজ্ঞাতসারেই যেন এক একবার তাঁদের মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ছে—'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ—কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে!' আমার লক্ষ্য কিন্তু এ সব দিকে নেই। মন ছুটছে কেবল তাঁরই কাছে, যাঁর কাছে এসেছি আমি—তাঁরই সন্ধানে। কৈ তিনি, যিনি এ রাজ্যের সম্রাট্? শুনলাম—তিনি এক দুর্গম স্থানে দীক্ষা দিচ্ছেন। কেউ বল্‌লো—না, তিনি মৌন-কুটিরে। কেউবা বল্‌লো—নারে বাবু, ঠাকুর তো পূজোয় বসেছেন। এদের কথায় বুঝলাম—কেউ কিছুই জানে না। অপেক্ষা করতে লাগলাম। দেখলাম ভীড় বাড়ছে। ছুটির দিন—কলিকাতা ও অন্যান্য স্থান থেকে দলে দলে যাত্রী আসছেন। তাঁদের মধ্যে আছেন কলেজের প্রফেসর, ইঞ্জিনীয়ার, ডাক্তার, ব্যবসায়ী, হাইকোর্টের জজ্, জেলা ও মহকুমার হাকিম, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী, উকিল ব্যারিষ্টার, বড়লোক গরীব-লোক, ইতর-ভদ্র, মূর্খ-পণ্ডিত, নারী-শিশু, বৃদ্ধ-তরুণ,! 'ঠাকুরের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় সকলেই অধীর, যেন সেইক্ষণে এত বড় দৃশ্যমান জগতে আর কিছুই তাদের দর্শন করবার নেই। মাত্রএই একটি জগৎ, এই জগৎটি ছাড়া আর কোনও জগৎ আছে কিনা—তাও তাদের জানা নেই যেন। * * * *

এলেন ঠাকুর—

এলেন তিনি। অনতিদূরেই অবলোকন করলাম—দাঁড়িয়ে রয়েছেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শীর্ণ শুষ্ক জটাজুটমণ্ডিত এক বিরাট বিকৃত বীভৎস মূর্ত্তি সাধু—মুখে মৃদু হাসি, বাহুদ্বয় আজানুলম্বিত, দেহ দীর্ঘ, লম্বিত শ্বেত-শ্মশ্রু, কণ্ঠে পুষ্পমাল্য, বাহুতে তুলসী-বলয়। পদতলে লুটিয়ে পড়লো সকলে। লুটিয়ে পড়লেন বাংলার অতি শিক্ষিত সন্তান ঐসব পদস্থ কর্ম্মচারী, ঐ সব ব্যবসায়ী ধনকুবের, ঐ সব পণ্ডিতমহল, ঐ সব মালক্ষীরা! প্রণাম গ্রহণ করছেন ঠাকুর। প্রণাম গ্রহণ করছেন সকলেরই একসঙ্গে—তাঁর উত্তোলিত আশীর্ব্বাদ-হস্ত যেন একসঙ্গে সকলেরই শিরোপরি প্রসারিত। বঞ্চিত হচ্ছে না কেউ।

সেই দৃশ্যপটের অদূরে দাঁড়িয়ে আছি আমি। আমার সঙ্গীরা গেছেন আমার আগমন-বার্ত্তা নিয়ে ঠাকুরের কাছে।

'ঠাকুর'—তাঁর দিকে চেয়ে আছি আমি। খুব পরিচিত, খুব অপরিচিত ঐ মূর্ত্তিটির দিকে। চেয়ে আছি। চেয়ে আছি আচ্ছন্নের ন্যায়। কতক্ষণ এম্‌নিভাবে আছি, জানি না, হঠাৎ চমক ভাঙলো— আমার সঙ্গীরা উঠিপড়ি করে ছুটে এসেছেন। বললেন—'ঠাকুর ডাকছেন।'

'যে ভীড়—'

'আমার সঙ্গে আসুন—' সহসা এগিয়ে এলেন এক তরুণ সন্ন্যাসী। বুঝলাম—ইনি ঠাকুরেরই একজন বিরক্ত শিষ্য। ইনিও এসেছেন নিতে। কাছে হলেও—মানুষের দুর্লঙ্ঘ্য অবরোধ, সেই অবরোধ সরিয়ে রাস্তা করে যেতে হবে, তাই সন্ন্যাসী পুলিশই কাজে আসে ভালো!

যন্ত্রচালিতের ন্যায় অনুসরণ করলাম তাঁর। অগ্রে তিনি, পশ্চাতে আমি। তারপর—তারপর একসময়ে দেখি, উভয়েই উভয়ের বক্ষলগ্ন— 'ঠাকুর' ও আমি। ক্ষণকাল পরে 'ঠাকুরের' মুখের দিকে চাইলাম, ডাকলাম—প্রবোধ? যাঁকে ডাকলাম, তিনিও চাইলেন আমার মুখের দিকে—সে চোখে রোদনও যতখানি, আনন্দও ততখানি! মুখে কিন্তু বাক্য নেই—নীরব নির্ব্বাক! তবে কে ইনি? ইনি কি সেই? সেই-সে স্নিগ্ধ-শ্যামল কিশোর-মূর্ত্তি প্রবোধ? ইনি কি সেই ছেলেটি, যিনি আমার হৃদয়ের সহস্রদল শতদলে একদা কতনা বিহার করেছেন? কতদিন—কতদিন—কতদিন!

—০—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীসীতারামদাস

শ্রীশ্রীদুর্গা

৩১, সাদার্ণ এভিনিউ
কলিকাতা-২৯
৩।২।৫৯

সুহৃদবরেষু,
ভাই চরণ,

তোমার পত্র ও গুরুদেবের উদ্দেশ্যে তোমার কৈশোর রচনা কবিতাটি পেয়ে বড় আনন্দিত হলাম। কবিতাটি হয়ত ছন্দে মিলে কিছুটা কাঁচা হতের লেখা—কিন্তু ওর মধ্যে যে অকৃত্রিম ভাব প্রবাহ, যে আন্তরিক প্রীতি প্রকাশ পেয়েছে তার মূল্য ত কম নয়। আজ যাঁকে সকলে মহাপুরুষ সিদ্ধ যোগী বলে জেনেছে তাঁহার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা একদিন যে তোমার বাল্য প্রীতিপূর্ণ অন্তরের কাছে ধরা দিয়েছিল তার রহস্যই বা কম কিসে? ভগবৎ-কৃপা না হলে এ স্বচ্ছ দৃষ্টি আসে না। আশাকরি, তুমি শ্রীশ্রীঠাকুরের বাল্যজীবন সম্বন্ধে তোমার স্মৃতি চয়ন করে একটি বই বা প্রবন্ধ লিখবে। তুমি যে দিক থেকে ঠাকুরকে দেখবে, সেদিক থেকে আর কেউ দেখতে পারবে না। ব্রজরাখালগণ যদি শ্রীকৃষ্ণের বাল্যজীবনী লিখতে পারত, তবে পুরাণ ও শ্রীমদ্‌ভাগবতে হয়ত একটা নূতন অধ্যায় সংযোজিত হত ও লীলার মধ্যে একটি নূতন সুর বেজে উঠত।

ঠাকুরের সঙ্গে আর একদিন (৩১।১ দেখা) হয়েছিল, পাথুরেঘাটা স্ট্রীটে। তাঁর ভক্তদের মধ্যে আর কেউ সঙ্গে না থাকার জন্য তাঁর প্রসাদী সবগুলি মালাই আমার কণ্ঠে পড়েছিল। এ আমার অসাধারণ সৌভাগ্য। ১লা ফেব্রুয়ারি আঁটিসারা বৈষ্ণব সম্মেলনে যেতে হওয়ার জন্য বেলেঘাটায় তাঁর শ্রীচরণদর্শনের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছি।

আমরা একপ্রকার আছি। আশাকরি, ঠাকুরের কৃপায় তুমি এখন অনেকটা সুস্থ আছ। ভালবাসা জানবে।

ইতি—
প্রীতিবদ্ধ
(স্বাক্ষর) শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi